মুসলিম কীর্তি

ড: এম, আবদুল কাদের

মুসলিম কীর্তি

ডঃ এম. আবদুল কাদের

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মুসলিম কীর্তি

ডঃ এম. আবদুল কাদের

ই. ফা. বা. প্রকাশনাঃ ১৫৭২
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগারঃ ২৯৭.০৯

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৩০ ইং

ই. ফা. বা. প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৯৫
জিলহজ্জ ১৪০৮
জুলাই ১৯৮৮

প্রকাশকঃ
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ ঃ
মোঃ তাজুল ইসলাম

মুদ্রণ ঃ
সোহায়েব প্রিন্টার্স
১৭, ডি. আই. টি. রোড
মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা—১২১৭

বাঁধাই ঃ
ফেমাস বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
১১৩, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা।
মূল্য ঃ [illegible]

MUSLIM KIRTI (Muslim Achievement) : Written by Dr. M. Abdul Kader in Bengali and published by Abu Sayeed Muhammad Omar Ali, Director of Publication, the Islamic

www.pathagar.com

[redacted]

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর ইতিহাস-পাঠকের কাছে মুসলিম জাতির ইতিহাস এক কৌতূহলোদ্দীপক ও আশ্চর্যজনক অধ্যায়রূপে চিহ্নিত। এ গৌরব-মন্ডিত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক যাঁরা, দুঃখজনক সত্য, তাঁদের অনেকেই আজ সে ইতিহাস সম্পর্কে অনবহিত অথবা অভিসন্ধিমূলক অপপ্রচারধর্মী ইতিহাস পাঠের ফলে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী। এদিকে বাঙালী মুসলিম সমাজে ইতিহাস গবেষকের অভাবটিও প্রকট। এ প্রেক্ষিতে মুসলিম ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ এম. আবদুল কাদেরের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌরবময় মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন কীর্তিরাজির কাহিনীকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন 'মুসলিম কীর্তি' গ্রন্থে। এটি আমাদের ইতিহাসের টুকরো ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভে উৎসাহ যোগাবে।

আল্লাহ্ আমাদের ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় কর্মমুখর হতে সাহায্য **করুন**।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

১৯২১ সনের কথা। আমি তখন কাঞ্চনপুর মধ্য-ইংরেজী স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। পাঠ্য-পুস্তক পড়িয়া আমার মন ভরিত না। পূর্ব হইতেই আমি পুঁথি পড়িতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমার দাদাজী চৌধুরী মিয়া সাহেবের ও গ্রামের ডেঙ্গু মুন্সীর বেশ কিছু পুঁথি ছিল। জ্ঞাতী দাদা আজগর কারী সাহেবের ছিল খোলাসাতুল আম্বিয়া নামে একখানি বিরাট পুঁথি। আমি সবগুলিই পড়িয়া ফেলি। এসব পুঁথিই ছিল তখন গ্রামের লাইব্রেরী। স্কুলে আসিয়া আমি প্রথম সাধু বাংলায় লিখিত পুস্তকের সন্ধান পাই। এখানে আর্য-কীর্তি প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড এবং চরিতাবিধান পড়িয়া আমার মনে খেয়াল জাগে মুসলিম কীর্তি ও মুসলিম চরিতাবিধান কি হইতে পারে না? শেষোক্ত পুস্তকখানায় মুসলমান চরিত্রের ছিল খুবই অভাব। যে আকবর বাদশাহকে হিন্দুরা দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বরও (দিল্লীর ঈশ্বর যিনি, জগতের ঈশ্বরও তিনি) বলিয়া স্তব করিত, আর্য কীর্তিতে তাঁহাকেও এক রাজপুত মহিলাকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত দেখা যায়।

১৯২৪ সন হইতে আমি আর্য-কীর্তি অনুকরণে আদর্শ মুসলমান নর-নারী, গুণগ্রাম লইয়া প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। ১৯২৬ সন হইতে এগুলি মোয়াজ্জিন, সবুজ পল্লী, মাসিক মোহাম্মদী, সাহিত্যিক, শরীয়তে ইসলাম প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। মাসিক মোহাম্মদীর সম্পাদক মৌলভী আকরাম খাঁ সাহেব আমার প্রকৃত বীরত্ব প্রবন্ধ পাঠে খুশী হইয়া আমাকে উৎসাহ দিয়া একখানা পত্র লেখেন এবং বলেন, আপনি বি, এ, পাশ করিলে আমি আপনার ভার নিব। তবে আমাদের লেখকেরা যে মূল পুস্তক পাঠের তকলীফ স্বীকার করিতে চাহেন না তজ্জন্য আফসোস প্রকাশ করেন। ১৯৩০ সনে ৯টি প্রবন্ধ লইয়া মুসলিম কীর্তির ১ম খন্ড প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন, 'মোসলেম গ্রাজুয়েট্স লাইব্রেরীর'' প্রতিষ্ঠাতা খন্দকার ফইজদ্দীন আহম্মদ সাহেব। তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ডবল এম. এ.। কিন্তু দাড়ি রাখিতেন ও আসকান-পায়জামা পরিতেন বলিয়া ইসলামিয়া কলেজে তাঁহার চাকুরী হয় নাই। অগত্যা শ্বশুরের টাকায় তিনি লাইব্রেরী দেন। ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী। ইহা ছিল ইসলামিয়া কলেজের সম্মুখে। দুর্ভাগ্যবশত কিছুকাল পরে তাঁহার সহ-ধর্মিণীর গহনা-পত্রাদি চুরি হওয়ায় তিনি লাইব্রেরীটি তুলিয়া দিতে বাধ্য হন।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক ছিলেন পুরাপুরি সাধু। তিনি হিসাব করিয়া আমাকে আড়াইশত পুস্তক দিয়া দেন।

১৩ টি প্রবন্ধ লইয়া পর বৎসর বাহির হয় আমার মুসলিম কীর্তি দ্বিতীয় খন্ড, আমার টিউশনীর টাকায়। ৪ নং চক্ খানসামা লেনে ছিল মৌলভী এমদাদ আলী বি. এল. সাহেবের বিরাট ছাপাখানা। যশোরের উকিল সৈয়দ নওশের আলী সাহেবের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হয়। পুত্র-কন্যা লইয়া মহিলাটি থাকিতেন নিকটে এক ভাড়াটিয়া বাসায়। এমদাদ আলী সাহেবই তাঁদের খরচ চালাইতেন, আমার বেতনও দিতেন।

১৯৩৫ সনে প্রকাশিত হয় ২৫টি প্রবন্ধ লইয়া আমার মুসলিম কীর্তি তৃতীয় খন্ড, আমার চাকুরীর টাকায়। আমি তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মুসলিম কীর্তি ১ম ও ২য় খন্ড পরে প্রাইজ লাইব্রেরী এবং ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর দ্রুতপঠনরূপে মনোনীত হয় ও প্রবাসী, আনন্দবাজার, অমৃত প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। এগুলির জনপ্রিয়তা দর্শনে উৎসাহিত হইয়া আমি আরও তিন খন্ড পুস্তক সংকলন করি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সব-কয়খানা একত্রে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাহাদের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

ঢাকা, ১৬ই জুলাই
১৯৮৮ ইং।

ইতি
আরযগুযার
ডঃ এম. আবদুল কাদের

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সেলজুক-শাসনে মুসলিম এশিয়া	১
বীর বালক	১৩
বীর সুলতানা	১৭
জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রেম-কাহিনী	২৩
ইমদাদুদ্দীন জঙ্গী	৩৩
হুমায়ুনের ঋণ শোধ	৫০
সুলতান সালাহুদ্দীনের ওয়াদা পালন	৫৫
বীর-বালা	৫৮
তকি খাঁঃ এক অনন্য সাধারণ বীর	৬৫
অসীম ধর্মানুরাগ	৭২
বিশ্ব সভ্যতায় আরবের দান	৮০
আদর্শ ন্যায়পরায়ণতা	৯০
নারী-প্রতিভা	৯৫
রমণীর বীরত্ব	৯৯
অপূর্ব প্রভুভক্তি	১০৫
সুলতান সালাহুদ্দীনের মহত্ত্ব	১০৮
ভারতীয় সভ্যতায় মুসলিম অবদান	১১৩
যাদুর পুরী	১১৮
প্রকৃত বীরত্ব	১৩১
ইউরোপে মুসলিম বিজয়	১৩৮
বীর-নারী	১৪৪
হাকামের কুতুবখানা	১৪৭
সতীত্বের তেজ	১৫২
মহামতি সুলতান মাহমুদ	১৫৮
দাস-পুত্রের রাজগিরি	১৭০
বীর রমণী	১৭৯
অপরূপ গায়ক	১৮৩
হাড়মাদ দমন	১৮৮

www.pathagar.com

সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান	১৯৩
যুগের প্রভু	১৯৯
সুলতানী আমলে ভারতে মুসলমান স্থাপত্য	২০৬
আমীরুল উমরাহ্ মীর্জা নজফ খাঁ	২২২
বীর নারী বীর সৈনিক	২৩৭
সেকালের মুসলিম লাইব্রেরী	২৪০
ধার্মিক সুলতান	২৪৬
নওয়াব আলীবর্দি খাঁর বীরত্ব	২৪৯
সোনালি যুগের স্পেন	২৫৯
অপূর্ব প্রভুভক্তি	২৬৪
সিসিলী বিজয়	২৬৭
নারীর বীরত্ব	২৭০
সুলতান সালাউদ্দীনের জিহাদের বৈশিষ্ট্য	২৭৩
খুদাবখশ্ লাইব্রেরী	২৮৩
অসাধারণ পতিভক্তি	২৯২
জ্যোতির্বিদ্যায় স্পেনীয় মুসলিম অবদান	২৯৪
তাজহীন রাজা দরবেশ খান জাহান	২৯৮
চিকিৎসাবিদ্যায় স্পেনীয় মুসলমানদের দান	৩১১
শাহজালালের সিলেট বিজয়ের কৃতিত্ব	৩২০

www.pathagar.com

সেলজুক-শাসনে মুসলিম এশিয়া

"They once more re-united Mohammedan Asia..under one sovereign, they put a new life into the expiring zeal of the Moslems and bred up a generation of fanatical warriors to whom more than to anythingelse the Crusaders owed their repeated failure."

—Lane Poole

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়া, মিসর, পারস্য—এমন কি আমু দরিয়ার (অক্সাস্ নদী) অপর তীরবর্তী প্রদেশেও ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইল ; অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানেরা স্পেন দেশ তাহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া বার্বারী উপকূল বিজয় সম্পন্ন করিল। শত সহস্র প্রতিহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা-পরায়ণ জাতি এবং সম্প্রদায়ের সমবায়ে গঠিত এবংবিধ বৃহৎ সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল কঠোর শাসনে আবদ্ধ রাখা খলীফার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের ওয়ালী বা শাসনকর্তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খলীফার পক্ষে দামেশ্‌ক্ বা বাগদাদে থাকিয়া তাঁহাদিগকে শাসনে রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আব্বাসিয়া ও ফাতিমিয়ারা খিলাফতের জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে ওয়ালীদের চেষ্টা সাফল্য-মন্ডিত হইল। সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে খলীফার অধীনতা-পাশ বিচ্ছিন্ন করিলেন, কেহ বা নামমাত্র তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া 'সুলতান' উপাধি গ্রহণপূর্বক প্রকৃতপক্ষে স্ব স্ব রাজ্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ফলে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে খলীফাগণের ক্ষমতা রাজ-প্রাসাদের প্রাচীরাভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। সময় সময় তাঁহাদের অধিকার বর্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও মেসোপটেমিয়া প্রদেশের সংকীর্ণ ভূ-খন্ড অতিক্রম করিয়া যায় নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, খলীফা তখন রোমের পোপের ন্যায় রাজ-ক্ষমতা-শূন্য হইয়া অনেকটা মুসলিম জগতের ধর্ম-নেতার আসন অধিকার করিয়া রহিলেন।

www.pathagar.com

প্রাচীনকাল হইতেই বহু আরব গোত্র মেসোপটেমিয়ার উর্বরা উপত্যকাসমূহে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বর্তমান সময়ের ন্যায় তখনও প্রতি বৎসর বেদুইনেরা পশুচারণার্থে আরব হইতে ইউফ্রেতিজ নদী তীরবর্তী এলাকায় গমন করিত। বহু বেদুইন গোত্র সিরিয়ার সর্বত্র স্থায়ীভাবে আপনাদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া লইয়াছিল। আব্বাসিয়া খলীফারা হীনবল হইয়া পড়িলে এই সকল কওম স্বাধীন আরব রাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হইল। দশম শতাব্দীতে তাহারা সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া প্রদেশদ্বয়ের অধিকাংশ এলাকায় নিজেদের প্রভুত্ব দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে এই আরব রাজ্যসমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গেল। বর্তমান যুগের ন্যায় দিয়ার বকর পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় তখনও আরবদের শিবিররাজি পরিদৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু যে ভূভাগে তাহারা পশুচারণ করিত, সেখানে আর তাহাদের আধিপত্য রহিল না। ঐ সকল স্থান হইতে আরব প্রভুত্ব চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া তথায় তুর্ক শাসন কায়েম হইল।

সেলজুক নামক জনৈক তুর্ক সর্দারের বংশধরগণ কর্তৃক পরিচালিত এক প্রবল বাহিনী প্রথমতঃ গজনভীদের হাত হইতে পারস্য দেশের অধিকাংশ কাড়িয়া লইল। এই বিজয় লাভের পর অন্যান্য তুর্ক সৈন্যদল আসিয়া বিজয়ী সৈন্যদের সহিত যোগদান করিল। তৎপরে এই বিরাট বাহিনী প্রচন্ড বেগে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইল। পারসিকদের ন্যায় আরব ও কুর্দেরাও তুর্কদের বিজয়-পতাকার নিকট মস্তক অবনত করিল। এইরূপে অফগানিস্তানের পশ্চিম প্রান্ত হইতে গ্রীক সাম্রাজ্য ও মিসরের সীমা-রেখা পর্যন্ত পারস্য, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি বিভিন্ন ভূ-খন্ড ব্যাপী এক বিশাল সেলজুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু এশিয়ার এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিশেষত্ব তুর্ক-সাম্রাজ্যের বিপুল বিস্তৃতিতে নহে। আব্বাসিয়া খলীফাদের দুর্বলতার ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের ঐক্য-শক্তি কিরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তুর্কদের রাজ্যাভিযানকালে একমাত্র মিসরের ফাতিমিয়া খলীফাগণ ব্যতীত এশিয়া ও আফ্রিকার অন্য কোন মুসলিম নরপতিরই সাম্রাজ্য রক্ষায় সামর্থ্য ছিল না। এই শোচনীয় অবস্থার আশু প্রতিকার অতীব প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং তুর্কেরাই এই প্রতিকার সাধন করে। তাহাদের শাসনাধীনে বিচ্ছিন্ন মুসলিম এশিয়া আবার একত্র হয় এবং মুসলমানদের বিলুপ্ত-প্রায় শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-গরিমার পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। তাহাদের তত্ত্বাবধানে যে ধর্মপ্রাণ বীর-সৈন্যদল গঠিত হইয়াছিল তাহারাই ক্রুসেডে খৃষ্টানগণের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের প্রধান

www.pathagar.com

কারণ। এই সকল কারণে ত্‌র্ক জাতির অভ্যুদয় ইসলামের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় ঘটনা হইয়া রহিয়াছে।*

তুগ্রিল বেল সেল্‌জ্‌ক বংশের প্রথম নরপতি। তিনি প্‌ত্র-স্নেহে প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার ভ্রাত্‌ষ্প্‌ত্র আল্প্‌ আর্‌সালান মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্যের সাহায্যে দ্‌ই লক্ষ রোমান সৈন্যকে পরাভ্‌ত করিয়া সম্রাট ডাইওজিনিসকে বন্দী করেন। এই অভ্‌তপ্‌র্ব সংগ্রামই তাঁহাকে ইউরোপবাসীর নিকট চির-পরিচিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ছিলেন সে য্‌গের সর্বাপেক্ষা কৌশলী তীরন্দাজ। দ্‌ই লক্ষ সৈন্য তাঁহার ইঙ্গিতে য্‌দ্ধ যাত্রা করিত; বহ্‌ রাজা বা রাজপ্‌ত্র তাঁহার সিংহাসনের সম্ম্‌খে দণ্ডায়মান থাকিতেন। ইহাদের সংখ্যা ১২ শতের কম নহে। তাঁহার ম্‌ত্যুর পর ১০৭২ খ্‌ষ্টাব্দে তৎপ্‌ত্র মালিক শাহ্‌ রাজপ্‌ত্র তাঁহার সিংহাসনের সম্ম্‌খে দন্ডায়মান থাকিতেন। ইহাদের সংখ্যা সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমসাময়িক রাজন্যবর্গের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ। ত্‌র্কিস্থান জয়ে গমন করিয়া আল্প্‌ আরসালান আততায়ীর হাতে নিহত হন। পিতার হত্যাকান্ডের সেই কর্‌ণ দ্‌শ্য মালিক শাহের হ্‌দয়ে নিরন্তর জাগর্‌ক ছিল। এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তিনি ত্‌র্কিস্তান আক্রমণ করেন। ব্‌খারা, খারিজম ও সমরকন্দ তাঁহার অধিকারভ্‌ক্ত হয়; জৈহ্‌ন (জামার্টেস) নদী অতিক্রম করিয়া তিনি সমগ্র তাতার দেশ অধিকার করেন। প্‌র্বে স্‌দ্‌র চীন সীমান্ত হইতে পশ্চিমে ভ্‌মধ্য সাগরের তীর এবং দক্ষিণে আরবের ইয়ামন প্রদেশ হইতে উত্তরে জর্জিয়া পর্যন্ত বিরাট জনপদ মালিক শাহের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। কাইরাস ও খলীফাদের এশিয়াস্থ রাজ্য অপেক্ষাও ইহার পরিমাণ ছিল অধিক। ব্যক্তিগত গ্‌ণ ও সাম্রাজ্যের আয়তনের দিক দিয়া তিনি ছিলেন সে য্‌গের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।*

বিপ্‌ল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ও দিগ্বিজয়ী বীর প্‌র্‌ষ এবং প্রজাবৎসল স্‌শাসক বলিয়াই মালিক শাহ্‌ ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন নাই। তিনি এর্‌প যশস্বী ও সর্বগ্‌ণবান নরপতি ছিলেন যে, তাঁহার পরিবারভ্‌ক্ত হওয়া, কিংবা তাঁহার হ্‌কুম দেশ তামিল করা লোকেরা প্রভ্‌ত মর্যাদা ও সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইত; সম্রাটের সেবকগণও তাঁহারই ন্যায় সম্মান লাভ করিত।

* Lane Poole, Mohammedan Dynasties, 150.

* Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, Vol VI, 260-2.

www.pathagar.com

তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন রীতি-নীতিই তৎকালীন জনসমাজের ব্যবহারের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জনৈক আরব ঐতিহাসিক বলেন, 'রাজ্যের কোন প্রধান ব্যক্তি বা শাসনকর্তার কার্যের সহিত সম্রাটের কার্যের যতটুকু সাদৃশ্য থাকিত, তিনি সর্বসাধারণের নিকট ততটুকু সম্মান পাইতেন।' মালিক শাহ্ ছিলেন ভোগ-বিলাসের পরম শত্রু। ন্যায় বিচারের প্রতি তাঁহার পূর্ণ লক্ষ্য ছিল ; সুবিচার না পাইয়া কখনও কেহ তাঁহার দরবার হইতে ফিরিয়া যায় নাই। রায়ত-প্রজার অবস্থা ও তাহাদের অভাব -অভিযোগ অবগত হইবার জন্য তিনি সব সময় তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য সফর করিতেন। জগতের ইতিহাসে প্রজা-হিতৈষণার এরূপ অপূর্ব নজীর আর কোন নরপতি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

তিনি তাঁহার রাজ্যে অসংখ্য খাল খনন, সেতু নির্মাণ, রাজপথ নির্মাণ ও সরাইখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, যাতায়াত ও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের অনেক সুবিধা হয়। রাজপথগুলি দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল ; যে কোন পরিব্রাজক কোনরূপ রক্ষী ছাড়াই মার্ভ হইতে দামেশ্‌ক্ পর্যন্ত সুদূর পথ নিরাপদে ভ্রমণ করিতে পারিত। বস্তুতঃ মালিক শাহ্ ছিলেন একজন আদর্শ মুসলমান নরপতি। তাঁহার জ্বলন্ত আদর্শের উজ্জ্বল রেখা অতি দূর-দূরান্তেও তদীয় অনুবর্তিগণের হৃদয়-পটে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল।

অলৌকিক চরিত্রবল ও রাজনৈতিক জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইলেও মালিক শাহ্ তাঁহার বহু বিধি-ব্যবস্থা ও উহাদের সুশৃংখলা বিধানের জন্য তদপেক্ষাও একজন অধিকতর জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। তিনি হইতেছেন তাঁহার উজিরে আজম নিজামুল-মুল্‌ক। জগতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদগণের মধ্যে উজীরে আজম নিজামুল-মুলক্ ছিলেন অন্যতম। মুসলিম ঐতিহাসিকেরা তাঁহার গভীর ধর্মানুরাগ ও অসাধারণ প্রতিভার কথা উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মাত্র বার বৎসর বয়সেই তিনি কোরানে হাফেজ হন। রাজকার্য পরিচালনায় তাঁহার অসাধারণ মেধা ছিল ; ব্যবহার-বিদ্যায়ও তাঁহার অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি শিক্ষার প্রসারে ও বিজ্ঞানের চর্চায় বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন। বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসা (বিশ্ববিদ্যালয়) তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভুবন-বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম আল-গাজ্জালী এখানেই অধ্যাপনা করিতেন। মহাকবি সাদীও নিজামিয়া

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। উচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ হিসাবে এটা প্রাচ্য-জগতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে।

নিজামুল-মুলক্ নিজেই ছিলেন মহাজ্ঞানী। কাজেই তিনি জ্ঞানীদের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তিনিই বিশ্রুত-নামা জ্যোতির্বিদ-কবি ওমর খইয়ামকে জ্যোতির্বিদ্যালোচনায় উৎসাহিত করেন। তাঁহার সাহায্যে মালিক শাহের সময় চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাস হিসাবে বৎসর গণনার প্রথা প্রবর্তিত ও প্রচলিত গণনা পদ্ধতির সর্বপ্রকার ভ্রম সংশোধিত হয়। আমরা এখন যে পঞ্জিকা ব্যবহার করিতেছি, ওমর খাইয়ামের সংস্কৃত পঞ্জিকা ছিল তদপেক্ষাও অধিকতর নিখুঁত।* 'সিয়াসৎনামা' বা 'শাসন-প্রকরণ'* নামক বিখ্যাত রাজনৈতিক গ্রন্থ সম্রাটের আদেশে নিজামুল-মুলুক কর্তৃক লিখিত হইয়া তাঁহার আইনগ্রন্থরূপে গৃহীত হয়। রাজা যে সর্বেসর্বা নহেন, রাজার কার্যে যে প্রজার আংশিক অধিকার আছে, তাহার দৃঢ় ও স্পষ্ট নির্দেশ দান করিয়া এই পুস্তকে রাজার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এক আদর্শ ধারণার সূত্রপাত করেন। তিনি রাজার খোদা-দত্ত অধিকারের কথা স্বীকার করিতেন না। তাঁহার ছয় শত বৎসর পরেও ইউরোপ এত উন্নত ধারণা করিতে পারে নাই। চতুর্দশ লুই (১৬৬১-১৭১৫) প্রকাশ্যে বলিতেন, 'আমিই রাজা।'

নিজামুল-মুলুকের মতে রাজা খুদাতা'লার নায়েব (প্রতিনিধি) হইলেও সমুদয় প্রজার রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে ; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের প্রতি তাঁহার প্রত্যেকটি ব্যবহারের জন্য আল্লার নিকট তাঁহার অসীম দায়িত্ব রহিয়াছে। তিনি বলিতেন, 'যাঁহাকে অধিক প্রদত্ত হয়, তাঁহাকেই অধিক প্রত্যর্পণ করিতে হয়।' তাঁহার মতে "যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, দুরাশা, উত্তেজনা, কৃতঘ্নতা, চপলতা, স্বার্থপরতা, তর্কশীলতা ও মিথ্যাবাদীতা পরিত্যাগ করিয়া দয়া, ধৈর্য, ক্ষমা, জ্ঞান, প্রেম, বিনয়, ভদ্রতা, কৃতজ্ঞতা, ন্যায়-বিচার, মনোভাবের সমতা রক্ষা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইতে পারেন, তিনিই রাজা নামের একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।" তাঁহাকে মদ্যপান ও রাজসম্মানের হানিকর আমোদ-প্রমোদ হইতে সাবধানে দূরে থাকিতে হইবে। তিনি পক্ষপাতিত্ব ও অন্যায় পুরস্কার দান পরিত্যাগ, রোজা, নামাজ, জাকাত ও অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম-কর্ম প্রতিপালন এবং হজরত মুহম্মদের (সঃ) উপদেশানুযায়ী সর্বাবস্থায় মধ্যম

---

* ..."his reformed calendar is more perfect than that which we even now use"—Macdonald, Development of Muslim Theology, etc. 198.

** M. Schefer কর্তৃক ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'সিয়াসৎনামা' প্যারিসে প্রকাশিত হয়। —লেখক

www.pathagar.com

পন্থার অনুসরণ করিবেন। নিজামুল-মুল্‌ক ঘোষণা করেন একদল শক্তিশালী সৈন্য অপেক্ষা একটি ন্যায়-বিচার রাজার পক্ষে অধিকতর উপকারজনক।

নিজামুল-মুল্‌কের প্রবর্তিত শাসন-পদ্ধতির মধ্যে প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্যের উপর বিশেষ জোর প্রদান এবং রাজ-কর্মচারিগণের অসাধুতা ও অত্যাচারের দ্বারোদ্ঘাটন-পূর্বক তাঁহাদের অপরাধের কঠোর শাস্তি বিধানের যে যে কঠোর ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়াবহ। তাঁহার আইনানুসারে সুলতান সপ্তাহে দুই দিন সর্বসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য থাকিতেন। তখন যে কোন দরিদ্র ও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ন্যায়-বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। অন্য কোন কর্মচারীর উপর ভার না দিয়া স্বয়ং সুলতানকেই মনোযোগের সহিত এই সকল অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ধর্ম-সংগত-ভাবে উহাদের প্রত্যেকটির যথাযথ মীমাংসা করিতে হইত।

প্রজারা যাহাতে অবাধে সুলতানের নিকট গমনাগমন করিতে পারে, তজ্জন্য বহু সাবধানতা অবলম্বিত হইত। কথিত আছে, পারস্যের জনৈক রাজা উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে অশ্ব-পৃষ্ঠে বসিয়া দর্শক ও অভিযোগকারীদিগকে দর্শন দান করিতেন। এবংবিধ ব্যবস্থার ফলে রাজ-সাক্ষাৎকারিগণকে রাজপথ, সিংহদ্বার ও দরবারগৃহের প্রহরিগণ এবং হিংসাপরায়ণ সভাসদবর্গের বাধার সম্মুখীন হইতে হইত না। অপর একজন নরপতি অভিযোগকারীদিগকে চিহ্নিত করিবার সুবিধার জন্য তাহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ পোষাক পরিধানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। আমীর-ওমরাহ কর্তৃক বিতাড়িত কোন মজলুম প্রজা প্রতিকার প্রার্থনায় তাঁহার নিকট আগমন করিতে পারে, এই সম্ভাবনায় সমরকন্দের জনৈক শাহ্‌জাদা ভীষণ তুষারপাতের মধ্যে একাকী সারারাত বোখারার প্রান্তরে বসিয়া থাকিতেন। জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা কোথায়?

যাহাতে কোন স্থানীয় শাসনকর্তার কুশাসনের খবর অনুদ্ঘাটিত থাকিতে না পারে, তজ্জন্য সুলতান ও তাঁহার উজীর আজমকে অনেক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিতে হইত। কোন কর্মচারী রাজকার্যে নিযুক্ত হইলে নিম্নলিখিতরূপে কর্তব্য পালনে আদিষ্ট হইতেন : "তাঁহাকে সকল প্রাণীর প্রতি সদয় হইতে হইবে ; তিনি কাহারও নিকট হইতে ন্যায্য প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না ; তাঁহাকে ভদ্র ও বিনীতভাবে স্বীয় প্রাপ্য প্রার্থনা করিতে হইবে। আইন মুতাবিক নির্দিষ্ট দিবসের পূর্বে তিনি কখনও খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না ; এরূপ করিলে লোকে বিপদগ্রস্ত হইয়া অল্প মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধ্য হইবে।"

www.pathagar.com

কেবল এরূপ কড়া হুকুম জারী করিয়াই সেল্‌জুক সুলতানেরা নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। অসংখ্য গুপ্তচর বণিক, ভিক্ষুক, দরবেশ প্রভৃতির ছদ্মবেশে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশের পথসমূহে নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইত। সর্বসাধারণ ও রাজকর্মচারিগণের কার্যের প্রতি তাহারা তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিত। সাম্রাজ্যের যেখানে যাহা সংঘটিত হইত, তাহারা প্রত্যহ তাহার বিবরণ দরবারে প্রেরণ করিত। এইরূপে রাজ্যের প্রত্যেকটি ঘটনা সুলতানের কর্ণগোচর হইত। এতদভিন্ন সমগ্র সাম্রাজ্য পরিদর্শনের জন্য সন্দেহ-লেশশূন্য অতি উন্নত ও নির্মল চরিত্রের মুহতাসিক নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহারা তহ্‌সিলদার ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের কার্য নিয়ত পরিদর্শন করিয়া অন্যায়কারীদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। বলা বাহুল্য, এই সমুদয় কার্য নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট রাজকর ব্যতীত প্রজাবর্গের নিকট হইতে কোন প্রকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হইত না। সম্রাট বলিতেন, 'তাঁহাদের সাধুতা তাঁহাদিগকে প্রদত্ত বেতনের শত গুণ উপকার প্রদান করিয়া থাকে।' যাহাতে নায়েব ও তহ্‌সিলদারের ক্ষমতা স্থানবিশেষে বদ্ধমূল হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য দুই, তিন বৎসর অন্তেই তাঁহাদের বদলী করা হইত।

সাম্রাজ্য-মধ্যে নিয়মিত ও সুব্যবস্থিত ডাক-প্রথা বিদ্যমান ছিল। দ্রুতগামী সংবাদ-বাহকেরা নিয়ত সুলতান ও পরিদর্শকদের মধ্যে সংবাদের আদান-প্রদান করিত। সর্বোপরি জায়গীরদারগণকে তাঁহাদের সদ্ব্যবহারের জামিন হিসাবে প্রতি বৎসর সুলতানের দরবারে নূতন নূতন প্রতিভূ প্রেরণ করিতে হইত। রাজদরবারে এইরূপ যে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি সর্বদা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা কোনক্রমেই পাঁচ শতের কম ছিল না। শাসন-সৌকর্যের এরূপ বহু উন্নততম ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সতত পরিদর্শনের ফলে রাজ্য হইতে অত্যাচার-অবিচার বিলুপ্ত হইয়া লোকের সুখ-সৌভাগ্য বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয়। এতদ্ব্যতীত নগরে নগরে বহু কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, মক্তব-মাদ্রাসা, মসজিদ ও বিমারিস্তান (হাসপাতাল) নির্মিত হওয়ায় শিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

সেল্‌জুকদের ক্ষমতা নির্ভর করিত বেতনভোগী কিংবা ক্রীতদাসদের দ্বারা গঠিত সৈন্যদের উপর। ক্রীতাদস বা শাহ্‌জাদারা হইতেন ইহাদের সেনাপতি বিজিত আরব ও পারসিকেরা বিজয়ী তুর্কদের স্বভাব-শত্রু ছিল বলিয়া তাহাদিগকে সাম্রাজ্যের উচ্চ পদ, বিশেষতঃ দূরবর্তী প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হইত না। কিপচক ও তাতার হইতে অজস্র শ্বেত ক্রীতদাস আমদানী করিয়া

www.pathagar.com

সেলজুক শাহ্‌জাদাদের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করত সুলতানের দেহরক্ষী এবং রাজ-দরবার ও শিবিরের প্রধান প্রধান পদে নিয়োগ করা হইত। ইহারা স্ব স্ব প্রতিভা ও কর্ম-কুশলতায় প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধনপূর্বক পরিণামে আজাদী লাভ করিয়া প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত গুণের পুরস্কার হিসাবে ইহারা ক্রমশঃ কিল্লাদার, কোতোয়াল—এমন কি ওয়ালীর পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন। যুদ্ধের সময় ইহারা সুলতানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য ও রসদাদি যোগাইতে বাধ্য থাকিতেন। প্রায় সমগ্র সাম্রাজ্য এইরূপ অসংখ্য জায়গীরে বিভক্ত করা হয়। উত্তরকালে সুলতান সালাহুদ্দীন কর্তৃক এই প্রথা মিসরে প্রবর্তিত হয় এবং মামলুক (দাস) সুলতানগণের আনুকূল্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহাল থাকে।

প্রধান জায়গীরেরা আবার সৈন্য সাহায্যের বিনিময়ে তাঁহাদের অধীনে নিম্ন-জায়গীরদার নিযুক্ত করিতেন। ইহারা ঊর্ধ্বতন প্রভুর আদেশমাত্রই নির্দিষ্ট পরিমাণ সৈন্য ও অর্থাদি লইয়া তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইতেন। কিছু-কাল যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া আবার শীত ঋতুর আগমনে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিতেন। ইহাদের অনুপস্থিতির সময় সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে মাত্র নিজস্ব অনুচর, দেহরক্ষী ও বেতনভোগী সৈন্যদের লইয়াই রণক্ষেত্র পাহারা দিতে হইত। জায়-গীরে থাকার সময় জায়গীরদারেরা কেবল অনুমোদিত কর আদায় করিতে পারি-তেন। খাজনা ছিল তখন উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ (ওশর)। কাজেই দুর্ভিক্ষ বা অজন্মার সময় একালের ন্যায় রাজ প্রাপ্যের দায়ে প্রজাদের ঘরবাড়ী নিলামে উঠিত না। আইনানুমোদিত নির্দিষ্ট করের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ, প্রজাগণের প্রতি কোন প্রকার উৎপীড়ন বা তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী বলপূর্বক গ্রহণ কঠোর-ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। নিজামুল-মুলক বলিতেন, 'রাজ্য ও রাজ্যের অধিবাসীরা সুলতানের; জায়গীরদার ও ওয়ালীরা তাহাদের রক্ষার জন্য নিযুক্ত প্রহরী মাত্র।' সর্বব্যাপী গুপ্তচরদের ভয়ে যাবতীয় অত্যাচার-অবিচার, উপদ্রব ও স্বেচ্ছা-চারিতা সাম্রাজ্য হইতে বিদূরিত হইয়া তাঁহার এই মহানীতির মর্যাদা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইত।

সেলজুক সুলতানদের ন্যায় তাঁহাদের মামলুক জায়গীরদার ও শাসন-কর্তারাও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া জ্ঞানবান ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। অক্‌সুঙ্কুর নামক এক প্রাধন কর্মচারীর হস্তে আলেপ্পো প্রদেশের শাসন-ভার ন্যস্ত হয়। ঐতিহাসিকদের মতে তাঁহার এলাকার সর্বত্র ন্যায়-বিচার পরিদৃষ্ট হইত; খাদ্য-সামগ্রী সুলভ, রাজপথসমূহ সম্পূর্ণ নিরা-

www.pathagar.com

পদ ও দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। কোথাও কোন কাফেলা লুণ্ঠিত হইলে তিনি নিকটবর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীদিগকে তাহাদের ক্ষতি-পূরণ করিতে বাধ্য করিতেন। জরিমানার ভয়ে সকলেই দস্যু-তস্করের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিত। এইরূপে রাজ্যের প্রত্যেকটি লোকই পথিকদের নিরা-পত্তার জন্য সাধারণ অবৈতনিক প্রহরীতে পরিণত হয়। এরূপ পাইকারী শাস্তির বিধান বৃটিশ আমলে একবারএদেশে প্রচলিত হয় এবং তাহাতে যথেষ্ট সুফলও পাওয়া যায়। শের শাহের আমলেও এরূপ আইনই ছিল। এই চরিত্রবান শাসনকর্তা কখনও তাঁহার ওয়াদা খেলাফ করিতেন না। ক্রুসেডের যুগের খৃস্টান নেতাদের অপেক্ষা মুসলমানরাই যে ওয়াদার মর্যাদা রক্ষায় অধিকতর অভ্যস্ত ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁহার অনুচরেরা তৎপ্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইত, তাহাদের সাহায্যে তাঁহার যশোগাথা দিক-দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িত।

শাসন-সৌকর্য ও জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান অপেক্ষাও শিক্ষা-বিস্তারে সেল্জুক সম্রাটদের প্রাণপণ চেষ্টা সেল্জুক শাসনের অধিকতর আশ্চর্যজনক বিশেষত্ব। আল্প আর্সালানের চাচা সুলতান তুগ্রিল বেগ এতই ধার্মিক ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে, তিনি যখন যে নগর জয় করিতেন, সর্বপ্রথমেই সেখানে একটি মসজিদ ও বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। আল্প আর্সালানের দরবার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় বিদ্বানমণ্ডলীর মিলনক্ষেত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। মালিক শাহের আমলে এই শিক্ষানুরাগ চরম সীমায় উপনীত হয় ; অথচ ইউরোপ ছিল তখন বর্বরতার গভীর পঙ্কে নিমগ্ন।* মুসলমান রাজ্য-সমূহে পূর্ব হইতেই বহু মক্তব-মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিলেও সেল্জুক সম্রাটদের আনুকূল্যে, সর্বোপরি নিজামুল-মুল্কের প্রভাবে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কল্পনাতীত উন্নতি সাধিত হয়, তাহার উল্লেখ না করিলে সেল্জুক সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান অঙ্গই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। খোদ উজীরে আজম প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত নিজামিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল তদানীন্তন প্রাচ্যে বিদ্যাশিক্ষার এক প্রধান কেন্দ্র। তথা হইতে জ্ঞান-রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র পারস্য, সিরিয়া, এমন কি সুদূর মিসরকেও উদ্ভাসিত করে।

---

* "....Europe was plunged in the deepest barbarism"— Gibbon, VI, 264.

www.pathagar.com

শিক্ষালাভ, শিক্ষাদান ও শিক্ষাবিস্তারের প্রতি লোকের অসাধারণ আগ্রহ ছিল। একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা সেলজুক শাহজাদাগণের নিকট মসজিদ নির্মাণ বা বিধর্মীদের হাত হইতে একটি নগর অধিকারের ন্যায়ই তুল্য পবিত্র পুণ্য-কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত।*

সেলজুক সাম্রাজ্য ধ্বংস-মুখে পতিত হইলেও শিক্ষার প্রতি উহার এই আদর্শ প্রভাব মুসলিম জগতের বক্ষ হইতে মুছিয়া যায় নাই। ইহার ধ্বংসাবশেষের উপর যে সকল বিভিন্ন রাজ-বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহারা ও তাঁহাদের প্রধান প্রধান জায়গীরদার ও শাসনকর্তারাও সেলজুক সম্রাটগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণে শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। সুলতান সালাহুদ্দীনের সময় আলেপ্পো, বাআলবেক, এমেসা, বাগদাদ, কায়রো ও অন্যান্য নগরী বিদ্বানদের সম্মেলনের কেন্দ্রস্থান হইয়া পড়ে। মধ্যযুগের জ্ঞান-পিপাসু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ন্যায় তৎকালীন অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিগণও এক মাদ্রাসা হইতে অন্য মাদ্রাসায় ও এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞানাহরণ করিয়া বেড়াইতেন। এজন্য হাজার হাজার মাইল ভ্রমণেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই সকল শিক্ষিত ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির অধিকাংশই ছিলেন সেলজুক সুলতানদের বংশধর অথবা রাজকর্মচারী বা তাঁহাদের বংশ-সম্ভূত। মওসিলের বিখ্যাত আতাবেক ইমাদুদ্দীন জঙ্গী তাঁহার বিপুল উদ্যম এবং অসাধারণ সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভা সত্ত্বেও মনীষী জামালুদ্দীনের সাহায্য প্রাপ্ত না হইলে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। জামালুদ্দীনের পিতামহ ছিলেন সুলতান মালিক শাহের কর্মচারী। জামালুদ্দীনের কথাবার্তা, শিষ্টাচার ও অতুল প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া জঙ্গী তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং অল্প কাল পরেই তাঁহাকে রাজ্যের প্রধান পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেন। গুণবান জামাল পরিশেষে দিওয়ান বা রাজ-সভার সভাপতির পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হন। সমগ্র রাজস্বের এক-দশমাংশ তিনি বেতন পাইতেন। এই অর্থ অবিশ্রান্ত দান-খয়রাত, মক্কা ও মদীনা শরীফে হজ্ব-যাত্রী প্রেরণ, পয়ঃপ্রণালী খনন, মসজিদ নির্মাণ ও অসহায় ব্যক্তিদিগকে বৃত্তিদানে ব্যয়িত হইত। অসাধারণ দানশীলতার জন্য তিনি অল্-জাওয়াদ বা

* "To found a College was much a pious act among Seljuk princes, as to build a mosque or conquer a city from the infidels." —Lane Poole, Saladin, 19,

www.pathagar.com

দাতা নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর অসংখ্য বিধবা, এতীম ও গরীব-মিসকিনের করুণ বিলাপে বায়ুমণ্ডল পূর্ণ হইয়া যায়।*
জ্ঞানিগণের জ্ঞান কোন রাজ্যবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিত না। সুদূর নিশাপুর হইতেও অধ্যাপকমণ্ডলী আসিয়া দামেশ্‌কের জ্ঞানার্থীদের জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। নব নব জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাবে নিয়ত বিদ্বান-মণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। বিখ্যাত পারসিক সুফী আছ-সাহ্‌রাওয়াদী ও মুহাদ্দীস (হাদীস-শাস্ত্রাভিজ্ঞ) ইব্‌নে-আসাকির জান্নাতবাসী হইলে সুলতান সালাহুদ্দীন স্বয়ং তাঁহার জানাজায় শরীক হন। ঐ বৎসর সুদূর আন্দালুসিয়া (স্পেন) হইতে বিখ্যাত কবি ইব্‌নে-ফের্‌রু কায়রো আসিলে সালাহুদ্দীনের অধীন মিসরের শাসনকর্তা ও প্রধান কাজী আল-ফাজিল তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দান করেন এবং তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহাকে নিজস্ব বিশেষ সমাধি-ভবনে সমাহিত করেন।

শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ যে বিদ্বানের সমাদর করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু যুদ্ধই যাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক পেশা, তাঁহারাও বিদ্বানের সংসর্গে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। দিগ্‌বিজয়ী আতাবেক জংগী বলিতেন, 'সুন্দরী গায়িকার মধুর সংগীত অপেক্ষা অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও প্রণয়িনীর সহিত আমোদে-প্রমোদে সময় অতিবাহিত করা অপেক্ষা উপযুক্ত শত্রুর সহিত শক্তি পরীক্ষা করাই আমার নিকট অধিকতর আনন্দপ্রদ,' তথাপি তিনি তাঁহার পরামর্শদাতা সুবিজ্ঞ আল-জাওয়াদের সাহচর্য ভালবাসিতেন। তৎপুত্র সুলতান নূরুদ্দীনও বিদ্বান ব্যক্তিদের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাঁহার দরবার সর্বদাই কবি ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তিতে ভরপুর থাকিত। নূরুদ্দীন নিজেও একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন ; তিনি হাদীস শাস্ত্র অবলম্বনে 'ফখরুণ্‌-নূরী' নামক একখানা ব্যবস্থা-পুস্তক প্রণয়ন করিয়া উহাকে স্বীয় জীবন ও রাজ্যশাসনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। সুলতান সালাহুদ্দীন ফকীহ্‌ (আইনজ্ঞ) ও গম্ভীর-প্রকৃতি খুদা-তত্ত্ব-জ্ঞানী লোকদের সহিত আলাপ-আলোচনায় বিশেষ আনন্দ পাইতেন। তদানীন্তন মুসলিম জগতের অত্যন্ত রক্ত-পিপাসু মহাযোদ্ধাও কবি ও ঐতিহাসিকদের সংসর্গ ব্যতীত কালাতিপাত করিতে পারিতেন না।* পরবর্তী কালে মিসরের মামলুক সুলতানগণের শাসনকালেও শিক্ষার প্রতি মুসলমান-

---

* Ibn Khallikan, III, 295—9.

* The most blood-thirsty Baron of them all, could not do without his poet and historian.—Lane Poole, Saladin, 29.

www.pathagar.com

দের তুল্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহাদিগকে নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইলেও তাঁহারা ছিলেন খুবই শিক্ষা-প্রিয়। প্রতিভাশালী লোকেরা তাঁহাদের নিকট প্রভূত সাহায্য পাইতেন। শিল্প-স্থাপত্যের প্রতিও তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল ; অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ ও মসজিদরাজি নির্মাণ করিয়া তাঁহারা কায়রো নগরী সুশোভিত করেন। বস্তুতঃ সেল্‌জুক বংশ দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও সেল্‌জুক সভ্যতার প্রভাব দূরদূরান্তরে বিস্তৃত হয় ; সেল্‌জুক সাম্রাজ্যের ধ্বংস-প্রাপ্তির পরেও বহু শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম প্রাচ্যের নরপতিরা অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্নের সহিত তাঁহাদের উন্নত আদর্শের অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের প্রজা-প্রীতির সহিত বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী ইউরোপীয় জাতি-শাসিত দেশ-গুলির জনসাধারণের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

www.pathagar.com

বীর-বালক

"Under him the Mugal Empire reached its greatest extent, and the largest single state ever known in India from the dawn of history to the rise of the British power was formed....One incident of his boyhood made his fame ring throught India, and showed what stuff he was made of."—J. N. Sarkar.

যাঁহারা পৃথিবীতে অলৌকিক শক্তি বা অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের বাল্যজীবনের বিবিধ ঘটনাবলীতেই তাহার আভাস সূচিত হয়। ভারত-সম্রাট বাবর, পাঠানবীর শের শাহ্, বঙ্গবিজেতা মুহাম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জি, ইংল্যাণ্ডের মহাবীর নেল্‌সন, আমেরিকার মুক্তিদাতা জর্জ ওয়াশিংটন প্রত্যেকের জীবনীই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। দিল্লীর বাদশাহ্ মহীউদ্দীন আওরঙ্গজীবের নাম বিশ্ববিদিত। এই সম্রাটের রাজত্বকালে শাহী সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। চট্টগ্রাম হইতে গজনী এবং কাশ্মীর হইতে কর্ণাট ও মালাবার পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত। ভারত-ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অপর কোন নরপতিই এরূপ বৃহত্তম একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। সম্রাটের কর্মচারীরাই প্রদেশগুলি শাসন করিতেন, অধীন রাজারা নহে। এই হিসাবে আওরঙ্গজীবের ভারত সাম্রাজ্য অশোক, সমুদ্রগুপ্ত বা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। তিনি অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। রাজপুতনার মরুবাসী ও দাক্ষিণাত্যের মারাঠারা তাঁহার বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিলেও মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় আফগানিস্তান, রাজপুতনা ও দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়। অনেক যুদ্ধে তিনি স্বয়ং সৈন্য চালনা করিতেন। প্রায় সমুদয় যুদ্ধেই তিনি বিপক্ষের গর্ব খর্ব করিতে সমর্থ হন। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি 'শিয়া' রাজ্যগুলি তাঁহার অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তাঁহার সমগ্র জীবনই অসাধারণ বীরত্ব

www.pathagar.com

কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তিনি যে পরিণামে 'আলমগীর' বা 'ভুবন বিজয়ী' উপাধিতে ভূষিত হইবেন, তাহা তাঁহার কৈশোরের একটি ঘটনাতেই সুপরিস্ফুট হয়।

ঘটনাটি এই যে, বাদশাহ্ শাহজাহান হাতীর যুদ্ধ দেখিতে খুব ভালবাসিতেন। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসের আটাশ তারিখে আগ্রা নগরীর রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন যমুনা নদীর তীরে সুধাকর ও শরৎ-সুন্দর নামক দুইটি হাতী আনা হইল। আমীর-ওমরাহ্‌সহ বাদশাহ্ হাতীর লড়াই দেখিতে সেখানে গমন করিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—দারা, শুজা ও আওরঙ্গজীব ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া তাঁহার আগে আগে চলিলেন। আওরঙ্গজীবের উল্লাসই সর্বাপেক্ষা অধিক। তিনি হাতী দুইটির অত্যন্ত সন্নিকটে গমন করিয়া ঘোড়ার রাশ টানিলেন।

হাতী দুইটি কিছুদূর ঘুরিয়া আসিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর উহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া কয়েক পদ পিছনে সরিয়া গেল। সুধাকর অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল ; কিন্তু স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিকটে না পাইয়া তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান শাহজাদার উপরই স্বীয় রোষ প্রকাশে উদ্যত হইল। ভীমনাদে সে আওরঙ্গজীবকে আক্রমণ করিল। শাহ্‌জাদা তখন চৌদ্দ বৎসরের বালক মাত্র। নাবালক হইলেও এই ভীষণ বিপদে তাঁহার হৃদয়ে সাহসের অভাব হইল না। বালক আওরঙ্গজীব পলায়ন করিয়া স্বীয় বংশ-গৌরব কলঙ্কিত করিলেন না। তিনি ঘোড়ার লাগাম টানিয়া ধরিয়া অটলভাবে উহার পিঠে বসিয়া রহিলেন এবং মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে তাঁহার হাতের বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। বর্শাহত হাতী ক্রোধোন্মত্ত হইয়া আওরঙ্গজীবের দিকে ছুটিয়া চলিল। চতুর্দিকে ভীষণ হৈ চৈ শুরু হইল। রণক্ষেত্রে উপস্থিত জন-মণ্ডলী বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু সেই বিরাট জনসমুদ্র ভেদ করিয়া পলায়ন করা সোজা কথা নহে। তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে যাইয়া একে অন্যের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িতে লাগিল, হাত-পা ভাঙ্গিয়া সেই ভীরু দলের দুর্দশার একশেষ। আমীর-ওমরাহ ও ভৃত্যবর্গ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া হাতীকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল ; আতশবাজি ছুঁড়িয়া উহাকে বিতাড়িত করিবারও চেষ্টা করা হইল। কিন্তু সমস্তই বরবাদ হইয়া গেল। ক্রোধান্ধ হাতী তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া শুঁড় দ্বারা বেষ্টন করিয়া মুহূর্তে আওরঙ্গজীবের ঘোড়াকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। সকলেই হায় হায় করিয়া উঠিল। পুত্রের জীবনাশঙ্কায় বাদশাহ্ আকুল হইয়া উঠিলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু আওরঙ্গজীবের জীবন নষ্ট হইল না। হাতী তাঁহার ঘোড়া আক্রমণ করিলে বীর-বালক তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠ হইতে লাফ দিয়া মাটিতে পড়িলেন এবং কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ক্রোধোন্মত্ত মাতঙ্গের সম্মুখীন হইলেন। এই অসম যুদ্ধে হয়ত হাতীর পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া আওরঙ্গজীবের সুকোমল দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত ; কিন্তু যাঁহারা সাহসী ও স্বাবলম্বী, আল্লাহ্ তাঁহাদের স্বয়ং সাহায্য করিয়া থাকেন। তাই, সর্বশক্তিমান যাঁহার পক্ষে, তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে, দুনিয়াতে এমন বলবান কে আছে? সামান্য হাতী তো দূরের কথা!

আল্লাহ্‌র অসীম রহমতে আওরঙ্গজীবের দেহ অক্ষত থাকিবার ব্যবস্থা হইল। শাহ্‌জাদা শুজা জনতা ভেদ করিয়া দ্রুতপদে হাতীর নিকট আসিয়া হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ বর্শা দ্বারা উহাকে আঘাত করিলেন। কিন্তু তাঁহার অশ্ব ভয় পাইয়া হঠাৎ লাফ দিলে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সেই সময় রাজা জয়সিংহও সবেগে ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিয়া হাতীটিকে আক্রমণ করিলেন। ততক্ষণে সম্বিত ফিরিয়া পাওয়ায় বাদশাহ্ শাহজাহানও তাঁহার দেহরক্ষিগণকে তাড়াতাড়ি হাতীটিকে আক্রমণ করার জন্য আর্তস্বরে আদেশ করিলেন। এই সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। অপর যুদ্ধ-হস্তীটি সহসা পুনরায় যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সেখানে হাজির হইল। কিন্তু বর্শাঘাতে আহত ও আতশবাজিতে ভীত হইয়া সুধাকরের আর যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। তাই সে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীসহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল।

এইরূপে বিপদ কাটিয়া গেল, আওরঙ্গজীবের জীবন রক্ষা পাইল। শাহ্‌জাহান যৌবনে তাঁহার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের সম্মুখে একদিন তরবারি হস্তে এক অতিকায় বন্য ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। আওরঙ্গজীব বাল্যকালেই তাঁহার পিতার সাক্ষাতে দুর্দমনীয় ঐরাবত আক্রমণ করিয়া নিজেকে 'উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র' প্রমাণিত করিলেন।

বাদশাহ্ আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার কুল-প্রদীপকে বাহু-বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে 'বাহাদুর' বা বীর খেতাবে ভূষিত করা হইল। এতদ্ব্যতীত বাদশাহ্ তাঁহাকে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার বীরত্বের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

এই সময় আওরঙ্গজীব যেরূপ অসীম তেজ ও মৃত্যুর প্রতি যেরূপ বীর-জনোচিত অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। বাদশাহ্ তাঁহাকে তাঁহার দুঃসাহসের জন্য স্নেহভরে মৃদু তিরস্কার করিলে আওরঙ্গজীব উত্তর করিলেন,

www.pathagar.com

"এই যুদ্ধে আমার জীবন-কুসুম অকালে বিশুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িলে তাহাতে লজ্জার কোনই কারণ ছিল না। পর্ণ-কুটিরবাসী ভিক্ষাজীবী হইতে আরম্ভ করিয়া গগনচুম্বী প্রাসাদবাসী নরপাল পর্যন্ত সবাই মৃত্যুর অধীন। কিন্তু যুদ্ধে বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিবার সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? বীর ধর্ম পালন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন অসম্মানের কার্য নহে,—বীরের পক্ষে উহা পরম গৌরব!" *

চৌদ্দ বছরের বীর-বালকের এমন অসীম সাহস ও অপূর্ব বীরত্ব বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। আওরঙ্গজীব নাই; কিন্তু তাঁহার বাল্য-জীবনের সেই অনুপম বীরত্ব-গাঁথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ থাকিয়া অদ্যাপি শিশুদের হৃদয়ে বীরত্ব-মহিমা জাগাইয়া তুলিতেছে।

---

* Jadu Nath Sarkar, Aurangzeb, Vol-I, 9-12.

www.pathagar.com

বীর সুলতানা

Chand Sultana or Chand Bibi, (was) one of the most distinguished women that ever appeared in India..."—Elphinstone.

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে প্রভুভক্ত বৈরাম খাঁর হস্তে আদিল শাহের সেনাপতি হিমুর পরাজয়ে ভারতে শাহী সাম্রাজ্যের উপস্থিত বিপদ কাটিয়া গেল। উত্তর ভারতে যে সকল ক্ষুদ্র-বৃহৎ পাঠান রাজ্য বিদ্যমান ছিল, উহারা একে একে আকবরের প্রবল পরাক্রমের সম্মুখে মস্তক অবনত করিল। চব্বিশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আর্যাবর্ত তাঁহার পদানত হইল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার রাজ্য-তৃষ্ণা নিবারিত হইল না। দাক্ষিণাত্যের সুসমৃদ্ধ জনপদে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাঁহার শেষ জীবনের কাম্য হইয়া দাঁড়াইল। তিনি শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

সুযোগও শীঘ্রই জুটিয়া গেল। আহ্‌মদনগর রাজ্যের কতিপয় বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ১৫৯৫ খৃস্টাব্দে আকবর দাক্ষিণাত্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুবরাজ মুরাদ বাদশাহের আদেশে গুজরাট হইতে ও সেনাপতি মির্জা খাঁ মালব হইতে সসৈন্যে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আহ্‌মদনগর হইতে অল্প দূরে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইল। শত সহস্র বাদশাহী সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় নিজাম শাহী রাজ্য ছাইয়া ফেলিল। আহ্‌মদনগরের তখন অতি দুরবস্থা। রাজ্য প্রকৃতপক্ষে রাজশূন্য। সুলতান দ্বিতীয় বুরহান পরলোকে; নাগরিকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া আত্মকলহে নিমগ্ন; প্রত্যেক দলপতিই স্বার্থের বশবর্তী ও স্বদেশ-প্রেম বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত। যে বিশ্বাসঘাতক দলের নিমন্ত্রণে শত্রুপক্ষ আহ্‌মদনগর আক্রমণ করিয়াছিল, গৃহ-বিবাদের সুযোগে তাহাদের সহায়তায় তাহারা রাজ্য জয়ের সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। চতুর্দিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত আহ্‌মদনগরের প্রতি মুহূর্তেই স্বাধীনতা নাশের আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় আহ্‌মদনগরের সৌভাগ্য বশতঃ এক বীরাঙ্গনার আবির্ভাবে উভয় পক্ষের ভাগ্য-চক্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল; যাহারা বিদেশীদের সাহায্য করিয়া তাহাদের অনুগ্রহে রাজ্যে প্রতিপত্তিশালী হইবার বাসনা পোষণ করিতেছিল, তাহাদের আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইল,—চির-স্বাধীন আহ্‌মদনগরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা হইল।

www.pathagar.com

এই বীরাঙ্গনা ইতিহাসে চাঁদ বিবি বা চাঁদ সুলতানা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি আহ্মদনগর রাজ্যের অধিপতি হোসায়ন নিজাম শাহের কন্যা। বিজাপুর-রাজ আদিল শাহের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি ইংল্যান্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের সমসাময়িক ও তুল্য পরিমিত রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন। কিন্তু বীরত্বে চাঁদ বিবি এলিজাবেথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। পঁচিশ বৎসর বয়সে চাঁদ বিবি অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হন। তৎপরে কয়েক বৎসর বিজাপুর রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলায় অতিবাহিত করিয়া তিনি পিতৃ-রাজ্যে আগমন করেন।

জননী জন্মভূমির শোচনীয় অবস্থায় ব্যথিত হইয়া চাঁদ বিবি তৎপ্রতিকারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। আহ্মদনগরের ঘোর সংকটকালে তাঁহার হৃদয়ে এক ঐশী শক্তির আবির্ভাব হইল। স্বরাজ্যে তো গৃহ-বিবাদ লাগিয়াই ছিল। তদুপরি বিজাপুর রাজ্যের সহিত পূর্ব হইতেই আহ্মদনগরের যুদ্ধ চলিতেছিল। রাজনীতিজ্ঞা সুলতানা দেখিলেন, বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইলে বিজাপুর-রাজকে হয় স্বপক্ষভুক্ত করিতে হইবে, নতুবা যুদ্ধে নিরস্ত রাখিতে হইবে। অন্যথায় এই উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘন চেষ্টার ন্যায় অসম্ভব। তজ্জন্য তিনি বিজাপুরে অভিজ্ঞ দূত প্রেরণ করিয়া রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উপস্থিত বিপদ একা আহ্মদনগরের নহে, সমগ্র মুসলিম দাক্ষিণাত্যের। আহ্মদনগর বিজয় সম্পন্ন হইলেই শাহী বাহিনী বিজাপুর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে এবং দেখিতে দেখিতে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে। এমতাবস্থায় বিজাপুর রাজ্যের পক্ষে আহ্মদনগরের শত্রুতাচরণ করা, আর স্ব-পদে কুঠারাঘাত করা একই কথা। বিজাপুরাধিপতি তাঁহার যুক্তি উপলব্ধি করিলেন। চাঁদ সুলতানার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশল কার্যকরী হইল। বিজাপুর-রাজ শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া আহ্মদনগরের সহিত মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। এমন কি, তিনি তাঁহার পূর্বশত্রু আহ্মদনগরের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

অতঃপর এই অসামান্য বুদ্ধিমতী মহিলা রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব নিবারণে হস্তক্ষেপ করিলেন। এক্ষেত্রেও তাঁহার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল। তাঁহার অক্লান্ত উদ্যম, অকাট্য যুক্তি ও অনুপম বুদ্ধি-কৌশলে আহ্মদনগরের বিবদমান দলপতিরা স্ব স্ব ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। নগরের বাহিরেও তাঁহার কৌশল অনুরূপ ফল প্রসব করিল। জনৈক স্বদেশ-বিরোধী সর্দার সুলতানার যুক্তিতে

www.pathagar.com

স্বীয় ভ্রান্তি অনুভব করিয়া এতদূর অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন যে, বিপক্ষ যখন নগর অবরোধে ব্যাপৃত, তখন তিনি পরাক্রান্ত শত্রুবাহিনী ভেদ করিয়া সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বীয় মূর্খতাজনিত অপরাধের জন্য সুলতানার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নগরের বহির্ভাগে অবস্থানকারী আরও দুই জন দলপতির হৃদয়েও আত্মগ্লানির সঞ্চার হইল। তাঁহারাও সদলবলে বিজাপুর বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া যুদ্ধারম্ভের অপেক্ষায় রহিলেন। চাঁদ সুলতানা স্বয়ং নগরস্থ দলসমূহের নেতৃত্ব গ্রহণপূর্বক এশিয়ার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ-রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলেন।

শত্রুসৈন্য নগর অবরোধ করিয়া রহিল, কিন্তু অত্যুচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাহাদের দুর্গধ্বংসী যন্ত্রসমূহও পুরু প্রাচীরের কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ হইল না। নিরুপায় হইয়া তাহারা ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খননপূর্বক বারুদের সাহায্যে প্রাচীর ভগ্ন করিয়া নগরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা দেয়ালের নিম্নদেশে যে দুইটি সুড়ঙ্গ খনন করিল, চাঁদ সুলতানার প্রহরিগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা আবিষ্কৃত হইয়া গেল। বীর সুলতানা স্বয়ং শ্রমিকদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন সমভাবে বিপন্ন করতঃ শত্রুপক্ষের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

কিন্তু শত্রুরা ইহাতে নিরুৎসাহ হইবার পাত্র ছিল না। তাহারা নবীন উদ্যমে অন্যত্র একটি সুড়ঙ্গ খনন করিয়া ফেলিল। এই সুড়ঙ্গ খনন-বার্তাও চাঁদ বিবির সতর্ক প্রহরিবৃন্দের অগোচর রহিল না। শত্রুদের কার্যে বাধা দানের জন্য অবিলম্বে ঘটনাস্থলে সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব কর্তব্য পালন করিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। চাঁদ বিবির যে সৈন্যরা সুড়ঙ্গ-মুখে অবস্থান করিয়া শত্রুদের খনন ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় নিরত ছিল, তাহারা শত্রুপক্ষের কামানের গোলার মুখে তুলার ন্যায় উড়িয়া গেল। শাহী বাহিনী নগর-প্রাচীরের এক বৃহদংশ ভগ্ন করিয়া ফেলিল। ইহা দেখিয়া সুলতানার সৈন্যেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া স্থান ত্যাগ করতঃ শত্রু সৈন্যের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার উপক্রম করিল। আহ্‌মদনগরের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তাচলে গমন করিতে বসিল।

সৈন্যদের এই ভীষণ দুরবস্থা ও স্বদেশের স্বাধীনতার শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়া চাঁদ সুলতানার হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পরাধীন জীবন যাপন অপেক্ষা শত্রু-হস্তে মৃত্যু বরণ তাঁহার নিকট শত সহস্র গুণে শ্রেয় বলিয়া মনে হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় আহ্‌মদনগরের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবেন, নতুবা শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জন দিবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া চাঁদ বিবি যুদ্ধের বর্ম পরিধানপূর্বক অবগুন্ঠনে মুখ-মণ্ডল আবৃত করতঃ যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে তেজস্বী অশ্বে সওয়ার হইয়া স্বয়ং সুড়ঙ্গ-মুখে উপস্থিত হইলেন। যে সকল শত্রুসৈন্য ভগ্নস্থান দিয়া নগরে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল চাঁদ সুলতানা তাহা-দিগকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সুলতানাকে শত্রু-দলনে প্রবৃত্ত দেখিয়া নগরের যে সকল সৈন্য তখনও যুদ্ধে বিরত ছিল বা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাও লজ্জিত হইয়া রণাঙ্গনে ছুটিয়া আসিল এবং প্রবল উৎসাহে শত্রু-সংহার করিতে লাগিল। ফলে শত্রু-সৈন্যদের নগর প্রবেশ-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

কিন্তু চাঁদ বিবি এখানেই নিরস্ত হইলেন না। তিনি শত্রুদিগকে ভগ্ন-স্থান হইতে দূরে বিতাড়িত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার জ্বালাময়ী উৎসাহ বাক্যে আহ্‌মদনগরের সৈন্যেরা নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। তাহারা পূর্ণ উদ্যমে প্রাণপণে শত্রু-সৈন্য-শোণিতে তরবারি রঞ্জিত করিতে লাগিল। একদল সৈন্য মঞ্চের সাহায্যে প্রাচীরের উপরিভাগে আরোহণ করিল। তথা হইতে বন্দুকের গুলি, ইষ্টক, প্রস্তর ও শররাজি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শত্রু-সৈন্য সুড়ঙ্গ-মুখে কামান স্থাপন করিয়া বিপক্ষের উপর অনল-বৃষ্টি আরম্ভ করিল। কামানের পশ্চাদ্দেশ ও পার্শ্বদেশ হইতে সুড়ঙ্গ-মধ্যস্থ জনতার উপর অগ্নি-বাণ, বন্দুকের গোলা, বারুদ ও অন্যান্য বহু দাহ্য পদার্থ সবেগে পতিত হইতে লাগিল। চাঁদ সুলতানা স্বহস্তে বন্দুক ধারণ করিয়া শত্রু-সৈন্যের উপর গুলী-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যখন গুলী নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন তিনি ক্রমা-গত তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা বন্দুকে পুরিয়া শত্রু-সৈন্যের প্রতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন উহাও শেষ হইয়া গেল, তখন এই স্বাধীন-চেতা বীর-নারী নিজের বহু-মূল্য মণিময় গাত্রালঙ্কার পর্যন্ত বন্দুকে পুরিয়া দুর্দান্ত শাহী বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।*

সূর্য অস্তাচলে ; নৈশ অন্ধকার বিশ্ব গ্রাস করিতে ছুটিয়া চলিল। বহু-ক্ষণব্যাপী লোমহর্ষক যুদ্ধের পর শত্রুপক্ষ সন্ধ্যাকালে যুদ্ধ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ

* "When her shot was expended, she loaded her guns suscessive-ly copper, with silver and with gold coins and that it was not till she had begun to fire away jewels." —Elphinstone, History of India, 512,

www.pathagar.com

করিতে বাধ্য হইল। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে তাহারা আর নগর আক্রমণের চেষ্টা করিল না। কিন্তু চাঁদ সুলতানা আরাম 'হারাম' করিলেন। নিদ্রা যাওয়া দূরের কথা, সমগ্র দিবসের রণ-ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তিনি একটি মুহূর্তেও বিশ্রাম না করিয়া নিজ হাতে ইট আনিয়া প্রাচীরের ভগ্নস্থানে রাখিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অনুপম দৃষ্টান্ত সৈনিক মহলে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করিল। তাহারাও বিশ্রাম-সুখের আশা বিসর্জন দিয়া ইষ্টকাদি আনয়ন করতঃ সেই রাতেই ভগ্নস্থান পুনর্নির্মাণ করিয়া ফেলিল। প্রাতঃকালে শত্রুরা দেখিতে পাইল, প্রাচীরের ভগ্নস্থান আবার এত উচ্চ ও পুরু করিয়া নির্মিত হইয়াছে যে, পুনরায় সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহা ভগ্ন করা সহজ-সাধ্য নহে। ইহাতে তাহাদের বিস্ময় ও নৈরাশ্যের সীমা রহিল না।

চসবাগতাই তুর্কেরা বীর জাতি। অর্ধ এশিয়া বিজয়ী বীরবর তৈমুর ও চেংগিজ খাঁর * শোণিত তুর্ক সেনাপতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত। সৈন্যাধ্যক্ষ যুবরাজ মুরাদ পাঠান-বিধ্বংসী সম্রাট আকবরের বীরপুত্র। তাঁহার বীর-হৃদয় এই বিধবা বীর-নারীর অশ্রুতপূর্ব বীরত্ব ও অসাধারণ আত্মত্যাগ দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। চাঁদ সুলতানার প্রতি সৈন্যদের অন্তঃকরণও ভক্তি ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এরূপ স্বাধীনচেতা বীরনারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা তাহাদের নিকট ঘোরতর অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। তাহারা তখনও সংখ্যায় অধিক ছিল ; কিন্তু তাহারা আর যুদ্ধ করিল না। বেরার রাজ্যের বিনিময়ে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইলে শাহী সৈন্য আহ্মদনগর হইতে প্রস্থান করিল। এইরূপে একজন মহিলার অপূর্ব বীরত্বে একটি রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এইরূপ বীরাঙ্গনার জন্মগ্রহণে মুসলিম-ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। একজন মুসলিম বীরাঙ্গনা স্বীয় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে শাণিত তরবারি ও বন্দুক হস্তে তদানীন্তন এশিয়ার

---

* পশু-বলকে বীরত্ব বলিয়া ধরিলে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড যেমন বীর, "খোদার গজব" হইলেও চেংগিজ খাঁ তদপেক্ষা বড় বীর, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাবর-বংশকে ভুলে 'মোগল' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তুর্ক। তাঁহারা **বাদশাহ্ উপাধি গ্রহণ করেন বলিয়া এখানে তাঁহাদের সম্পর্কে শাহী বা বাদশাহী বিশেষণ প্রযুক্ত হইল।**

www.pathagar.com

সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী সম্রাটের বিরুদ্ধে নির্ভয় চিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। চাঁদ বিবি ছিলেন ভারতের 'যোয়ান অব আর্ক'। ইংল্যান্ডের আক্রমণে পরাজিত ফ্রান্সের এই কৃষক কন্যার ন্যায় তিনিও স্বরাজ্য হইতে শত্রু বিতাড়িত করিয়া শেষে শত্রুহস্তে প্রাণ দেন। উভয়ের পরিণামই প্রায় এক। তবে চাঁদ বিবি নিহত হন গৃহ-শত্রুদের হাতে, আর যোয়ান অব আর্ককে ইংরেজেরা ধরিয়া নিয়া ডাইনী বলিয়া আগুনে পোড়াইয়া মারে, এই মাত্র পার্থক্য।

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রেম-কাহিনী

"No figure in mediaeval Indian history has been shrouded in such romance as the name of Nur Jahan calls to the mind."
—**Beni Prasad.**

মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসে নূরজাহানের ন্যায় আর কাহারও জীবন-চরিত উপকথার আস্তরণে এত অধিক আবৃত হয় নাই ; জাহাঙ্গীরের রাজত্বে তাঁহার সহিত নূরজাহানের বিবাহের ন্যায় আর কোন ঘটনাই সর্বসাধারণের এত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। পূর্ণ পনর বৎসর পর্যন্ত এই স্বনামধন্যা মহিলা শাহী সাম্রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কাজেই তাঁহার জীবন-কাহিনী যে লোকের কল্পনার খোরাক যোগাইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি ?

ডাউ সাহেবের 'হিন্দুস্তানের ইতিহাস' এবং অন্যান্য ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকে নূরজাহানের যে ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়, তাহা এই ঃ খাজা আয়াস (গিয়াস বেগ) নামক পশ্চিম তাতারের জনৈক সুশিক্ষিত ও উচ্চ বংশ-সম্ভূত ব্যক্তি এক দরিদ্র মহিলার প্রেমে পড়িয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। অবশেষে দারিদ্র্যের তাড়নায় তিনি সপরিবারে দেশত্যাগে বাধ্য হন। ভারতের পথে তাঁহার স্ত্রী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন ; কিন্তু ভরণ-পোষণের সামর্থ্য না থাকায় তাঁহারা তাহাকে এক গাছের তলায় ফেলিয়া যান।

কিছু দূর গিয়া শিশুর জননী কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পড়িলেন। গিয়াস ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, এক কাল সর্প শিশুর চতুর্দিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। তাঁহার উচ্চ চীৎকারে সর্প চলিয়া গেল। তিনি মেয়েকে তুলিয়া নিয়া স্ত্রীর কোলে দিলেন। অতি কষ্টে তাঁহারা লাহোরে পৌঁছিলে সৌভাগ্যবশতঃ এক পুরাতন বন্ধুর সহিত গিয়াসের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহাদিগকে আকবরের দরবারে পরিচিত করিয়া দিলেন। নিজের প্রতিভা বলে মির্জা গিয়াস শীঘ্রই শাহী মহলের অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হইলেন।

বালিকা মেহেরুন্নেসা যৌবনে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শাহজাদা সেলিমের চিত্ত জয়ের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। এক

www.pathagar.com

উৎসবে তিনি তাঁহার মোহিনী শক্তিতে শাহ্‌জাদার মনঃপ্রাণ হরণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু শের আফগান নামক একজন সাহসী পারসিক অভিজাত যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নানা উপায়ে শের আফগানকে হত্যা করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারিলেন না। তাঁহার উপর এক বিরাট ব্যাঘ্র লেলাইয়া দেওয়া হইল ; শের আফগান খালি হাতে উহাকে নিহত করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে পিষিয়া মারিবার জন্য এক হাতী ছাড়িয়া দেওয়া হইল ; কিন্তু আফগান বীর উহার শুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন। অবশেষে বাঙ্গালার শাসনকর্তা কুতবুদ্দীন তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করিলেন। অবশ্য শের আফগান তাঁহার হত্যাকারী ও বহু অনুচরকে নিহত করিয়া তবে নিজে মরিলেন।

সম্রাটের কর্মচারীরা মেহেরুন্নেসাকে বন্দী করিলে তিনি ভাণ করিয়া বলিলেন, জাহাঙ্গীরের হাতে নিজের পতন অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সম্রাটের বাসনা পূর্ণ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। কুতবুদ্দিন জাহাঙ্গীরের দুধ-ভাই ; তাঁহার মৃত্যুতে তিনি এতই শোকাভিভূত হইলেন যে, নূরজাহানের মুখ দেখিতেও অস্বীকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু সেই দুষ্ট ও ধূর্ত মহিলা জাহাঙ্গীরকে মুগ্ধ করিবার জন্য আবার চেষ্টা করিলেন। চারি বৎসর পরে তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইল।*

এই কাহিনী অতি মনোমুগ্ধকর ; কিন্তু ইহা ইতিহাস নহে। নূরজাহানের পিতামহ খাজা মুহাম্মদ শরীফ পর্যায়ক্রমে খোরাসানের সুলতান বেগলার বেগ ও কাজক খাঁ এবং পারস্যের সম্রাট শাহ্ তাহ্‌মাসপের মন্ত্রী ছিলেন। ১৫৭৭ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিবারবর্গ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তৎপুত্র মির্জা গিয়াসুদ্দীন বেগ বা মির্জা গিয়াস তাঁহার দুই পুত্র, এক কন্যা ও গর্ভবতী পত্নী লইয়া মালিক মস্‌উদ নামক এক ধনবান বণিকের সঙ্গে ভারতবর্ষ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার অধিকাংশ দ্রব্যাদি ও দুইটি ব্যতীত সমুদয় অশ্ব দস্যু-হস্তে লুণ্ঠিত হইল। কান্দাহারে তাঁহার স্ত্রী এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন। মির্জা গিয়াসের তখন সন্তান প্রতিপালনের মতো কোনই সামর্থ্য ছিল না। তাঁহার দুর্দশা মালিক মস্‌উদের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহার অনুকম্পায় এই দরিদ্র পরিবারের অভাব দূরীভূত হইল।

---

* Dow, Vol III. 1933.

www.pathagar.com

উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিল। ফতেহ্‌পুর সিক্রিতে পৌঁছিয়া মস্‌উদ আকবরের সহিত গিয়াসের পরিচয় করাইয়া দিলেন।* সম্রাট অবিলম্বে তাঁহাকে রাজকীয় সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া লইলেন।

স্বীয় প্রতিভাবলে মির্জা গিয়াস দ্রুত উন্নতি লাভে সমর্থ হইলেন। ১৫৯৫ খৃস্টাব্দে তিনি ৩০০ সৈন্যের মন্‌সবদারী ও কাবুলের দেওয়ানী পাইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার নবজাত কন্যা মেহেরুন্নেসা পরম রূপবতী ও সর্বগুণ-সম্পন্না যুবতী হইয়া উঠিলেন। প্রায় সতর বৎসর বয়সের সময় আলী কুলী নামক জনৈক পারসিক যুবকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

আলী কুলী পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ ইসমাঈলের চাপরাশি ছিলেন। প্রভুর মৃত্যু বা হত্যাকাণ্ডের (১৫৭৮) পর তাঁহাকে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিতে হয়। মুলতানে আসিয়া তিনি আবদুর রহীম খান-ই-খানানের সৈন্যদলে যোগদান করেন। থাট্টা অভিযানে তাঁহার সাহস ও বীরত্ব সেনাপতির মনোযোগ আকর্ষণ করে। সম্রাট তখন লাহোরে বাস করিতেছিলেন। খান-ই-খানান সেখানে উচ্চ পদস্থ লোকদের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন (১৫৯৪)। অল্প দিন পরেই গিয়াস বেগের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

১৫৯০ খৃস্টাব্দে তিনি শাহ্‌জাদা সেলিমের সঙ্গে মেবার জয়ে গমন করেন। এই সময় একটি ব্যাঘ্র নিহত করিয়া তিনি শাহ্‌জাদার নিকট হইতে 'শের আফকুন' বা ব্যাঘ্র নিধনকারী উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন হইতে তিনি 'শের আফগান' নামে অভিহিত হইতে থাকেন। সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তিনি কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে থাকেন ; কিন্তু পরে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আকবরের নিকট চলিয়া যান। সদাশয় জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে (১৬০৫) শের আফগানের পূর্ব ব্যবহার উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বর্ধমানে একটি চাকুরী ও জায়গীর দিয়া বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন।*

বাঙ্গালা তখন ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের কেন্দ্র ; সমস্ত অসন্তুষ্ট আফগান সর্দার সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। শের আফগান তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়াছেন বলিয়া সম্রাটের সন্দেহ হওয়ায় বাঙ্গালার শাসনকর্তা কুতবুদ্দীন খাঁ তাঁহাকে দরবারে পাঠাইতে ও অবাধ্যতা প্রদর্শন করিলে শাস্তি দিতে আদিষ্ট হইলেন।

---

* Iqbalnama, 54-5, Elliot & Dowson. Vol. VI, 403-4

* **Iqbalnama, 55 : Elliot and Dowson, IBID. VI, 404.**

www.pathagar.com

১৬০৭ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে কুতুবুদ্দীন বর্ধমান যাত্রা করিলেন। সম্ভবত বন্দী করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি শের আফগানকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। মাত্র দুই জন সহিস সঙ্গে লইয়া শের আফগান শাসনকর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শিবিরে প্রবেশ করা মাত্র প্রভুর আদেশে রাজ-সৈন্যেরা তাঁহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। এই বিশ্বাস-ঘাতকতায় শের আফগানের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার অর্থ কি?' কুতবুদ্দীন তাঁহাকে ব্যাপার বুঝাইয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ক্রোধান্ধ শেরের তখন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। তিনি তরবারি বাহির করিয়া কুতবুদ্দীনকে আঘাত করিলেন। তাঁহার নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তিনি স্বহস্তে পেট চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়া আক্রমণকারীকে হত্যা করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দান করিলেন। এই আদেশের কোনই দরকার ছিল না! কারণ তাঁহার দেহরক্ষী আম্বা খাঁ ইতিপূর্বেই শের আফ-গানের মস্তকে আঘাত করিয়াছিল। শেরও তাহাকে এক মারাত্মক আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনি একা, বাদশাহী সৈন্যেরা চতুর্দিক হইতে তাঁহার উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিল। শের মরিলেন, কিন্তু জীবদ্দশায়ই প্রতিশোধ লইয়া গেলেন। আম্বা খাঁ সেখানেই মৃত্যুবরণ করিল; কুতবুদ্দীনও বার ঘণ্টার মধ্যে ইন্তিকাল করিলেন।

কুতবুদ্দীনের আকস্মিক মৃত্যুতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি প্রাণ ভরিয়া শের আফগানকে অভিশাপ দিলেন।

মেহেরুন্নেসা ও তাঁহার কন্যা লাদিলি বেগম রাজদরবারে প্রেরিত হইলেন। মির্জা গিয়াস তখন সেখানে দেড়হাজারী মনসবদার ও ইতিমাদুদ্দৌলা উপাধির অধিকারী হইয়া উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। অনতিকাল পরে মেহেরুন্নেসা সুলতানা সলিমা বেগমের সহচরী নিযুক্ত হইলেন। ১৬১১ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে জাহা-ঙ্গীর তাঁহাকে দৈবাৎ মিনা বাজারে দেখিতে পাইয়া প্রেমে পড়িয়া গেলেন। সেই বৎসরই মে মাসের শেষ ভাগে তাঁহাদের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল।*

ইহাই জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের বিবাহের প্রকৃত ইতিহাস। আকবরের জীবদ্দশায় মেহেরুন্নেসার সহিত সেলিমের প্রেমে পড়া, তাঁহার বাসনা পূরণে সম্রাটের অস্বীকৃতি, আকবরের প্ররোচনায় শের আফগানের সহিত মির্জা গিয়া-সের কন্যার বিবাহ, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হতাশ প্রেমিক কর্তৃক হীন-

* Iqbalnama, 55-6.

www.pathagar.com

ভাবে তাঁহার সফলকাম প্রতিদ্বন্দ্বীর হত্যাকাণ্ড সাধন, উন্নতমনা মেহেরুন্নেসার চারি বৎসর পর্যন্ত অবজ্ঞাভরে স্বামী-হত্যাকারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, অবশেষে তাহাতে সম্মতি দান—সমসাময়িক ইতিহাসে এই সকল অলীক কাহিনীর কোনই সমর্থন পাওয়া যায় না।

এরূপ জঘন্য অপরাধের কথা স্বীকার না করা জাহাঙ্গীরের পক্ষে স্বাভাবিক ; কিন্তু শের আফগানের হত্যায় যদি বাস্তবিকই তাঁহার হাত থাকিত, তবে তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ মাত্রও করিতেন না। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আত্ম-চরিতে শেরের আনুষঙ্গিক জীবনী ও মৃত্যু-কাহিনী সমস্তই বর্ণিত হইয়াছে।

মুতামাদ খাঁর ইতিহাস শাহ্‌জাহানের রাজত্বে সমাপ্ত হয়। কামগর হুসায়নীর গ্রন্থও শাহ্‌জাহানেরই উৎসাহের ফল। নূরজাহান শাহ্‌জাহানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিয়া উভয়েই এই স্বনাম-ধন্যা মহিলার প্রতি শত্রু-ভাব পোষণ করিতেন। এরূপ কলঙ্ক-কাহিনীর সহিত নূরজাহানের সংস্রব থাকিলে তাঁহারা কিছুতেই তাহা সালঙ্কারে বর্ণনা না করিয়া ছাড়িতেন না। অথচ তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ইহার আভাস মাত্র নাই। আবদুল হামীদ লাহোরী ও শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের অন্যান্য ঐতিহাসিক নূরজাহানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার স্বামী-ঘাতককে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া কেহ একটু ইঙ্গিতও দেন নাই। সুতরাং এই অলীক কাহিনী পরবর্তীকালের উর্বর কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

তর্কের খাতিরে বলা যাইতে পারে যে, দরবারের কোন ঐতিহাসিকই সমগ্র বংশের অসম্মানজনক এই কলঙ্ক-কাহিনী বর্ণনা করিতে সাহসী হন নাই। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটকেরা এ বিষয়ে নীরব কেন? তাঁহাদের তো বাবর বংশের প্রতি এরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখাইবার কোন কারণ নাই ; বরং কলঙ্ক-কাহিনী রচনায় তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। বড় বড় লোকের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সর্বপ্রকার জনরব তাঁহারা নির্বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা অসম্ভব কাহিনী পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রথম প্রেমের খাতিরে শের আফগানকে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করেন নাই। তাঁহারা নূরজাহানের প্রাথমিক জীবন, তাঁহার স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার বিবাহ ও সম্রাটের উপর তাঁহার বিপুল প্রভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়ের প্রাথমিক প্রেম ও প্রথম স্বামী হত্যায় দ্বিতীয় স্বামীর কোন সংস্রব সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত পর্যন্ত করেন নাই।

www.pathagar.com

হকিন্‌স তুর্ক ভাষা জানিতেন। শের আফগানের মৃত্যুর কিছু কাল পরে শাহী দরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি মনসবদার নিযুক্ত হন। বহুসংখ্যক লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। জাহাঙ্গীরের সহিত নূরজাহানের বিবাহের কিছুদিন পরে তিনি আগ্রা হইতে চলিয়া যান। স্যার টমাস রো ও এডওয়ার্ড টেরি কয়েক বৎসর পর্যন্ত দরবারে অবস্থান করেন। নূরজাহান তখন ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে। সকলেই তাঁহার কথা আলোচনা করিত। উইলিয়াম পিণ্ড একজন সূক্ষ্মদর্শী পর্যটক। তিনি প্রায় একই সময় ভারতে আগমন করেন। পশ্চিম উপকূলে পর্যটন করিলেও (১৬২৩-২৪) জাহাঙ্গীরের আমলের অনেক অভ্যন্তরীণ ব্যাপার ডেলা ভ্যালের শ্রুতিগোচর হয়।

টেরি শুধু বলেন, 'জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে অতি নীচ পরিবার হইতে গ্রহণ করেন।'* ডেলা ভ্যালে লিখিয়াছেন, "পিতা পারসিক হইলেও ভারতবর্ষে নূরজাহানের জন্ম। অন্যান্য অনেকের ন্যায় গিয়াস মুগল দরবারে অত্যুচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। মুগল সম্রাটের জনৈক পারসিক সেনাপতির সহিত নূরজাহানের বিবাহ হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর শাহ্ সেলিম তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রেমে পড়িয়া যান। বিধবাকে হেরেমে নিয়া রক্ষিতারূপে রাখাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা ; কিন্তু সেই সুচতুরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা বিবাহ ব্যতীত সম্রাটের প্রাসাদে গমন করিবেন না বলিয়া ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিলেন। অবশেষে প্রেমের তাড়নায় বাধ্য হইয়া শাহ্ সেলিম তাঁহাকে হেরেমের বেগমরূপে গ্রহণ করাই স্থির করিলেন।"* স্যার টমাস রো শের আফগান সম্বন্ধে একেবারে নীরব।

যদি শের আফগানের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বাস্তবিকই জাহাঙ্গীরের কোন হাত থাকিত, তবে ইহাদের কেহ না কেহ অবশ্য তাহা জানিতে পারিতেন। 'বড় ঘরের বড় কথা' বরাবরই দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে সম্রাটের দোষ থাকিলে সে কলঙ্ক-কাহিনী ঘরে ঘরে জানাজানি হইত। ইউরোপীয় পর্যটকেরা এই শ্রেণীর কলঙ্ক-কাহিনী শ্রবণে যেরূপ অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাইতেন, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কিছুতেই ইহা তাঁহাদের কর্ণগোচর না হইয়া পারিত না। তাঁহারা ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিলেও তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে তাহা অতিরঞ্জিত করিয়া না লিখিয়া ছাড়িতেন না। এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীর সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাঁহাদের নীরবতা হইতেই তাহা প্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

* Voyages to East India, 404.
* Della Valles' Travels, Vol I. 53-4.

www.pathagar.com

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়ালেরা ইংল্যান্ডে তাহাদের মহাজনদের নিকট শত সহস্র পত্র লেখেন। তাহাতে কাজ-কারবারের কথা ব্যতীত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা এবং কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারও লিখিত হইত। তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে খসরুর হত্যা, শাহ্‌জাহানের বিদ্রোহ ও মহব্বত খাঁর আকস্মিক আক্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু শের আফগানের স্ত্রীর লোভে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে হত্যা করান, তাঁহারা কোথাও এমন কথা বলেন নাই। ইহা সম্রাটের নির্দোষিতার অপর প্রমাণ।

স্যার টমাস হার্বার্ট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর (অক্টোবর, ১৬২৩ খৃঃ) অব্যবহিত পরে ভারতে আসেন। পরবর্তী সেপ্টেম্বরে পিটার মুন্ডি সুরাটে অবতরণ করেন। ১৬৩৪ সালে তাঁহার ভারত-ভ্রমণ সমাপ্ত হয়। জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান সম্বন্ধে উভয়েই অনেক কিছু লিখিয়াছেন ; কিন্তু এই রাজ-দম্পতির বিবাহের সহিত আধুনিক ইতিহাস লেখকরা যে কলঙ্ককাহিনী জড়িত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ঘূর্ণাক্ষরেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। পিটার মুন্ডি শুধু বলেন, 'নূরজাহানের স্বামী বিদ্রোহী হওয়ায় যুদ্ধে নিহত হন ; শত্রু-সৈন্যেরা তাঁহাকেও বন্দিনী করিয়া রাজার নিকট লইয়া যায়। সেখানে তিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করায় বাদশাহ তাঁহাকে গণিকালয়ে প্রেরণ করিতে আদেশ দেন, কিন্তু ইহা কার্যে পরিণত করা হয় নাই।* বার্ণিয়ার এক পুরুষ পরে ভারতে আসিয়া দরবারে বড় বড় লোকদের সহিত মেলামেশা করেন। তিনি শাহ্‌জাহান, জাহানারা, রওশনারা ও অন্যান্যের সম্বন্ধে অনেক অকথ্য জনরব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি জাহাঙ্গীরের উপর নূরজাহানের প্রাধান্যের কথা বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কোথাও তাঁহাদের বাজার-প্রচলিত কলঙ্ক-কাহিনীর আভাস মাত্র নাই।*

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সমসাময়িক কোন লেখকই শের আফগানের হত্যার জন্য জাহাঙ্গীরকে দায়ী করেন নাই। ইহা তাঁহার নির্দোষিতার অকাট্য প্রমাণ। তদুপরি নূরজাহানের উন্নত চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত গল্পটির মোটেই মিল নাই। প্রথমতঃ অতি সম্ভ্রান্ত পারসিক বংশে মির্জা গিয়াসের জন্ম ; তদুপরি তিনি তখন উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত। এমতাবস্থায় যদি সত্যই সেলিম নূরজাহানের প্রেমে পাগল হইয়া যাইতেন, তবে আকবরের পক্ষে তাঁহাদের বিবাহে বাধা দেওয়ার কোনই কারণ ছিল না। যদি আকবর সত্যই সেলিমকে ভর্ৎসনা

* Travels in Asia, Vol. II, 205-6.
* Travels in Mogul Empire, 1656-68 A. D. Page 5.

www.pathagar.com

করিয়া শের আফগানের নিকট কন্যা দানের জন্য মির্জা গিয়াসকে চাপ দিতেন, তবে তিনি কিছুতেই ১৫৯৯ খৃস্টাব্দে শের আফগানকে সেলিমের সহচর নিযুক্ত করিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রথম বিবাহের পূর্বে জাহাংগীর সত্যই নূরজাহানের প্রেমে পড়িতেন, তবে তাঁহার হৃদয়-রাণীর স্বামীকে হাতে পাইয়া তিনি নিশ্চিতই তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বিত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিছুতেই হতাশ প্রেমিক সম্মানিত নাম দিয়া তাঁহার ভীষণ শত্রুর মর্যাদা বৃদ্ধি করিতেন না ; সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি কিছুতেই তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতেন না, পদোন্নতি সাধন ও জায়গীর দান তো দূরের কথা। যদি শেরের স্ত্রীর প্রতি সত্যই তাঁহার লোভ থাকিত, তবে এতদিন পরে তিনি মূর্খের ন্যায় মশা মারিবার জন্য কামান দাগিতে যাইতেন না, অনেক পূর্বেই তাঁহাকে গোপনে দুনিয়া হইতে সরাইয়া দিতে পারিতেন।

তৃতীয়তঃ নূরজাহানের তেজস্বিতা সর্ববাদী-সম্মত। জাহাংগীর তাঁহার নির্দোষ স্বামী হত্যায় লিপ্ত ছিলেন বলিয়া যদি তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হইত, তবে তিনি কি সম্রাটের মাতার সহচরী বা তাঁহার শয্যাশায়িনী হইতে সম্মত হইতেন ? সকলেই স্বীকার করেন যে, পুনর্বিবাহিত জীবনে নূরজাহান জাহাংগীরের প্রেমের পূর্ণ প্রতিদান দেন। তাঁহার ন্যায় এরূপ উন্নতমনা মহিলার পক্ষে স্বামী-ঘাতককে এরূপ হৃদয় ঢালিয়া ভালবাসা বা ভক্তি করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।

অনেক লেখকের অনুমান, প্রভুর জন্য মেহের-রত্ন আহরণই বাংগালার সুবেদারের পদে কুতবুদ্দীনের নিয়োগের একমাত্র কারণ। এই মত একেবারে অমূলক। সম্রাট ও মানসিংহের মধ্যে ইতিপূর্বেই সম্পূর্ণ মনোবিবাদ ঘটে। আকবরের মৃত্যুর দিন প্রাতে তাঁহাদের বাহ্যিক মিলন সাধিত হয় বটে, কিন্তু মনের মিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার সংগী আজীজ কোকার ন্যায় যে কোন মুহূর্তে মানসিংহের ক্ষমতানাশের আশংকা ছিল। খসরুর বিদ্রোহ দমন হওয়া মাত্রই জাহাংগীর তাঁহাকে বাংগালার সুবেদারের পদে ইস্তফা দিতে হুকুম দিলেন। সম্রাট তাঁহার কোন প্রিয়পাত্রকে সুবেদারী দিবেন, ইহা স্থির-নিশ্চিত ছিল। কাজেই এই পদে কুতবুদ্দীনের নিয়োগ।

শের আফগানকে রাজদ্রোহী বলিয়া সন্দেহ করা হয় ; ইহা অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। বাংগালা তখন ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের কেন্দ্র। অল্প দিন পূর্বে ওসমান এক অদম্য বিদ্রোহ সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেন ; কিছু দিন পরে তাঁহার নেতৃত্বে আরও দুর্দমনীয় এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বস্তুতঃ যে কোন মুহূর্তে বাঙ্গালায় বিদ্রোহের ঝড় উঠিতে পারিত। কাজেই পূর্ব হইতে হুঁশিয়ার থাকা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় যে ভাগ্যান্বেষী পারসিক একবার শাহ্‌জাদাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাঁহাকে যে রাজদ্রোহের সন্দেহে বিদ্রোহের কেন্দ্র হইতে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কি? কুতবুদ্দীনের ভুলেই এই শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি শের আফগানকে কিছু না জানাইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিবার আদেশ দেন। ইহাতে শের স্বভাবতই ক্রুদ্ধ হন। এই ভীষণ ভ্রান্তির ফলে কয়েকটি মূল্যবান জীবন বৃথা নষ্ট হয়।

নূরজাহানের পিতা ও ভ্রাতা তখন শাহী দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। কাজেই তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করা নিতান্ত স্বাভাবিক। সম্রাটের মাতার সহচরী পদে তাঁহার নিয়োগ, এক শৌখিন বাজারে জাহাঙ্গীরের সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় ও পরিণামে তাঁহাদের বিবাহে অস্বাভাবিক কিছুই নাই।

প্রায় দুই পুরুষ পরে এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য হইতে এক প্রেম-কাহিনী গড়িয়া উঠে। এই গল্পের প্রথম স্রষ্টা মুহম্মদ সাদেক তাব্রিজি। শের আফগানের স্ত্রীর প্রতি জাহাঙ্গীরের লুব্ধদৃষ্টি ছিল বলিয়া যখন সন্দেহ হইল, তখন পিতার জীবদ্দশায় জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নেসার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করাও প্রয়োজন হইয়া পড়িল। খাফী খাঁ, সুজন রায় ও অন্যান্য পরবর্তী লেখকেরা ইহার উপর রং ফলাইয়া যান। মেহেরুন্নেসার সহিত শাহ্‌-জাদার একত্রে খেলাধূলা, ভাবাবেগে একদা মেহেরকে বক্ষে ধারণ, তাঁহার বাহু-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া হেরেমের মহিলাদের নিকট মেহেরের অভি-যোগ, তাঁহাদের মারফতে এই ঘটনা শুনিয়া আকবরের ক্রোধ ও বিবাহে অস-ম্মতি, মেহেরকে আনিয়া দেওয়ার জন্য কুতবুদ্দীনের প্রতি জাহাঙ্গীরের আদেশ, এই অভিসন্ধি টের পাইয়া শের আফগানের পদত্যাগ ও জায়গীরে প্রত্যাবর্তন, মারাত্মক সাক্ষাতের দিনে নিজের অশ্রু ত্যাগের পূর্বে প্রতিদ্বন্দ্বীর জননীকে অশ্রু বিসর্জনে বাধ্য করাইবার জন্য শের আফগানের প্রতি তাঁহার মাতার উপ-দেশ, স্বীয় পত্নীকে হত্যা করিবার জন্য শত্রুর কবল হইতে কোনরূপে প্রাণ লইয়া শের আফগানের গৃহদ্বারে পুনরাগমন, মেহের আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া শাশুড়ী কর্তৃক তাঁহাকে মিথ্যা সংবাদ দান, গৃহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সেই মুহূর্তেই দ্বার-দেশে শের আফগানের প্রাণত্যাগ—এই সকল চমকপ্রদ কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত কোন গ্রন্থেই নাই। খাফী খাঁ, সুজন রায়

www.pathagar.com

প্রমুখ পরবর্তীকালে লিখিত সমস্ত ঐতিহাসিকের গ্রন্থেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।* রাজপুত ভাটেরা ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে আসিয়া ইতালীয় পর্যটক ম্যানুচি ইহাতে আরও রং ফলাইয়া যান।

ডাউ সাহেব ও অন্যান্যের হাতে পড়িয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে গল্পটি এরূপ নাটকীয় রূপ প্রাপ্ত হয় যে, তাহার ভিতর হইতে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রকৃত চরিত্রের সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। বিগত শতাব্দীতে এলফিনস্টোন খাফী খাঁর বিবরণ গ্রহণ করেন। পরবর্তী লেখকেরা প্রধানতঃ তাহাই নকল করিয়া আসিতেছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রথমে যৌবনে মেহেরুন্নেসার প্রতি সেলিমের আসক্তি, তাঁহাদের বিবাহে আকবরের অসম্মতি ও মেহেরের লোভে হতাশ প্রেমিক কর্তৃক অসহায় শের আফগানের হত্যাকান্ড সম্পাদন কাহিনী সম্পূর্ণ অলীক। প্রথম বিবাহের পূর্বে সেলিম কখনও মেহেরের প্রেমে পড়েন নাই, শের আফ-গানের হত্যার সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না। বিধবা বিবাহ ছিল তাঁহার নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

সমসাময়িক ইতিহাস ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনাবলী মনোযোগ পূর্বক অধ্যয়ন করিলেই এই কাল্পনিক প্রেম-কাহিনীর ভিত্তি-মূল ধ্বসিয়া যাইবে এবং জাহা-ঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রকৃত পূত চরিত্রের সন্ধান মিলিবে।*

---

* Kkafi Kkan 265-7; Sujan Rai's Khulasat-ut-Tawarikh, composed in 1695-6.
* Dr. Beni Prasad, History of Jahangir, 171-184.

www.pathagar.com

ইমাদুদ্দীন জঙ্গী

"Zengy. .had done a work that all the princes in Christendom could not undo."—Lane-poole.

প্রলয়ঙ্কর 'ক্রুসেড' বা খৃস্টীয় ধর্ম-যুদ্ধের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত, মহাবীর আতাবেগ ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর নাম তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। তাঁহার পিতা অক্-সুঙ্কুর-সেল্‌জুক সুলতান মালিক শাহের একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। সভাসদগণের মধ্যে তাঁহাকেই সম্রাট সর্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিতেন। সমুদয় সাধারণ ও রাজকীয় দরবারে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দন্ডায়মান হইবার অধিকার দান করিয়া তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করেন। পরবর্তীকালে আলেপ্পো প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া অক্-সুঙ্কুর এতদূর সুখ্যাতি অর্জন করেন যে, রাজভক্তি ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাঁহার নাম প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়। প্রভুপুত্রের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করিতে যাইয়া এই মহামতি আমীর ১০৯৪ খৃস্টাব্দে শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জন দেন। ইহার ঔরসে ১০৮৪ খৃস্টাব্দে বিশ্রুতনামা মহাবীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর জন্ম।

অক্-সঙ্কুর যখন জান্নাতবাসী হন, জঙ্গী তখন দশ বৎসরের বালক মাত্র। মালিক শাহের জনৈক পুত্রের প্রতিনিধিরূপে কারবুগা নামক এক বীর-পুরুষ তখন মেসোপটেমিয়া প্রদেশের শাসন-দন্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। অক্-সুঙ্কুরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। কারবুগা তাঁহার পূর্ব বন্ধুকে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার আহ্বানে সানুচর জঙ্গী মৌসিলে উপস্থিত হইলে তিনি কারবুগা কর্তৃক জায়গীরদার নিযুক্ত হইয়া নব প্রভুর সহিত তাঁহার বিজয়-অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। জঙ্গীর নাম তদীয় প্রভুভক্ত অনুচরগণের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় কার্য করিত। একদা আমিদের নিকট কোন যুদ্ধে যখন জয়-পরাজয় অনিশ্চিত, তখন কারবুগা জঙ্গীকে তাঁহার অনুচরগণের সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এই তোমাদের প্রভু-পুত্র ; তোমরা ইঁহারই জন্য যুদ্ধ কর।" ইহা শুনিয়া তাহারা জঙ্গীকে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া এরূপ ভীমবেগে শত্রুদলের উপর আপতিত হইল যে, শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের সহিত জঙ্গীর এই প্রথম পরিচয়। এ সময়ে তাঁহার বয়স পনর বৎসর মাত্র।

www.pathagar.com

ইহার পর বহু বৎসর পর্যন্ত জঙ্গী কতিপয় শাসনকর্তার অধীনে তাঁহাদের বিশেষ প্রিয়পাত্ররূপে মৌসিল দরবারে অবস্থান করেন। এই সমুদয় শাসনকর্তা ছিলেন খ্যাতনামা যোদ্ধা। ইঁহাদের উপর মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার ভার অর্পিত ছিল। ক্রমাগত পাঁচজন মহাযোদ্ধা মৌসিলের আতাবেগের পদ অলঙ্কৃত করিয়া খৃস্টানদের অগ্রগতি রুদ্ধ রাখেন। জঙ্গী তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই পুত্রবৎ ব্যবহার পাইতেন, প্রত্যেকেই তাঁহাকে বহু মূল্যবান জায়গীর ও পারিতোষিক দ্বারা সম্মানিত করেন। জঙ্গী দীর্ঘ ও বলিষ্ঠকায় ছিলেন। তাঁহার সাহস অসাধারণ ও চরিত্র অতি নির্মল ছিল। আটত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে শাসনকর্তার পরেই ছিল তাঁহার স্থান। ফ্র্যাঙ্কদের * বিরুদ্ধে তাঁহাদের অবিশ্রান্ত অভিযানে তিনি সর্বদাই সেনাপতির পদে বৃত হইতেন।

তাইবেরিয়াস নগর অবরোধকালে এক অসীম-সাহসিক কার্য করিয়া তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত হন। একদল অবরুদ্ধ সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিলে তিনি সসৈন্যে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া নগর-দ্বার পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তৎপরে পিছনে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি একা ; তাঁহার সৈন্যগণ সংগ্রামের পর অগ্রগমনে বিরত, কেহই তাঁহার অনুসরণ করে নাই। তাহারা আসিয়া শীঘ্র তাঁহার সহিত যোগদান করিবে, এই আশায় ফ্র্যাঙ্কদিগকে ব্যস্ত রাখিয়া তিনি ঐ বিপৎ-সঙ্কুল অবস্থায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন ; কিন্তু কেহই আসিতেছে না দেখিয়া কৌশলে পশ্চাতে হটিয়া সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে সেনানিবাসে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার এই অসাধারণ কার্যের খ্যাতি অবিলম্বে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সময় হইতে তিনি অশ-শামী বা 'সিরীয়' নামে পরিচিত হইলেন।

ছত্রিশ বৎসর বয়স না হইলে সেলজুক সুলতানেরা কাহাকেও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ প্রদান করিতেন না। সুতরাং সুলতান এতদিন জঙ্গীকে যথোচিতরূপে পুরস্কৃত করিতে পারেন নাই। ১১২২ খৃস্টাব্দে তাঁহার বয়স নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁহাকে সামরিক কার্যের পুরস্কারস্বরূপ ওয়াসেত নগরীর জায়গীরদার ও ইতিহাস-বিখ্যাত বসরা নগরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। জঙ্গী শীঘ্রই নিজেকে এই পদের উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইলেন।

* যে সমুদয় খৃস্টান ধর্ম-যোদ্ধা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ও তাহাদের বংশধরগণকে 'ফ্র্যাঙ্ক' (Frank) বলে।

www.pathagar.com

দজলা ও ফোরাত নদীর বারি-অধ্যুষিত নিম্ন মেসোপটেমিয়ার আরবেরা তখন তাহাদের লুপ্ত প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যত দিন জঙ্গীর উপর সীমান্ত রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল, ততদিন তিনি তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে আরবেরা আসাদ বংশের বিখ্যাত আমীর দুবীজ ইবনে-সাদকার নেতৃত্বে মাদায়েন আক্রমণ করিয়া আব্বাসিয়াদের রাজধানী 'শান্তি-নগরী' বাগদাদ পর্যন্ত অগ্রসর হইল।

খলীফা আল মুস্তারশীদ শ্রমবিমুখ ছিলেন না। তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে সুবিন্যস্ত করিয়া তুর্ক দেহরক্ষিগণসহ অর্ণব-যানে আরোহণ করিলেন। নদী উত্তীর্ণ হইলে বসরার জঙ্গী, প্রধান কাজী, মৌসিলের জায়গীরদার আল্-বারসুকী এবং অন্যান্য বিখ্যাত যোদ্ধা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া নিলেন। খলীফা স্বীয় তাম্বুতে তাঁহাদের প্রত্যভ্যর্থনা করিলে তাঁহারা একে একে তাঁহার নিকট বিশ্বস্ততার শপথ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা একযোগে শত্রু-দুর্গ হিলা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দুবিজ দজলা ও ফোরাত নদীর সংযোজক নাইল খালের পার্শ্বে খলীফা শত্রু সৈন্যের সাক্ষাৎ পাইলেন। ১১২৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের পহেলা তারিখে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আরবদের দশ হাজার অশ্বারোহী ও বার হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। খলীফা ও তাঁহার আমীরদের সমবেত অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা মাত্র আট হাজার ; তাঁহাদের পদাতিক সৈন্য সংখ্যাও পাঁচ হাজারের অধিক ছিল না। খলীফার সৈন্যদলের দক্ষিণাংশ জঙ্গী ও অপর একজন আমীরের অধীনে ন্যস্ত হইল। বেদুইন অশ্বারোহীরা তাহাদিগকে একে একে দুই বার অতি ভীষণ বেগে আক্রমণ করিল ; বাধা দান নিরর্থক মনে করিয়া সৈন্যেরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু জঙ্গী ক্ষিপ্রতাসহকারে ঘুরিয়া আসিয়া আরব সৈন্যের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিয়া আল্-বারসুকীর সাহায্যে তাহাদিগকে খালের দিকে তাড়াইয়া দিলেন। নিরুপায় আরবেরা তাহাদের নেতাসহ পলায়ন করিল। যাহারা ধরা পড়িল, তাহারা তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। এইরূপে জঙ্গীর বুদ্ধি ও বাহুবলে খলীফা জয়লাভ করিলেন। আরব-শক্তি বিধ্বস্ত হইল ; শান্তি-নগরীর শান্তি আপাততঃ অক্ষুণ্ণ রহিল।

এই বিজয় লাভের পর জঙ্গী রাজ-দরবারে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অস্থায়ী উর্ধ্বতন কর্মচারীদের আদেশ পালন করিতে করিতে তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক দিন তিনি তাঁহার অনুচর ও বন্ধুবান্ধবগণকে একত্র করিয়া বলিলেন, "আমাদের অবস্থা নিতান্ত অসহনীয় হইয়া

www.pathagar.com

উঠিয়াছে ; সর্বদাই নূতন নূতন শাসনকর্তা আসিতেছেন,; আর আমাদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছা ও আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে হইতেছে। তাঁহারা আমাদিগকে আজ ইরাকে কাল মৌসিলে, পরশু সিরিয়া বা মেসোপটেমিয়ায়—যখন 'যথা ইচ্ছা তথা' প্রেরণ করিতেছেন। এ অবস্থা বাস্তবিকই দুঃখজনক। ইহা হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? ইহা শুনিয়া জঙ্গীর বিশ্বস্ত বন্ধু জয়নুদ্দীন আলী উত্তর করিলেন, "হুজুর, তুর্কদের মধ্যে একটি কথা আছে, 'যদি মস্তকোপরি প্রস্তর বহন করিতেই হয়, তবে উহা কোন তুঙ্গ গিরির খনি হইতে উত্তোলিত প্রস্তর হওয়াই উচিত।' সেরূপ যদি আমাদিগকে চাকুরী করিতেই হয়, তবে স্বয়ং সুলতানের অধীনেই চাকুরী গহণ করা কর্তব্য।"

আলীর উপদেশ জঙ্গীর মনঃপূত হইল। তিনি তদনুসারে সানুচর হামাদানে সেলজুক সুলতান মাহমুদের দরবারে উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় সুলতানের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়ার অধিকার পাইলেন ; এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। সঙ্গে যে অর্থ ছিল, তাহা নিঃশেষিত হওয়া পর্যন্ত জঙ্গী এই প্রভুদত্ত সম্মান ভোগ করিলেন। অতঃপর তিনি জয়নুদ্দীনকে বলিলেন, "বন্ধু, আমরা তোমার প্রস্তাবানুসারে মস্তকে বাস্তবিকই প্রস্তর গ্রহণ করিয়াছি ; কিন্তু উহা এক্ষণে এত ভারী বোধ হইতেছে যে, আর বহন করা অসম্ভব।"

কিন্তু জঙ্গীকে হামাদান ত্যাগ করিতে হইল না। অবশেষে ভাগ্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। একদিন সুলতান সভাসদবর্গ সমভিব্যহারে বন্দুক ক্রীড়া করিতে গমন করিলেন। জঙ্গীই তাঁহার সঙ্গী নির্বাচিত হইলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে তিনি অন্যান্য সভাসদদের দিকে ফিরিয়া জঙ্গীর প্রতি তাঁহাদের অভদ্রোচিত ঈর্ষার জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি একেবারেই নির্লজ্জ! ইনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। ইঁহার মরহুম পিতা রাজ্যের এক অতি উন্নত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অথচ তোমরা কেহই ইঁহাকে উপহার দান বা ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্মানিত কর নাই! আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা ইঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার কর, শুধু তাহা দেখিবার জন্যই আমি এ পর্যন্ত ইঁহাকে কোন উপকার বা জায়গীরাদি প্রদান করি নাই।" তৎপরে তিনি জঙ্গীকে বলিলেন, "আমি কুন্দুগুলীর বিধবা পত্নীকে তোমায় প্রদান করিলাম। রাজকোষ হইতেই তোমাদের বিবাহের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহিত হইবে।"

কুন্দুগুলী ছিলেন রাজ-দরবারে সর্বাপেক্ষা ধনী সভাসদ। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়া রাজকন্যার ন্যায় মহাড়ম্বরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইলে জঙ্গী

www.pathagar.com

ধনশালী হইয়া উঠিলেন। সুলতানের সহিত তাঁর সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য সফল হইল। বিবাহের পর ১১২৪ খৃস্টাব্দে তিনি সুলতানের নিকট হইতে বসরা ও ওয়াসেত নগরী জায়গীর পাইলেন।

জংগী দৃঢ়, অথচ উদারভাবে এই নগরদ্বয়ের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সুলতানের সহিত খলীফার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাঁহার বাহুবলে শত্রুসৈন্যের হাত হইতে ওয়াসেত নগরী রক্ষা পায়। অতঃপর তিনি বহু নৌকা সংগ্রহ করিয়া সসৈন্যে সুলতানের সাহায্যার্থ বহির্গত হন। সুলতান তখন বাগদাদ নগরীর বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছিলেন। জংগীর রণতরী-বহর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তিনি তাঁহার এই বিশ্বস্ত জায়গীরদারের অপ্রত্যাশিত কার্যে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। এই নব সৈন্যদলের আগমনে সুলতানের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। নিরুপায় হইয়া খলীফা সন্ধি ভিক্ষা করিলেন। জংগী সমগ্র ইরাক প্রদেশের সহিত বাগদাদ নগরীর শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ১১২৭ খৃস্টাব্দের শরৎকালে সেলজুক সুলতান তাঁহাকে মৌসিল ও জজিরা (মেসোপটেমিয়া) প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। তাহাকে কেবল যে এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব প্রদান করা হইল, তাহা নহে ; সুলতানের দুই পুত্রের শিক্ষার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হইল। এই পদমর্যাদার গুণে তিনি 'আতাবেগ' বা 'রাজপুত্রগণের শিক্ষক' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মৌসিল খৃস্টান রাজ্যের ঠিক পুরোভাগে অবস্থিত ছিল। সুতরাং এই নব পদ প্রাপ্তির পর হইতে তাঁহাকে ইসলামের নেতারূপে ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য খৃস্টানগণের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইল।

খৃস্টানদের বিরুদ্ধে রণাংগনে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে জংগী নব-নিয়োজিত প্রদেশে স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। এযাবৎ তিনি কেবল সেনাপতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা মাত্র ছিলেন ; কোন শাহী ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কিন্তু রাজধানী হইতে মৌসিল দুই শত মাইল দূরে ; বিশেষতঃ সুলতান তাঁহার আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। সুতরাং সুদূর মৌসিলে তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন।

সেল্‌জুক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে সকল খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি, উহাদের প্রত্যেকটিতেই আদর্শ সুলতান মালিক শাহের শাসন-পদ্ধতি অনুসৃত হইত। জংগীও তাঁহার রাজ্যে এই নীতির প্রবর্তন করিলেন। তাঁহার কর্মচারীদের কার্য পরিদর্শন করিবার জন্য সুবিজ্ঞ পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তিনি

www.pathagar.com

এক গুপ্তচর-বাহিনী গঠন করেন। পরিদর্শকদের কার্যের উপর উহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। ইহাদের মন্তব্য অনুসারে পরিদর্শকদের প্রেরিত বিবরণের সত্যাসত্য নির্ধারিত হইত। শাহ্যাদাদের নিকট, এমন কি স্বয়ং সুলতানের দরবারেও তাঁহার গুপ্তচর থাকিত। সুতরাং তাঁহাদের সমগ্র দিবসের কার্যাবলী যথাযথভাবে জঙ্গীর কর্ণগোচর হইত। দ্রুতগামী বার্তাবাহকগণ প্রত্যহ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তাঁহার নিকট পত্র ও সংবাদাদি আনয়ন করিত। কাজেই কোথাও কোন ঘটনা ঘটিলে তিনি তাহা সর্বাগ্রে অবগত হইতেন।

যাঁহারা রাজ-দর্শনে আগমন করিতেন, যৎপরোনাস্তি সমাদরের সহিত তাঁহাদের আপ্যায়ন করা হইত।* কিন্তু গুপ্তচরেরা তাঁহাদের কার্যাবলীর প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। যথাসময়ে তাঁহাকে অবগত না করাইয়া এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কোন রাজ-দূতেরই তাঁহার রাজ্য মধ্য দিয়া যাতায়াতের উপায় ছিল না। কেহ অনুমতি লাভের আশায় তাঁহার নিকট আগমন করিলে যাহাতে তিনি রাজ্যের অনিষ্টকর কোন বিষয় অবগত হইতে না পারেন, তজ্জন্য বিশ্বস্ত প্রহরীযোগে তাঁহাকে গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করা হইত। তাঁহার প্রজারা দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসতি স্থাপন করিতে পারিত না। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জঙ্গীর সামরিক শক্তির দুর্বলতা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিলে তাঁহার রাজ্যের ক্ষতি হইতে পারে, এই আশঙ্কায়ই তিনি এরূপ নিয়ম করেন। কেহ পলায়ন করিলেও তিনি তাহাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতেন। এক বার এক দল কৃষক মৌসিল ত্যাগ করিয়া মারিদিনে বসতি স্থাপন করে। এই সংবাদ জঙ্গীর কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তিনি মারিদিন দুর্গাধ্যক্ষ তাইমুর তাশকে ঐ কৃষকগণকে মৌসিলে প্রেরণ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠান। তিনি ইহাতে আপত্তি করিলে জঙ্গী তাঁহাকে এরূপ ভীতিপূর্ণ একখানা পত্র প্রেরণ করেন যে, উহা পাঠ করিয়াই তিনি কৃষকগণকে অবিলম্বে মৌসিলে পাঠাইয়া দেন। আর একবার একজন পলাতক আমীরকে তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য জঙ্গী স্বয়ং সুলতানকে পর্যন্ত বাধ্য করেন।

জঙ্গীর প্রকৃতি ছিল বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল। তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। একদা তিনি জনৈক নাবিককে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পান। ঐ সময় জঙ্গীর অপেক্ষায় তাহার জাগিয়া থাকার কথা। ঘুম ভাঙ্গার পর তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া নাবিক এরূপ ভীত হইল যে, তৎ-

* "The widest hospitality was extended to visitors"—Lane-poole, Saladin, 42.

www.pathagar.com

ক্ষণাৎ ভূপাতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। জঙ্গী কর্তব্য-পরায়ণ লোককে বিশেষ-রূপে পুরস্কৃত করিতেন। কথিত আছে, একদিন তিনি তাঁহার কোন অনুচরের হস্তে একখণ্ড শক্ত রুটি প্রদান করেন। লোকটি উহা ফেলিয়া দিতে সাহসী হইল না। প্রায় এক বৎসর পরে হঠাৎ জঙ্গী তাহার নিকট ঐ রুটি-খানা চাহিয়া বসিলেন। সে একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় উহা আনয়ন করিয়া প্রভুর নিকট প্রত্যর্পণ করিলে তিনি তাহার বিশ্বস্ততায় এতদূর তৃপ্ত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন।

জঙ্গী অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। কোন উপযুক্ত ভৃত্য বা কর্মচারী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলে তাহার উন্নতি নিশ্চিত ছিল। তাঁহার কর্মচারীরা প্রজা-বর্গের উপর অত্যাচার করিতে পারিত না। তাঁহার রাজ্যে কেহ কোন অত্যা-চার করিলে তিনি যেরূপ কঠোর শাস্তি দিতেন, সে যুগে অন্য কোথাও সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না। রমণীর উপর অত্যাচারকারীর প্রতিই সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইত। তিনি তাঁহার সৈন্যগণের স্ত্রীদিগকে রক্ষা করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। কাজেই তাহাদের অনুপস্থিতির সময় কেহ তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না। তাঁহার কর্মচারীদের কখনও স্বেচ্ছাচারী বা অত্যা-চারী হওয়ার উপায় ছিল না। কোন যুদ্ধাভিযানের সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার জনৈক প্রিয় সেনাপতি এক য়াহুদী পরিবারকে প্রবল শীতের মধ্যে গৃহের বাহির করিয়া দিয়া স্বয়ং তথায় রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জঙ্গী তাঁহার প্রতি একটিবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাহিরে তখন বৃষ্টি ও কর্দম ; কিন্তু নিরুপায় আমীরকে সেইখানেই তাম্বু নির্মাণের ব্যবস্থা করিতে হইল।

জঙ্গী তাঁহার অনুচরগণকে সম্পত্তি অর্জনে নিরুৎসাহ করিতেন। তিনি বলিতেন, 'রাজ-অনুচরেরা সম্পদশালী হইলেই প্রজাপীড়ন করিয়া থাকে।' তাঁহার সৈন্যগণ কখনও শস্যক্ষেত্র পদদলিত করিয়া গমন করিতে পারিত না। বিনামূল্যে কোন কৃষকের নিকট হইতে এক আঁটি খড় গ্রহণ করাও তাহাদের প্রতি বিশেষ-ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। জঙ্গী ছিলেন ধনীর শত্রু ও দরিদ্রের বন্ধু। যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহার্থ তিনি আলেপ্পো প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতেন, কিন্তু দরিদ্রের উপর কর নির্ধারণকালে তাঁহার বিশেষ দয়া পরিলক্ষিত হইত।

প্রজাবর্গের নিকট হইতে গৃহীত অর্থের বিনিময়ে জঙ্গী তাহাদের প্রভূত উপকার সাধন করেন। তাঁহার দৃঢ় ও কঠোর শাসনে রাজ্য সুরক্ষিত ও সুসমৃদ্ধ

www.pathagar.com

হয় ; বিশেষতঃ ধ্বংসোন্মুখ রাজধানী পুনর্জীবন লাভ করে। ঐতিহাসিকগণের জনক ইবনুল আসীর বলেন, "জঙ্গীর আগমনের পূর্বে জজিরা-জননী মৌসিল ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছিল ; চূলিপাড়া হইতে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ প্রায় উৎসন্ন হইয়া গিয়াছিল ; প্রাচীন মসজিদ ও দুর্গ-প্রাকারের নিকটবর্তী স্থানসমূহ জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণের পরে দুষ্টের দমন হইয়া দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। এই সংবাদ চতুর্দিকে প্রচারিত হইলে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার রাজ্যে বসতি স্থাপন করিতে লাগিল। ফলে সমগ্র জনশূন্য স্থান লোকালয়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল ; মৌসুল ও অন্যান্য নগরে অট্টালিকার সংখ্যা এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, গোরস্তানগুলি পর্যন্ত উপনগরে আবৃত হইয়া পড়িল।" তাঁহার সুশাসনে পরিত্যক্ত কৃষিকার্য পুনরারম্ভ হয় ও রুদ্ধ বাণিজ্য-স্রোত পুনঃপ্রবাহিত হইতে থাকে। দাতা বলিয়াও জঙ্গীর সুনাম ছিল। প্রতি রবিবারে তিনি এক শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার গুপ্ত দানও কম ছিল না।

প্রজাগণের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করিয়া জঙ্গী রাজধানী সুদৃঢ় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। ময়দানের বিপরীত দিকে সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্মিত হইল, দুর্গপ্রাচীরের উচ্চতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল, পরিখা গভীরতর হইল এবং প্রাসাদের সিংহ-দ্বার বাবুল-ইমাদী আকাশে মস্তক তুলিয়া গর্বভরে দাঁড়াইল। তাঁহার আগমনের পূর্বে মৌসিলে কোন ফল আদৌ উৎপন্ন হইত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; কিন্তু তাঁহার শাসনকার্য গ্রহণের পর সেখানে আতা, আঙ্গুর, দাড়িম্ব প্রভৃতি বিবিধ সুমিষ্ট ফলবান বৃক্ষ পরিপূর্ণ উর্বরা উদ্যানের সংখ্যা এত বৃদ্ধিপাইল যে, এক বৎসরের ফল নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বেই নব ফল চয়নের সময় আসিয়া উপস্থিত হইত। বলিতে গেলে, জঙ্গীর শাসন-সৌকর্যে মৌসিল নগরী উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইল এবং শত্রুগণের পক্ষে অজেয় হইয়া উঠিল। বিপুল সামরিক প্রতিভার অধিকারী হইলে মানুষ প্রায়ই অতিরিক্ত অহঙ্কারী হইয়া পড়ে ; কিন্তু ত্রিশটি যুদ্ধে তাঁহার সামরিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইলেও জঙ্গীর চরিত্রে কোন দিন সে কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। নিরন্তর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও জঙ্গী নীরস-প্রকৃতি ছিলেন না। তিনি বিদ্বানের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী জামালুদ্দীন তদানীন্তন জগতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের উন্নতি বিধান, সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও চরিত্রের বিশুদ্ধতার উপর জঙ্গীর জীবনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ভর করে না। বিশ্বব্যাপী মুসলিম সাম্রাজ্য যখন আত্মকলহে শতধা বিচ্ছিন্ন, খৃস্টানদের নিয়ত

www.pathagar.com

আক্রমণে যখন মুসলিম-গৌরব-রবি প্রায় অস্তের পথে, তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে যখন নিকট-প্রাচ্যের আকাশ-বাতাস করুণ ক্রন্দনে পরিপূর্ণ, জাতীয় জীবনের সেই ভীষণ বিপদে জংগী পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাজশক্তিসমূহকে একতাবদ্ধ করিয়া ইসলামের গৌরব রক্ষার জন্য খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তাহাদের দুর্দমনীয় অগ্রগতি ও অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব এবং এই বিশেষত্বই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

১০৯৬ খৃস্টাব্দে ধর্মোন্মত্ত খৃস্টানদের চেষ্টায় যে প্রাণঘাতী ক্রুসেডের সূচনা হয়, তাহাতে তাহারা ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই সিরিয়া ও ফিলিস্তিন প্রদেশের অধিকাংশ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত করিতে থাকে। তাহাদিগকে সম্মিলিতভাবে বাধা দান দূরের কথা, তাহারা যখন নগরের পর নগর অধিকার করিয়া ক্রমশঃ মুসলিম এশিয়া গ্রাস করিতেছিল, তখন তথাকার রাজন্যবর্গ পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া বৃথা শক্তিক্ষয় করিতেছিলেন। তাঁহারা এতদূর নৈতিক অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, স্বজাতীয় ভাইদের সর্বনাশ সাধনের জন্য চির-বৈরী খৃস্টানদের সহিত সন্ধি ও বন্ধুত্ব স্থাপনেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

জংগী দেখিলেন, ফ্র্যাঙ্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইলে ইহাদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করা প্রয়োজন; কিন্তু এ কার্য সাধনের পথ বড় বিঘ্ন-সংকুল। ইহারা যে সহজে মৌসিলের নব-নিযুক্ত শাসনকর্তার নেতৃত্ব স্বীকার করিবেন, তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। সমগ্র দেশ বহু সামরিক জায়গীরে বিভক্ত ছিল। প্রধান প্রধান জায়গীরদারের মধ্যে কেহ কেহ ইতিপূর্বেই যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। অর্তুকের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রদ্বয় সুকমান ও ইল্‌গাজী দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই কায়ফা ও মারিদিন দুর্গে স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া ইঁহারা প্রভূত সুখ্যাতির অধিকারী হন। ইল্‌গাজী বাগদাদ নগরের শাসনকর্তা ছিলেন। এই ধর্মপ্রাণ বীরপুরুষের অপূর্ব বীরত্ব খৃস্টানদের হৃদয়ে যতদূর ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল, অন্যান্য মুসলমান রাজা বা রাজপুত্রের দ্বারা তাহার অর্ধেকও সম্ভবপর হয় নাই। ইল্‌গাজীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র তাইমুর তাশ প্রথমে মারিদিন ও তৎপরে আলেপ্পোর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

তাইমুর তাশের চাচাতো ভাই দায়ূদ ছিলেন তদপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী। ১১০৮ খৃস্টাব্দে সুকমানের মৃত্যু হইলে তিনি কায়ফা দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত

www.pathagar.com

হন এবং স্বীয় বীরত্ব প্রভাবে শীঘ্রই দিয়ার বকর প্রদেশের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নেতা হইয়া পড়েন। জঙ্গী যখন ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হইবার বাসনা পোষণ করিতেছিলেন, তখন দায়ুদের পতাকা তলে বাইশ হাজার সুশিক্ষিত তুর্ক-সৈন্য ছিল। এরূপ একজন বীর-পুরুষ যে জঙ্গীর ন্যায় নবাগত ব্যক্তিকে সহজে নেতা বলিয়া স্বীকার করিবেন, কিছুতেই তাহা আশা করা যাইতে পারে না। অথচ সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার যাবতীয় শাসনকর্তাকে বশীভূত করিতে না পারিলে জিহাদ বা ধর্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করা অসম্ভব। দিয়ার বকরকে হয় অধীন, নতুবা নিরস্ত্র করিতে হইবে ; নচেৎ পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ার সম্পূর্ণ আশঙ্কা ছিল। সুতরাং জঙ্গীকে বাধ্য হইয়া দায়ুদের ক্ষমতা নাশের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি প্রথমে জজিরাত-ইব্‌নে-ওমর নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইহা অল্প দিন পূর্বে মৌসিলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল। তাঁহার সৈন্য-দলের কিয়দংশ নৌকাযোগে ও অবশিষ্ট অংশ সাঁতরাইয়া দজলা নদী উত্তীর্ণ হইয়া যথাসময়ে নগর অধিকার করিল। অতঃপর তাহারা নিসিবল ও সিঞ্জার তাঁহার দখলে আনিল। এইরূপে প্রায় সমগ্র দিয়ার বকর প্রদেশে স্বীয় আধি-পত্য বিস্তার করিয়া জঙ্গী সিরিয়া প্রবেশে উদ্যত হইলেন।

এই স্থানে তাঁহাকে এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। এডেসা, বীরা, সেরাজু প্রভৃতি নগর খৃস্টান রাজ্যের বহিঃসেনানিবাস। জেরুজালেম-রাজ জোসেলীনের উপর এই সমুদয় দুর্গ রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। সুতরাং তাঁহার সহিত বিনা সংঘর্ষে জঙ্গীর পক্ষে সিরিয়া প্রবেশের উপায় ছিল না। তিনি বিপদ এড়াইবার জন্য জোসেলীনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। জঙ্গীর ন্যায় দুর্দান্ত শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কাজেই তিনি আনন্দের সহিত এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এবার জঙ্গীর পক্ষে সিরিয়া প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইল। তিনি যখন নব-বিজিত রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত, তখন খৃস্টানদের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া আলেপ্পোবাসীরা তাঁহাকে পত্র লিখিল যে, তিনি তথায় উপস্থিত হইলেই তাহারা নগর-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। জঙ্গী ঠিক এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ফোরাত নদী অতিক্রম করিয়া মান-বিজের পথে আলেপ্পোর সম্মুখে হাজির হইলেন। নগরবাসীরা বিপুল ধন্য-বাদের সহিত তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল। এইরূপে বিনা রক্তপাতে ১১২৮ খৃস্টাব্দে মহানগরী আলেপ্পো জঙ্গীর হস্তগত হইল। সিরিয়া প্রদেশে একমাত্র দামেস্কের আতাবেগে তুগ্‌তিগীনই সফলতার সহিত খৃস্টান আক্রমণের প্রতি-রোধ করিয়া আসিতেছিলেন। জঙ্গীর আলেপ্পো অধিকারের পূর্বেই তিনি

www.pathagar.com

ইন্তেকাল করেন। সুতরাং খৃস্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য সিরিয়ায় তখন একজন উপযুক্ত মুসলিম নেতার নিতান্ত অভাব ছিল। ঠিক এই সময় জঙ্গী আসিয়া সেই অভাব পূরণ করিলেন।

আলেপ্পো অধিকারের পর জঙ্গী বৎসরাধিক কাল উত্তর সিরিয়ায় অবস্থান করিয়া খৃস্টানদিগকে যথাসাধ্য হেস্তনেস্ত করিলেন। এই সময় সেলজুক সুল-তান জঙ্গীকে সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া এক বিশেষ ক্ষমতা-পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র প্রাপ্তির পর তিনি খৃস্টানদের অধিকৃত সুদৃঢ় আসারিব দুর্গ অবরোধ করিলেন। ইহা আলেপ্পো হইতে এক দিনের পথ দূরে। এই দুর্গ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাহারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে জঙ্গীর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করিল। কিন্তু তিনি তাহাতে নিরাশ না হইয়া নব উদ্যমে আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। ফলে অবরুদ্ধ নাগরিকেরা ভীষণ সঙ্কটে পতিত হইল। আসারিব-বাসীদের উদ্ধারার্থ গমন করা কর্তব্য কিনা, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য রাজা বলডুইন জেরুজালেমে এক সমর-সভা আহ্বান করিলেন। সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে সামান্য ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, সারাসিনেরা নিশ্চিতই অব-রোধ উঠাইয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু একজন জঙ্গীর গতিবিধি বিপজ্জনক বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "অগ্নি-কণা যতই সামান্য হউক না কেন, উহা উপেক্ষা করা উচিত নহে। উহাই যে প্রজ্বলিত হইয়া একদিন আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বিশেষতঃ এই জঙ্গীই কি তাই-বেরিয়াস নগরের সেই যুবক-সিংহ নয়?"

অবশেষে বলডুইন অবরুদ্ধ নগর উদ্ধারে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হই-লেন। তিনি তাঁহার অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাবাহিনী এবং তদধীন প্রিন্স, কাউন্ট ও নাইটগণ সমভিব্যাহারে 'তাইবেরিয়াসের সিংহ'-এর সম্মুখীন হইবার জন্য রওয়ানা হইলেন। জঙ্গীর পরামর্শদাতারা তাঁহাকে আলেপ্পোতে প্রত্যাবর্তন করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলি-লেন, 'ভাগ্য প্রসন্ন হউক বা না হউক, আল্লাহ্ তাআলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হওয়াই আমি কর্তব্য বলিয়া মনে করি।"

মুক্তি-সেনাবাহিনীর অপেক্ষা না করিয়াই জঙ্গী শত্রুর বিরুদ্ধে ধাবমান হই-লেন। অচিরে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্রুসেডারেরা মুসল-মানদের প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহারা পলায়নের চেষ্টা করিল; কিন্তু রণোন্মত্ত মুসলমানদের শাণিত

www.pathagar.com

তরবারী তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দিল না। রণক্ষেত্রে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল ; ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহে ও ছিন্নভিন্ন অংগ-প্রত্যংগে সমগ্র প্রান্তর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কেবল যাহারা লাশের স্তূপের নীচে আত্মগোপন করিতে পারিল, তাহারাই রক্ষা পাইল। খৃস্টান রাজ্যে যুদ্ধের সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য অতি সামান্য লোকই অবশিষ্ট রহিল। এই যুদ্ধে এত খৃস্টান সৈন্য মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল যে, বহু বৎসর পরেও তাহাদের কঙ্কালস্তূপ পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

এইরূপে আসারিব-বাসীদের আশা-ভরসা নিরাশার অতল সলিলে নিমজ্জিত হইল। জংগী উহা অধিকার করিয়া খৃস্টানদের দুর্গাদি ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। নগর অধিকারের পর তিনি তাঁহার শ্রান্ত সৈন্যগণকে বিশ্রাম গ্রহণের আদেশ দিলেন। নিকটবর্তী হারিম দুর্গাধ্যক্ষের সহিত সন্ধি করিয়া ইসলামের এই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নেতা ১১৩০ খৃস্টাব্দে মৌসিলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অবিলম্বে জংগীর সাহস ও বীরত্ব-গাঁথা চতুর্দিকে প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার নাম সমগ্র দেশে প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়া পড়িল। খৃস্টানেরা কিন্তু নিজেদের পূর্ব শোণিত-পিপাসার কথা বিস্মৃত হইয়া এই সময় হইতে জংগীকে 'স্যাংগুইন' বা 'রক্ত-পিপাসু' বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল ; তদবধি ইউরোপীয় ইতি-হাসে তিনি এই উপাধিতেই সমধিক পরিচিত।

চারি বৎসর পর্যন্ত জংগী ধর্মযুদ্ধে বিরত রহিলেন। এই সময় মৌসিলে বিবিধ রাজকার্যে ও নিকটবর্তী আমিরগণের উপর প্রাধান্য রক্ষায় ব্যয়িত হইল। ১১৩১ খৃস্টাব্দে সেলজুক সুলতান মাহমুদের মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধি-কারিগণের মধ্যে অন্তর্বিবাদ দেখা দিল। তাঁহার ভাগ্য-বিবর্তনের সুযোগ পাইয়া খলীফা আল-মুতারশীদ জংগীর পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১১৩৩ খৃস্টাব্দে মৌসিলে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রণদক্ষ জংগী অবরোধকারী খলীফা-সৈন্যকেই চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ফলে তিন মাস বৃথা চেষ্টার পর খলীফাকে বাধ্য হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে হইল। এইরূপে জংগীর ভাগ্যাকাশ মেঘ-মুক্ত হইলে তিনি পুনরায় সিরিয়ার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

জিহাদকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে 'সিরিয়ার হৃদয়' দামেস্ক অধিকারের একান্ত প্রয়োজন ছিল ; তজ্জন্য তিনি ১১৩৫ খৃস্টাব্দে উহা দখলে আনিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। দামেস্কের আতাবেগ

www.pathagar.com

মাহমুদ নামে-মাত্র রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী বিখ্যাত রাজনৈতিক পন্ডিত মুয়ীনুদ্দীন আনারই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসন-দন্ড পরিচালনা করিতেন। তিনি জঙ্গীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য খৃস্টানদের সহিত যোগদান করিলেন। ক্রুসেডারেরা জঙ্গীর ভয়ে অহরহ কম্পিত থাকিত। দামেস্কের সহযোগিতায় তাঁহাকে সহজে পরাজিত করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহারা সানন্দে আনারের সহিত সম্মিলিত হইল।

১১৩৭ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে জঙ্গী পুনরায় সিরিয়ায় আগমন করিলেন। কিন্তু এবারও খৃস্টানদিগকে আনারের পক্ষে দন্ডায়মান দেখিয়া তিনি প্রথমতঃ তাহাদের শক্তিনাশে বদ্ধপরিকর হইলেন। জেরুজালেমের রাজা ও অন্যান্য বিধর্মীরা তাঁহার প্রবল পরাক্রমে পরাজিত হইল। জঙ্গী তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। পলায়নপর সৈন্যেরা শেষে বেরিন (মাউন্ট ফেরান্ড) দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই দুর্গ অজেয় বলিয়া ফ্রাঙ্কদের বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু সে বিশ্বাস এক্ষণে ঘোর অবিশ্বাসে পরিণত হইল। জঙ্গীর প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্রসমূহ দুর্গ-প্রাচীরের উপর প্রস্তর বৃষ্টি করার পর মাউন্ট ফেরান্ড পতাকা অবনত করিল। কিন্তু মহানুভব জঙ্গী খৃস্টানদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন না। তিনি জেরুজালেমের রাজা ফফকে এক প্রস্থ রাজ-পোশাক উপহার দান করিলেন। ক্লান্ত খৃস্টান সৈন্যেরা সামরিক সম্মানের সহিত দুর্গ ত্যাগের অনুমতি পাইল।

খৃস্টানদের প্রতি এবংবিধ সদাশয়তা প্রদর্শনের পরিণাম যে কি ভয়াবহ, জঙ্গীকে অনতিবিলম্বে তাহা শিক্ষা করিতে হইল। এই সময় সংবাদ আসিল, ইউরোপ হইতে এক বিশাল বাহিনী সিরিয়া আগমন করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া জঙ্গী তাড়াতাড়ি দামেস্কের সহিত সন্ধি করিয়া মৌসিলে ফিরিয়া গিয়া শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলেন।

বাস্তবিকই জঙ্গীর ক্ষমতা বিচূর্ণ করিবার জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। গ্রীক সম্রাট জন কমেনাস ইউরোপ হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সিরিয়ায় পদার্পণ করিলেন। কেবল ফ্র্যাঙ্কেরাই যে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল, এমন নহে সসৈন্যে দামেস্ক-রাজও তদধীন মুসলিম শাসনকর্তাসহ সম্রাটের পতাকা তলে সমবেত হইলেন। এইরূপে জঙ্গীর ক্ষমতালোপের জন্য এক বিশাল বাহিনী গঠিত হইল। সুচতুর জন এদিকে জঙ্গীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে শক্তি বৃদ্ধি হইতে বিরত রাখিবার প্রয়াস পাইলেন ; অথচ অন্যদিকে বীজা ও কাফার তাব নগরীদ্বয় স্বাধিকারে আনিয়া ১১৩৮ খৃস্টাব্দের

www.pathagar.com

এপ্রিল মাসে ওসামা-পরিবারের আশ্রয় স্থল সীজার দুর্গ অবরোধ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। জনের এরূপ হীন বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ এবং ওসামা পরিবার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া জঙ্গী দ্রুতবেগে সীজারাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। চব্বিশ দিন অবরোধের পর রোমান সম্রাট বিপুল যুদ্ধ-সম্ভার ফেলিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেলেন।

এইরূপে গ্রীক সম্রাটের অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল ; কিন্তু আনারের সহিত ফ্র্যাঙ্কদের মিত্রতা পূর্ববৎ অব্যাহত রহিল। তাঁহার শক্তিনাশের উদ্দেশ্যে জঙ্গী ১১৩৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিখ্যাত বা-আলবেক নগরী অধিকার করিলেন ; কিন্তু তাহাতেও আনারের বীর-হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি খৃস্টানদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করা দূরের কথা, বরং তাহাদের সহিত পূর্ব-বন্ধুত্ব আরও দৃঢ়তর করিয়া লইলেন। কিছুতেই দামেস্ক-রাজ ও ফ্র্যাঙ্কদের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন করিতে না পারিয়া জঙ্গী আর একবার ক্ষুণ্ণ মনে মোসুলে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

দামেস্কের দিক হইতে খৃস্টানদিগকে আক্রমণের স্থায়ী সুযোগ লাভের আশা ক্ষীণ দেখিয়া জঙ্গীকে যুদ্ধ-পদ্ধতি পরিবর্তন করিতে হইল। তিনি কুর্দিস্তানের শাহরজুর ও আশিব দুর্গ অধিকার করিয়া কুর্দ জাতির হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিলেন। জঙ্গী আশির দুর্গ পুনর্নির্মাণ করিয়া স্বকীয় নামানুসারে উপার নাম "ইমাদিয়া" রাখিলেন। ইহা আজো এই নামে পরিচিত থাকিয়া মানব-হৃদয়ে ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর পুণ্যস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। ইহার ফলে কুর্দেরা যে তাঁহার রাজ্যের পূর্বভাগ আক্রমণে সাহসী হইবে এরূপ কোন আশঙ্কা রহিল না। তৎপরে তিনি আর্মেনিয়ার শাহ্ পরিবারের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ নিরাপদ করিয়া জঙ্গী ক্রমশঃ খৃস্টানদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটার পর একটি করিয়া দিয়ার-বকর প্রদেশের নগরাবলী তাঁহার হস্তগত হইতে লাগিল। অবশেষে আমিদ নগরের দৃঢ় প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার গতি রুদ্ধ হইল। তিনি নগর অবরোধ করিলেন ; কিন্তু আমিদ অধিকার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার প্রকৃত দৃষ্টি তখন খৃস্টীয় রাজ্যের দৃঢ়তম বহিঃসেনা-নিবাস মহানগরী এডেসার উপর ; আমিদ অবরোধের মধ্যে তিনি শুধু সে উদ্দেশ্য লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন।

জঙ্গীর প্রবল শত্রু প্রথম জোসেলীন ছিলেন এডেসা নগরীর কাউন্ট। এই চঞ্চলমতি খৃটান সিরিয়া ও দিয়ার-বকর প্রদেশের মুসলিম-অধিকৃত স্থানসমূহ

www.pathagar.com

লুণ্ঠন করিতে অত্যন্ত আনন্দবোধ করিতেন। তজ্জন্য মুসলিম ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে 'অবিশ্বাসীদের মধ্যে মূর্তিমান শয়তান' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। জংগীর আমিদ অবরোধের পূর্বেই এই 'মূর্তিমান শয়তান' মূর্তিত্যাগ করেন এবং তৎপুত্র দ্বিতীয় জোসেলীন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। পিতার ন্যায় সাহসী হইলেও তিনি ছিলেন সাধারণতঃ অলস-প্রকৃতির ও সুখান্বেষী। জংগী কর্তৃক আমিদ অবরোধের সংবাদ পাইয়াই তিনি ভয়ে অনুচরসহ তাঁহার সিরীয় রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। জোসেলীনের পলায়ন-বার্তা জংগীর কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনিও আমিদের অবরোধ উঠাইয়া এক বিশাল বাহিনী সমভিব্যাহারে এডেসা-ভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

দুর্গ-রক্ষী সৈন্যেরা প্রথমতঃ আত্মসমর্পণে আহূত হইল। তাহারা তাহাতে অসম্মত হইলে জংগী নগর অবরোধের আদেশ দিলেন। নাগরিকেরা বেতন-ভোগী সৈন্যের সাহায্যে নগর রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কি নগরবাসিগণের বীরত্ব, কি দুর্গ-প্রাকারের দৃঢ়তা—কিছুই জংগীর হাত হইতে দুর্গ রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি তাঁহার সংগে বহু প্রাচীর-ধ্বংসকারী যন্ত্র ও সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুর্গ-প্রাচীরের নিম্নে সুড়ংগ খনন করিয়া প্রাচীর ভূমিসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নগর-রক্ষী সৈন্যগণ প্রাণপণে তাঁহাদের কার্যে বাধা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল। জংগী অবিশ্রান্ত আক্রমণে ও অনল বর্ষণে শত্রু সৈন্যকে নির্মূল করিয়া দিয়া ইঞ্জিনিয়ারগণকে নিরাপদ রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর অবশেষে ইঞ্জিনিয়ারেরা দুর্গ-প্রাকারের নিম্নে সুড়ংগ খননে সমর্থ হইলেন। জংগী স্বয়ং ঐ সমুদয় খাত পরিদর্শন করিলেন। তৎপরে সুড়ংগসমূহ প্রাচীর পর্যন্ত জ্বালানী কাষ্ঠে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। এইরূপে এক মাস অবরোধের পর মুসলমানেরা প্রাচীরের আড়াই শত হাতের অধিক দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট এক বৃহদাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ভগ্ন স্থান দিয়া দলে দলে তুর্ক সৈন্য নগরে ঢুকিয়া পড়িল। অবিলম্বে দুর্গ-শিরে ক্রুশ-চিহ্নিত পতাকার পরিবর্তে ইসলামের বিজয়-নিশান উড্ডীন হইল।

সৈন্যেরা বিজয় লাভে যেন উন্মাদ হইয়া গেল। এডেসাধিপতি মুসলমানদের উপর যে ভীষণ অত্যাচার করেন, তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের এমন সুবর্ণ-সুযোগ তাহারা উপেক্ষা করিতে পারিল না।
তিনি বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। এরূপ সুন্দর নগরের উপর সৈন্যেরা অত্যাচার

জংগী নিজে নগরে প্রবেশ করিলেন। উহার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দর্শনে

www.pathagar.com

করিতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তাঁহার আদেশে অত্যাচার-নিপীড়ন বন্ধ হইল, যুবক-যুবতীরা মুক্তিলাভ করিল, নাগরিকদের যে সমুদয় ধন-সম্পত্তি সৈন্যেরা আত্মসাৎ করিয়াছিল, তাহা ফেরত দেওয়া হইল। নগরের সমৃদ্ধি বজায় রাখিবার জন্য তিনি গৃহ-বিতাড়িত নাগরিকগণকে স্বীয় বাস-ভবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। মোদ্দা কথা, তাঁহার সৈন্যেরা নগরের যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, তিনি তাহার সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করিতে চেষ্টার কোনই ত্রুটি করিলেন না।

এডেসা জঙ্গীর হস্তগত হওয়ায় খৃস্টানদের দৃঢ়তম আশ্রয় নষ্ট হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই এই মহানগরীর অধীন সরুজ প্রভৃতি স্থানও মুসলমানদের অধিকারে আসিল। ফলে দজলা নদীর উপত্যকা-ভূমি দীর্ঘকাল পরে খৃস্টানদের অত্যাচার-মুক্ত হইল। এই অপূর্ব বিজয়-কাহিনী সভ্য জগতের নিত্য-নৈমিত্তিক আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িল। লোকে উহা বর্ণনা করিয়া পরম আনন্দ উপ-ভোগ করিতে লাগিল।

সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া প্রদেশের সৈন্যগণকে একত্র করিয়া তাহাদের সাহায্যে খৃস্টানদিগকে এশিয়া হইতে তাড়াইয়া দিয়া ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করাই ছিল জঙ্গীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এডেসা অধিকারের ফলে তাঁহার সেই মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পথ প্রশস্ত হইল। । কিন্তু নিয়তির কঠিন বিধানে ইহার পর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তিনি স্বীয় লক্ষ্য সাধন করিতে পারিলেন না। ১১৪৫ খৃস্টাব্দ নবাধিকৃত রাজ্যের শাসন-সৌকর্যের ব্যবস্থা করিতেই অতিবাহিত হইল। পর বৎসর তিনি ইউফ্রেতিজ নদী-তীরস্থ জাবর দুর্গ অবরোধ করিলেন। ১১৪৬ খৃস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রি। সকলেই নিদ্রামগ্ন এই সুযোগে কয়েক জন ক্রীতদাস নিঃশব্দে জঙ্গীর শিবিরে ঢুকিয়া পড়িল। তাঁহার কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার দরুন তাহারা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিল ; তাহাদের শাণিত অস্ত্রাঘাতে বিশ্বাসীগণের স্তম্ভ (ইমাদুদ্দীন) চিরতরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার ও স্বীয় লক্ষ্যস্থলে উপনীত হই-বার পূর্বেই বাষট্টি বৎসর বয়সে জঙ্গী জান্নাতবাসী হইলেন।

বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, এই মহাপ্রাণ বীর মুজাহিদের মৃতদেহের প্রতি যতদূর সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ছিল, তাঁহার পুত্র, অনুচর, সৈন্য বা প্রজাগণ তাহার কিছুই করে নাই। তাঁহারই অন্নপুষ্ট বিশ্বাসঘাতক ক্রীতদাসগণ কর্তৃক নিহত হইয়া তাঁহার দেহ তাম্বুতে থাকিয়া প্রবল শীতে কঠিন হইয়া গেল ; কেহই সেদিকে লক্ষ্য করিল না। তাঁহার পুত্রেরা মসনদে আরোহণের জন্য ব্যস্ত

www.pathagar.com

হইয়া গেলেন ; তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টায় নিরত হইল। তাঁহার সৈন্যেরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য মাথা ঘামাইতে বসিল। আর যে মহাবীর তাহাদিগকে এত কাল বিজয়-মাল্যে ভূষিত করিয়া আসিয়াছিলেন, যিনি তাহাদের জন্য এক বিশাল সাম্রাজ্য জয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই মৃতদেহ সম্পূর্ণ অযত্নে তাম্বুমধ্যে পড়িয়া রহিল! কেহই উহার সৎকারের ব্যবস্থা করিল না। অবশেষে রাক্কা হইতে আগত একদল পথিক তাঁহার বিগলিত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ একত্র করিয়া সিফিন প্রান্তরের অতি নিকটে সমাহিত করেন। পরবর্তীকালে তাঁহার সন্তানগণ পিতার কবরের উপর একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু এই ভক্তিতে বীর মুজাহিদ জঙ্গীর পরলোকগত রূহ্ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছিল কি না, কে জানে?

কথিত আছে, তদানীন্তন জগতের জনৈক পুণ্যাত্মা দরবেশ জঙ্গীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন?" জঙ্গী উত্তর দিলেন, 'ক্ষমার সহিত।' আবার প্রশ্ন হইল, 'কি জন্য?' উত্তর আসিল, 'এডেসার জন্য।'

ইতিমধ্যে খৃস্টানেরা তাহাদের 'রক্ত-পিপাসু'র শোচনীয় পরিণাম দর্শনে তাঁহার সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় শ্লেষাত্মক কবিতা রচনা করিয়া আনন্দে মত্ত হইল। কিন্তু তাহাদের এই আনন্দ স্থায়ী হয় নাই। জঙ্গী নিহত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে অসাধ্য সাধন করিয়া যান, খৃস্টান ভূপতিদের সমবেত শক্তিও তাহা ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম-যুদ্ধে তিনি কোন মুসলমান নরপতিরই সাহায্য পান নাই, বরং তাঁহারা বিধর্মীদের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এতদসত্ত্বেও জঙ্গী কিরূপে শুধু নিজের অসীম সাহস ও বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়া বারংবার তাঁহার স্বধর্মী ও বিধর্মী প্রতিদ্বন্দ্বী—এমন কি গ্রীক সম্রাট জন কমেনাসেরও দর্প চূর্ণ করিতে সমর্থ হন, তাহা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়।

জঙ্গী জীবদ্দশায় তাঁহার মহালক্ষ্য সাধন করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উচ্চাকাঙ্খা অপূর্ণ থাকে নাই। কিরূপে তাঁহার আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা তাঁহার পুত্র নূরুদ্দীন ও নূরুদ্দীনের সেনাপতি সালাহুদ্দীন বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। এই মহাবীরের মৃত্যুর মাত্র চল্লিশ বৎসর পরে সমগ্র পুণ্যভূমি সালাহুদ্দীনের অধিকারভুক্ত—এমন কি লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়কর ক্রুসেডের মূলীভূত লক্ষ্য জেরুজালেম নগরীও পুনরায় মুসলমানদের হস্তগত হয়।

o—

www.pathagar.com

হুমায়ুনের ঋণশোধ

১৫৩৮ খৃস্টাব্দ। দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন বিদ্রোহী পাঠান-বীর শের খাঁকে দমন করিবার জন্য বাংলায় আসিলেন। রাজধানী গৌড় বিনা বাধায় তাঁহার হস্তগত হইল। কিন্তু অনতিবিলম্বে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় সমগ্র দেশ পানিতে প্লাবিত হইয়া গেল। বর্ষার শেষ ভাগে চতুর্দিকে মহামারী দেখা দিল। হুমায়ুন এই সর্বনাশা মহামারীতে প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়া আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

কিন্তু বক্সারের বিশাল প্রান্তরে উপনীত হইয়াই তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। তাঁহার গৌড় পরিত্যাগের সংবাদে শের খাঁ জৌনপুরের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে বক্সারে উপস্থিত হইয়া ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় সম্রাটের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হুমায়ুন সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, শের খাঁ আগ্রা গমন-পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠান-বাহিনী ভেদ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও কৃতকার্যতা লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই।

তথাপি তাঁহাকে আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইল। খন্ড-যুদ্ধেই আড়াই মাস চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে সম্রাটের দুর্দশা চরমে উঠিল। তাঁহার শিবিরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সাহায্যকারী সৈন্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল ; কিন্তু তাঁহার কৃতঘ্ন ভ্রাতাদের নিকট হইতে কোনই সাহায্য আসিল না। হুমায়ুন নিরুপায় হইয়া শের খাঁর নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু আফগান সর্দার চুণার পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ দাবী করায় সন্ধি হইল না।

"শের চিরাচরিত নিয়মে কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। অসতর্ক অবস্থায় মুগলদিগকে আক্রমণ করাই সাব্যস্ত হইল। তাঁহার মতিগতি সন্দেহজনক বিবেচিত হওয়ায় বাদশাহের দূত শেখ খলীল হুমায়ুনকে সাবধানে থাকিতে পত্র লিখিলেন। কিন্তু চির-অসতর্ক সম্রাট এবারেও অসতর্ক রহিলেন।"*

গঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য হুমায়ুন নৌকার সাহায্যে একটি সেতু প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাঁহার সেতু-বন্ধন প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ১৫৩৯ খৃস্টাব্দের ২৭শে জুন শেষ রাত। বাদশাহী বাহিনী নিদ্রা-মগ্ন, শাহী শিবির সম্পূর্ণ

---

* মৎ-প্রণীত "শের শাহ্", ৩১ পৃষ্ঠা।

www.pathagar.com

নীরব-নিস্তব্ধ ; এমন সময় শের খাঁ সহসা সদলবলে শত্রু-সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। তুর্কেরা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার অবসর পাইল না। যাহারা উঠিল, তাহাদিগকেও উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠান সৈন্যগণের তীক্ষ্ম তলোয়ারের মুখে আবার শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। হতভাগ্যদের সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কোনরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারাও শেরের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে সমর্থ হইল না। অপ্রস্তুত তুর্ক-বাহিনী রণকৌশলী শেরের অধিনায়কতায় পরিচালিত, পূর্ণ রণ-সাজে সজ্জিত পাঠান সৈন্যগণের প্রবল পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। চারি সহস্র সৈন্য পাঠানের তরবারিতে প্রাণ বিসর্জন দিল। তুর্ক-শোণিতে রঞ্জিত হইয়া বক্সার-ক্ষেত্র অতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিল।

হুমায়ুন কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ বাবরের পুত্র। তিনি স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলেন, জয়লাভের কোনই আশা নেই। তথাপি একেবারে বিনা-যুদ্ধে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে তাঁহার বীর-হৃদয় তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে পারিল না। তিনি অন্ততঃ একবার শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার পার্শ্বচরগণ তাঁহাকে বুঝাইলেন, এরূপ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় অগণিত শত্রুর সম্মুখীন হওয়া, আর স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ একই কথা। কিন্তু তাঁহাদের সাগ্রহ অনুরোধ ব্যর্থ হইল। হুমায়ুন কিছুতেই নিরস্ত হইতে চাহিলেন না। তিনি অতি কষ্টে তিন শত সৈন্য একত্র করিলেন। কিন্তু তাঁহার বীরত্ব কাহারও প্রাণে সাহসের উদ্রেক করিতে পারিল না। তিনি নিজে আহত হইলেন, আফগানেরা তাঁহার নিকটে আসিয়া পড়িল। বিপদ আসন্ন দেখিয়া তাঁহার জনৈক প্রধান কর্মচারী প্রভুর অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া তাঁহাকে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিলেন। তরণী-সেতু তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। পাশ্চাতে অতি নিকটে পাঠান বাহিনী, সম্মুখে খর-স্রোতা প্রবাহিনী। "জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ।" কিন্তু হুমায়ুনের তখন ভাবিবার অবসর ছিল না। তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া অশ্বসহ গঙ্গাবক্ষে পতিত হইলেন।* কিছুদূর সন্তরণ করিবার পর তাঁহার শ্রান্ত ঘোটক গভীর পানিতে নিমগ্ন হইয়া গেল। যে সকল তুর্ক সৈন্য ইতিপূর্বে নদীগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই ডুবিয়া মারা গেল।

হুমায়ুন তরঙ্গের তালে তালে একবার ভাসিতেছেন, একবার ডুবিতেছেন। গঙ্গার সুবিশাল অত্যুচ্চ তরঙ্গমালা যেন তাঁহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

---

* Elphinstone's History of India, P. 439.

www.pathagar.com

একদিন যাঁহার অংগুলীহেলনে আসমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়া উঠিত,—যাঁহার প্রতাপে মুহূর্তে ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজদন্ড ভূতলে পতিত হইত, সেই দিল্লী অধিপতি হুমায়ুনের জীবন-নাটকের শেষ অংক বুঝি এইরূপ শোচনীয় ভাবে অভিনীত হইতে চলিল!

কিন্তু হুমায়ুনের মৃত্যু হইল না। ইতিপূর্বেই বোধহয় গংগার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল। তাই তাহার বক্ষে হুমায়ুনের স্থান হইল না। আল্লাহ্‌র কাজ মানব বুদ্ধির অবোধ্য। যদি বক্সার ক্ষেত্রে* শেরের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে হুমায়ুন পরাজিত না হইতেন, যদি তিনি সেদিন গংগাবক্ষে ঝাঁপ না দিতেন, তবে লীলা-ময়ের এক মহালীলা একেবারে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। তাহা হইলে হুমায়ুনের নাম আজ এত অধিক উচ্চারিত হইত না। এইভাবে মৃত্যু হইলে তাঁহার নাম অখ্যাত থাকিত,—ভারতের ইতিহাসের একাংশ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।

মানবের জীবন-মৃত্যু স্রষ্টার ইচ্ছাধীন। তিনি যাহাকে রক্ষা করেন, কি দুস্তর মরুস্থলে, কি তুষার-ধবল গিরিশৃংগে—কি উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভিত মহাসমুদ্রে—কোথাও তাহার মৃত্যু নাই। হুমায়ুনের এই ভীষণ বিপদে আল্লাহ্‌তা'আলা তাঁহার প্রাণ রক্ষার এক অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থা করিলেন। এক ভিস্তিওয়ালা তাহার ভিস্তির উপর ভর দিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে-ছিল। সে দেখিতে পাইল, একটি মানব-দেহ তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে একবার ভাসিতেছে, একবার ডুবিতেছে। এই করুণ দৃশ্য দর্শনে তাহার হৃদয়ে স্বভাবতঃই দয়ার সঞ্চার হইল। সে তাড়াতাড়ি উহার নিকটে গিয়া উন্মুক্ত বদনের বিপুল সৌন্দর্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেল। উহা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দেহ বলিয়া তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। ভিস্তিওয়ালা উহাকে বাহুবেষ্টনীতে আবদ্ধ করিয়া মশক সাহায্যে বহু কষ্টে তীরে আসিল। সম্রাট তখন নীরব, নিস্পন্দ। ভিস্তিওয়ালা তাঁহার বুকে হাত দিয়া বুঝিতে পারিল, তাঁহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া তখনও বন্ধ হয় নাই। সে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। হুমায়ুনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নিজকে নদীর তীরে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি কিঞ্চিত সুস্থ হইলে ভিস্তিওয়ালা তাঁহাকে উদ্ধারের ঘটনা বর্ণনা করিল এবং তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিল।

হুমায়ুন তাহাকে তাহার মহৎ কার্যের জন্য অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া নিজের পরিচয় দিলেন। বলিলেন, শের খাঁর আক্রমণে হৃতসর্বস্ব হইয়া প্রাণের টানে গংগায় ঝাঁপ দিয়াছিলাম। আমি সাঁতার জানি না বলিয়া মরিতে

* প্রকৃতপক্ষে বক্সাবের নিকটস্থ চৌসায়।

www.pathagar.com

চলিয়াছিলাম। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তুমি আমাকে সে মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া সম্পূর্ণ নবজীবন দান করিয়াছ। তোমার উপকার জীবনে কখনও বিস্মৃত হইব না। ভাগ্য-চক্রে আজ আমি কপর্দকহীন। আমি তোমার নিকট ঋণী। তোমার উপকারের প্রতিদান দিতে পারিতেছি না। আমি আগ্রা চলিলাম। তুমি সেখানে আমার সহিত সাক্ষাত করিও। নিশ্চয়ই আমাকে তোমাদের একজন হিসাবেই পাইবে।

সম্রাট হুমায়ুনের পরিচয় পাইয়া ভিস্তিওয়ালা তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

ইতিমধ্যে সম্রাটের যে সামান্য-সংখ্যক অনুচর ভাগ্য-বলে নদীর প্রখর স্রোতে নিমগ্ন না হইয়া অপর তীরে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারাও প্রভুর অনুসন্ধান করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। সম্রাট ভিস্তিওয়ালাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সানুচর আগ্রা যাত্রা করিলেন।

এই ঘটনার পর বহুদিন অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। একদা হুমায়ুন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য পর্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময় এক দীনহীন ব্যক্তি দরবার-পথের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। প্রহরী সম্রাটকে সংবাদ দিল এক অজ্ঞাত-নামা লোক তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া দরবার-গৃহের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া ভিস্তিওয়ালা চিরাচরিত নিয়মে তাঁহাকে কুর্ণিশ করিতে উদ্যত হইল। স্বীয় জীবন-রক্ষককে চিনিতে হুমায়ুনের বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ মসনদ হইতে উঠিয়া ভিস্তিওয়ালার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি আমার জীবন-দাতা। তোমার অনুগ্রহে আজও আমার মাথায় শাহী তাজ শোভা পাইতেছে। নতুবা বহু পূর্বেই ইহা অপরের হস্তগত হইত। তুমি আমার জীবনদাতা হইয়াও আজ কুর্ণিশ করিতে যাইয়া আমাকে অকৃতজ্ঞ প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছিলে। কিন্তু ভাই, হুমায়ুন কৃতঘ্ন নয়। খোদার কসম, তুমি আমার নিকট আজ যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি অম্লান বদনে তোমাকে তাহাই প্রদান করিব।"

বিশাল দরবার-গৃহ সম্পূর্ণ নীরব, নিস্তব্ধ। একজন ছিন্নবেশ অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির সঙ্গে ভারত-সম্রাটের এরূপ অদ্ভুত, অপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত

www.pathagar.com

ব্যবহার দর্শনে সভাসদেরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। হুমায়ুন তাহা বুঝিতে পারিয়া পূর্বাপর সমুদয় ঘটনা তাঁহাদের নিকট বিবৃত করিলেন। আবার দরবার-গৃহ নীরব হইল। ক্ষণকাল পরে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভিস্তিওয়ালা উত্তর করিল, "শাহানশাহ্, আমি অর্ধ দিনের জন্য সম্পূর্ণ রাজ-ক্ষমতার অধিকারী হইয়া এই সিংহাসনে উপবেশন করিতে চাই।"

তাহার এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে সভাসদেরা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। জল্লাদ তাহার কোষবদ্ধ তরবারি উন্মুক্ত করিল। সকলেই ভাবিল, মুহূর্তমধ্যে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বাতুলের জীবন-প্রদীপ চির-নির্বাপিত হইবে। শাহী তখ্‌তে বসিবে ভিস্তিওয়ালা! কত বড় দুরাশা!! কি ভীষণ প্রগলভতা!!!

কিন্তু সম্রাটের বদনমণ্ডল সহসা আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ভিস্তিওয়ালার হাত ধরিয়া তাহাকে মসনদে বসাইয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি কিছুই প্রার্থনা কর নাই। অর্ধ দিবস কেন, যদি যাবজ্জীবনও ভারতের সিংহাসন প্রার্থনা করিতে, তবে তোমাকে তাহাও প্রদান করিতে আমি কুণ্ঠিত হইতাম না।"

আগ্রার মসনদ যে কি, হুমায়ুন তাহা বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। তিনি ইহাও বেশ জানিতেন, মুহূর্তের জন্যও সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিলে রাজসুখ-ভোগাকাঙ্ক্ষী ভিস্তিওয়ালার আদেশে তন্মুহূর্তেই তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইতে পারিত,—একজন নগণ্য ব্যক্তির অঙ্গুলী সঙ্কেতে ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁহার—এমন কি তদীয় বংশধরগণেরও ভবলীলা ফুরাইয়া যাইতে পারিত। হুমায়ুন সবই জানিতেন, সবই বুঝিতেন। কিন্তু এত জানিয়া, এত বুঝিয়াও তাঁহার কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ক্ষণিকের জন্যও কৃতঘ্নের ঘৃণ্য ছায়াপাত হইল না। রাজ্যহীন—এমনকি কুলহীন হওয়ার আশঙ্কাও তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার পুণ্য পথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিল না।

হুমায়ুনের অশ্রুতপূর্ব কৃতজ্ঞতা দেখিয়া উপস্থিত জন-মণ্ডলী বিস্ময় ও ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিল। সমগ্র দরবার-গৃহ সম্রাটের জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

---

* "This man (water-carrier) afterwards came to Agra and was rewarded by sitting half a day (or as some say, two hours) on the throne with absolute power during which interval he is said to have provided for himself and his friends."—Elphinstone, History of India, 439.

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীনের ওয়াদা পালন

প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য পাক কুরআন শরীফে কঠোর আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভোগ-লালসা-পরিপূর্ণ পৃথিবীতে সর্বদা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সংসারী মানব—বিশেষতঃ রাজনৈতিক নেতাদের রীতি নহে। ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, কুটিল রাজনীতিজ্ঞেরা কুরআনের বাণী কদাচিৎ পালন করিয়া থাকেন। প্রাচীন যুগের চাণক্য হইতে বিংশ শতাব্দীর চার্চিল পর্যন্ত প্রায় যাবতীয় খ্যাতনামা রাজনৈতিক পুরুষই "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" নীতিই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু কোন কোন মুসলমান নরপতি নিজেদের প্রভূত ক্ষতি সত্ত্বেও কুরআনের বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সমগ্র সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, প্যালেস্টাইন, ইয়েমেন, মিসর, ত্রিপলী, বার্কা, নুবিয়া ও সুদানের বিশ্ব-বিখ্যাত সুলতান সালাহুদ্দীন ইঁহাদের শীর্ষস্থানীয়। প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তাঁহার নাম কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে সর্বত্র সুপরিচিত। প্রতিজ্ঞাভংগকে তিনি কুরআনের আদেশানুযায়ী মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন; এমনকি বিধর্মীদের সংগেও তিনি ওয়াদা রক্ষা করিয়া চলিতেন।

১১৮৭ খৃস্টাব্দে হিত্তিনের যুদ্ধে জেরুজালেমের রাজা গে (Gay) সদলবলে বন্দী হইয়া দামেস্কে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধে খৃস্টানদের অধিকাংশ বিখ্যাত নাইট সুলতান সালাহুদ্দীনের বন্দী-শ্রেণীভুক্ত হইয়া দামেস্কের লৌহ-কারাগারের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই ঘটনা জুলাই মাসে সংঘটিত হয়। আগস্ট মাসে সালাহুদ্দীন আস্কালন আক্রমণ করিলেন। তিনি রাজধানী হইতে রাজা গে ও 'টেম্পল' সম্প্রদায়-ভুক্ত নাইটদের অধ্যক্ষকে সেখানে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, "যদি আপনারা দুর্গাভ্যন্তরস্থ রক্ষী-সৈন্যগণকে আমার হস্তে আত্মসমর্পণে সম্মত করাইতে পারেন, তবে আমি আপনাদিগকে স্বাধীনতা দান করিব।" প্রায় এক পক্ষ কাল পরে বিজয়-মাল্য সালাহুদ্দীনের গলদেশে অর্পিত হইল। এই কার্যে রাজা (Gay) কতদূর সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা সন্দেহের বিষয় হইলেও সালাহুদ্দীন তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। ১১৮৮ খৃস্টাব্দে যখন ইউরোপে তৃতীয় ক্রুসেডের বিরাট আয়োজন চলিতেছিল, তখন রাণী সিবিলা সালাহুদ্দীনকে তাঁহার আস্কালনের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। জুলাই মাসে টর্টোসা নগরীতে অবস্থানকালে রাজা

www.pathagar.com

গে (Gay) ও অন্যান্য বন্দী দামেস্ক হইতে সেখানে আনীত হইলেন। তাঁহারা সম্রাটের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করা হইল। মন্টফেরাতের মার্কুইস টায়ারে পুত্রের নিকট এবং তোরনের হাম্ফ্রে তাঁহার জননীর নিকট প্রেরিত হইলেন। স্বাধীনতা লাভের সংগে সংগেই তাঁহারা নিজ নিজ প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে সালাহুদ্দীনের সরল বিশ্বাস ও সদাশয়তার প্রতিদান দিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র সময়ও নষ্ট করিলেন না। রাজা গে, (Gay) তাঁহার ভ্রাতা ও টেম্প-লারদের অধ্যক্ষ রাণী সিবিলার সহিত যোগদান করিয়া ত্রিপোলিস্ ও এন্টিওর্ক নগরে প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় উদ্ভাবনে নিরত হইলেন।

খৃস্টানদের প্রতিজ্ঞার মূল্য ও কৃতজ্ঞতার কথা সালাহুদ্দীনের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিলে পরিণামে তাঁহারা যে শত্রুতা সাধন করিবেন, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। তথাপি শুধু ওয়াদা খিলাফের আশঙ্কায় তিনি ইসলামের এই চির-বৈরীদিগকে মুক্তি দান করেন। ক্রুসেডের তৃতীয় যুদ্ধ ইঁহাদেরই ষড়যন্ত্রের ফল। ফ্রান্সরাজও ইংলন্ড অধিপতির সহিত যোগদান করিয়া সুলতান সালাহুদ্দীনকে শেষ জীবনে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। খৃস্টানদের এরূপ অকৃতজ্ঞ ব্যবহার সত্ত্বেও তিনি কখনও কুরআনের বাক্য খিলাফ করিতে সাহসী হন নাই। শত শত বার খৃস্টানেরা তাঁহার সহিত প্রতিজ্ঞা ভংগ করিয়াছিল; কিন্তু এই মর্দে মু'মিন সুলতান কখনও সন্ধি বা ওয়াদা ভংগ করিয়া স্বীয় মুখ কলঙ্কিত করেন নাই।*

এ বিষয়ে আরও দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া অন্যায় হইবে না। ইবেলিনের বেলিয়ান হিত্তিনের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যান। পরে তিনি তাঁহার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে জেরুজালেম হইতে আনিতে যাইবার জন্য সালাহুদ্দীনের নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠান। বেলিয়ান এক রাত্রির অধিক নগরে থাকিতে এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবেন না, এই শর্তে তিনি তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করেন। মুসলমানেরা তখন জেরুজালেম অবরোধ করিয়াছিল। বেলিয়ান নগরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি বিপক্ষ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

* "He (Salah-ud-in) never broke a treaty in his life"

—Lane Poole, Saladin, 165.

এই রাজর্ষি সম্রাটের বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎ-প্রণীত "ছোটদের সালাহুদ্দীন", বা "সোলতান সালাহুদ্দীন" দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

কিন্তু সম্রাট তাঁহাকে তজ্জন্য আদৌ তিরস্কার করিলেন না। এমন কি এই বিশ্বাসঘাতক পুনরায় তাঁহার পরিবারবর্গকে ত্রিপোলিসে স্থানান্তরিত করিবার জন্য সালাহুদ্দীনের নিকট নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি চাহিলে তিনি অর্ধশত অশ্বারোহী সৈন্যের পাহারায় তাঁহাদিগকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন।

মুসলমানেরা পৃথিবীকে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানেই উন্নত করে নাই ; দয়া, ক্ষমা, মনুষ্যত্ব, সদাশয়তা প্রভৃতি গুণরাজির ন্যায় কিভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হয়, বিশ্বকে সেই শিক্ষাও প্রদান করিয়াছে। সুলতান সালাহুদ্দীন বার বার প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ওয়াদা পালনের যে সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা সত্যই বিরল !

www.pathagar.com

বীর-বালা

আমরা জানি, প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) আরবের শতধা বিভক্ত সমাজকে ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন। এই জাতি অল্পদিনের মধ্যে এক বিশাল রাজত্ব কায়েম করে। গোলাপ-ফুল-রাণী বসরা মুসলমানদের হস্তগত হইলে মুসলিম সেনাপতি মহাবীর হযরত খালিদ (রাঃ) সিরিয়া রাজ্যের রাজধানী দামেস্ক নগরী আক্রমণ করেন।

৬৩৩ খৃস্টাব্দে দামেস্ক অবরুদ্ধ হইল। মরু-সন্তানদের হস্তে বার বার পরাজিত হইয়া ও রাজ্যের পর রাজ্য তাঁহার হস্তচ্যুত হইতেছে দেখিয়া রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াস চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বিনা চেষ্টায় 'সিরিয়ার প্রাণ' দামেস্ক শত্রুহস্তে উঠাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অবরোধ-বার্তা তাঁহার শ্রুতি-গোচর হওয়া মাত্রই তিনি সত্তর সহস্র সুসজ্জিত সৈন্যসহ সেনাপতি ওয়ার্দ্দানকে আরবদের গর্ব খর্ব করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। রোমক বাহিনীর আগমন সংবাদ যখন মুসলিম শিবিরে পৌঁছিল, তখন অধিকাংশ সেনাপতি তথায় অনুপস্থিত। ইয়জীদ ইবনে-আবু সুফিয়ান তখন বলকায়, সেরজাবেল ইবনে-হাসান ফিলিস্তিনে, মিদ ইরানে, নোমান তদমারে ও আমর ইরাকে সমর পরিচালনা করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় সম্রাটের বিশাল বাহিনীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া আরবদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। সুতরাং মহাবীর হযরত খালিদ (রাঃ) উপরি-উক্ত সেনানায়কগণকে অবিলম্বে আজনাদিনে উপস্থিত হইয়া খৃস্টানদের সম্মুখীন হইবার জন্য আদেশ-লিপি প্রেরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দামেস্কের অবরোধ উঠাইয়া সসৈন্যে আজনাদিন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মুসলিম বাহিনীর অগ্রভাগ খালিদের ও পশ্চাদভাগ সেনাপতি আবু ওবায়দার অধিনায়কতায় পরিচালিত হইল।

আরবগণকে গমনোদ্যত দেখিয়া দামেস্কবাসীরা সাহস অবলম্বন করিল। সৈনাধ্যক্ষ পলের নেতৃত্বাধীনে ছয় হাজার অশ্বারোহী ও পিটারের পরিচালনায় দশ সহস্র পদাতিক নগর পরিত্যাগ করিয়া মুসলিম সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগের উপর আপতিত হইল। এই অংশেই আরবদের রসদ-পত্র, পুত্র-কন্যা ও রমণীগণ অবস্থিত ছিল। পল আবু ওবায়দাকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিলেন। ইত্যবসরে পিটার

www.pathagar.com

মুসলমানদের বহু ধন-সম্পত্তি হস্তগত ও রমণীগণকে বন্দী করিয়া এক দল রক্ষী-সৈন্য সমভিব্যাহারে দামেস্কের দিকে লইয়া চলিলেন।

আরব সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগের এই দুর্দশার সংবাদ বীরবর খালিদের কর্ণগোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতি দেরার, রফী ও আবদুর রহমানসহ ঘটনাস্থলে ফিরিয়া চলিলেন। তাঁহাদের আগমনের মুহূর্তমধ্যে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। চতুর্দিকে আক্রান্ত হইয়া খৃস্টানেরা জীবনের আশা জলাঞ্জলি দিল। তাহাদের পতাকাসমূহ ভূপতিত হইল। পল মহাবীর দেরারকে তাঁহার দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তিনি দেরারের হস্তে বন্দী হইলেন। সেনাপতির দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার সৈন্যেরা পলায়নের প্রয়াস পাইল। কিন্তু ক্রুদ্ধ মুসলিম সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এইরূপে দামেস্ক যুদ্ধক্ষেত্রে আরবেরা সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল। যে ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য মুসলমানদিগকে পর্যুদস্ত করিবার জন্য গর্ব-স্ফীত বক্ষে দামেস্ক ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মাত্র এক শত সৈন্য কোনমতে পালাইয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইল।

আরব বাহিনীর মধ্যে শৌর্য-বীর্যে একমাত্র খালিদ (রাঃ) ভিন্ন আর কেহই দেরারের সমকক্ষ ছিল না। খাওলা নাম্নী তাঁহার এক অতুলনীয়া রূপলাবণ্য-বতী ভগিনী ছিলেন; যে সমুদয় রমণী পিটারের হস্তে বন্দিনী হন, তিনি তাঁহা-দের অন্যতম। সংবাদ পাইয়া দেরার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া হযরত খালিদকে এই দুর্ঘটনার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তিনি তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা ও উৎ-সাহ দান এবং আবু ওবায়দাকে ধীর গতিতে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করিয়া রফী ও দেরারকে সঙ্গে লইয়া বন্দিনীগণের উদ্ধারে বহির্গত হইলেন।

পিটার কিয়দ্দূর গমন করিয়া বিশ্রাম লাভের আশায় এক নিরাপদ স্থানে উপবেশন করত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও রমণিগণকে পরিদর্শন করিলেন। পূর্ণ-যৌবনা খাওলার রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহার পাপ-হৃদয় তাহা উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সৈন্যগণকে বলিলেন, তাহারা প্রত্যেকেই এক এক-জন আরব রমণীকে গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু তিনি খাওলা ভিন্ন অন্য কোন রমণী স্পর্শ করিবেন না; সুতরাং খাওলার প্রতি যেন তাহাদের কেহই লুব্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে। অতঃপর রোমকগণ বিশ্রাম গ্রহণ মানসে স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল। পিটারের এই অসৎ অভিপ্রায়ই তাহার সর্বনাশের কারণ হইল। বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য?

www.pathagar.com

পিটারের কু-বাসনার বিষয় অনতিবিলম্বে খাওলার কর্ণগোচর হইল। নিরুপায় হইয়াও এই বীর-রমণী আত্মসম্মান রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। আরব রমণীদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা অশ্বারোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে জানিতেন। রোমকগণ শিবিরে প্রস্থান করিলে খাওলা সমুদয় বন্দিনী নারীকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "প্রিয় ভগিনীগণ,—হে দিগ্বিজয়ী আরব জাতির কুল-মহিলাগণ! তোমরা কি এই বর্বরগণ কর্তৃক অপমানিতা হইয়া জাতীয় গৌরব বিনষ্ট করিবে? তোমরা কি এই প্রতিমা-পূজকদের সেবিকা ও ক্রীত-দাসী হইয়া পাপ জীবন যাপন করত ; পবিত্র ইসলাম ধর্মে কলঙ্ককালিমা লেপন করিবে? কোথায় তোমাদের সাহস, কোথায় তোমাদের জাতির গৌরব? এই মূর্তি-পূজক ক্রীত-দাসদের হাতে লাঞ্ছিতা হওয়া অপেক্ষা জীবন বিসর্জন করাই আমি আমার পক্ষে শ্রেয় বলিয়া মনে করি? তোমরা কি বল?"

খাওলার এই বীরত্বব্যঞ্জক উৎসাহ-বাণী শ্রবণে ওফিরা নাম্নী জনৈক মহিলা উত্তর করিলেন, "আমাদের এবংবিধ নিশ্চেষ্টতা ভীরুতা-প্রসূত নহে ; আমাদের হস্তে কি বর্শা, কি তরবারি, কি তীর-ধনুক, আত্মরক্ষার কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রই নাই। সুতরাং আমরা সম্পূর্ণ অসহায় ; তজ্জন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই এরূপ ধৈর্যাবলম্বন করিতে হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া খাওলা বলিলেন, আমাদের নিকট যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রাদি নাই সত্য, কিন্তু আমরা কি প্রত্যেকে এক একটি তাঁবুর দণ্ড গ্রহণ করিয়া তৎসাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে পারি না? কে জানে যে আল্লাহ্ আমাদের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বিজয়িনী করিবেন না, অথবা অন্য কোন উপায়ে আমাদের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন না? যদি তাহা না হয়, তবে আমরা আনন্দের সহিত মৃত্যুবরণ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিব এবং স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের সম্মান রক্ষা করিব।" ওফিরা খাওলার বাক্যের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন ; অন্যান্য রমণীও তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইলেন।

তাঁহারা খাওলাকে প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে শিবির-রাজি উৎপাটিত হইয়া গেল। প্রত্যেকে উহার এক একটি দণ্ড লইয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। খাওলা আদেশ দিলেন, "তোমরা চক্রাকারে দণ্ডায়মান হও ; মণ্ডলীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া কোন শত্রু তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে, তোমাদের মধ্যে এরূপ স্থান রাখিও না। শত্রুপক্ষ তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে যষ্টি দ্বারা তাহাদের বর্শায় আঘাত করিয়া তাহাদের তরবারি ও মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিবে।" বীর-নারী খাওলা নিজেই দৃষ্টান্ত প্রদ-

www.pathagar.com

র্শন করিলেন। তিনি সম্মুখে এক পদ অগ্রসর হইয়া হস্তস্থিত দণ্ডাঘাতে নিকট-বর্তী প্রহরীদের একজনের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ সে স্থানে এক মহাকোলাহল উত্থিত হইল। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য রোমকগণ দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিল। রমণীগণকে যুদ্ধবেশে সজ্জিতা দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পিটার খাওলাকে বলিলেন, "প্রেয়সী, তোমার এরূপ কার্যের অর্থ কি?' খাওলা উত্তর দিলেন, 'রে খৃস্টান-কুকুর, তোর ও তোর সঙ্গিগণের সর্বনাশ হউক। আমাদের কার্যের অর্থ এই যে, আমরা আমাদের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে এবং এই যষ্টি-রাজি দ্বারা তোদের মস্তক ভগ্ন করিতে অভিলাষী। যাহাকে তোর প্রণয়িনী নির্বাচিত করিয়াছিলি, এক্ষণে কেন তাহার নিকটবর্তী হইতেছিস্ না? আমার নিকট আয়, তোর প্রেয়সীর হস্তে কিছু সময়োপযোগী উপহার গ্রহণ কর্।'

খাওলার এই উত্তর শ্রবণ করিয়া পিটার হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আরব রমণীগণকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া তাহাদিগকে বন্দিনী করিতে ও তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত বিশেষ সাবধানতা সহকারে ব্যবহার করিতে সৈন্যগণকে আদেশ দান করিলেন। তাহারা সেনাপতির আজ্ঞা প্রতিপালনের চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিল না। কোন অশ্বারোহী মহিলাগণের নিকট-বর্তী হইলেই তাঁহারা দণ্ডাঘাতে তাহার অশ্ব-পদ ভগ্ন করিয়া দিতেন। ফলে বেচারা তৎক্ষণাৎ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে ভূ-পতিত হইয়া যাইত, আর তাহাকে অশ্বা-রোহণ করিতে হইত না। চতুর্দিক হইতে অবিশ্রান্ত যষ্টির প্রহারে হতভাগ্য সৈনিকের প্রাণ-বায়ু মুহূর্ত-মধ্যে অনন্ত শূন্যে বিলীন হইয়া যাইত।*

পিটার যখন বুঝিতে পারিলেন, রমণীরা কিছুতেই তাহাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, সৈন্যগণকেও অশ্ব ত্যাগ করিয়া অসি হস্তে আরব মহিলাদের উপর আপতিত হইতে আদেশ দান করিলেন। রমণীগণ ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা পরস্পরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "লজ্জাকর জীবন যাপন অপেক্ষা যুদ্ধে সসম্মানে প্রাণ বিসর্জন করাই আমাদের পক্ষে বেহেতের।" পিটার খাওলাকে যথেষ্ট প্রেম-সম্ভাষণ করিয়া ও স্তোক বাক্যে ভুলাইয়া এই দুঃসাহসিক কার্য

---

* "When any horseman came near the women, they struck at the horses' legs and if they brought him down, his rider was sure to rise no more."

—Simon Ockley B. D., History of the Saracens, 115.

www.pathagar.com

হইতে বিরত রাখিবার প্রয়াস পাইলেন। পিটার খাওলাকে বার বার বলিলেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্য ও সম্মানিত পদের অধিকারী ; খাওলা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তাঁহার সমুদয় ধন-সম্পদ তাঁহার পদতলে লুটাইয়া দিবেন।

পিটারের এবংবিধ ঘৃণিত বাক্যাবলী শ্রবণে খাওলা ক্রোধোন্মত্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "রে দুরাত্মা! রে পাপিষ্ট বিধর্মী, তোর এরূপ জিহ্বা সংযত কর্। আর একটু নিকটে আসিস্ না কেন? তাহা হইলেই ত যষ্টির আঘাতে তোর জীবনের সাধ মিটাইয়া দিতে পারি। এইবার পিটার খাওলার উপব ভীষণ বিরক্ত হইলেন। তিনি তরবারি কোষ-মুক্ত করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে তাঁহাদের আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদাশ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, যদি তাহারা আরব রমণীগণ কর্তৃক প্রহৃত হয়, তবে তাহা তাহাদের পক্ষে সিরিয়া ও আরবের নিকটবর্তী প্রদেশে অত্যন্ত কলঙ্কের বিষয় হইয়া পড়িবে। আরব মহিলারাও নিজেদের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া বীরত্ব সহকারে শত্রু পক্ষের অগ্রগতিতে বাধা দানের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, দূরে সূর্য-কিরণে বহু উন্মুক্ত তরবারি ঝলমল করিতেছে, আকাশে ধূলির ঝড় তুলিয়া কাহারা যেন এদিকেই আসিতেছে। তাঁহারা ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলেন।

খালিদ (রাঃ) রফীকে রমণীগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দ্রুতগামী অশ্বে অগ্রে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সেনাপতির নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সম্পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করিলে খালিদ (রাঃ) উত্তর করিলেন, 'ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। আরব মহিলারা সর্বদাই এরূপ গৌরবজনক কার্যে অভ্যস্ত।' এই সংবাদ দেরারের শ্রবণ-গোচর হওয়া মাত্রই তিনি অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে রমণীগণের সাহায্যে ছুটিয়া চলিলেন। খালিদ (রাঃ) তাঁহাকে ধৈর্যাবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ভগিনী-শোকোন্মত্ত দেরার আদৌ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা বীরবর খালিদ (রাঃ) সত্বর সৈন্যগণকে যথা বিধানে সুসজ্জিত করিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াই যেন তাহারা শত্রুদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলে, তাহাদিগকে এই আদেশ প্রদান করিয়া তিনি দেরারের পশ্চাদ্‌বর্তী হইলেন। মুসলিম সৈন্যরা নিকটবর্তী হইতেছে বুঝিতে পারিয়া খাওয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সঙ্গিনী রমণীগণকে চিৎকার করিয়া বলিলেন, "ভগিনীগণ, দেখ আল্লাহ্ আমাদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন।" মুসলমানদের আবির্ভাবে রোমকেরা জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া বিষণ্ণ বদনে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিরূপে নিজেকে নিরাপদ করিবেন, উহাই হইল এক্ষণে পিটা

www.pathagar.com

রের একমাত্র চিন্তা। তিনি রমণীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তোমাদের দুর্দশার জন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত ; কেননা, আমাদেরও মাতা, ভগিনী ও স্ত্রী আছে। আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলাম ; তোমরা স্বাধীনভাবে যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার। সুতরাং তোমাদের সৈন্যগণ আসিলে আমি তোমাদের সহিত কিরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা তাহাদিগকে অবগত করাইতে বিস্মৃত হইও না।"

এই কথা বলিয়া তিনি সারাসেনদের আগমনের পথে চোখ পড়িতেই দেখিতে পাইলেন, দুইজন অশ্বারোহী অন্যান্য সৈনিকের পুরোভাগে থাকিয়া দ্রুত আগাইয়া আসিতেছেন। ক্ষণকাল পরে পরিদৃষ্ট হইল, তাঁহাদের একজন পূর্ণ রণসাজে সজ্জিত মহাবীর খালেদ ও অন্য জন অশ্বারূঢ় তীক্ষ্ম বর্শাধারী বিরাটাকায় দেরার। বীর-বালা খাওলা স্বীয় ভ্রাতাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ভ্রাতঃ, এদিকে আসুন।" পিটার তখন খাওলাকে বলিলেন, "তোমার ভ্রাতার সহিত মিলিত হও, আমি তোমায় তাঁহাকে প্রদান করিলাম।' এই কথা বলিয়াই তিনি যতদূর পারেন, ততদূর দ্রুতবেগে পলায়নের উদ্যোগ করিলেন।

পিটারের এবংবিধ পৃষ্ঠপ্রদর্শনে খাওলা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "তোমার এ কিরূপ ব্যবহার? এইমাত্র তুমি আমার প্রতি গভীর প্রেম প্রকাশ করিতেছিলে, আর এখন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ?' খাওলার এই বিদ্রূপাত্মক বাক্যে পিটার উত্তর করিলেন, 'আমি তোমাকে পূর্বে যতদূর ভালবাসিতাম, এক্ষণে আর ততদূর ভালবাসি না ; তাই তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।' খাওলা বলিলেন, 'তুমি যখন আমাকে ভালবাসিতে আমি তখন ভালবাসিতাম না। তজ্জন্য তুমি ছলে-বলে-কলে-কৌশলে আমার প্রেম লাভের চেষ্টা করিয়াছিলে। এখন তুমি আমার ভালবাসা বিস্মৃত হইয়াছ সত্য, কিন্তু আমি যে তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি না। সুতরাং তুমি আমায় ত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি কিছুতেই তোমার বিচ্ছেদ-জ্বালা সহ্য করিতে পারিব না। যে-রূপেই হউক, তোমাকে আমার চাই-ই!' এই বলিয়া খাওলা পিটারের দিকে ধাবিতা হইলেন। খালেদ এবং দেরারও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

দেরারকে দেখিয়া পলায়নপর পিটার বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ আপনার ভগিনী ; তাহাকে গ্রহণ করুন। আমি তাঁহাকে উপহার স্বরূপ আপনাকে প্রদান করিলাম।" দেরার উত্তর করিলেন, "আপনার মহানুভবতার জন্য আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। আপনার উপহার গ্রহণ করিলাম ; কিন্তু এই তীক্ষ্ম বর্শা-ফলক ভিন্ন প্রতিদান দেওয়ার মত আমার আর কিছুই নাই। সুতরাং দয়া করিয়া ইহা গ্রহণ

www.pathagar.com

করিতে আজ্ঞা হউক।" দেরারের বাক্য শেষ হওয়ার সংগে সংগেই খাওলা সুদৃঢ় দণ্ডাঘাতে পিটারের অশ্ব-পদ ভগ্ন করিয়া দিলেন। দুর্ভাগ্য আরোহী তন্মুহূর্তেই ভূপাতিত হইলেন। তাঁহাকে অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পাতিত হইতে দেখিয়া দেরার ত্বরিতে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। পর মুহূর্তেই গ্রীক সেনাপতির দেহচ্যুত মস্তক আরব বীরের বর্শার অগ্রভাগে শোভা পাইতে লাগিল। তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মুসলমানেরা চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। তিন সহস্র রোমক নিহত হইল ; অবশিষ্ট সৈন্য প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। মুসলিম বাহিনী দামেস্কের দুর্গ-দ্বার পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য, অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রত্যাবর্তন করিল। এইরূপে এক মুসলিম 'বীর-বালা'র অপূর্ব বীরত্বে একদল সম্ভ্রান্ত আরব মহিলার মান-সম্ভ্রম রক্ষা পাইল, পরিশেষে শত্রু-কুল ধ্বংস করিয়া তাঁহারাই বিজয়-মাল্য গলায় পরিলেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইল, মুসলমানদের বিশ্বব্যাপী সুবিশাল সাম্রাজ্য যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়া-দণ্ড স্পর্শে ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে ;—তাহাদের প্রবল পরাক্রম এখন অতীত কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ভুলিয়া গেলেও ইতিহাস তাহাদিগকে ভুলিতে পারে নাই। তাহাদের বীর-বালারা ভীষণ বিপদ-জালে পরিবেষ্টিত হইয়াও আত্মসম্মান রক্ষায় যে অলৌকিক ও অনুপম সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে আজিও তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

www.pathagar.com

তকি খাঁ ঃ এক অনন্য সাধারণ বীর

১৭৫৭ খৃস্টাব্দে নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার শোণিত-স্রোতের উপর বিশ্বাস-ঘাতক মীর জাফরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু চারি বৎসর পরেই প্রভুদের কৃপায় তাঁহার বড় সাধের সিংহাসন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। ইহার পর যিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নওয়াবী রঙ্গ-মঞ্চে আবির্ভূত হইলেন, তিনি মীরের জামাতা মীর মুহাম্মদ কাসিম আলী খাঁ নসরত জঙ্গ বাহাদুর।

নওয়াব হইয়া মীর কাসিম দেখিলেন, রাজ-কোষ অর্থশূন্য। অথচ অর্থ বলে বলীয়ান না হইলে ইংরেজ বিতাড়নে সফল-কাম হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য তিনি সর্ব প্রথমে ধনাগমের উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইলেন। বহু বৎসর পূর্বে মিসর-সম্রাট সালাহুদ্দীন, সিরিয়া-রাজ নূরুদ্দীন, পাঠান ভূপতি নাসিরুদ্দীন ও ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও প্রজার মঙ্গলের জন্য বিলাসিতা বিসর্জন দিয়া রাজর্ষি সাজিয়াছিলেন। প্রজাবৎসল নওয়াব মীর কাসিমও তাঁহাদের মহান দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার কঠোর আদেশে রাজপুরী হইতে গীত-বাদ্য অন্তর্হিত হইল, অনাবশ্যক দাস-দাসী বিদায় গ্রহণ করিল, বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ একে একে দূরীভূত হইল। প্রজামণ্ডলীর ধন-প্রাণ, স্বজাতির সম্মান স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নওয়াব মীর কাসিম ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া নিরাড়ম্বর জীবন বাছিয়া নিলেন।

রাজ্যে তখন ভীষণ অশান্তি, ইংরেজ পূর্ব-ভারতে সর্বেসর্বা। রাজ-কর্ম-চারিগণের শাসন ও নওয়াবের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া এই স্বার্থান্ধ বণিকেরা রাজ্যের সর্বত্র বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেছিল। দেশের যাবতীয় ধন-সম্পদ বাণিজ্যের কৃপায় তাহাদের করতলগত হইতেছিল। ইংরেজরা বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিত, দেশীয় বণিকদিগকে শুল্ক দিতে হইত। সুতরাং প্রতি-যোগিতায় দেশীয় বাণিজ্য টিকিতে পারিল না। ধনহীন হইয়া স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গ-ভূমি উৎসন্ন যাইতে বসিল। যে সকল দেশীয় ব্যবসায়ী, জমিদার ও অধিবাসী স্বদেশের সর্বনাশে ব্যথিত হইয়া ইংরেজ বণিকের অবাধ বাণিজ্যের ব্যাঘাত জন্মাই-বার চেষ্টা করিল, তাহারা খৃস্টান সৈন্যগণের হাতে অমানুষিক উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। ইংরেজের অত্যাচারে দেশে হাহাকার উঠিল, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের করুণ আর্তনাদে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়ি-

www.pathagar.com

ব্যার গগন-পবন মুখরিত হইল। মীর কাসিম ইংরেজ বণিক-সভার নিকট অভি-যোগ উত্থাপন করিয়া ও কোম্পানীর কর্মচারীগণের বাণিজ্যে শুল্ক-হার নির্ধারিত করিয়া দিয়া প্রজাবর্গের দুরবস্থার প্রতিকার সাধনে চেষ্টিতে হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। অগত্যা তিনি বাণিজ্য-শুল্ক একেবারে রহিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ইংরেজের স্বার্থে আঘাত পড়িল। দেশীয় বাণিজ্যের সর্ব-নাশ সাধনই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মীর কাসিমের এই কার্যে তাহা-দের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তাহারা বাহুবলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিল। মহাবীর মীর কাসিমও নির্ভয়চিত্তে ইংরেজের অত্যাচার হইতে প্রজার ধন-প্রাণ ও জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রণ-সাজে সজ্জিত হইলেন।

ভারত সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা-সূর্যের অস্তগমনোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া এক-দিন বাদশাহ্ শাহ্ আলম চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়াছিলেন—ভারতীয়দের ভাগ্যা-কাশে ইংরেজ-ধূমকেতুর উদয় দর্শনে একদিন হতভাগ্য নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার বালক প্রাণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল ; মীর কাসিমের হৃদয়ও সেই আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। দূরদর্শী নওয়াব দিব্যচক্ষে ভাবী বিপদ দর্শনে সমর্থ হইলেন। তথাপি তিনি ইংরেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন। বিদেশী-দের পাশব অত্যাচার দূরীকরণ, প্রজাকুলের মঙ্গল সাধন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার্থ পাঁচ বৎসর পূর্বে নওয়াব সিরাজুদ্দৌল্লা তাঁহারই স্বদেশীয়গণের বিশ্বাসঘাতকতায় নির্মমভাবে নিহত হইলেন। বীর-হৃদয় মীর কাসিমও জন্ম-ভূমির স্বাধীনতা ও প্রজামণ্ডলীর ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হইলেন।

নওয়াবের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাদলের অধিনায়ক মোহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুর প্রভুর আদেশে মুর্শিদাবাদ রক্ষায় গমন করিলেন। অজয় নদের তীরে নওয়াব সেনার সহিত ইংরেজ সৈন্যের প্রথম শক্তি-পরীক্ষার পর তিনি দ্রুতপদে কাটোয়ার রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। বাঙলার ইতিহাস হিংসা-বিদ্বেষ ও বিশ্বাস-ঘাতকতার ইতিহাস। অসংখ্য অকৃতজ্ঞ, স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া এ ইতিহাস কলঙ্কিত। ইহা লিখিতেও ঘৃণা হয়। তকি খাঁ যখন ইংরেজদিগকে বাধাদানে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেনানায়ক-গণ তাঁহার পদগৌরব ও দেশব্যাপী যশোলাভে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত একযোগে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া বসিলেন। নওয়াব মীর কাসিমের অন্ন, অর্থ ও অনুগ্রহে যাঁহারা সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশবাসীর সম্মানের

www.pathagar.com

পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের রণ-কৌশল ও প্রভুভক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি ইংরেজ বিতাড়নের অগ্রসর হইয়াছিলেন, হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সেই মহা বিপদের দিনে এইরূপে তাঁহারা তাঁহার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে—এইরূপে তাঁহাদের প্রভুভক্তি ও স্বদেশ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইলেন! স্বীয় সেনাপতি-গণের এই অচিন্ত্যপূর্ব জঘন্য ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া তকি খাঁ অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে প্রভুভক্তি ও স্বদেশ-প্রীতি বিলুপ্ত হইল না। প্রভুর ভবিষ্যৎ বিপদ ভাবিয়া তকি খাঁর বীর-হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। অধঃস্তন সেনানায়কগণের অসহযোগিতায় তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে মীরজাফর, রায় দুর্লভ প্রভৃতি নওয়াব সিরাজু-দ্দৌলার সেনাপতিগণ যখন তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হন, মোহন-লাল ও মীরমদন সসৈন্য ইংরেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশ-প্রীতি, স্বজাতি-প্রেম ও প্রভুভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। ১৭৬৩ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের ঊনত্রিশ তারিখে বাঙ্গলার অমর বীর মোহাম্মদ তকি খাঁ বাহা-দুরও সেইরূপ মাত্র নিজের অধীনস্থ সৈন্যের সাহায্যে ব্যূহ রচনা করিয়া কাটো-য়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আহতের আর্তনাদে, অশ্বের হ্রেষারবে ও কামানের গগনভেদী গর্জন শব্দে রণভূমি প্রকম্পিত হইল। অসংখ্য মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়া গেল। প্রবল বেগে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল। মহাবীর তকি খাঁ বাহ্য জ্ঞানহারা হইয়া প্রবল পরাক্রমে রণক্ষেত্রে শত্রুদলন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আফগান ও মোগল সৈন্যেরাও অলৌকিক বীরত্ব সহকারে বিপক্ষ ইংরেজ বাহিনী দলিত দলিত মথিত করিয়া তাহাদের অন্তরে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দৃষ্টে বোধ হইল, বিজয় মাল্য তকি খাঁর গলদেশেই অর্পিত হইবে, ইংরেজের জয়ের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কাটোয়ার রণক্ষেত্রে নওয়াব মীর কাসিমের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। কিন্তু তকি খাঁর দুর্ভাগ্য! মীর কাসিমের দুর্ভাগ্য!! বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যারও দুর্ভাগ্য!!! তাই ঘটনা-স্রোত হঠাৎ বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইল।

ভীষণ বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল। অকস্মাৎ ইংরেজ সৈন্যের কামান-নিঃসৃত একটি গোলা আসিয়া তকি খাঁর পাদদেশে পতিত হইল। তিনি আহত হইলেন; তাঁহার অশ্বের প্রাণহীন দেহ ভূতলে পতিত হইল। আহত পদ বা অশ্বের মৃতদেহ কোন দিকেই তাঁহার দৃক্পাত নাই। প্রথম অশ্ব নিহত হইবামাত্র তিনি

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং উৎসাহ-বাক্যে সৈন্যগণকে ইংরেজ দলনে উত্তেজিত করিয়া দ্বিগুণ তেজে বিপক্ষ সৈন্য-শোণিতে তরবারি রঞ্জিত করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার একটি বন্দুকের গুলি তাঁহার স্কন্ধ-দেশের এক পার্শ্বে প্রবিষ্ট হইয়া অপর পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া গেল। ক্ষত-মুখ দিয়া শোণিত-স্রোত ছুটিল। কিন্তু এখানেই বিপদের শেষ হইল না। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত অপর একটি গুলিতে তাঁহার দ্বিতীয় অশ্বটিও প্রাণত্যাগ করিল। নিজে আহত, অশ্ব নিহত; কিন্তু কি আশ্চর্য! এত বড় ভীষণ আঘাত—এত বড় বিপদেও মুহাম্মদ তকি খাঁর বদনমণ্ডলে বেদনার চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। বরং তাঁহাকে আহত ও বিপন্ন জানিতে পারিয়া যাহাতে সৈন্য-গণ নিরুৎসাহ না হয়, তিনি তাহারই চেষ্টায় মনঃসংযোগ করিলেন। অগৌণে আত স্থান বস্ত্রাবৃত করিয়া এই মহাবীর তৃতীয় অশ্বে* আরোহণ পূর্বক নবো-দ্যমে ইংরেজ দলনে অগ্রসর হইলেন।

এবার ইংরেজেরা এই স্বদেশ-প্রাণ প্রভুভক্ত বীর-পুরুষের প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছিল। এক দল ইংরেজ সৈন্য ঐ নদী-খাতের মধ্যে ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত ছিল। নওয়াব সৈন্য ঐ স্থানে তাহাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। বীরবর তকি খাঁ নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া ইংরেজদের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিবার জন্য নদী পার হই-বার পথ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় ঝোপের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ইংরেজ সৈন্যরা সহসা একযোগে নওয়াব সৈন্যের দিকে গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তকি খাঁর অধিকাংশ সৈন্যের প্রাণহীন দেহে নদী-তীর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত্রুপক্ষের একটি গুলি তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল। মুহূর্তে নও-য়াব মীর কাসিমের, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসিগণের স্বাধীনতার এক-মাত্র আশা-ভরসা মুহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুরের অসাড়-দেহ অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। পূর্ব-ভারতের গৌরব-প্রদীপ চির-নির্বাপিত হইল। বঙ্গ,

---

* স্কটের মতে তৃতীয় অশ্বে আরোহণের পর তকি খাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু মুতাখ্খেরীন-কার বলেন যে, দ্বিতীয় অশ্বে আরোহণের পর তকি খাঁ দেহত্যাগ করেন। আমরা অশ্ব বিষয়ে স্কটের এবং অন্যান্য বিষয়ে মুতাখ্খেরীন-কারের অনুসরণ করিলাম।—লেখক

www.pathagar.com

বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা-সূর্য দুই শতাব্দীর জন্য অস্তাচলে গমন করিল। অন্যায় সমরে কাটোয়ার রণক্ষেত্রে ইংরেজের জয়লাভ হইল।*

পলাশীর করুণ নাটক অভিনয়ের ছয় বৎসর পরে কাটোয়ার রণক্ষেত্রে মহাবীর মুহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুর দেশপ্রেম ও প্রভুভক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া অপূর্ব আত্মত্যাগের মাধ্যমে জগতে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিলেন।

ভীরু বলিয়া বাঙ্গালী বিশ্বে অপবাদ কুড়ায়। তকি খাঁ বাঙ্গালীর সে কলঙ্ক অপনোদন করেন। বাঙ্গালী যখন ঘৃণ্য স্বার্থের জন্য সুদূর প্রতীচ্যের একটি ব্যবসায়ী জাতির নিকট স্বদেশের স্বাধীনতা বিক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত —মীরজাফর, জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি অসংখ্য 'নেমক

---

* কাটোয়ার যুদ্ধ ও তকি খাঁর শৌর্য-বীর্য বিষয়ে স্কট বলেন :
....Mahammad Takky Khan attacked them (the English) .... He had two horses killed under him and had mounted a third when a ball lodging in his forehead, he expired.—History of Bengal.

মুনশী সৈয়দ গোলাম হোসেন বলেন : —"The moment was becoming critical when a ball of canon wounded Mohammad Takky Khan in the foot and killed his horse which fell sprawling on the ground. The General without betraying any anguish mounted another and continued to advance and to exhort his men. At this moment a musket-ball entering at his shoulder came out on the opposite side. That brave man without betraying any emotion assembled the hemn of his garment and throwing it over his wound from his men still advanced. The English were on the point of retreating; but they had placed an ambuscade at the bottom of a little river which was full on his passage and the General being arrived there was looking out for a passage to come to hand-blows with them when the ambuscade men, rising at once, made a sudden discharge full in his face, overthrew numbers of his followers and lodging a bullet in his forehead that incomparable hero who was the main prop of Mir Qassim Khan's fortune hastened into entering in the middle of his slaughtered soldiers."—Siyar-ul-Mutakhkherin.

www.pathagar.com

হারামে'র জন্মগ্রহণে যখন বঙ্গভূমি কলঙ্কিত—দেশের লোক যখন স্বাধীনতার ও প্রভুভক্তি বিস্মৃত, তখন মুহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুর এইরূপ অপূর্ব আত্ম-ত্যাগ, অলৌকিক বীরত্ব, অদ্ভুত দেশপ্রেম ও অতুলনীয় প্রভুভক্তি প্রদর্শন করেন।

হলদিঘাটে রানা প্রতাপের বীরত্ব ও দেশপ্রেম তকি খাঁর বীরত্ব ও স্বদেশ-প্রীতির তুল্য নহে। মেবারের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপের স্বদেশবাসীরা একযোগে তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হয়; কিন্তু কাটোয়ার রণক্ষেত্রে তকি খাঁর সেনা-নায়কেরা সসৈন্যে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করে। শুধু নিজ সৈন্যগণের ও নিজের বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি ইংরেজ দলনে অগ্রসর হন। তকি খাঁর ন্যায় সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে প্রতাপ সিংহ বিপুল তুর্ক বাহিনীর সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেন কিনা সন্দেহ। থার্মাপলীর গ্রীক বীর লিও-নিডাসের আত্মবিসর্জন অপেক্ষা তকি খাঁর আত্মত্যাগ কোন অংশেই ন্যূন নহে। তাঁহার ন্যায় তকি খাঁও মুষ্টিমেয় অনুচরসহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে শত্রু-হস্তে আত্মোৎসর্গ করেন।

হলদিঘাট ও থার্মাপলী তীর্থ-স্থানে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু কাটোয়া অজ্ঞাত রহিয়াছে! প্রতাপ ও লিওনিডাসের নাম আজ জগদ্বাসীর নিকট কত পরিচিত; তাঁহাদের বীরত্ব আত্মত্যাগ লইয়া কত কাব্য, মহাকাব্য পর্যন্ত রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববাসী তো দূরের কথা, যে বাঙ্গালীর জন্য তকি খাঁ বাহা-দুর আত্মবিসর্জন করেন, তাহারা আজ তকি খাঁর নাম পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, স্কট, মেলিসন* প্রভৃতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে যে তকি খাঁর বীরত্ব, প্রভুভক্তি ও দেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সমসাময়িক ঐতিহাসিক যাঁহাকে 'অতুলনীয় বীর' বলিয়া অভি-হিত করিয়াছেন, বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক তাঁহাকেই 'পাপিষ্ঠ', 'স্ত্রী-ঘাতক' ও 'অবিশ্বাসী' আখ্যা দিয়া, বারবনিতা দলনীর দ্বারা পদাঘাত খাওয়াইয়া, ইংরেজ কর্তৃক নওয়াব-শিবির আক্রমণকালে তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় তথায় বসাইয়া রাখিয়া ও অবশেষে মীর কাসিমের তরবারির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়া তাঁহার অপূর্ব

---

* তকি খাঁ কত বড় বীর ছিলেন, পরবর্তীকালে গিরিয়ার যুদ্ধে নওয়াব সৈন্যের পরাজয়ের কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া মেলিসন তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন: It wanted one man, a skilful leader, such a man as Mohammad Takky Khan....to make success, humanly speaking, absolutely certain. It had not that man...."

Vide Colonel Malleson, Decisive Battles of India, Page 160.

www.pathagar.com

স্বদেশ-হিতৈষিতা, আত্মত্যাগ ও প্রভুভক্তির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন! ইতিহাসের মহা-মানুষ উপন্যাসে উঠিয়া একেবারে পশু বনিয়া গিয়াছেন! আর অকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী সেই ঔপন্যাসিককেই "সাহিত্য-সম্রাট" বলিয়া প্রতি বৎসর তাঁহার স্মৃতি-পূজার বন্দোবস্ত করত নিজদিগকে চির-কৃতার্থ মনে করিতেছে! জানি না, কৃতঘ্নতার ইহা অপেক্ষা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিশ্ব-ইতিহাসে আর আছে কিনা!

তকি খাঁর অপূর্ব বীরত্ব ও দেশপ্রেম শত্রুরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি ও প্রভুভক্তির দৃষ্টান্তের তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল। বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম থাকিলে কটোয়া প্রান্তর, হলদিঘাট ও থার্মাপলীর ন্যায় তীর্থ-স্থানে পরিণত হইত। বাঙ্গালায় প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ কবি, নাট্যকার, ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক থাকিলে বাঙ্গালার কাব্য, মহাকাব্য, নাটক, ইতিহাস ও উপন্যাস মহাবীর মুহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুরের অতুল বীরত্ব, স্বদেশ-হিতৈষণা, আত্মত্যাগ, স্বজাতি প্রেম ও প্রভুভক্তির কথা নিরন্তর ঘোষণা করিত। প্রতাপ সিংহ ও লিওনিডাসের ন্যায় তকি খাঁর নামও আজ দেশবাসীর কন্ঠে ভক্তিভরে উচ্চারিত হইত।

বাঙ্গালার নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ সম্বন্ধে সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "বাংলার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্ক-কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সৌভাগ্য-বশে যে দুই এক জনের ললাট কলঙ্ক-মুক্ত, তাঁহাদিগের কথাও এদেশের লোকে সহজে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। নচেৎ মুহাম্মদ তকি খাঁর ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বীরপুরুষের নামে উপন্যাসে কলঙ্ক সংযোগের সাহস হইত না। এরূপ বীর-চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতেও যাহাদের হৃদয় কিছুমাত্র ব্যথিত হয় না, সেই দেশেই জন-সাধারণের নিকট উপন্যাস অকৃত্রিম উৎসাহ লাভ করিয়াছে ; সেই দেশেই রঙ্গ-মঞ্চ করতালি-ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে.........ইহা কেবল এই দেশের সম্ভব হইয়াছে। মুসলমান সমাজের দেহে প্রাণ থাকিলে, এদেশেও তাহা সম্ভব হইত না। তকি খাঁর শরীরে বহুজন-সমক্ষে বার-বনিতার পদাঘাত,—বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির দুরপনেয় কলঙ্ক।"

একজন বিজাতীয় লেখকের এরূপ মন্তব্যের পরেও কি বাঙ্গালার মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গিবে না?

www.pathagar.com

অসীম ধর্মানুরাগ

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রবল পরাক্রমে সাড়ে দশ বৎসর কাল মুসলিম জগতের শাসন-দন্ড পরিচালনা করিয়া মিসর ও পারস্যে ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া এই মহাপ্রাণ বীরপুরুষ দুস্ত-ঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। তাঁহার স্থলে হযরত উসমান (রাঃ) ইসলাম-তরণীর কর্ণধার নিযুক্ত হন (৬৪১ খৃঃ)।।

মহাবীর হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর বীরত্বে মিসর দেশ রোমক শাসন-মুক্ত হইয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। খলীফা উমর (রাঃ) তাঁহাকে বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ বিজিত রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করেন। হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা হইয়াই আমরকে মদীনায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্নে-সা'দ মিসরে নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া কায়রো যাত্রা করিলেন।

বীরবর আমর রোমকদের গর্ব খর্ব করেন। তাঁহার মিসরে অবস্থানকালে তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলনে সাহসী হয় নাই ; রোমক সম্রাটও মিসরে বৃথা অভিযান প্রেরণ করিয়া স্বীয় অপমানের ভার বৃদ্ধি করেন নাই। আমরের মিসর পরিত্যাগ-সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পাইলেন। অসংখ্য সৈন্যসহ সেনাপতি ম্যানুয়েল মুসলিম বিতাড়নে প্রেরিত হইলেন। রোমক সেনাপতি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করিলেন। নগর-বাসী খৃস্টানগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার বিজয় লাভের সুবিধা হইল। আমর কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারের চারি বৎসর পরে পুনরায় উহা গ্রীক সম্রাটের হাতে আসিল। মিসরের সমগ্র ভূ-খন্ড রোমকদের চির-পরিচিত ; কিন্তু আবদুল্লাহ্ তথায় নবাগত। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দেশে তিনি রোমক বাহিনী বিতাড়িত করিবার যথোচিত উপায় অবলম্বনে সমর্থ হইলেন না। পক্ষান্তরে মিসর সম্বন্ধে আমরের পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার পতনে মিসরবাসীরা তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিল। আমরকে পুনরায় মিসরে প্রেরণ করিবার জন্য তাহারা খলীফার নিকট আবেদন করিল। এই ঘটনায় খলীফাও স্বীয় ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন। ফলে অবিলম্বে মহাবীর আমর পুনরায় মিসরে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার আগমনে ঘটনা-স্রোত সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইল।

www.pathagar.com

ভীষণ যুদ্ধে শোচনীয়রূপে পরাভূত হইয়া ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যসহ রোমক সম্রাটের খ্যাতনামা সেনাপতি নৌপথে কনস্টান্টিনোপলে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে মিসরে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইলে খলীফা পুনরায় আবদুল্লাহ্‌কে মিসরের শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। পূর্ব পরাজয়ে অপমান-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে জাগরূক ছিল। তিনি মিসরের পশ্চিম প্রান্তস্থ অজ্ঞাত দেশসমূহ স্বাধিকারভুক্ত করিয়া স্বীয় কলঙ্ক দূর করিতে মনস্থ করিলেন। অবিলম্বে চল্লিশ সহস্র সৈন্য লিবিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া ত্রিপলীর সন্নিকটে উপস্থিত হইল। এক দল রোমক সৈন্য নগরবাসীদের সাহায্যার্থ আগমন করিতেছিল। তাহারা মুসলমানদের হস্তে সমূলে ধ্বংস হইল। আবদুল্লাহ্ সসৈন্যে ত্রিপলী অবরোধ করিলেন। কিন্তু নগর অধিকারের পূর্বেই তাঁহাকে এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল।

আফ্রিকা মহাদেশস্থ তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ এত সহজে মুসলমানদের হাতে তুলিয়া দেওয়া কনস্টান্টাইনের ইচ্ছা ছিল না। মুসলিম বাহিনী পর্যুদস্ত করিবার জন্য সেনাপতি গ্রেগরী এক লক্ষ* সুসজ্জিত সৈন্যসহ ত্রিপলী যাত্রা করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে আবদুল্লাহ্‌কে নগর পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক সেনাপতির সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

ত্রিপলীর বিশাল বালুকাময় প্রান্তরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রত্যহ সূর্যোদয় হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত যুদ্ধ হইত। সূর্য মধ্যগগনে উপনীত হইলে রণভূমির বালুকা-রাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। তখন উহার উপর পদ ধারণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। তজ্জন্য উভয় পক্ষকেই বাধ্য হইয়া রণে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে কিছুদিন ভীষণ সংগ্রাম চলিল। কিন্তু জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। সৈন্যগণের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও আরব বাহিনী পর্যুদস্ত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া গ্রেগরী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি বিপক্ষ সৈন্যদলকে নেতৃহীন ও নিঃসহায় করিয়া তাহাদের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে এক অপ-কৌশলজাল বিস্তার করিলেন।

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রোমক সেনাপতির নাম 'গ্রেগিয়াস' ও রোমক সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার। আমরা এস্থলে 'মিলস্'-এর মতের অনুসরণ করিলাম। গ্রীক সৈন্য-সংখ্যা এক লক্ষ ধরিলেও উহা ছিল মোস্‌লেম সৈন্যের আড়াই গুণ।—লেখক

www.pathagar.com

গ্রেগরীর যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শিনী এক অতুল রূপ-লাবণ্যবতী দুহিতা ছিল।* তিনি যখন তাঁহার পিতার সহকারিণীরূপে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন, তখন উভয় পক্ষের যুবক সৈন্যেরা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত। গ্রেগরী ঘোষণা করিলেন, কি গ্রীক, কি মুসলমান, যে কেহ আবদুল্লাহ্‌র কর্তিত মস্তক তাঁহাকে আনিয়া দিবেন, তিনিই তাঁহার কন্যা-রত্ন লাভের অধিকারী হইবেন। তদুপরি তিনি এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। এই ঘোষণা-বাণী শ্রবণে কামিনী-কাঞ্চন-লুব্ধ গ্রীক সৈন্যেরা আবদুল্লাহ্‌র জীবননাশে প্রাণ-পণে চেষ্টিত হইল ; কিন্তু সফলকাম হইতে পারিল না।

গ্রেগরী মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যেরা বিপক্ষ সেনাপতির প্রাণবধে অসমর্থ হইলেও অন্ততঃ কোন মুসলিম সৈন্য সেই অমূল্য পুরস্কার-লোভে আবদুল্লাহ্‌র প্রাণনাশ করিবে। কিন্তু গ্রীক সেনাপতি আরব চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন। ভোগ-বিলাস ও লোভ-লালসা তখনও মুসলমানদের হৃদয়ে আদৌ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। আবদুল্লাহ্‌র ছিন্নমস্তক গ্রীক শিবিরে প্রেরণ দূরের কথা, যাহাতে শত্রু সৈন্যের হাত হইতে তাঁহার জীবন নিরাপদ থাকে, তজ্জন্য তাহারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিল। সেনাপতির মৃত্যুতে যে তাহাদের পরাজয় অনিবার্য, তাহা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল। তাই সৈনিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধে আবদুল্লাহ্ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আরব সৈন্যদলে জুবাইর নামে এক বিখ্যাত রণ-নিপুণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবদুল্লাহ্‌র সাহায্যার্থ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। জুবাইর দেখিলেন, আরব সৈন্যেরা বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি চতুর্দিকে সেনাপতির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের কোথাও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। অবশেষে জুবাইর অবগত হইলেন, আবদুল্লাহ্ জীবনাশঙ্কায় শিবিরে অবস্থান করিতেছেন।

ত্রিপলী প্রান্তরে আফ্রিকার উপর গ্রীক-মুসলিমের ভাগ্য-পরীক্ষা চলিতেছে, আর আরব সেনাপতি শিবিরে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন! প্রবল ক্ষোভে ও ক্রোধানলে জুবাইরের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ

* দুঃখের বিষয়, আমরা এই মহিলার নাম সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কি মিল্‌স, কি অক্‌লী, কি বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ সকলেই তাঁহার নাম সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক।—লেখক

www.pathagar.com

যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগামী অশ্বারোহণে সেনাপতির শিবিরে উপনীত হইলেন। জুবাইর আবদুল্লাহ্‌কে সেখানে উপবিষ্ট দেখিয়া তীব্র ভর্ৎসনার সহিত বলিলেন, "ছিঃ, ছিঃ, শিবিরই কি মুসলিম সেনাপতির যোগ্যস্থান?" জুবাইরের তিরস্কার বাক্যে আবদুল্লাহ্‌ তাঁহাকে গ্রীক সেনাপতির ঘোষণার বিষয় অবগত করাইয়া বলিলেন, এই ব্যাপারে তিনি নিরপরাধ। বন্ধু-বান্ধবগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে শিবিরে অবস্থান করিতে হইতেছে। নির্ভীক জুবাইর উত্তর করিলেন, "নিশ্চিতই আপনি অপরাধী। বন্ধুবর্গের কাপুরুষোচিত উপদেশের বশবর্তী হওয়াই আপনার অপরাধ। এইভাবে শিবিরে বসিয়া থাকায় আপনার ভীরুতাই প্রকাশ পাইতেছে। গ্রীক সেনাপতি আপনার মস্তকের মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, আপনিও গ্রেগরীর মস্তকের মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া মুসলিম সৈন্য-মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিন যে, যিনি গ্রেগরীর মস্তক আনয়ন করিবেন, তিনিই তাঁহার বন্দিনী কন্যা ও লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। বীরবর জুবাইরের এই বাক্যে আবদুল্লাহ্‌র জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি তখনই জুবাইরসহ দ্রুতবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া ঘোষণা করিলেন, যে বীর পুরুষ গ্রেগরীর মস্তকচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে গ্রেগরী-দুহিতা ও এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

এই ঘোষণায় আরব সৈন্যদলে অত্যন্ত উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাহারা বহু চিন্তা করিয়া অবশেষে রোমক বাহিনী বিধ্বস্ত করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিল। পরদিন প্রাতঃকালে উভয় পক্ষে যথারীতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু এদিন আরব সৈন্যের একাংশ মাত্র যুদ্ধে যোগদান করিল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা জুবাইরের পরামর্শে শিবিরের ভিতরে লুকাইয়া রহিল। পক্ষান্তরে সমুদয় রোমক সৈন্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ফলে আরব বাহিনীর এক বৃহদাংশ সম্পূর্ণ ক্লান্তিহীন ও সতেজ অবস্থায় অবসরের প্রতীক্ষায় রহিল।

ত্রিপলীর ভীষণ মরু-প্রান্তর। মধ্যাহ্ন-সূর্য-কিরণে বালুকণাসমূহ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ঊর্ধ্বে প্রচণ্ড মার্তণ্ড-তাপ, নিম্নে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বালুকারাশি। সৈন্যদল সে প্রখর তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল। রণ-ক্লান্ত আরব ও গ্রীক সৈন্যেরা অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ-সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। রোমকেরা ক্ষণস্থায়ী বিশ্রাম লাভ করুক, ইহা জুবাইরের ইচ্ছা ছিল না; তিনি তাহাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম দানে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। সংগ্রাম-নিয়োজিত ক্লান্ত আরব সৈন্যেরা শিবিরে প্রত্যাবর্তন

www.pathagar.com

করিবা মাত্র যে সব সৈন্য যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহারা জুবাইরের ইঙ্গিতে লুক্কায়িত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার অধিনায়কতায় রোমক শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

অসময়ে আরবদের এরূপ অপ্রত্যাশিত যুদ্ধ-যাত্রায় রোমকদের বিস্ময় ও আশঙ্কার সীমা রহিল না। তাহারা সত্বর অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া আরবদিগকে বাধা দান করিবার জন্য শৃঙ্খলা সহকারে দণ্ডায়মান হইল ; কিন্তু কোনই ফলই লাভ করিতে পারিল না। শ্রান্ত গ্রীক সৈন্যেরা ক্লান্তিহীন আরব বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রোমক শিবির বিধ্বস্ত ও বহু সহস্র গ্রীক হতাহত হইল। স্বয়ং সেনাপতি গ্রেগরী যুদ্ধে নিহত হইলেন। নিহত রোমকদের শোণিতে বিশুষ্ক মরুভূমির দীর্ঘকালের তৃষ্ণা নিবারিত হইল। যাহারা কোনরূপে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল তাহারা পলায়ন করিয়া সুজেতলা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বীরবর জুবাইরও সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। নগর-প্রাচীর তাহাদের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিল ; কিন্তু বিজয়োদ্দীপ্ত মুসলিম সৈন্যের সম্মুখে সে বাধা টিকিতে পারিল না। প্রথম আক্রমণেই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও নগর অধিকৃত হইল। গ্রেগরীর বীর-দুহিতা বীরত্ব-ব্যঞ্জক বাক্যে স্বীয় সৈন্যগণকে উদ্দীপ্ত করিয়া কিয়ৎকাল মুসলমানদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিলেন। কিন্তু তাঁহার বীরত্ব তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি আরব সৈন্যের হাতে ধরা পড়িলেন। ধ্বংসাবশিষ্ট গ্রীক সৈন্যেরা শত্রুহাতে নিহত বা বন্দীকৃত হইল। রোমকদের ধনাগারও তাহাদের দখলে আসিল ; আবদুল্লাহ্ সমুদয় অর্থই বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ঐ অর্থরাশির পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, প্রত্যেক অশ্বারোহী দুই ও প্রত্যেক পদাতিক এক সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে আবদুল্লাহ্র হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধিত হইল। পক্ষান্তরে ত্রিপলী ও সুজেতলায় মাত্র চল্লিশ সহস্র মুসলিম সৈন্য হাতে রোমক সম্রাটের এক লক্ষ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্য সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কেবল এশিয়ার শস্য-শ্যামল ভূভাগে নয়—কেবল বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য ও আরব উপদ্বীপে নয়—সুদূর আফ্রিকার অনন্ত-বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমিতেও ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রোমক সম্রাটের সৌভাগ্য-রবির চির-অস্তগমন ঘোষণা করিল।

যুদ্ধ শেষে আবদুল্লাহ্ গ্রেগরী-হত্যাকারীকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার গ্রহণার্থ আহবান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আহবান ব্যর্থ হইল। কেহই পুরস্কার দাবী

www.pathagar.com

করিতে অগ্রসর হইল না। মানুষ কিরূপে এরূপ বিপুল লোভ সংবরণ করিতে পারে, ইহা ভাবিয়া আবদুল্লাহ্ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু গ্রেগরী-হত্যাকারী দীর্ঘকাল আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঘটনা-চক্রে পরিশেষে তাঁহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল।

অন্যান্য সৈনিকের সহিত বীরবর জুবাইরও তথায় উপস্থিত ছিলেন। গ্রেগরী-দুহিতা বন্দিনীভাবে আবদুল্লাহ্‌র নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। সহসা জুবাইরের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্রই পিতৃশোকাতুরা কন্যা বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিল, জুবাইরই গ্রেগরীর হত্যাকারী। বিপুল অর্থ ও অনুপম লাবণ্যময়ী ললনার প্রতি তাঁহার এবংবিধ বীতস্পৃহা দর্শনে বিস্মিত হইয়া আবদুল্লাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন আপনার বিজয়-লব্ধ ন্যায্য প্রাপ্য দাবী করিতেছেন না?" ইহা শুনিয়া ধর্মপ্রাণ বীর-পুরুষের মহান হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছি। কোন প্রকার হীন-উদ্দেশ্য-প্ররোচিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই নাই। আফ্রিকার ধর্মজ্ঞানহীন অশিক্ষিত মরুবাসীর অন্ধকার হৃদয় ধর্মালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্যই আমি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলাম। আমার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে। ত্রিপলীর দুর্গ-শীর্ষ হইতে খৃস্টানের ক্রুশ-চিহ্ন অন্তর্হিত হইয়া তথায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে। ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। গ্রীক সেনাপতি আমার হস্তে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বলিয়া আপনি আমাকে যে পুরস্কার প্রদান করিতে চাহিতেছেন, আপনার সেই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব পুরস্কার অপেক্ষা ইহা শত সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।" এই বলিয়া ধর্মাত্মা জুবাইর সেই বিপুল বৈভব ও সুন্দরী রমণী-রত্ন অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন।* সেনাপতি ও উপস্থিত জনমণ্ডলী তাঁহার এই নিঃস্বার্থ ধর্মানুরাগ ও নির্লোভ প্রকৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দর্শনে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ তজ্জন্য স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মহাগ্রন্থ কুরআনের কঠোর আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন না। ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশে বাধ্য হইয়া জুবাইরকে পরিশেষে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা

* "Why do you not claim the rich reward of your conquest? Inquired Abdullah in astonishment at the modesty or indiffernce of Zobeir at the sight of so much beauty. "I fight." replied the euthusiast, "for glory and religion, and despise all ignoble means."—

Ockley, History of the Saracens, 274.

www.pathagar.com

সত্ত্বেও ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইল। কেবল তাহাই নহে, আবদুল্লাহ্ ধর্মানুরাগ ও সামরিক প্রতিভার প্রতি আরও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সমুদয় সেনানায়কের মধ্যে একমাত্র জুবাইরই মহামান্য খলীফাকে ত্রিপলী বিজয়ের সু-সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য মদীনায় প্রেরিত হইলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ জুবাইরের ধর্মপ্রাণতা অনুপম। স্বর্ণের চাকচিক্য, রমণীর অতুল সৌন্দর্য, কিছুই তাঁহার ধর্মময় বীর-হৃদয় বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার ধর্ম-ভাবের নিকট সমুদয় লালসাই সমুদ্র-স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। পুরস্কার গ্রহণার্থ সেনাপতির আহ্বান-বাণী শ্রবণেও তিনি নিজকে গ্রেগরীর হত্যাকারী বলিয়া দাবী করেন নাই। দৈবক্রমে তাহার কৃতকার্য্য প্রকাশিত না হইলে তিনি যে কিছুতেই প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে আত্ম-প্রকাশ করিতেন না, তাহা ধ্রুব-নিশ্চিত।* শাসন কর্তার আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। যদি থাকিত, তবে তিনি সে পুরস্কার আদৌ গ্রহণ করিতেন না। যে তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার যে অসীম ধর্মানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে, ইসলামের ইতিহাসেও তাহার তুলনা বিরল।

ইসলামের স্বর্ণ-যুগে মুসলিম জাতির হৃদয় এইরূপ নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। এইরূপ ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়াই সে যুগের মুসলমানেরা বিপুল বিভব, সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য ও অমর যশের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। আজ আর সে দিন নাই, ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের সে ধর্মভাবও নাই। আজ মুসলমানেরা তাহাদের সুবিমল ধর্ম-প্রেম অধর্ম-জলে বিসর্জন দিয়া

---

* জুবাইর পরিশেষে প্রতিশ্রুতি পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। মিল্স্ বলেন, "The general of the Saracens, however, forced upon the reluctant chief the virgin and the gold." অর্থাৎ তাঁহার মতে সারাসেন-সেনাপতি জুবাইরকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই কুমারী ও অর্থ গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন।' আকলী এ বিষয়ে একেবারে নীরব। তিনি মিল্সের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা বরাবর মিল্সের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং এস্থানেও তাঁহারই মত গ্রহণ করিলাম। বাধ্য-বাধকতার উপর লোকের কোন হাত নাই। জুবাইর যখন বাধ্য হইয়াই সেই পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে তাঁহার ধর্মানুরাগের আদৌ কোন হানি হয় নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বরং ঐ আদেশ পালন না করিলে সেনাপতির অবাধ্যতা-দোষে জুবাইরকে দোষী হইতে হইত।—লেখক

www.pathagar.com

জড়বৎ বসিয়া আছে। ধর্মের নামে আজ আর তাহাদের হৃদয় পূর্বের মতো নাচিয়া উঠে না ; ধর্মের জন্য আজ আর তাহাদের হৃদয়-শোণিত সেরূপ উষ্ণ হয় না, ধর্মের জন্য আজ আর তাহাদিগকে সে যুগের মতো স্বার্থ বিসর্জন করিতে দেখা যায় না। যে জাতি ধর্ম-ভাব বিবর্জিত, সে জাতির অবনতি না হইলে বিধাতার ন্যায় বিচারে যে কলঙ্ক স্পর্শিবে। যতদিন না মুসলিম জাতি আবার ধর্ম-বলে বলীয়ান হইবে, ততদিন তাহারা অবনতির অন্ধকারতম গর্ভে নিপতিত থাকিবে ও ঘৃণিত জীবন যাপন করিবে, ইহাই পরম ন্যায়-বিচারক সৃষ্টিকর্তার ন্যায়-ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

বিশ্ব-সভ্যতায় আরবের দান

একজন বিখ্যাত জার্মান লেখক বলেন, "মানব জাতির ইতিহাসে স্বীয় ছাপ মুদ্রিত করা যাবতীয় ধর্মেরই প্রধান বিশেষত্ব। ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, পয়গম্বর ও ভবিষ্যদ্বক্তাগণ তাঁহাদের সম-সাময়িক যুগ ও জাতির সভ্যতায় স্ব স্ব অংশের অভিনয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ইসলাম যেরূপ দ্রুতবেগে ও অকপটে বিশ্ব-মানবের মর্মস্পর্শী মহাপরিবর্তন সাধন করিয়াছে, জগতের অন্য কোন ধর্মই সেরূপ করিতে পারে নাই—হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যেরূপ তাঁহার যুগ ও জাতির সর্বময় নেতা হইতে পারিয়াছিলেন, জগতের অপর কোন নব ধর্ম-প্রবর্তকই সে-রূপ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।"* তিনি তাঁহার অধিকাংশ ধর্মমতের জন্য ইহুদী ও খৃস্টানদের নিকট ঋণী, এই বলিয়া আপত্তি উঠিতে পারে। কিন্তু ইসলাম নূতন ধর্ম নহে ; ইহা প্রধানত পূর্ববর্তী ধর্মগুলিরই সংস্কারকৃত ও প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তিত সংস্করণ। কাজেই এই মত টিকিতে পারে না।

তথাপি তর্কের খাতিরে তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্বে বহু শতাব্দী পর্যন্ত কেহই ঐ সকল মতের শক্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। কেবল হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-ই উহাদের সত্যতা উপলব্ধি করিতে ও উহাদিগকে একটি নবীন ধর্মশক্তিতে পরি-ণত করিতে সমর্থ হন। অজ্ঞতার গভীরতম গহ্বর হইতে আরবদিগকে ইতি-হাসের রঙ্গমঞ্চে আনয়ন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে একটি বিরাট শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন। পাঁচ শতক পর্যন্ত তাঁহারা শিক্ষা ও সভ্যতা ক্ষেত্রে সমগ্র জগতের নেতৃত্ব করেন। এশিয়ায় ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, পারস্য, তুর্কি-স্তান, আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান, আজারবাইজান, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, প্যালে-

---

* "....never, in so rapid and direct a manner, has any religion achieved such world affecting changes as Islam has achieved. And never has the setter-forth......a new religion been so complete a master of his time and people as Muhammed was"—Prof. Joseph Hell. Die kuther der Araber, translated under the name of "Arab Civilization" by S. Khuda Bakhsh. M. A. B. C. L., Bar-at-law, pages 16.

www.pathagar.com

স্তান, এশিয়া মাইনর ও আরব দেশ; আফ্রিকায় মিসর, নিউবিয়া, সুদান, ত্রিপোলী, মরক্কো, বার্কা, আলজিরিয়া ও তিউনিস এবং ইউরোপে গ্রীস, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টেনিগ্রো, সার্ভিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক, দক্ষিণ রুশিয়া, স্পেন ও পর্তুগাল হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) অনুসারীদের পদানত হয়; ভূমধ্য-সাগর, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জে—এমন কি ফ্রান্স, ইতালী ও সুইজারল্যান্ডের কিয়দংশেও তাঁহারা আধিপত্য বিস্তার করেন। গ্রীক, রোমান, পারসিক, পার্থিয়ান, কার্থেজেনিয়ান প্রভৃতি জগতের কোন প্রাচীনতর সভ্য জাতিই এত অল্প সময়ে এত বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মতের শক্তি ছিল এতই প্রবল।

কেবল তাহাই নহে, এই মহানবীর মৃত্যুর পর তাঁহার অনুগামিগণের হাতে যে সভ্যতার বিকাশ হয়, তদানীন্তন ইউরোপীয় সভ্যতা অপেক্ষা তাহা ছিল বহুগুণে উন্নত।* জগতের কোন প্রাচীনতর সভ্যতাকেই উহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না।** গ্রীক ও পারসিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ তাঁহাদের ভিত্তি। কিন্তু তাঁহারা উহার প্রভূত প্রসার সাধন করেন। শাসনকার্যে মুসলমানদের ব্যবস্থা ছিল অতি উৎকৃষ্ট। লেনপুল বলেন, "তাঁহারা প্রায় সোজা আরব মরুভূমি হইতে বাহির হইয়া আসেন; বিস্ময়কর দ্রুত বিজয়ের দরুণ বিদেশী জাতিসমূহকে বশ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিবার অবসর তাঁহাদের ঘটে নাই বলিলেই চলে। এমতাবস্থায় কিভাবে যে তাঁহারা তাঁহাদের আশ্চর্যজনক শাসন-প্রতিভা লাভ করেন, তাহা বলা কঠিন। তাঁহাদের মন্ত্রীদের কয়েকজন ছিলেন গ্রীক ও স্পেনীয়; কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না; কারণ, এই সকল উপদেষ্টা অপর কোথাও অনুরূপ ফল প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; স্পেনের যাবতীয় শাসন-কুশল ব্যক্তিবর্গের বুদ্ধি-সমষ্টিও গথ-শাসনকে প্রজাবর্গের জন্য 'চলনসই' করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের অধীনে প্রজাবর্গ মোটের

* "During the five centuries following Mohammed's death there was produced among his followers a civilization far in advance of anything in Europe."—O. J. Thatcher ph. D. and F. Schwill Ph. D: A general History of Europe, vol. I, Pages 172.

** "....in serveral of the countries which they took possession, specialy in Babylonia and Spain,, there developed a civilization which......far surpassed any that the world had yet seen.'—Myers : Mediaeval and Modern History, pages 54.

www.pathagar.com

উপর সন্তুষ্ট—বিজাতি ও বিধর্মী রাজার অধীনে যতদূর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, ততদূর সন্তুষ্ট—এবং নামতঃ তাহারা নিজেদের যে ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিত, সেই ধর্মাবলম্বী রাজগণের শাসনকাল অপেক্ষা অনেক অধিক সন্তুষ্ট ছিল।'* খৃস্টান ইউরোপ যখন পরমত-সহিষ্ণুতা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল—'কাথলিক' খৃস্টানেরা যখন ইহুদী ও 'প্রটেস্ট্যান্ট'দিগকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিত, মুসলমানেরা তাহার বহু শতাব্দী পূর্বেই হযরতের দৃষ্টান্ত অনুসরণে যিজয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দু, ইহুদী, খৃস্টান, পারসিক ও বার্বার-দিগকে ধর্মমত স্বাধীনতা দান ও বাধ্যতামূলক সামরিক কাজ হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। কাজেই তরবারি-বলে ইসলাম প্রচার মিথ্যা কথা।**

তাঁহাদের কর গ্রহণ-পদ্ধতি ছিল অতি উৎকৃষ্ট। সাধারণতঃ অ-মুসলমান-দিগকে 'খেরাজ' (খাজানা) দিতে হইত ; মুসলমান প্রজাদের 'ওশর' বা উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ লাগিত ; এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে 'যাকাত' (আয়কর) ও 'সদ্কা' দিতে হইত। অ-মুসলমানদের এগুলি লাগিত না।

তাঁহারা পুরাতন রাজপথসমূহ মেরামত ও নূতন রাজপথ নির্মাণ করিয়া রাজধানীর সহিত সাম্রাজ্যের সর্বাংশের সংযোগ সাধন করেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাক-প্রথাও গড়িয়া উঠে ; মানুষের ডাক ভিন্ন ঘোড়ার ডাক ও কবুতরের ডাকও প্রবর্তিত হয়। তাঁহারা এক অভিনব স্থাপত্য-পদ্ধতির সৃষ্টি করেন ; গোলাকার অশ্বনালাকৃতি খিলান, গম্বুজ, দীর্ঘ ও সুদর্শন মিনার এবং অন্তর্ভাগের সৌন্দর্যাধিক্য ইহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের প্রাসাদরাজির সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যাপারেই অত্যধিক মার্জিত রুচি ও সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাদি—আলহামরা, কুতুব মিনার, তাজমহল এবং দিল্লী, দামেস্ক ও কর্দোভার বড় মসজিদ আজও জগতের বিস্ময় ও ঈর্ষার উদ্রেক করিতেছে।*** পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ হইতে শত-সহস্র পর্যটক অদ্যাপি দীর্ঘ পথ অতিবাহন ও বিপুল অর্থব্যয় করিয়া ইসলাম-সন্তানদের অতীত কীর্তি-রাজি দর্শনের জন্য আগমন করিতেছে।

খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই মুসলমানেরা আরব ও বিজিত প্রদেশসমূহে সর্বসাধারণের শিক্ষার্থে মক্তব-মাদ্রাসা (বিদ্যালয়) স্থাপন করেন। অথচ গ্রীক,

---

* Prof. Stanely Lane poole, M. A., D. Litt. : Moors in Spain, 43.

** "In the face of these facts, their is no question of propagation of Islam by the sword."—Joseph Hell, 44.

*** "..their architectural remains are still the wonder and envy of the world."—Thatcher and Schwill, I, 172,

www.pathagar.com

রোম, কার্থেজ, পারস্য বা প্রাথমিক খৃস্টান-জগৎ এ বিষয়ে কোনই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই।* ইউরোপে যখন গির্জা ও মঠ ব্যতীত অপর কোন শিক্ষাগার ছিল না, তাহার শত শত বৎসর পূর্বে মুসলমানেরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।** কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এগুলি ছিল ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। সাধারণতঃ মসজিদেই বিশ্ব-বিদ্যালয় বা বিদ্বানমণ্ডলীর অধিবেশন হইত ; স্বাধীনভাবে তথায় সর্বপ্রকার প্রশ্নের আলোচনা চলিত। ইহাদের মধ্যে কর্দোভা, কায়রো ও বাগদাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত। প্রাচীনকালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্ততঃপক্ষে ১২০০০ ছাত্র তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিত। ইহা অদ্যাপি আল-আজহার মসজিদে বিদ্যমান আছে ; ২৮০০০ ছাত্র আজিও সেখানে বিনা-ব্যয়ে অধ্যয়ন করিতেছে।

মুসলমানেরা কুতুবখানা (লাইব্রেরী) বা পুস্তকাগার গঠন করেন ; তন্মধ্যে কয়েকটিতে কয়েক লক্ষ পুস্তক ছিল। কেবল রাজন্যবৃন্দই যে পুস্তক সংগ্রহে উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন তাহা নহে ; আমীরেরাও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেন। উদাহরণস্থলে স্পেনের অন্তর্গত আলমেরিয়ার উজীর ইবনে-আব্বা-সের নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার লাইব্রেরীতে চারি লক্ষ পুস্তক ছিল। ইউ-রোপের কোন খৃস্টান রাজার লাইব্রেরীতে ইহার সহস্র ভাগের এক ভাগও দেখা যাইত না। তাঁহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে—বিশেষতঃ স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দলে দলে খৃস্টান ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিত। আইন, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, অল-ঙ্কারশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ব অতি উৎসাহের সহিত অধীত হইত। নানা প্রকার অভি-ধান প্রস্তুত ও কুরআনের তাফসীর বা ভাষ্য লিখিত হয়। মুসলমানেরা ছিলেন আরিস্টটলের গ্রন্থের বিশেষ ভক্ত। প্রধানতঃ তাঁহার দার্শনিক মতই ছিল তাঁহা-দের দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি। ইতিহাস ও ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের রচিত বহু পুস্তক এবং শত শত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও জীবন-চরিত অদ্যাপি বর্তমান আছে।

---

* Joseph Hell, 47.

** In all the great cities of the Arabian Emire, ...centuries before Europe could boast anything beyond cathedral or monastic school, great universities were drawing together vast crowds eager young Moslems and creating an atmosphere of learning and refinement."—Myers, 56.

*** Dozy : Spanish Islam, pages 610.

www.pathagar.com

গ্রীকদের আবিষ্ক্রিয়া তাঁহাদের গণিতশাস্ত্রের মূল ; কিন্তু তথাকথিত 'আরবী-সংখ্যার' (Arabic numerals) উৎপত্তির বিবরণ অস্পষ্ট। আমরা যে নয়টি অঙ্ক ব্যবহার করিতেছি, বুখিয়াসের ব্যবহৃত চিহ্নের সহিত তাহার আংশিক ও গার্বার্টের জনৈক শিষ্যের ব্যবহৃত চিহ্নের সহিত তাহার আরও অধিক সাদৃশ্য ছিল। অনেকের মতে, এগুলি ভারতীয়দের, মতান্তরে স্পেনীয় মুসলমানদের আবিষ্কার। তাহাদের ব্যবহৃত 'গুবার' সংখ্যা সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু আরবদের পূর্বে 'শূন্য' (Zero) সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল ; খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুহাম্মদ ইবনে-মুসা আল-খারিজমী কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়। ইনিই জগতে সর্বপ্রথম দশমিক বিন্দু (decimal notation) ব্যবহার করেন ও সংখ্যার স্থানীয় মান (value of position) নির্দেশ করেন।* আরবদের শূন্য হইল কুসা বা বিন্দু। সাইফার (cipher) শব্দটি আরবী সিফ্‌রা (শূন্য) হইতে উৎপন্ন।

আরবেরা ইউক্লিডের জ্যামিতির বিশেষ পরিপুষ্টি সাধন করেন নাই, কিন্তু বীজগণিত প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদেরই সৃষ্টি। ইহা অদ্যাপি আল-খারিজমীর স্বনামখ্যাত গণিত-পুস্তক 'হিসাবুল জবরে'র নামানুসারে "এলজেব্রা" (Algebra) বলিয়া পরিচিত। খারিজমী প্রণীত এলজেব্রা (৮২০ খৃস্টাব্দ) ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত খৃস্টান পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। শিঞ্জিনী (sine), স্পর্শ-জ্যা (tangent) ও প্রতি-স্পর্শ-জ্যা (co-tangent) আবিষ্কার করিয়া মুসলমানেরা বর্তুলাকার ত্রিকোণমিতির (Spherical Trigonometry) প্রভৃত উন্নতি সাধন করেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে (Physics) তাঁহারা দোলকের (Pendulum) আবিষ্কার করিয়া আলোকবিজ্ঞান (Optics) সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে আল হাজানের (ইব্‌নুল-হায়সাম) আবিষ্ক্রিয়া (focus) নির্ণয়, চশমা আবিষ্কার প্রভৃতি পাশ্চাত্যে আমদানী করিয়া রজার বেকন নিজেই আবিষ্কারকের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছেন। আল হাজানের গ্রন্থ ল্যাটিন ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয় ; ঐ অনুবাদই ছিল গবেষণা কার্যে কেপলারের (Kepler) বিশ্বস্ত পথ-প্রদর্শক।* জ্যোতির্বিদ্যায় (Astronomy) আরবরা অগাধ জ্ঞান রাখিতেন। তাঁহারা কতিপয় মান-মন্দির (observatory) নির্মাণ করেন। তৎপূর্বে জগতে কোন মান-মন্দির ছিল না। তাঁহাদের প্রস্তুত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক বহু যন্ত্র অদ্যাপি আমাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। তাঁহারাই গণনা দ্বারা রাশিচক্রের কোণ

* Thatcher and Schwill, 1, 173.

www.pathagar.com

(angle of ecliptic) ও সমরাত্রিদিনের প্রাগয়ণ (Precission of the equinoxes) স্থির করেন ও পৃথিবীর গোলাকৃতি প্রমাণ করেন। জোয়ার-ভাটার আইনও তাঁদেরই আবিষ্কৃত। (Almanac) (পঞ্জিকা), Azimuth (দিগন্তবৃত্ত) Zenith (মস্তকোর্ধ্ব নভোবিন্দু), Nadir (অধঃস্থিত নভোবিন্দু) প্রভৃতি জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অসংখ্য শব্দ আরবী ভাষা হইতে গৃহীত। দুইজন প্রাচীনতম মুসলিম জ্যোতির্বিদ—অল্-ফরগানী ও অল্-বাত্তানী ইউরোপের শিক্ষাগুরু; আল্-ফ্রেগ্নাস্ ও আল বেটেনিয়াস নামে ইঁহারা সেখানে বিপুল সম্মানের অধিকারী ছিলেন।* বস্তুতঃ জ্যোতির্বিদ্যা যে উহার বর্তমান উন্নতির জন্য আরবদের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আরবেরাই চিকিৎসা শাস্ত্রকে সর্বপ্রথম প্রকৃত বিজ্ঞানে পরিণত করেন।** তাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরবিদ্যা (Physiology) অধ্যয়ন করিতেন। আরবেরা যে ভৈষজ্য-বিজ্ঞান (Materia Medica) ব্যবহার করিতেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা এখন তাহাই ব্যবহার করিতেছি। তাঁহাদের বহু চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার অদ্যাপি আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাঁহারা 'ক্লোরোফর্ম' প্রভৃতি সংজ্ঞানাশক পদার্থবলীর ব্যবহার জানিতেন; কয়েকটি কঠিনতম অস্ত্রোপচার তাঁহাদের আবিষ্কৃত। ইউরোপের খৃস্টান ধর্মধ্বজগণ যখন ঔষধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া পাদ্রীদের সম্পাদিত ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা রোগারোগ্যের ব্যবস্থা দিতেন, আরবেরা তখন প্রকৃত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।*** ভিষগ-প্রবর আর রাজীর আয়ুর্বেদ-বিশ্বকোষ 'কিতাবুল মনসূরী' দশ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। উহার নবম খণ্ড ও ইব্নে-সিনার কানুন (ব্যবস্থা) ছিল ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চিকিৎসাবিষয়ক বক্তৃতার ভিত্তি।****

তাঁহাদের উদ্ভাবনের ফলে রসায়ন-শাস্ত্রের (Chemistry) যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি

---

* Joseph Hell, 89. Ibid, 90.

**"They made medicine for first time a true science."—Myers 55; also vide, Thatcher and Schwill, 1, 17.

*** "At the time when in Europe the practice of medicine was forbidden by the church, which expected cures to be effected by religious rites performed by the clergy, the Arabs had a real science of medicine."—Thatcher and Schwill, 1, 174.

**** Joseph Hell, 91.

www.pathagar.com

সাধিত হয়। জেবার বা জাবির ইবনে হাইয়ান ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সুরাসার (Alcohol), কাষ্ঠ-ভস্ম-ক্ষারের ধাতবিক মূল (Potassium), corrosive sublimate (পারদ বিশেষ), কাষ্টিক (Nitrate of silver), যবক্ষার দ্রাবক (Nitric acid) ও গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) আবিষ্কার করেন। আয়ুর্বেদ ও রসায়নশাস্ত্রে খৃস্টানেরা মুসলমানদের নিকট হইতে সিরাপ, জুলাপ (Julep), অন্তঃসার (Elixer), কর্পূর (Camphor), সোনামুখী (Senna), রেউচিনি (Rhubarb) ও অন্যান্য সমজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার শিক্ষা করে। Alembic, Alcohol, Alkali (ক্ষার), Amalgan (মিশ্রণ), Borax (সোহাগা) প্রভৃতি রসায়ন শাস্ত্রের বহু শব্দ—এমনকি খোদ Chemistry পর্যন্ত আরবী ভাষা হইতে উৎপন্ন।* বস্তুতঃ ইউরোপে যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারের রাজত্ব— উচ্চ শ্রেণীর পাদ্রী ব্যতীত অপর সকলেই যখন গণ্ডমূর্খ, মুসলমানেরা তাহার বহু পূর্বেই যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল।**

সাহিত্য-ক্ষেত্রেও আরবদের দান সামান্য নহে। আরব্য উপন্যাস আজিও অনুকরণের অতীত। কাব্য চর্চায় তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহাদের কবিতা সম্পূর্ণ মৌলিক ; উহা আরব-প্রতিভার সুন্দর ও স্বাভাবিক বিকাশ।** * পাশ্চাত্য জগত যখন প্রেমের কবিতা কাহাকে বলে জানিত না, আরবে তখন উহার চরম উন্নতি সাধিত হয়।****

ভূগোল-শাস্ত্র তাঁহাদের নিকট চিরঋণী। খৃস্টানেরা যখন পৃথিবী সমতল বলিয়া ঘোষণা করিতেছিল, বাগদাদে তখন উহার পরিধি নির্ণীত হইয়াছিল। চন্দ্র যে সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়, তাঁহারা তাহা অবগত ছিলেন ; তাঁহারা চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের কক্ষ নির্ধারিত করেন। নীল নদীর উৎপত্তি-স্থানও তাঁহাদেরই আবিষ্কার। ইউরোপ তাঁহাদের নিকট হইতেই দিগদর্শন (compass) যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করে ;* ****

---

* Thatcher and Schwill, II, 488.

** "During ages when the most profound ingnorance reigned in Europe, and when the higher orders of the clergy alone were there capable of reading, the Arabians..had already acquired much learning,"—Dr. J. A. Conde: Arabs in Spain, vol. I, 3,

* ** Myers. 55.

**** "At the time when West knew not what love-poetry was—in Arabia it had attained its culminating point."—Joseph Hell, 54.

* **** Joseph Hell, 88-90.

www.pathagar.com

ইহার অভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর বড় বড় ভৌগোলিক আবিষ্কার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত।

কারিগরিতে নক্‌শার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যে এবং শিল্পকৌশলের পূর্ণতায় তাঁহারা ছিলেন বিশ্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুর কাজ করিতেন। বস্ত্র বয়নে অদ্যাপি কেহ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। বহুবিধ বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য অদ্যাপি মুসলিম নগরাবলীর নামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছে; মওসিল হইতে 'মস্‌লিন', দামেশ্‌ক হইতে 'দামস্ক' (বুটিদার বস্ত্র) এবং গাজা হইতে 'গজে'র উৎপত্তি হইয়াছে।* মুসলমানেরা অত্যুত্তম কাচ, কালি, মৃন্ময় পাত্র ও নানা প্রকার উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিতেন। তাঁহারাই তুলার কাগজ আবিষ্কার করেন। তাঁহারা রঙ্‌ পাকা করিবার কৌশল ও চর্ম -সংস্কারের বহুবিধ পদ্ধতি অবগত ছিলেন; তাঁহাদের কাজ সমগ্র ইউরোপে বিখ্যাত ছিল। তাঁহারা সিরাপ (Syrup), সুগন্ধিদ্রব্য (Essence) ও বস্তুর সারাংশ-মিশ্রিত সুরাদি (Tinctures) প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাদের পানিসেচন পদ্ধতি ছিল অতি উৎকৃষ্ট। তাঁহারা সারের প্রয়োজনীয়তা জানিতেন ও মৃত্তিকার গুণানুসারে ফসল বপণ করিতেন। উদ্যান-কর্ষণ বিদ্যায় তাঁহারা সকলের অগ্রণী। কিরূপে 'কলম' করিতে হয়, কি কৌশলেই বা বিভিন্ন প্রকারের নূতন নূতন ফল-ফুল উৎপন্ন করিতে হয়, তাঁহারা তাহা প্রকৃষ্টরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহারা প্রাচ্য হইতে পাশ্চাত্যে বহু বৃক্ষ ও চারার আমদানী করিয়া কৃষি-বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত গ্রন্থাদি রচনা করেন। তন্মধ্যে ইবনুল আওয়ামের গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

হিজ্‌রী প্রথম শতাব্দীর (৬২২-৭১৮ খৃস্টাব্দে) শেষভাগে খলীফারা ছিলেন পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী নরপতি। দামেস্কের রাজপ্রাসাদ হইতে যে ফরমান জারী হইত, সিন্ধু, নীল, জাক্সার্টেস (শির দরিয়া) ও টেগাস নদীর তটে তাহা সমভাবে প্রতিপালিত হইত। নবম শতাব্দী বাগদাদের খিলাফতের স্বর্ণযুগ। তৎপরে কায়রো ও কর্দোভা বাগদাদের স্থান অধিকার করে। এই নগর চতুষ্টয়ের খলীফাদের দরবারের মার্জিতাচার, জ্ঞানচর্চা, আড়ম্বর ও বিলাস দ্রব্য-সম্ভারের সহিত পাশ্চাত্যের খৃস্টান ভূপতিগণের অসভ্য ও বর্বরোচিত দরবারের কোন তুলনাই চলিত না।** তাঁহাদের সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরের রাজপথগুলি বেশ পাকা ছিল; শত শত বৎসর

---

* Myers, 55 (foot-note).

** "..the court of the Caliphs presented in culture and luxury a striking contrast to the rude and barbarous courts of the kings and princes of western Christendom."—Myers, 5.

www.pathagar.com

পরেও বিলাস-নগরী প্যারিসের রাস্তা পাকা হয় নাই। বৃষ্টির দিনে তাই দরজায় পা দিতে পা কাদায় ডুবিয়া যাইত।

শীলতা, সদাশয়তা, আথিথেয়তা, প্রতিজ্ঞাপালন, ন্যায়বিচার প্রভৃতি গুণেও আরবেরা ছিলেন তদানীন্তন কালের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।*

বহু শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানেরা বাণিজ্য-জগতে একচ্ছত্র রাজত্ব করেন। তাঁহাদের কাফেলা (বণিকদল) সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইত,—তাঁহাদের অর্ণবপোত-বহর সমুদ্র-বক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। খৃস্টানেরা যখন ঈশ্বরের দোহাই দিয়া পরস্পরের গলায় ছুরি বসাইতে ব্যস্ত, ইসলাম-সন্তানেরা তখন ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে গভীর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন। তাঁহাদের বাণিজ্যপোত বহর প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে যাতায়াত করিত। তাঁহারাই প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তাঁহারা বহুস্থানে বিরাট বাজার ও মেলা বসাইতেন; এশিয়া ও ইউরোপের সর্বাংশ হইতে বণিকদল তথায় আগমন করিতেন। চীন, ভারতবর্ষ, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, রুশিয়া ও বাল্টিক সাগরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সহিত তাঁহারা বাণিজ্য চালাইতেন; আফ্রিকার বক্ষ ভেদ করিয়া এমনকি তাঁহারা চাদ হ্রদ পর্যন্ত গমনাগমন করিতেন।

নৌ-যুদ্ধে মুসলমানেরা অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। নৌ-বহরের সাহায্যে সাইপ্রাস, রোড্স, সিসিলী, সার্দিনিয়া, কর্সিকা, ক্রীট, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি ভূ-মধ্য সাগরের প্রধান দ্বীপগুলি তাঁহাদের অধিকারে আসে। ইহার অভাবে স্পেন ও ইতালীতে অবতরণ এবং কনস্টান্টিনোপল জয় সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। ভন ক্রেমার বলেন, প্রাথমিকতম আরব নৌ-বহর ছিল বহু বিষয়ে খৃস্টানদের আদর্শ। ক্যাবল (Cable—রজ্জু), আর্সেনাল (Arsenal), ইতালীয় (Darsonal—অস্ত্রাগার), কর্ভেট (Corvette—ক্ষুদ্র রণপোত) প্রভৃতি ভূ-মধ্য সাগরের প্রধান দ্বীপগুলি তাঁহাদের অধিকারে আসে। ইহার দক্ষিণ ইউরোপের ভাষাগুলিতে বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেই ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।"** বর্তমান ইউরোপের সামুদ্রিক আইন আরবদের নিকট হইতেই গৃহীত।

মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত খৃস্টান ছাত্র—বিশেষতঃ ইহুদী ও 'ক্রুসেডার' বা খৃস্টান ধর্ম-যোদ্ধাদের সাহায্যে মুসলিম সভ্যতার অধিকাংশ

---

* "..in generosity of mind, in amenity of manners and in the hospitality of their customs, the Arabians were distingushed above all other peoples of those times"—Conde, I, 6.

** Von Kremer, quoted in Arab Civilization, 72.

www.pathagar.com

খৃস্টান ইউরোপে নীত হয়। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকও মুসলিম সভ্যতা বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেন। মুরেরা শিভালরীর নীতিমালা জানিতেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে চার্লস মার্টেল যে অশ্বারোহী সৈন্যদল (cavalry) গঠন করেন, তাহা হইতে ইহার নাম হয় 'শিভালরী' (chivalry)। ফ্রান্স হইতে ইহা সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে এবং অনতিকাল পরেই অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া দাঁড়ায়।* অতি প্রাথমিক যুগেই মুসলমানেরা প্রকৃত শিভালরীর নীতিমালা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেন।** পরবর্তীকালীন ঐতিহাসিকেরা খৃস্টানদিগকে যে শৌর্যগুণে বিভূষিত করিয়া গিয়াছেন, শত শত বৎসর পরেও সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই জন্মে নাই।

শিভালীর ন্যায় উদ্ভিদ-বিদ্যা ও ব্যবহারিক কৃষি-বিজ্ঞানেও ইউরোপ আরবদের শিষ্য ; তাঁহারাই ইউরোপকে উৎকৃষ্ট পানি-সেচন পদ্ধতি শিক্ষা দেন। বায়ু-চলিত 'ওলন্দাজ'-যন্ত্র ('Dutch wind-mill') আরবদেরই আবিষ্কার। প্রাচ্যে উহা শস্যচূর্ণ ও পানি উত্তোলন করিতে ব্যবহৃত হইত ; অবশেষে ক্রুসেডারদের দ্বারা ইউরোপে উহার আমদানী হয়। আরবদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর সভ্যতা, জ্ঞান-চর্চা, সামাজিক মানসিক সমৃদ্ধি এবং অভ্রান্ত শিক্ষা প্রথা বিদ্যমান না থাকিলে ইউরোপকে আজিও অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিতে হইত (লিওনার্ড)।

---

* Myers 88,

** Moors in Spain, 16.

www.pathagar.com

আদর্শ ন্যায়পরায়নতা

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র খৃস্টান-জগত তখন ধর্ম-যুদ্ধের নামে উন্মত্ত, খলীফাগণের প্রবল প্রতাপ গৃহের চারি দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের সম্রাট মালিক শাহের মৃত্যুতে তাঁহার সন্তানগণ পিতৃ-পরিত্যক্ত বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া আত্মকলহে নিমগ্ন। যিশুখৃস্টের সমাধি—পুণ্যভূমি জেরুজালেম নগর মুসলমানদের হস্ত হইতে পুনরুদ্ধারের নামে পশ্চিম এশিয়া দখলের জন্য খৃস্টান-জগত দীর্ঘকাল যাবত চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। তাহারা কিছুতেই এই সুবর্ণ-সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিল না। সমগ্র ইউরোপে 'ক্রুসেড' ঘোষিত হইল এবং অনতিবিলম্বে ধর্ম অপেক্ষা কামিনী-কাঞ্চন লোভে অধিকতর ব্যগ্র হইয়া লক্ষ লক্ষ খৃস্টান সৈন্য সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।* ১০৯৮ হইতে ১১২৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাহারা সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন প্রদেশের অধিকাংশ স্থান পুনঃঅধিকার করিয়া লইল ; জেরুজালেম, এডেসা, এন্টিওক, টর্টোসা, একর, সিদন, টায়ার, ত্রিপোলিস্ প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দরসমূহ ইসলাম-সন্তানগণের হস্তচ্যুত হইয়া ক্রুসেডারদের অধিকারভুক্ত হইল। ব্যভিচার, গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে অবাধ নরহত্যা চলিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ আহত, নিহত ও উপদ্রুত নর-নারীর করুণ ক্রন্দনে আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিল।**

---

* "..the spoils of a Turkish emir might..enrich the meanest follower of the camp; and the flavour of the wines the beauty of the Grecian women, were temptations more adopted to the nature than to the profession of the champions of the cross," —Gibbon, Roman empire, vol, VI, 411.

** "The Franks worked unspeakable harm to the moslems and brought desolation upon time; they spared neither orthodox, nor heretics and gave them daily to drink of the cup of death."—Lane Poole, Saladin, 33.

Also vide Gibbon, VI, 459; Ameer Ali, Saracens, 326.

একমাত্র জেরুজালেম নগরেই খৃস্টান দুর্বৃত্তরা সত্তর হাজারের অধিক এবং মার্রাতোন্নোমান নগরে লক্ষাধিক মুসলিম অধিবাসীকে হত্যা করে।

www.pathagar.com

কিন্তু কি বাগদাদের আব্বাসিয়া খলীফা, কি মিসরের ফাতিমিয়া খলীফা—কেহই খৃস্টান নর-পশুদের এই লোমহর্ষক অত্যাচার দমনে অগ্রসর হইলেন না। সুতরাং তাহাদের রাজ্যাধিকার ও অকথ্য নির্যাতন উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। মনে হইল যেন অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র নিকট-প্রাচ্য—এমন কি মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত খৃস্টানগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িবে এবং সেখান হইতে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নাম-নিশানা পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু দয়াময় বোধহয় এতদিন পরে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; তাই তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা হইতে চলিল।

ইসলামের এই বিষম বিপদে মওসিল ও মেসোপটেমিয়ার আতাবেক (শাসন-কর্তা) ইমাদুদ্দীন জংগীর হৃদয় বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রবল পরাক্রমে আসারিব ও এডেসার যুদ্ধে খৃস্টানেরা শোচনীয়রূপে পরাভূত হইল। তাহাদিগকে এশিয়া হইতে ইউরোপে বিতাড়িত করিয়া ইসলামের গৌরব রক্ষার জন্য তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু তাঁহার সে মহৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নাই ; তিনি তাহাদের অগ্রগতি রোধ করেন মাত্র।

গুপ্তঘাতকের হাতে অকালে কাল-কবলিত হইলেও (১১৪৬ খৃঃ) জংগী উপযুক্ত নেতা রাখিয়া গেলেন। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান নূরুদ্দীন মাহমুদ ও নূরুদ্দীনের সেনাপতি সালাহুদ্দীন এই ধর্মপ্রাণ মহাবীরের অসম্পন্ন কার্যভার গ্রহণ করিলেন। ধর্ম-যুদ্ধের নামে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে যে রক্তক্ষয়ী সমরানল প্রজ্বলিত হয়, তাহাতে যে সকল মুসলিম বীরপুরুষ স্বজাতি ও স্বধর্ম রক্ষার জন্য আত্ম-বিসর্জন করেন, তন্মধ্যে সালাহুদ্দীনের পরেই সুলতান নূরুদ্দীনের নাম বিশ্ব-মুসলিমের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠে। খৃস্টানদিগকে বার বার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি উত্তরে সেলজুক সুলতানদের অধিকারভুক্ত রুম রাজ্যের সীমান্তস্থিত মারাশ হইতে দক্ষিণে হার্মণ পর্বতের পাদদেশস্থ বেনিয়াস ও হরাণ প্রদেশের বজরা পর্যন্ত স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। এতদ্ব্যতীত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর ইতিহাস-বিখ্যাত দামেস্ক নগরী তাঁহার অধিকারভুক্ত ও তৎসংগে সমগ্র জজিরা ও দিয়ার বকর প্রদেশ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে। তদীয় সেনাপতি আসাদুদ্দীন শিরকুহ্ ও সালাহুদ্দীন আক্রমণের পর আক্রমণ চালাইয়া মিসর অধিকার করিয়া লন। সালাহুদ্দীনের ভ্রাতা তুরাণ শাহ্ নিউবিয়া, সুদান ও য়েমন এবং তদীয় সেনাপতি কারাকুগা বার্কা ও ত্রিপলী প্রদেশ নূরুদ্দীনের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এইরূপে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হন।

* "The name of Nur-ed-din is second only to Saladin among the great defenders of Islam."—Saladin, 61.

www.pathagar.com

কিন্তু এত ক্ষমতাশালী ও অপরিমিত ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্তের জন্যও ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা স্থান পায় নাই। তিনি কেবল রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজর্ষি।* প্রজাগণের নিকট তিনি সংসারবিরাগী দরবেশ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাঁহার ন্যায় দয়ালু, পরদুঃখকাতর ও বিবিধ সদ্‌গুণশালী নরপতি পৃথিবীতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ধার্মিকতা ও ন্যায়-বিচারের জন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে 'দ্বিতীয় ওমর বিন আবদুল আজীজ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। মালিক শাহের মৃত্যুর পর অপর কোন শাসকই এরূপ বিপুল সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন নাই। অন্যের কথা দূরে থাকুক, নূরুদ্দীনের ভীষণ শত্রু খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাগণও তাঁহার মহিমা-মন্ডিত বীর-চরিত্রের সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন। টায়ারের উইলিয়াম স্বীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, নূরুদ্দীন জ্ঞানী, ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন।** ন্যায় বিচারকে তিনি ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংগ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ঐ সময় রাজা বলিয়া তাঁহার প্রতি কোনরূপ সম্মান বা অনুগ্রহ প্রদর্শন বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ধর্মের অতি সামান্য নিয়মটি প্রতিপালনেও তাঁহার অত্যধিক তৎপরতা পরিদৃষ্ট হইত। আলিম ও সাধু ব্যক্তিগণের সংসর্গে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইতেন। তাঁহার দরবার অসংখ্য কবি ও বিদ্বানমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ থাকিত। বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে-আবী উসরান আইনবিদ্যা ও অপূর্ব প্রতিভায় তৎকালীন 'জ্ঞানিগণের নেতা' বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। নূরুদ্দীন তাঁহাকে দিমিস্ক আনয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি তাঁহার জ্ঞান চর্চা ও লোকের জ্ঞানাহরণের সুবিধার নিমিত্ত সিরিয়ার প্রায় সমুদয় প্রধান নগরে বড় বড় মাদ্রাসা নির্মাণ করিয়া দেন।

নূরুদ্দীন ছিলেন রাজা হইয়াও নির্লোভ দরবেশ। তাঁহার দরবার হইতে স্বর্ণ ও রেশম এবং রাজ্য হইতে মদ্য নির্বাসিত হয়। বিপুল বিভবশালী হইয়াও তিনি স্বীয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয়ে নিতান্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করিতেন। বিলাসিতা কাহাকে বলে, তিনি জানিতেন না। স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহের জন্য রাজকোষ হইতে তিনি এক কপর্দকও গ্রহণ করিতেন না।***

---

* "Both Nur-ed-din and Saladin are ranked among the Muhamedan saints,"—Gibbon, VI, 494.

** "Even the cursaders bore witness to his chivalrous character, and William of Tyre admits that inspite of his race and creed Nur-ed-dine was a just prince, wise and religious."—Saladin, 151.

*** "He lived simply and frugally on his private means without touching public revenue."—Saladin, 139.

www.pathagar.com

তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য হইতে যে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইত, প্রজাগণ তাহা তাহাদের উপকারার্থে ব্যয় করিবার জন্য তাঁহার নিকট আমানত রাখিয়াছে বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। ঐ ধনে তাঁহার ব্যক্তিগত কোনরূপ অধিকার আছে, এরূপ ধারণা মুহূর্তের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। নূরুদ্দীন বাস্তবিকই ঐ গচ্ছিত অর্থের প্রভূত সদ্ব্যবহার করেন। তাঁহার আমলে প্রজাদের রক্ষার জন্য বহু দুর্গ ও তাহাদের সুবিধার জন্য অসংখ্য রাজপথ নির্মিত হয়। তদ্ব্যতীত তিনি অনেক পান্থশালা নির্মাণ, কূপ খনন, পথিপার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণ এবং তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য বহু মাদ্রাসা, চিকিৎসালয় ও ধর্মশালা স্থাপন করেন। এই দরিদ্র-দুঃখ-কাতর সুলতান স্বীয় পরিশ্রমজাত সামান্য আয় হইতে অনেক সময় দরিদ্রদিগকে কিছু কিছু দান করিতেন। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ তাঁহার একমাত্র মহিষীকে সংসারের যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিতে হইত। দুঃখ-কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিলে একদিন বেগম স্বামীর নিকট তাঁদের গরীবী হালের জন্য অনুযোগ করিলেন। সুলতান উত্তর দিলেন, "এমেসা নগরীতে আমার তিনখানা দোকান আছে। তাহা হইতে বৎসরে প্রায় বিশ দিনার আয় হয়। আমি তোমাকে ঐগুলি দান করিলাম। তদ্দারা তুমি স্বীয় কষ্ট লাঘব করিতে পার।" সুলতানা অবজ্ঞার সহিত তাঁহার এই নগণ্য দান প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন মহামতি সুলতান রাণীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এই দোকান তিনটি ব্যতীত তোমাকে দান করার মত দুনিয়ায় আমার আর কিছুই নাই। কাজেই তোমার দারিদ্র্য দূর করা আমার সাধ্যাতীত। রাজকোষে বিপুল অর্থ দেখিতেছ সত্য, কিন্তু উহা আমার নহে, প্রজার। তাহারা আমাকে বিশ্বাস করিয়া ঐ অর্থ আমার নিকট আমানত রাখিয়াছে। আমি উহার প্রহরী মাত্র। মালিকের সম্পত্তির অপব্যবহার করার প্রহরীর কি অধিকার আছে? এরূপ করিলে আমি পরিণামে খোদাতা'লার নিকট কি জওয়াব দিব?"* কি আশ্চর্য ন্যায়পরায়ণতা! কি অপূর্ব খোদা-ভীতি! সুলতানের এবম্বিধ মহানুভবতা দর্শনে মহিষীর হৃদয় স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে দারিদ্র্য, দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয় হইতে চিরতরে তিরোহিত হইল।

---

* "When his wife complained of her poverty and disdained his offer of theree shops at Emesa belonging to his estate and worth about twenty gold-pieces a year, he rebuked her: I have nothing more, for all the rest I hold only in trust for the people!"—Saladin, 132; Also vide Gibbon, VI, 488.

www.pathagar.com

সুলতান নূরুদ্দীনের ইন্তেকালের পর সম্রাট সালাহুদ্দীনও এই রাজর্ষির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াই জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন। শতাব্দী পরে আমাদের ভারতবর্ষে সুলতান নাসিরুদ্দীনের মুখেও এই সুরের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়। ঈদৃশ ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করিয়াই সম্রাট আওরংগযীব মর-জগতে অমরত্ব লাভ করেন। মুসলিম জাতির গৌরবের যুগে এরূপ শত-সহস্র রাজর্ষি ভূপৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া জগদ্বাসীকে ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অতুলনীয় কীর্তি-কাহিনী আরবী, ফারসী, ইংরেজী, জার্মানী ও ফরাসী ভাষায় লিখিত ইতিহাসে মুসলমানদের চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া রহিয়াছে। সে সকল অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া জনসমক্ষে আনয়ন করিবার জন্য বাংলাদেশী মুসলমানদের কোন চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। এই শোচনীয় উপেক্ষার আশু পরিবর্তন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

নারী-প্রতিভা

"Few women in the world's history have displayed such masterful qualities of courage and statesmanship as this extra-ordinary woman."—Iswari Prasad.

নারী-প্রতিভা যুগে যুগে জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পাক-ভারতের ইতিহাসে নূরজাহানের ন্যায় আর কোন মহিলাই এত অধিক খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। কেবল অনুপম দৈহিক সৌন্দর্যই এই খ্যাতির মূল নহে। তাঁহার হৃদয় অনেক প্রশংসনীয় গুণে বিভূষিত ছিল। তিনি ফারসী ভাষায় সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন ; লোকে এখনও তাঁহার রচিত কবিতার আদর করিয়া থাকে। নিজে সুন্দরী বলিয়া তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পরম ভক্ত। তাঁহার চেষ্টায় রাজ-দরবারের গৌরব ও জাঁকজমক অনেক বৃদ্ধি পায়। লোকে তাঁহার চাল-চলনের অনুকরণ করিত। তাঁহার নকশা অনুযায়ী নানা প্রকার নূতন অলংকার এবং রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয় ; ভারতের রাজা ও বড়লোকদের অন্তঃপুরের মহিলাদের বহু গহনা ও পরিচ্ছদ নূরজাহানের আবিষ্কৃত। তিনি ও তাহার মাতাই প্রথমে গোলাবী আঁতর আবিষ্কার করেন। তখন ইহার নাম ছিল জাহাগিরী আতর। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি কম মূল্যের আতরও এই প্রতিভাশালিনী মহিলার আবিষ্কার।

নূরজাহান ছিলেন অতি সদাশয়া ও দানশীলা মহিলা। দরিদ্র ও নিরাশ্রয় লোকের তিনি ছিলেন আশ্রয়। অসংখ্য রমণী তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। তিনি নিজ ব্যয়ে বহু এতিম বালিকা ও অসহায় বিধবার বিবাহ দেন। প্রতি বৎসর বহু লোক তাঁহার অর্থে হজ্ব ও তীর্থভ্রমণ করিয়া আসিত। দুর্বল ও উৎপীড়িত লোকেরা তাঁহার সহায়তায় প্রতিকার লাভ করিত। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহার নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। প্রধানতঃ নূরজাহানের চেষ্টায়ই তাহার পিতা ও ভ্রাতা সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদ লাভ করেন। স্বামীর প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। জাহাংগীর ইহার পূর্ণ প্রতিদান দেন। তিনি এই অতুল গুণবতী ও প্রেমময়ী মহিলার এতই বশীভূত হইয়া পড়েন যে, এমন কি মুদ্রায় নিজের সংগে তাঁহার নামও অংকিত হইত। ইসলামের ইতিহাসে নারীর এরূপ অসীম প্রভাবের নজির আর নাই। লাদিলি বেগম নামে নূরজাহানের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত এক কন্যা ছিল। সপত্নী-

www.pathagar.com

পুত্র শাহরিয়ারের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ; ফলে নূরজাহানের ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক বৃদ্ধি পায়। বিবাহের কিছুকাল পর হইতে ভ্রাতা আসফ খাঁর সাহায্যে প্রকৃতপক্ষে তিনিই সাম্রাজ্যের শাসন-কার্য চালাইতেন।* সর্বোচ্চ কর্মচারীরা তাঁহার অনুগ্রহের জন্য উদগ্রীব থাকিতেন। তাঁহার মুখের একটিমাত্র কথায় তাঁহাদের পদোন্নতি বা সর্বনাশ হইতে পারিত। রাজদ্রোহীরা পর্যন্ত তাঁহার মারফতে সম্রাটের নিকট ক্ষমা চাহিত। তাঁহারই অনুরোধে পাঞ্জাবের বিদ্রোহী সর্দার জগত সিংহের প্রাণরক্ষা পায়।

নূরজাহানের মনে যেমন প্রচুর বল, দেহেও তেমনি যথেষ্ট শক্তি ছিল। স্বামীর সহিত তিনি প্রায়ই শিকারে যাইতেন। একাধিকবার তিনি গুলি করিয়া বন্য ব্যাঘ্র বধ করেন। তাঁহার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে অনেক বহুমূল্য পুরস্কার দেন, দরিদ্রদিগকেও অনেক অর্থ দান করেন।

নূরজাহান অত্যন্ত তীক্ষ্ন বুদ্ধির অধিকারিনী ছিলেন। তিনি অনায়াসে সর্বাপেক্ষা জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেন। সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক পণ্ডিতগণও তাঁহার সিদ্ধান্ত মাথা পাতিয়া লইতেন। জগতের ইতিহাসে খুব কম নারীই এই অসাধারণ মহিলার ন্যায় সাহস ও রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন।

বিপদকালেই তাঁহার নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইত। ভীষণ যুদ্ধের সময় তাঁহাকে হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়া শরবৃষ্টি করিতে দেখিয়া অভিজ্ঞ সৈন্য ও সেনাপতিরা অবাক হইয়া যাইতেন। সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধিতে পুরুষেরাও তাঁহার নিকট হার মানিতে বাধ্য হইতেন।**

১৬২৬ খৃস্টাব্দ। জাহাঙ্গীর সস্ত্রীক কাবুল যাইতেছিলেন। বিতস্তা নদী পার হওয়ার সময় হঠাৎ সেনাপতি মহাব্বত খাঁ বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। তিনি নূরজাহানকেও বন্দী করার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় হতাশ না হইয়া নূরজাহান যেভাবে প্রবীণ সেনাপতির উপর টেক্কা দেন, তাহাতে সকলেই অবাক হইয়া গেল। তিনি মহাব্বত খাঁর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ছদ্মবেশে নদী পার হইয়া সম্রাটের দেহরক্ষীদের সহিত

* "This gifted woman practically ruled the empire during the greater part of Jahangir's reign."—Lane Poole, Mediaeval India, 320.

** Iswari Prasad, A short history of the Muslim rule in India 451-3.

www.pathagar.com

মিলিত হইলেন। পরদিন নূরজাহান বলপূর্বক স্বামীর উদ্ধারের জন্য রণসজ্জা করিলেন। মহাব্বত খাঁর রাজপুত সৈন্যরা সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু নূরজাহান ইহাতে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী ছিলেন। হাতীর পিঠে উঠিয়া তিনি অসীম সাহসে সানুচর নদীতে নামিয়া পড়িলেন। তাঁহার এক হস্তে তীর-ধনুক, অপর হস্তে শাহরিয়ারের শিশুকন্যা। শত্রুপক্ষের প্রবল বাধা উপেক্ষা করিয়া তিনিই সর্ব-প্রথম অপর তীরে উপনীত হইলেন। অবিলম্বে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সৈন্য, অশ্ব ও হস্তীর মৃতদেহে নদী আচ্ছন্ন হইয়া গেল ; কেহ আহত, কেহ নিহত, কেহ বা হস্তী-পদতলে পিষ্ট বা নদী-জলে নিমগ্ন হইল। সর্বাপেক্ষা প্রচন্ড আক্রমণ হইল নূরজাহানের উপর। দলে দলে রাজপুতেরা তাঁহার হস্তীকে ঘিরিয়া ফেলিল ; তাঁহার দেহরক্ষীরা পরাজিত ও নিহত হইল ; হাওদার চতুর্দিকে গোলা ও তীরের স্তূপ জমিয়া উঠিল ; একটি তীরে তাঁহার ক্রোড়স্থ পৌত্রী আহত হইল। কিন্তু তথাপি নূরজাহান অচল, অটল। কি প্রশংসনীয় সাহস!

অবশেষে তাঁহার মাহুত নিহত হইল, হস্তীটিও শুণ্ডে আঘাত পাইল। আহত হস্তী বেদনায় ছুটিয়া নদীতে নামিয়া পড়িল। অচিরে উহা আরোহী-সহ গভীর পানিতে তলাইয়া গেল। হস্তীটি কয়েক বার ডুবিল, কয়েক বার ভাসিল, শেষে অতিকষ্টে তীরে উঠিল। নূরজাহানের সহচরীরা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, তিনি শোণিত-সিক্ত হাওদার উপরে বসিয়া স্বহস্তে শিশুর আহত স্থান হইতে তীর বাহির করিয়া তাহাতে পট্টি বাঁধিতেছেন!* পৃথিবীর ইতিহাসে রমণীর এরূপ অপূর্ব ধৈর্য ও অকুতোভয়তার দৃষ্টান্ত আর নাই।

প্রকাশ্য যুদ্ধে ব্যর্থকাম হইলেও নূরজাহান হাল ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না। বলে না পারিয়া এই দুঃসাহসিনী মহিলা কৌশলের আশ্রয় লইলেন। অসীম সাহসে ভর করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। স্বামী যখন বন্দী, সতী নারী কি তখন বাহিরে আরামে থাকিতে পারেন? কয়েক মাস উভয়েই মহাব্বত খাঁর নজরবন্দী হইয়া রহিলেন। কিন্তু বন্দীদশায় থাকিয়াও নূরজাহান মুক্তির চেষ্টায় বিরত হইলেন না। মহাব্বত খাঁর বিশ্বাস ছিল সম্রাজ্ঞী তাঁহার ক্ষমতানাশে বদ্ধপরিকর। ইহাই তাঁহার বিদ্রোহের কারণ। নূরজাহানের কৌশলে ক্রমে তাঁহার এই সন্দেহ দূর হইয়া গেল। বেগমের চেষ্টায় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মচারীও সম্রাটের দলে ভিড়িলেন। এ সময় শাহ্‌জাদা খুররম

* Elphinstone, History of India, 570.

www.pathagar.com

বিদ্রোহী হইলেন। বাদশাহের আদেশে মহাব্বত খাঁ বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে নুরজাহানের সৈন্যেরা তাঁহার ঘাড়ে পড়িল। মহাব্বত খাঁ পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া গেলেন। নুরজাহানের তীক্ষ্ন বুদ্ধি-বলে বাদশাহ্ মুক্তি পাইলেন।

কেবল একটি ব্যাপারে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। এজন্য তাঁহার ভ্রাতা আসফ খাঁর দলত্যাগই দায়ী। পর বৎসর সম্রাটের মৃত্যু হইলে নুরজাহান জামাতা শাহ্‌রিয়ারকে সিংহাসন দানের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আসফ খাঁ তাঁহার নিজ জামাতা খুররমের পক্ষ সমর্থন করায় বেগমের চেষ্টা সফল হইল না। শাহ্‌রিয়ার ধৃত ও নিহত হইলেন। খুররম শাহ্‌জাহান নাম ধারণপূর্বক সিংহাসনে বসিয়া তাঁহাকে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি দিলেন। স্বামী ও জামাতার শোকে অধীর হইয়া নুরজাহান রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন ; শোক-বস্ত্র পরিয়া নিতান্ত নিরাড়ম্বরভাবে তিনি তাঁহার বাকী জীবন লাহোরে কাটাইয়া দিলেন। মৃত্যুর পূর্বে সতী নারী প্রিয় স্বামীর কবরের উপর একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া যান। তাঁহার মৃতদেহও পতির পার্শ্বেই সমাহিত করা হইল।*

* Lane Poole, Mediaeval India, 324.6.

www.pathagar.com

রমনীর বীরত্ব

৬৩৩ খৃস্টাব্দ অতীত হইয়াছে। মুসলমানগণ আজনাদিনের ভীষণ সংগ্রামে গ্রীকদিগকে শোচনীয়রূপে পরাভূত করিয়া রোমক সম্রাটের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী দিমিশ্ক আক্রমণ করিয়াছেন। আরব বাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন বিজয় লাভের সংবাদ নাগরিকদের অজ্ঞাত ছিল না। তাহারা স্ব স্ব ধনপ্রাণ নিরাপদ রাখিবার জন্য নিয়মিত বার্ষিক কর প্রদান করিয়া মুসলমানদের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবন্ধ হইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু ঘটনাক্রমে গ্রীক সম্রাট হেরাক্লিয়াসের জামাতা* টমাস তখন সাধারণ নাগরিকের ন্যায় দিমিশ্কে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজকার্যের সহিত সম্পর্কশূন্য হইলেও টমাস ছিলেন একজন সাহসী ও উৎকৃষ্ট যোদ্ধা। মুসলমানদের হস্তে নগর সমর্পণ করার পূর্বে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয় বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিল। তদনুসারে নাগরিকেরা একযোগে টমাসের নিকট উপস্থিত হইল।

তাহারা আরবগণের হস্তে আত্ম-সমর্পণের সংকল্প করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া টমাস অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আরবেরা নিতান্ত ভীরু জাতি! তোমাদের সহিত তাহাদের বিশেষ পার্থক্য আছে। কি সংখ্যা, কি অর্থ, কি অস্ত্রশস্ত্র ঐ সর্ববিষয়েই দিমিশ্ক বাহিনী আরবের মরু-সন্তানগণ অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। সুতরাং তোমাদের পক্ষে বিজয় লাভের অধিকারী হওয়াই সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক।" ইহা শুনিয়া তাহারা উত্তর করিল, "আরবদের শৌর্যবীর্য ও অস্ত্র-বল সম্বন্ধে আপনি নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন। সম্প্রতি গ্রীকদের উপর জয়লাভ করায় বিপুল অস্ত্র-সম্ভার তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। বিশেষতঃ তাহাদের বীরত্ব সম্পূর্ণ অনুপম। ধর্মের জন্য তাহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া উম্মাদের ন্যায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের বিশ্বাস, কোন মুসলমান সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবে ; পক্ষান্তরে আমাদের কেহ

* ঐতিহাসিক গিবন টমাসকে সম্রাট হেরাক্লিয়াসের জামাতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহার মতে "আরবেরা শুধু টমাসের আড়ম্বর দেখিয়াই তাঁহাকে সম্রাটের জামাতা বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের কোন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই।" অবশ্য তিনি সম্রাটের জামাতা হউন বা না হউন, তাহাতে আমাদের প্রবন্ধের কিছুই আসে যায় না।—লেখক

www.pathagar.com

হত হইলে তাহাকে নরকের বাসিন্দা হইতে হইবে। এই দৃঢ় বিশ্বাসই তাহাদিগকে রণে অজেয় করিয়া তোলে।" টমাস উত্তর করিলেন, "তোমাদের উত্তর হইতেই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, আরবেরা শুধু নিজেদের উৎসাহ বর্ধনের জন্যই এবম্বিধ কৌশলজাল বিস্তার করে, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের কোন সাহস নাই।" নাগরিকেরা দেখিল, বৃথা তর্কে ফল নাই। কাজেই তাহারা টমাসকে বলিল, "আপনার কথায় না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম যে, আরবেরা ভীরু; কিন্তু আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী হইলেও আমাদের কোন উপযুক্ত নেতৃত্ব নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করিলে নিতান্ত উপকৃত হইব। নতুবা আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই যথাসাধ্য সুবিধাজনক শর্তে শত্রুহস্তে নগর সমর্পণ করিতে হইবে।" টমাস কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পরদিন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। টমাস ধনুর্বিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তদুপরি তিনি তীরে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিতেন। তাঁহার অব্যর্থ শরাঘাতে বহু মুসলমান সৈন্য আহত হইল। আঘাত প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাহাদের দেহে ভীষণ হলাহলের ক্রিয়া আরম্ভ হইত; বিষযন্ত্রণায় অধীর হইয়া হতভাগারা অচিরে প্রাণত্যাগ করিত।

আবান ইবনে-জায়েদ নামক একজন বীরপুরুষ টমাস কর্তৃক আহত হইয়া শিবিরে নীত হইলেন। দেখিতে না দেখিতে তাহার শরীরে বিষ-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। ক্রমে দেহ নিস্তেজ হইয়া আসিল। অবশেষে তাঁহারা প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কিছুকাল পূর্বে মুসলমানেরা যখন আজনাদিনে অবস্থান করিতেছিল, তখন আবানের বিবাহ হয়। তাঁহার সহধর্মিনী অন্যান্য রমণীর ন্যায় বোরখা পরিহিতা অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিকা ছিলেন না। যুদ্ধবিদ্যায়, বিশেষতঃ ধনুর্বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। স্বামীর আহত হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি দ্রুত পদে সেখানে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না; তাঁহার অমরাত্মা তখন বহু দূরে। স্বামীর মৃতদেহ দর্শনে তাঁহার বীর হৃদয় ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। প্রতিহিংসা-রাক্ষসী লোলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহার মানস-পটে হাজির হইল। স্বামীর লাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "প্রিয় স্বামিন, আপনিই সুখী। আপনি ধর্মযুদ্ধে আত্মত্যাগ করিয়া স্রষ্টার সহিত মিলিত হইয়াছেন। মানব মাত্রই মৃত্যুর অধীন। সুতরাং আপনার মৃত্যুতে আমার আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু স্বামী-হীনা নারীর জীবন ধারণ বৃথা; কাজেই আমিও শীঘ্রই আপনার সহিত মিলিত

www.pathagar.com

হইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে যে নরাধম আপনার এবম্বিধ যন্ত্রণাদায়ক অকালমৃত্যুর কারণ, সেই অন্যায় সমরকারীকে যথোপযুক্ত শাস্তি দানই হইবে এখন হইতে আমার প্রাণপণ সংকল্প।''

অতঃপর যথানিয়মে আবানের মৃতদেহ সমাহিত হইল। কিন্তু তাঁহার বিধবা পত্নী কোন প্রকার শোক প্রকাশ করিলেন না ; পরন্তু তিনি স্বামীর তীর-ধনু ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিতা হইয়া প্রধান সেনাপতি খালেদের অজ্ঞাতসারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীতা হইলেন। যে স্থানে তাঁহার স্বামী আহত হন, অনুসন্ধান করিতে করিতে সেখানে গিয়া প্রথম শরাঘাতেই তিনি নিকটবর্তী খৃষ্টান পতাকা বাহককে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন * সৈনিকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় হস্তস্থিত পতাকাও ভূপতিত হইল। মুসলমানেরা তৎক্ষণাৎ সেই বহুমণিমুক্তাখচিত পতাকা হস্তগত করিয়া লইল। পতাকা হস্তচ্যুত হওয়ায় টমাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি যেরূপেই হউক, উহা পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দান করিলেন। মুসলিম বাহিনীর যে অংশে পতাকা রক্ষিত ছিল, গ্রীকেরা ভীষণ বেগে তাহার উপর আপতিত হইল। নিশান-ধারীর বিপদ দর্শন করিয়া অন্য একজন সৈনিক তাহাকে বিপন্মুক্ত করিবার ইচ্ছায় স্বহস্তে পতাকা গ্রহণ করিল ; তখন গ্রীকেরা তাহাকেই ভীম বিক্রমে আক্রমণ করিল। দুর্ভাগা সৈনিককে রক্ষা করিবার জন্য অপর একজন সৈন্য তাহার নিকট হইতে পতাকা লইয়া গেল; এতদ্দর্শনে গ্রীকদের ক্রোধ-দৃষ্টি তাহার উপর নিপতিত হইল। এই রূপে হস্তান্তরিত হইতে হইতে অবশেষে গ্রীক-পতাকা সেনাপতি সার্জাবিলের হাতে আসিল। দামেশ্‌কবাসীরা প্রবল পরাক্রম ও তেজস্বিতার সহিত মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল ; তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র ও প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্রসমূহ হইতে আরবদের উপর অবিরত মুষলধারে অগ্নি ও প্রস্তর বৃষ্টি হইতে লাগিল। ফলে মুসলমানেরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইল। অনল ও প্রস্তর বর্ষণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া পশ্চাদ্বর্তী হইতে হইল। ইতোমধ্যে টমাস সার্জাবিলের হস্তে গ্রীক পতাকা দেখিতে পাইয়া টমাস সিংহ-বিক্রমে তাঁহাকে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন বিপন্ন সার্জাবিল পতাকা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া টমাসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আবানের

* "His (Aban's) wife never wept nor wailed, but with a courage above what could be expected from the weakness of her sex, armed herself with his weapons, and..went into the battle.. she..with the first arrow shot the standard-bearer in hand."—Simon Ockley B. D., History of the Saracens, PP. 131, 132.

www.pathagar.com

প্রতিহিংসা-পরায়ণা বিধবা রমণী নিকটেই গ্রীকদের সহিত সংগ্রামে নিরতা ছিলেন। মুসলমান সৈন্যেরা তাঁহাকে বলিল, "এই টমাসই ঘৃণিত উপায়ে আপনার বীর-স্বামীর অকাল-মৃত্যু ঘটাইয়াছে।" শুনিয়া তিনি ধনুর্বাণ হস্তে টমাসের দিকে অগ্রসর হইয়া তৎপ্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার অমোঘ শরাঘাতে টমাসের এক চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলেন ; তাঁহার আর যুদ্ধ করিবার সামর্থ রহিল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এমতাবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিলে আবান-বনিতা বা সার্জাবিলের হস্তে তাঁহার মৃত্যু নিশ্চিত। কাজেই তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া নগরে প্রস্থান করিলেন।* সেনাপতিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া গ্রীক সৈন্যেরাও তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিল। মুসলমানেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ৩০০ গ্রীক সৈন্যকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিল। অবশেষে দিবাবসানে রণক্ষেত্র অন্ধকার-ময় হইয়া উঠিলে তাহারা শিবিরে ফিরিয়া আসিল। গ্রীকেরাও ভাগ্য-গুণে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া নগরে ফিরিয়া গেল।

টমাস আহত হইলেও নিরুৎসাহ হইবার পাত্র ছিলেন না। নাগরিকদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি স্বগৃহে গমন না করিয়া দুর্গদ্বারে বসিয়া রহিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল। রজনী অধিক হইয়া উঠিলে তিনি সহসা প্রধান নাগরিকদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, ধর্ম, সাধুতা ও সদ্ব্যবহার আরবদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; তাহাদের সহিত তোমাদের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? তাহাদের হস্তে নগর প্রদানের জন্য তাহারা তোমাদিগকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে পারে ; কিন্তু তাহারা কিছুতেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে না। তাহারা যখন তোমাদের প্রিয়তমা পত্নী, পুত্রকন্যা ও যাবতীয় ধনসম্পদ কাড়িয়া লইয়া তোমাদিগকে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে, তখন কি তোমরা সেই মর্মন্তুদ বেদনা সহ্য করিতে পারিবে?" তাঁহার এই উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নাগরিকদের মনোভাব পরিবর্তিত হইল ; তাহারা উত্তর করিল, "আমরা নিয়তই আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত ; আপনি আমাদিগকে কি করিতে হইবে, বলুন?" টমাস সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মুসলমানেরা যাহাতে তোমাদের যুদ্ধযাত্রার বিষয় জানিতে না পারে, তজ্জন্য যথাসাধ্য গোপনে নগর হইতে বাহির হইয়া এই অন্ধকার

* "Aban's wife..aimed an arrow at him, and shot him in the eye, so that he was forced to retire within the city."—History of the Saracens, 132.

www.pathagar.com

রাত্রেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হও।" তদনুসারে নাগরিকেরা নীরবে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নগরদ্বারে হাজির হইল। একটি বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনি হওয়া মাত্রই একযোগে সমুদয় দ্বার খুলিয়া গেল। অত্যল্প-সংখ্যক সৈন্য প্রাচীর ও দ্বার রক্ষায় নিয়োজিত রহিল। অন্যান্য অধিবাসী বিদ্যুদ্বেগে সুপ্তিমগ্ন মুসলিম শিবিরের উপর আপতিত হইল।

আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হইয়া মুসলমানেরা প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে তাহাদের অধিক বিলম্ব হইল না। যে সৈন্য নিকটে যে অস্ত্র পাইল, তাহাই লইয়া সত্বর জীনহীন অশ্বে আরোহণ করিয়া গ্রীক বিতাড়ণে ছুটিয়া গেল। দুর্ঘটনার সংবাদ অবগত হওয়া মাত্রই মহাবীর খালেদ চারিশত সৈন্য সমভিব্যাহারে নৈশ আক্রমণ ব্যর্থ করিতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। দুর্গদ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, টমাস ভীম বিক্রমে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছে ; দুর্গ-প্রাচীর হইতে দামেস্কবাসীদের আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত অনল বর্ষণ করিতেছে ; আর প্রায়শঃ নিরস্ত্র মুসলমানেরা গ্রীকদের তরবারি ও অনলের মুখে আত্মবিসর্জন করিতেছে। স্বীয় সৈন্যদলের এবম্বিধ দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া বিবিধ উৎসাহ-বাক্যে বিপদে অধীর ও হতাশ না হইতে এবং সাহস অবলম্বন-পূর্বক শত্রু দলন করিতে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

এই ঘোর বিপদকালে আবানের বীর-পত্নী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনিও রণরঙ্গিণীবেশে রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইলেন। গভীর রজনী। চতুর্দিকে অন্ধকারের পূর্ণ রাজত্ব। সৈন্যদের হস্তস্থিত ঘূর্ণায়মান তরবারির চাকচিক্য ব্যতীত সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। আবান-পত্নী গ্রীকদের করবাল লক্ষ্য করিয়াই তাহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অমোঘ শরাঘাতে জর্জরিত হইয়া বহু সংখ্যক গ্রীক সৈন্য আহত ও নিহত হইল। গ্রীক সৈন্যদলে হাহাকার পড়িয়া গেল। সমুদয় তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি শত্রুসৈন্যের প্রাণসংহারে নিরত রহিলেন। অবশেষে কেবল একটি মাত্র তীর তাঁহার হাতে রহিল ; উহা তিনি সুযোগমত ব্যবহারের জন্য সঙ্গে রাখিলেন। গ্রীক সৈন্যেরা তাঁহার ভয়ে প্রার্শ্ববর্তী স্থান হইতে দূরে প্রস্থান করিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে নিরস্ত্র বুঝিতে পারিয়া একটি সাহসী সৈনিক সেদিকে অগ্রসর হইল। তিনি একই তীরে কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া তাহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন।*

* "Aban's wife..did great execution with her bow and arrows, till she had spent them all but one, which she kept to make signs with as she saw occasion; presently one of the christians

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে তাঁহাকে নিরস্ত্র দেখিয়া দলে দলে শত্রুসৈন্য চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বীরবর সার্জাবিল পূর্ব হইতেই টমাসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিছুক্ষণ পরে সহসা টমাসের এক আঘাতে তাঁহার তরবারি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনিও নিরস্ত্র ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্য-বশতঃ খলীফা-তনয় আবদুর রহমান ঠিক সেই মুহূর্তে একদল তেজস্বী অশ্বারোহী সৈন্যসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের জীবন রক্ষা পাইল। মুসলমানেরা নবতেজে তেজীয়ান হইয়া গ্রীকদিগকে আক্রমণ করিল। মুহূর্তে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল। গ্রীকেরা আরবদের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া নগরমধ্যে পলায়ন করিল।

টমাসের নৈশ আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় দিমিশ্কবাসীদের যাবতীয় আশা-ভরসা বিলুপ্ত হইয়া গেল। নিদ্রাবস্থায় আক্রমণ করিয়াও যাহাদিগকে পরাজিত করা অসম্ভব, টমাসের সানুনয় অনুরোধেও তাহারা আর তাহাদের সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে চাহিল না। এমনকি সম্রাটের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেও তাহারা সম্মত হইল না। নাগরিকেরা অবিলম্বে মুসলিম সেনাপতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণ করিল। ফলে ৭০ দিন অবরোধের পর মহানগরী দিমিশ্ক মুসলমানদের হস্তগত হইল (আগস্ট ২২, ৬৩৪ খৃঃ)।

শুধু পুরুষই এই বিজয়-গৌরবের একমাত্র অধিকারী নহে, সে গৌরব রমণীরও প্রাপ্য। একজন পতিহারা নারীর বীরত্ব কিরূপে দিমিশ্ক বিজয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল, তাহা আদৌ উপেক্ষার বিষয় নহে ; উহা চিরকাল স্মরণ রাখিবার যোগ্য।

---

advanced up towards her; she shot him in the throat and killed him,..." —History of the Saracens, 133, 134.

www.pathagar.com

অপূর্ব প্রভুভক্তি

দাক্ষিণাত্যের বাহ্মনী রাজের ধ্বংসস্তূপ হইতে যে কয়টি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়, গোলকুণ্ডা তাহাদের অন্যতম। ১৫১২ খৃস্টাব্দে কুলী কুতবশাহ্ নামক জনৈক প্রাদেশিক শাসনকর্তা এই রাজ্য স্থাপন করেন। তজ্জন্য তাঁহার বংশ কুতবশাহী নামে বিখ্যাত। সোয়াশ' বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার পর ১৬৩৬ খৃস্টাব্দে তদানীন্তন সুলতান সম্রাট শাহ্জাহানকে কর দানে বাধ্য হইলেন। এই কর বাকী পড়ায় ১৬৫৬ খৃস্টাব্দে শাহ্জাদা আওরঙ্গযীব গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন। আবদুল্লাহ্ কুতবশাহ্ পরাজিত হইয়া বাদশাহ্কে একটি জিলা ছাড়িয়া দিতে এবং দশ লক্ষ টাকা যৌতুকসহ স্বীয় কন্যাকে আওরঙ্গযীবের পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু দৈত্যের সহিত এই মিত্রতা বামনের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিল না। দিল্লীর সিংহাসনে বসার পর ১৬৬৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে আওরঙ্গযীব আবার গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন। সুলতান আবুল হাসানের নিকট হইতে তিনি অপ্রত্যাশিত বাধা পাইলেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে তাঁহার শত সহস্র সৈন্য ও অশ্বাদি মারা যাইতে লাগিল। কাজেই সম্রাট তাড়াতাড়ি অবরোধ শেষ করার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শেষ সময় সৌভাগ্যবশতঃ আবুল হাসানের জনৈক কর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দুর্গের এক খিড়কী-দ্বার খুলিয়া দিল (সেপ্টেম্বর ২১)। বাদশাহী সৈন্যেরা ঝড়ের ন্যায় ঐ পথে দুর্গে ঢুকিতে লাগিল। এমন সময় কোথা হইতে এক বীরপুরুষ আসিয়া তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

এই দুঃসাহসী প্রভুভক্ত সেনাপতির নাম আবদুর রাজ্জাক লারী। আওরঙ্গযীব তাঁহাকে বিপুল অর্থ ও উচ্চপদ দিতে চাহিলেন। কিন্তু বীর আবদুর রাজ্জাক তাহা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার প্রভুভক্তি দেখিয়া শত্রুরা অবাক হইয়া গেল।

সমসাময়িক লেখক খাফী খাঁ বলেন, শত্রু-সৈন্যেরা দুর্গে প্রবেশ করিতেছে শুনিয়াই আবদুর রাজ্জাক অশ্বে আরোহণ করিলেন, জিন লাগাইবারও তর সহিল না। তাঁহার এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে খরধার তরবারি। মাত্র ১০-২০ জন অনুচর লইয়াই তিনি দুর্গ-দ্বারের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গীরা অচিরেই অকুস্থল হইতে বিতাড়িত হইল। কিন্তু বীরবর আবদুর রাজ্জাক নির্ভয়ে অগ্রগামী সৈন্যদের উপর আপতিত হইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, 'প্রভুর জন্য আমি আমরণ যুদ্ধ করিব।' সে কি প্রচণ্ড সংগ্রাম! প্রতি পদে

www.pathagar.com

তাঁহার উপর শত সহস্র তরবারি উদ্যত হইতে লাগল, বর্শা ও করবালের আঘাতে তাঁহার আপাদমস্তক ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। কেবল মুখমণ্ডলেই তিনি চারিটি আঘাত পাইলেন। কপালের কাটা চামড়ায় চোখ ও নাসিকা ঢাকা পড়িল। একটি চোখেও গুরুতর জখম হইল। দেহের সর্বত্র অস্ত্রাঘাত। তথাপি তিনি দুর্গদ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অপূর্ব বীরত্বে শত্রু-সৈন্যেরা বিস্মিত হইয়া গেল।

এদিকে আবদুর রাজ্জাকের অশ্বও অক্ষত ছিল না; আহত হইয়া উহা আরোহীর ভারে কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার দেহও ক্রমে অনেকটা অসাড় হইয়া আসিল। কাজেই তিনি বল্গা ছাড়িয়া দিয়া অতি কষ্টে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভুভক্ত অশ্ব তাঁহাকে দুর্গের নিকটস্থ নাগিনা বাগানের একটি নারিকেল বৃক্ষতলে লইয়া গেল। গাছ ধরিয়া তিনি অতি কষ্টে মৃত্তিকায় অবতরণ করিলেন; কিন্তু চলৎশক্তি রহিত হইয়া সেখানেই পড়িয়া রহিলেন। পরদিন একদল লোক সেখান দিয়া যাইতেছিল। একজন সৈনিক মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহারা সহানুভূতির বশে নিকটে আসিল। তাহারা অশ্ব ও দৈহিক নিদর্শন দেখিয়াই আবদুর রাজ্জাককে চিনিতে পারিল। পথিকেরা দয়ার্দ্র হইয়া একখানা খাটিয়ায় করিয়া তাঁহাকে একটি গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার পরিজনেরা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জখমে পট্টি বাঁধিয়া দিল।

আবদুর রাজ্জাকের অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনী আওরঙ্গযীবের কানে গেলো। বীরের প্রতি বীরের সহানুভূতি স্বাভাবিক। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দু ও একজন ইউরোপীয় চিকিৎসককে আহত যোদ্ধার চিকিৎসার জন্যে প্রেরণ করিলেন। প্রত্যহ তাঁহার অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহাদের উপর আদেশ রহিল। তাঁহারা সংবাদ দিলেন, আবদুর রাজ্জাকের দেহে সত্তরটি আঘাত লাগিয়াছে; ইহা ছাড়া বহু জখম। চিনিবার উপায় নাই! সম্রাট তাঁহাদিগকে অচিরে ক্ষত আরোগ্য করার হুকুম দিলেন। ষোল দিন প্রাণপণ চিকিৎসার পর রোগী চক্ষু মেলিয়া কয়েকটি অর্ধস্ফুট কথা বলিলেন। সংবাদ পাইয়া সম্রাটের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহাকে খবর দিলেন, "আপনার পুত্রগণকে আমার নিকট হইতে মনসব গ্রহণ করার জন্য প্রেরণ করুন।" এই বাণী পাইয়া সেই প্রভুভক্ত, নির্ভীক বীরপুরুষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "খোদার রহমতে হুজুরের চেষ্টায় আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু আমি আর চাকরি করিতে পারিব কি না সন্দেহ; পারিলেও যে ব্যক্তি আবুল হাসানের নিমক খাইয়া বড় হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে বাদশাহ আওরঙ্গযীবের চাকরি করা অসম্ভব।"

www.pathagar.com

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে সম্রাটের বদন বিষণ্ন হইয়া উঠিল। শাহী শিবিরে তখন ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার রাজত্ব, এরূপ আত্মত্যাগ সেখানে নিতান্ত বিরল। কাজেই তাঁহার বিরক্তি বেশীক্ষণ টিঁকিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাদশাহ আদেশ দিলেন, "তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইলে আমাকে সংবাদ দিও।"

আবদুর রাজ্জাক শয্যাগত হওয়ায় আবুল হাসানের সমস্ত আশা-ভরসা মাটি হইয়া গেল। তাঁহার রাজত্ব শাহী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তিনি বার্ষিক অর্ধলক্ষ টাকা বৃত্তি পাইলেন। গুণমুগ্ধ সম্রাট কিছুতেই আবদুর রাজ্জাককে ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহার অপূর্ব বীরত্ব ও প্রভুভক্তি শত্রু-মিত্র সকলের হৃদয়েই একটা গাঢ় ছাপ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আওরঙ্গযীব অতিকষ্টে তাঁহাকে মনসবদারের পদ গ্রহণে রাজী করাইয়া তাঁহার অসাধারণ গুণের কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিলেন।*

* Dr. Iswari Prasad, A short History of the Muslim rule in India, 643-645.

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীনের মহত্ত্ব

১১৮৯ খৃস্টাব্দে পোপের আহ্বানে সমগ্র ইউরোপে তৃতীয় ক্রুসেডের সাড়া পড়িয়া গেল। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা পর্ণ-কুটীরবাসী দরিদ্র শ্রমজীবী হইতে বিপুল বৈভবশালী ভূম্যধিকারিগণ পর্যন্ত যাবতীয় খৃস্টান নরনারীর হৃদয়ে যাদুমন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়া করিল। ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিলেই যাবতীয় পাপ-তাপ-বিমুক্ত হইবে * জানিতে পারিয়া কেবল যে ধার্মিক ব্যক্তিগণই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, তাহা নহে ; দলে দলে দস্যু-তস্কর এবং অন্যান্য শ্রেণীর দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণও স্বর্গলাভের এমন সহজ পথ পরিত্যাগের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া ক্রুশ-পতাকার নিম্নে সমবেত হইল। এমন কি, বিধর্মী-শোণিতে শাণিত তরবারি রঞ্জিত করিয়া পাপক্ষয়ের বাসনা ইংল্যাণ্ডাধিপতি রিচার্ড, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্তাস ও জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক বার্বা-রোসাকেও উন্মত্ত করিয়া তুলিল। ধর্মযুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত সমগ্র ইউরোপের প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির দশমাংশ "সালাদিন কর" রূপে গৃহীত হইল। ১১৮৯ ও ১১৯০ খৃস্টাব্দে তাঁহাদের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য বিভিন্ন পথে প্যালেস্টাইন যাত্রা করিল। ১১৮৭ হইতে ১১৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যে মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দীন খৃস্টানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে প্রায় সমগ্র সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন প্রদেশের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। তাঁহার এই বিজয়লাভই 'তৃতীয় ক্রুসেডে'র মূল কারণ।**

জার্মান সম্রাট পথিমধ্যে মালেক নদীতে ডুবিয়া মরিলেন। তৎপুত্র ধ্বংসাব-শিষ্ট বাহিনী পরিচালনা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হইলেন। রিচার্ড ও ফিলিপ অগস্তাস মেসিনা ও সাইপ্রাস অধিকার করিয়া অর্ণবযানযোগে একরে অবতরণ করিলেন। দেশীয় খৃস্টানদের সাহায্যে দুই বৎসর অবরোধ ও লোমহর্ষক যুদ্ধ চলিল। অবশেষে নগরে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। বাহির হইতেও খাদ্য-সামগ্রী প্রেরণের কোন উপায় ছিল না। ফলে শাসনকর্তা খৃস্টানদের হস্তে

---

* "The Pope had promised remission of sins to all who should lose their lives while on the crusade.." —Thatcher and Schwill, 177.

** বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎপ্রণীত "সোলতান সালাহুদ্দীন" ও "ছোটদের সালাহুদ্দীন" দ্রষ্টব্য।—লেখক

www.pathagar.com

নগর সমর্পণে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অবরোধে তাহাদের তিন লক্ষ সৈন্য নিহত হয়। কাজেই ক্ষতির তুলনায় লাভ ছিল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।*

একর অধিকারের পর ফিলিপ রোগাক্রান্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ২০৪,০০০ স্বর্ণমুদ্রা ও ১৬০০ বন্দী পাইলে খৃস্টানেরা নাগরিকদিগকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিল। ইহা তিন কিস্তিতে আদায় করা সাব্যস্ত হইল। সালাহুদ্দীন প্রথম কিস্তির অধিকাংশ বন্দীকে মুক্তিদান করিলেন ; কিন্তু সমুদয় বন্দী না পাইলে খৃস্টানেরা মুসলিম বন্দীগণকে সম্রাটের হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হইল না। তাহারা এজন্য জামীন দিতেও অস্বীকার করিয়া বসিল। সালাহুদ্দীন খৃস্টানদের প্রতিজ্ঞার মূল্য অবগত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রিচার্ড যে ভয়াবহ পাশব হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী ম্লান করিয়া তাঁহাকে নর-পশু ও বর্বররূপে চিরতরে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "মুসলমান ধ্বংস ও মুসলিম আইনের বিলোপসাধনে ইংল্যাণ্ডরাজ নিরন্তর ব্যগ্র থাকিতেন ; তিনি তৎক্ষণাৎ একরের বন্দিগণের মস্তকচ্ছেদন করিতে আদেশ দান করিলেন। ফলে পশুতুল্য খৃস্টান সৈন্যগণের নির্দয় অস্ত্রাঘাতে ২৭০০ তুর্ক-শির দেহচ্যুৎ হইল।** ফিলিপের প্রতিনিধিও একরের প্রাচীরের উপরে এ সময় প্রায় সম-সংখ্যক বন্দীকে হত্যা করিলেন।

যে সকল মুসলমান সৈন্য একরের বহির্ভাগে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে তাহাদেরই স্বজাতীয় নিরপরাধ নরনারীবৃন্দের এবম্বিধ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দর্শনে উন্মাদের ন্যায় বাধা দান করিতে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সারাদিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাহারা হতভাগ্য বন্দীদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। বৃদ্ধ, দুর্বল, রমণী ও শিশু—সকলেই নির্দয়ভাবে তরবারিমুখে নিক্ষিপ্ত হইল।***কয়েকজন বলবান ও খ্যাতিনামা ব্যক্তিমাত্র এই নিষ্ঠুর হত্যা-

---

* "...the capture of Acre alone was said to have cost 300.000 men." Warner and Marten, The ground-work of British History, 97.

** "King Richard, always eager to destroy the Turks bade 2700 Turkish hostages to be beheaded."

*** ..the aged and weak, apparently even women and children, had been ruthlessly put to the sword"—Itinerary of king Richard, iv, 2. Saladin, 307.

লেনপুল এই হত্যাকাণ্ডকে ন্যায়তঃ 'নিষ্ঠুর ও কাপুরুষোচিত' বলিয়া

www.pathagar.com

কান্ডের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। খৃস্টানদের বর্বরতায় সর্বশুদ্ধ ৫০০০ লোক এভাবে নিহত হইল। তাহাদের ধারণা ছিল, মুসলমানেরা স্বর্ণ গিলিয়া রাখিত। স্বর্ণের লোভে তাহারা মৃতদেহগুলি কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিল। কি বীভৎস কান্ড!

১১৯১ খৃস্টাব্দে আর্সাফ ও আস্কালন নগর মুসলমানদের হাত হইতে খৃস্টানদের দখলে চলিয়া গেল। পর বৎসর সালাহুদ্দীন জাফফা অধিকার করিলেন। রিচার্ড তখন স্বদেশ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। জাফ্ফা খৃস্টানদের হস্তচ্যুত হয়াছে জানিতে পারিয়াই তিনি ইংল্যান্ড গমন স্থগিত রাখিয়া সেদিকে ধাবিত হইলেন; ফলে নগর পুনরায় খৃস্টানদের অধিকারে আসিল। কিন্তু সালাহুদ্দীন নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি জাফ্ফা পুনরাধিকারের চেষ্টা করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। ইংল্যান্ডে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হাওয়ায় রিচার্ড প্যালেস্টাইন ত্যাগে ব্যগ্র হইয়া সালাহুদ্দীনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু শর্ত সাব্যস্ত না হওয়ায় উভয় পক্ষই শক্তি-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। এই জাফ্ফার যুদ্ধই তৃতীয় ক্রুসেডের শেষ যুদ্ধ। ইহাই সম্রাট সালাহুদ্দীনের জীবনের অন্তিম সমর ও তাঁহার মহত্ত্ব প্রদর্শনের শেষ ক্ষেত্র। উভয় পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল। হঠাৎ এক তুর্ক সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে রিচার্ডের ঘোড়া মারা পড়িল। পশু-প্রকৃতি হইলেও তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। অশ্বহীন হইয়াও তিনি ভীম পরাক্রমে শত্রু সৈন্য দলন করিতে লাগিলেন। রিচার্ডকে পদাতিকের ন্যায় যুদ্ধ করিতে দেখিয়া মুসলিম সৈন্যগণ এই নর-রাক্ষসকে বধ করিয়া একরের লোমহর্ষণ হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইল। দলে দলে তুর্ক সৈন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফলে তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইল।

সালাহুদ্দীন রিচার্ডের এই দুরবস্থা দেখিতে পাইলেন। এরূপ একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা বিনা অশ্বে যুদ্ধ করিবে, ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া মনে হইল, মহাপ্রাণ সুলতান এই হীন প্রকৃতি খৃস্টান নরপতির পাশব আচরণের কথা বিস্মৃত হন নাই। একরের সেই নির্দোষ মুসলিম হত্যার করুণ দৃশ্য তখনও তাঁহার হৃদয়ে স্পষ্ট জাগরুক ছিল। এই নর-পিশাচের পৈশাচিক কার্যের প্রতিশোধ গ্রহণের ইহাই যে উপযুক্ত সময়, সম্রাট তাহাও বেশ বুঝিলেন। কিন্তু রিচার্ডের শত-সহস্র পাশব ব্যবহার সত্ত্বেও তাঁহার অসীম

অভিহিত করিয়াছেন। গিবন রিচার্ডকে 'শোণিত-পিপাসু' ও বক্সবার্ট 'মানব জাতির চাবুক' আখ্যা দিয়াছেন। বক্সবার্টের মতে, অপরাধী হিসেবে তিনি নেপোলিয়ানের সহিত তুলনীয়।"

www.pathagar.com

সাহসের কথা স্মরণ করিয়া মহামতি সুলতান তাঁহাকে ক্ষমা না করিয়া পারিলেন না। বীর তিনি; বীরের সম্মান, বীরের মর্যাদা তিনি না রাখিলে আর কে রাখিবেন? তিনি চেষ্টা করিলে হয়ত রিচার্ডের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক জাফ্‌ফার প্রান্তরেই অভিনীত হইত; কিন্তু সম্রাট তাহা করিলেন না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব উজ্জ্বলতম আকারে তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। তিনি জানিতেন, রিচার্ডের ন্যায় সাহসী যোদ্ধা অশ্ব হারাইলে খুব সম্ভবতঃ এই যুদ্ধ পরাজয়ে পরিণত হইবে; তথাপি তিনি তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে তখন অশ্বের নিতান্ত অভাব। কিন্তু তিনি তাহাতে দমিলেন না। মহামতি সম্রাট বহু কষ্টে দ্রুতগামী আরবীয় ঘোটক সংগ্রহ করিয়া রিচার্ডের নিকট প্রেরণ করিলেন।* ইসলামের ভীষণতম শত্রু এইরূপে সালাহ্উদ্দীনের মহত্ত্বে পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহারই সৈন্য-শোণিতে স্বীয় তরবারি রঞ্জিত করিতে লাগিলেন। সালাহ্উদ্দীন যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল। পরিণামে রিচার্ডই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

রিচার্ডের প্রতি সুলতান যে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিলেন, এখানেই তাহার শেষ হইল না। সালাহ্উদ্দীন আবার সৈন্যসংগ্রহে মনোযোগী হইলেন। যথাসময়ে মওসেল, সিরিয়া ও মিসর হইতে সৈন্যদল আসিয়া রমলায় তাঁহার সহিত মিলিত হইল। কিন্তু তাহাদের আর প্রয়োজন হইল না। ইতিমধ্যে রিচার্ডের সাংঘাতিক অসুখ হইল। তাঁহার সৈন্যরাও অবিশ্রান্ত সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর হইয়া পড়িল। জেরুজালেম-রাজ এবং 'টেম্পলার' ও 'হস্পিটালার' সম্প্রদায়ের নাইটেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রুগ্ন, বন্ধু-বান্ধব পরিশূন্য ও শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া সালাহ্উদ্দীনের সহিত সন্ধি করা ব্যতীত তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না। স্বীয় সংকটাপন্ন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া তিনি পুনরায় শান্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাঁহার বিপদে সুলতানের করুণ প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া রিচার্ড ঠাণ্ডা ফল ভক্ষণের আকাঙ্খা প্রকাশ করিলে সালাহ্উদ্দীন তাঁহার জন্য অবিরত বিবিধ প্রকার সুস্বাদু রসাল ফল ও সুশীতল পার্বত্য

* "Seeing the king unmounted, Saladin had sent him two swift Arabs, thinking it shame that so brave a warrior should fight on foot."—Saladin, pp 353.

গিবনের মতে সালাহ্উদ্দীন রিচার্ডকে তাঁহার নিজের অশ্বই প্রেরণ করিয়াছিলেন। Vide Gibbon, VI, 597.

www.pathagar.com

বরফ প্রেরণ করিতে লাগিলেন।* এই সময় তিনি হেকিমের ছদ্মবেশে খৃস্টান শিবিরে গিয়া রিচার্ডের রোগ আরোগ্য করেন বলিয়াও কথিত আছে। তবে ইহা স্যার ওয়াল্টার স্কটের 'ট্যালিসম্যান' উপন্যাসের একটি গল্প মাত্র। অবশেষে ১১৯২ খৃস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল। রুগ্ন রিচার্ড সুলতানের অনুগ্রহে প্রাণ লইয়া ৯ই অক্টোবর একর হইতে জাহাজে করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

লক্ষ লক্ষ লোকক্ষয়কর ক্রুসেডের সময় একজন মুসলিম-নরপতি রিচার্ডের ন্যায় নিজের ও স্বজাতির ভীষণতম শত্রুর প্রতি এইরূপ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দেন। ইংল্যান্ড-রাজের অমানুষিক দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও মহানুভব সুলতান তাঁহার প্রতি যে অতুলনীয় ক্ষমা ও সদাশয়তা প্রদর্শন করেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। এরূপ অসাধারণ গুণাবলীর জন্যই সমগ্র বিশ্ব তাঁহাকে 'মহামতি' (The Great) উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছে। মরিয়াও সালাহুদ্দীন অমর।

* "The illness....of the king softened the heart of Saladin—In his burning fever, Richard craved for cooling fruits, and Saladin constantly sent him pears and peaches and refreshing snow from the mountains."—Saladin, 355.

www.pathagar.com

ভারতীয় সভ্যতায় মুসলিম অবদান

১. ভারতের চরম উন্নতির যুগে শাহী সাম্রাজ্য অশোক বা চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। এই হিন্দু-সাম্রাজ্য দুইটিও ছিল কতকগুলি শ্লথ-সংযুক্ত স্বাধীন প্রদেশের সমষ্টিমাত্র। এগুলি সমজাতিকত্ব অর্জন কিম্বা প্রজাদের মধ্যে রাজনৈতিক একতা বা জাতীয়তার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রত্যেক প্রদেশের লোকেরাই নিজস্ব পদ্ধতিতে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিত; প্রত্যেক প্রদেশেরই স্বতন্ত্র স্থানীয় ভাষা ছিল; কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হইলেও প্রত্যেক প্রদেশই উহার নিজস্ব প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে শাসিত হইত।

পক্ষান্তরে আকবরের সিংহাসন আরোহণ হইতে মুহাম্মদ শাহের মৃত্যু পর্যন্ত দুই শতাব্দীর (১৫৫৬-১৭৪৯) তুর্ক* শাসনে সমগ্র উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থানে এক সরকারী (Official) ভাষা, একই শাসন-পদ্ধতি ও একই মুদ্রা প্রবর্তিত হয়। সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য তাঁহারা একটি জনপ্রিয় মিশ্রভাষাও সৃষ্টি করেন; হিন্দু পুরোহিত ও গোঁড়া গ্রামবাসী ভিন্ন আর সকলেই ইহা (উর্দু) ব্যবহার করিত। এমন কি বাদশাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন জনপদের বাহিরেও নিকটবর্তী হিন্দু রাজারা তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি, সরকারী শব্দ-কোষ, দরবারের আদব-কায়দা ও মুদ্রার নমুনা গ্রহণ করেন।

শাহী-সাম্রাজ্যের বিশটি সুবা ঠিক একই শাসন-যন্ত্রের সাহায্যে একই রীতিতে শাসিত হইত; প্রত্যেক সুবার কর্মচারীদের একই উপাধি ছিল। সমস্ত সরকারী দলীল-দস্তাবেজ, পাট্টা, সনদ, ফরমান, ছাড়-পত্র, চিঠি-পত্র ও রসিদ একই ফারসী ভাষায় লিখিত হইত। সাম্রাজ্যের সর্বত্র একই মুদ্রানীতি চলিত; বিভিন্ন শহরের টাকশাল হইতে বাহির হইলেও মুদ্রাগুলির একই নাম, একই আকার ও অনুরূপ বিশুদ্ধতা ছিল। সৈন্য ও কর্মচারীরা প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে পুনঃ পুনঃ বদলি হইতেন। কাজেই এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে গিয়া অনেকটা গার্হস্থ্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেন। পর্যটক ও সওদাগরেরা সর্বাপেক্ষা

---

* বাবর-বংশকে ভুলে মুগল বলা হয়। মাতার দিক দিয়া তিনি চেঙ্গিস ও পিতার দিক দিয়া তাইমুরের বংশধর। অতএব তিনি চাগতাই তুর্ক। 'মুগল' নামকে তিনি দস্তুর মত ঘৃণা করিতেন। অথচ তাঁহাকেই 'মুগল' বলিয়া অভিহিত করা হয়। অদৃষ্টের কি ভীষণ পরিহাস!

www.pathagar.com

সহজে নগর হইতে নগরে ও সুবা হইতে সুবায় গমনাগমন করিতেন ; এই বিশাল দেশ যে একই সম্রাটের শাসনাধীন, সকলেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। ......

২. ভারতে মুসলমানদের দ্বিতীয় দান হইল ঐতিহাসিক সাহিত্য। কাল-নিরূপণ-শাস্ত্রে হিন্দুদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ; ... মুসলমান শাসনের পূর্বে তাহারা আদৌ কোন প্রকৃত ইতিহাস রচনা করে নাই। সংস্কৃত ভাষায় মাত্র চারিখানা রাজনৈতিক জীবন-বৃত্তান্ত রক্ষিত আছে ; উহাদের প্রত্যেকটিতেই প্রকৃত ঘটনা অলঙ্কার, ভাষার কৌশল ও ঘোরালো বাক্যের নিম্নে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। উহাদের কোনটিতেই সন-তারিখ নাই। এমনকি, হিন্দুরা যখন ফারসী শিখিয়া পারসিক আদর্শের অনুকরণে ফারসী ভাষায় ইতিহাস বা আত্ম-জীবনী রচনা করেন, তখনও তাঁহাদের গ্রন্থে তারিখের শোচনীয় অভাব পরিদৃষ্ট হয়।

পক্ষান্তরে আরবদের সমস্ত দলীল-দস্তাবেজেই সন-তারিখ আছে ; তাহাদের পত্রে প্রায় সর্বদাই লিখিবার তারিখ ও মাস পাওয়া যায়। মুসলমানদের ঐতিহাসিক সাহিত্যে অন্য যে ত্রুটিই থাকুক না কেন, তারিখ লিখিতে তাহাদের কদাচিৎ ভুল হইত। কাজেই ইতিহাস চর্চার একটা দৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায়। তাহারা চান্দ্র বৎসর অনুসারে হিসাব করিত। একই (হিজরী) সন ব্যবহার করায় সমগ্র মুসলিম জগত ঘটনার তারিখ দেওয়ার একটি সাধারণ পদ্ধতি লাভ করে। ফলে মুসলমানদের অত্যন্ত সুবিধা হয়। হিন্দু গ্রন্থ ও শিলালিপিতে আমরা যেরূপ বিভিন্ন প্রকার সন এবং মাস ও বৎসরের নানারূপ দৈর্ঘ্য দেখিতে পাই তাহাতে দিশাহারা হইয়া যাইতে হয়। এই পার্থক্য অতি আশ্চর্যজনক। বৎসরের প্রত্যেক মাসকে অন্ধকার (বদি) ও উজ্জ্বল (সুদি), এই দুই পক্ষে ভাগ করা হয় ; কিন্তু উহার আরম্ভের দিন ও অধিমাস উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে একই রূপ নহে। কাজেই সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠা দলীল-দস্তাবেজের এরূপ তারিখকে উহার নির্ভুলতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও নিশ্চিন্ত হইয়া খৃস্টীয় সনে পরিণত করা প্রায় অসম্ভব। মুসলমানদের তারিখ এক অপরিবর্তনীয় সুপরিচিত পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত। কেবল নব-চন্দ্র দর্শনের পার্থক্যের জন্য ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে কয়েকটি মাসের প্রারম্ভে এক দিনের প্রভেদ হইয়া থাকে।

৩. বাণিজ্য—জন্মভূমিতে বৌদ্ধমতের অবনতি ঘটিলে ভারতের সহিত এশিয়ার অন্যান্য দেশের সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায়। তথাকথিত মুগল ও পাঠান আমলে এই সংশ্রব পুনঃস্থাপিত হয়। আফগানিস্থান শাহী সাম্রাজ্যের প্রায় শেষ পর্যন্ত বাদশাহদের অধিকারে থাকায় আফগান সীমান্তের গিরিপথগুলি দিয়া পণ্য ও জন-স্রোত নির্বিঘ্নে বুখারা, সমরকন্দ, বল্‌খ, খুরাসান, খারিজম ও পারস্য হইতে ভারতে আসিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাহাঙ্গীরের

www.pathagar.com

রাজত্বে একমাত্র বোলান গিরিসংকট দিয়াই ১৪০০০ উট পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রতি বৎসর কান্দাহার হইয়া পারস্যে গমন করিত। ভাত্তা, ব্রোচ, সুরাট, চউল, গোয়া (পর্তুগীজদের হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত), বিজাপুর, কারওয়ার প্রভৃতি পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি ছিল ভারত ও বহির্জগতের মধ্যবর্তী দ্বার। সমুদ্র-পথে বণিকেরা আরব, পারস্য, তুরস্ক, মিসর, বার্বারী, আবিসিনিয়া, এমনকি জাঞ্জিবার হইতেও এখানে আসিতে পারিতেন। পূর্ব উপকূলের মসলিপত্তম ১৬৮৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গোলকুণ্ডার সুলতানদের অধিকারভুক্ত ছিল; তৎপরে ইহা বাদশাহদের হস্তগত হয়। এখান হইতে বাণিজ্য-জাহাজ শ্রীলংকা, সুমাত্রা, যাভা, শ্যাম, এমনকি, চীন পর্যন্ত গমনাগমন করিত।

জ্ঞাতি ইহুদীদের ন্যায় আরবেরা জাত-বণিক। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতেই ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য তাহাদের একচেটিয়া ছিল। এখন সমগ্র নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য, মালয় এবং জগতের আরও কিয়দংশ তাহাদের ধর্ম ও পবিত্র ভাষা গ্রহণ করায় এশিয়া ও আফ্রিকার সামুদ্রিক বাণিজ্যে তাহাদের সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হয়।

৪. ধর্মনৈতিক আন্দোলন—সুদূর অতীত কাল হইতেই সমস্ত চিন্তাশীল হিন্দুধর্ম-সংস্কারক ও ভক্তেরা একেশ্বরবাদিতার নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন; সাধারণের অসংখ্য দেব-দেবী ও ত্রিতত্ত্ববাদের পশ্চাতে তাঁহারা এক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। কাজেই ইসলাম হিন্দু মণীষীদিগকে একেশ্বরবাদিতা শিক্ষা না দিলেও মুসলমানদের উপস্থিতির ফলে মধ্য-যুগের হিন্দুধর্ম-বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন অত্যন্ত উৎসাহপ্রাপ্ত হয়। মুসলিম সমাজের আদর্শ হিন্দুদের কুসংস্কারের উপর দ্রাবকরূপে কাজ করে।

শাস্ত্রীয় বিধি, আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মের অন্যান্য বাহ্য চিহ্নের পার্থক্যের উপর জোর না দিয়া ইসলাম ও হিন্দুধর্মের ঐক্য সাধন এবং উভয় ধর্মের ভক্তদের জন্য একটি সাধারণ মিলনক্ষেত্র রচনার উদ্দেশ্যে অনেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কবীর, দাদু, নানক ও চৈতন্যের ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লাদের কঠোর গোঁড়ামি ত্যাগ করিয়া উভয় ধর্মাবলম্বী লোককেই দীক্ষা দান করিতেন।

সুফী আন্দোলন ছিল অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও ভদ্র হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কেন্দ্র। মধ্যযুগের জনপ্রিয় ধর্মগুলির ন্যায় সুফী মতাবাদ কখনও অশিক্ষিত মহলে প্রবেশ করে নাই। ইহা ছিল শুধু গোঁড়ামি-মুক্ত দার্শনিক, গ্রন্থকার ও তান্ত্রিক বা বুজুর্গদের ধর্ম।

হিন্দুরা ফারসী ভাষায় বিরাট সুফী-সাহিত্য রচনা করে। ইহার সাহিত্যিক গুণ সর্বনিম্ন স্তরের হইলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুদের মধ্যে

www.pathagar.com

ফারসী ভাষা ও সুফী মতবাদ কিরূপ প্রসার লাভ করে, ইহা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই সকল জন-প্রিয় ধর্ম ও সুফী-দর্শন শাসক ও শাসিত জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে সাহায্য করে।

৫. উত্তর ভারতের হিন্দুদের বহু সামাজিক রীতিনীতি ইসলামের প্রভাবের ফল ; ইহার প্রভাবে ভদ্র হিন্দুদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও লৌকিক সাহিত্যেরও আংশিক পরিবর্তন ঘটে।

৬. শিকার, শিকার-পক্ষীর সাহায্যে শিকার ও বহু ক্রীড়া-পদ্ধতিও পরিভাষায় মুসলমানী রূপ ধারণ করে। আরবী, ফারসী, ও তুর্কী শব্দ বিপুল পরিমাণে হিন্দী, বাংলা, এমনকি, মারাঠি ভাষায়ও প্রবেশ লাভ করে। নর্ম্যান বিজয়ের ফলে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজ-জীবনের যেরূপ পরিবর্তন ঘটে, মুসলিম বিজয়ের প্রভাবে হিন্দুদের ভাষা ও জীবন-যাত্রারও ঠিক অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়।

৭. মুসলমানেরা রাজ-নীতির অত্যন্ত উন্নতি সাধন করে। হিন্দু আমলের রাজারা স্বয়ং নিজেদের ক্ষুদ্র বাহিনী পরিচালনা করিতেন ; কখনও বৃহৎ বাহিনী পরিচালনা করিলে তাহা হইত বিভিন্ন ক্ষুদ্র বাহিনীর সমষ্টি মাত্র। পক্ষান্তরে বাদশাহ্দের বিরাট সৈন্যদল ছিল ; তাহারা একই মনিবের হুকুম মানিয়া চলিত। এরূপ বাহিনীকে সংযত রাখিতে অধিকতর গঠন-কৌশল ও যোগ্যতার প্রয়োজন হইত। কাজেই হিন্দুযুগ অপেক্ষা শাহী আমলে রণ-কৌশল প্রদর্শনের অধিক সুযোগ পাওয়া যাইত। শৃঙ্খলার দিক দিয়া বাদশাহী বাহিনী ছিল মধ্য-যুগের আদর্শ অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয়েই প্রায় নিখুঁত। কামান বারুদের ব্যবহার প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানেরা দুর্গাদি নির্মাণ পদ্ধতিরও অত্যধিক উন্নতি সাধন করে।

৮. স্থাপত্যে মুসলমানদের উন্নতি সুস্পষ্ট। হিন্দু রাজারা তাহাদের অর্থ ও কৌশল মন্দিরেই নিঃশেষিত করিতেন। তাঁহাদের প্রাসাদগুলি সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ; সেগুলির নক্শা উন্নত বা মূল্যবান ছিল না বলিয়াই মনে হয়। মুসলমানেরা মসজিদ ব্যতীত প্রাসাদ এবং কবরও নির্মাণ করে। অর্ধ-বৃত্তাকার, বিকীর্ণ (radiating) খিলান, খিলান-ওয়ালা গম্বুজ ও জ্যামিতির নক্শানুযায়ী স্থাপিত উদ্যান মুসলমানদের বিশেষরূপে নিজস্ব।

৯. চারুশিল্পে ইন্দো-সারাসেন চিত্র-পদ্ধতি মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দান। তাহারা বুখারা ও সমরকন্দ ওহইতে চীনের অঙ্কন-পদ্ধতি আমদানী করে ; উপেক্ষা ও দারিদ্র্যের মধ্যে হিন্দু চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার কিংবদন্তী তখনও টিকিয়াছিল। আকবরের দরবারে উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটে ; ইহার ফলে

www.pathagar.com

চৈনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া চিত্রগুলি খাঁটি ভারতীয় রূপ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার প্রকৃত পুনরুজ্জীবন লাভ ঘটে ; আমাদের শিল্পীরা এই কার্যে সর্বোচ্চ প্রতিভার পরিচয় দেন। ভারতীয় কারুবিদ্যা বা 'মুগল চিত্র-শিল্প' নামে এই পদ্ধতি অদ্যাপি চিত্রাঙ্কন-ক্ষেত্র দখল করিয়া আছে। তথাকথিত রাজপুত-পদ্ধতি মুগল বা ইন্দো-সারাসেন পদ্ধতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কেবল বিষয়গুলি হিন্দু পুরাণ বা মহাকাব্য হইতে গৃহীত, এইমাত্র পার্থক্য।*

* "The so-called Rajput school is only the Mughal or Indo-Saracen style with Hindu mythological or epic subjects." —Sir **Jadunath Sarker, Mughal administration, 245.**

www.pathagar.com

যাদুর পুরী

জনৈক প্রাচীন আরব ঐতিহাসিক বলেন, "কর্দোভা আন্দালুসিয়ার কনে। যে সৌন্দর্য ও বাহ্যশোভা লোকের চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করে, অথবা দৃষ্টিশক্তি ঝলসাইয়া দেয়, কর্দোভা তাহার সমস্তেরই অধিকারী। বহু বৎসর-রাজত্বকারী সুলতানগণের দীর্ঘ তালিকা উহার যশোমুকুট; কবিকুল ভাষা-সমুদ্র মন্থন করিয়া যে মুক্তাসমূহ আহরণ করিয়াছেন তদ্দ্বারা উহার কণ্ঠহার খচিত; বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা সুকুঞ্চিত শিক্ষা-পতাকা উহার পরিচ্ছদ; সর্বপ্রকার শিল্পকলা ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যবসায় অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা উহার বস্ত্রাঞ্চল ভূষিত।"

মহামতি খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের আমলে কর্দোভা (আরবী কুর্তুবা) বাস্তবিকই গর্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কি অট্টালিকার সৌন্দর্যে, কি বিলাস-বৈভব ও মার্জিত রুচিতে, কি শিক্ষা ও শিল্প-নৈপুণ্যে—কোন বিষয়েই সম্ভবতঃ একমাত্র বাইজেন্টিয়াম ভিন্ন ইউরোপের অপর কোন নগরীর সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারিত না। লেনপুল বলেন, "যদি আমরা স্মরণ রাখি যে, আরব লেখকগণের লিখিত বিবরণ হইতে আমরা হানগরী কর্দোভার গৌরবের যে চিত্র অঙ্কন করিতে যাইতেছি, তাহা খৃস্টীয় ম শতাব্দীর কথা;—তখন আমাদের স্যাক্সন পূর্বপুরুষগণ কদর্য কুটিরে করিয়া নগ্নপদে অপরিষ্কৃত পথে ভ্রমণ করিতেন; তখন আমাদের ভাষা হয় নাই; লেখাপড়া প্রভৃতি অর্জিত গুণাবলীও অত্যল্পসংখ্যক ক্ষুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা হইলেই আমরা মূরদের অসাধারণ কথা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। যদি আরও স্মরণ রাখা ইউরোপ তখন বর্বরোচিত অজ্ঞতা ও অসভ্যোচিত আচার-ব্যবহারে ; যেখানে রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ তখনও উহার প্রাচীন নিদর্শন বজায় রাখিতে পারিয়াছিল, কেবল সেখানে—একমাত্র নাপল ও ইতালীর কিয়দংশেই মার্জিত রুচির কিঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যাইত, আন্দালুসিয়ার রাজধানী যে বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্যের পরিচয় দেয়, তবেই তাহা আরও ভালরূপে অনুভূত হয়।"*

---

* "When we remember that the sketch we are about to extract from the records of Arabian writers, concerning the glories of

www.pathagar.com

আরও একজন আরব লেখক বলেন, "কর্দোভা দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত শহর; ইহা স্থূল ও উচ্চ পাষাণ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, রাজপথসমূহ অতি সুন্দর। প্রাচীনকালে কর্দোভা বহু বিধর্মী রাজার রাজধানী ছিল; নগরের ভিতর অদ্যাপি তাঁহাদের প্রাসাদাবলী পরিদৃষ্ট হয়। নাগরিকেরা তাহাদের শিষ্ট ও মার্জিত আচরণ, তাহাদের প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং আহার, পরিচ্ছদ ও অর্থে তাহাদের উন্নত রুচি ও অনাড়ম্বরের জন্য বিখ্যাত। সেখানে সর্বপ্রকার অভিজ্ঞ পণ্ডিত, সদাশয়তা ও সদগুণে বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অ-মুসলমান দেশে যুদ্ধ অভিযানে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এবং সর্বপ্রকার সামরিক বিদ্যায় অভিজ্ঞ কর্মচারী দেখিতে পাইবে। কবিতা-চর্চা, বিজ্ঞানালোচনা অথবা ধর্মতত্ত্ব বা আইনোপদেশ লাভে ব্যগ্র হইয়া জগতের সর্বাংশ হইতে ছাত্রেরা দলে দলে কর্দোভায় আসিত; ফলে সর্বপ্রকারে ইহা বিখ্যাত ব্যক্তিগণের সম্মেলন-ক্ষেত্র, বিদ্বন্মণ্ডলীর বাস-নিকেতন ও অধ্যয়ন-পিপাসীদের গম্যস্থলে পরিণত হয়। কর্দোভা বরাবরই সমুদয় দেশের বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত; ইহার সাহিত্যিক ও সৈনিকমণ্ডলী খ্যাতিলাভের জন্য নিরন্তরই পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত; ইহা নিয়তই বিখ্যাত ব্যক্তিদের মল্ল-ভূমি, পাঠকদেদর আশ্রয়, সম্ভ্রান্ত লোকদের বিশ্রাম স্থান এবং সত্যবাদী ও ধার্মিক ব্যক্তিগণের শান্তিনিকেতন; দেহের পক্ষে মস্তক অথবা সিংহের পক্ষে বক্ষ যেরূপ মূল্যবান, আন্দালুসিয়ার পক্ষে কর্দোভা ছিল ঠিক তাহাই।

প্রাচ্য লেখকদের প্রশংসা সাধারণতঃ অতিশয্য-দোষে দূষিত বলিয়া বদনাম আছে। কিন্তু কর্দোভার উপর যে প্রশংসা-বারি বর্ষিত হইয়াছে, তাহা বাস্ত-

---

Cordova, relate to the tenth century, when our Saxon ancestors dwelt in wooden hovels and trod upon dirty straw, when our language was unformed and such accomplishments as reading and writing were almost confined to a few monks we can to some extent realise the extraordinary civilization of the moors. And when it is further recollected that all Europe was then plunged in barbaric ignorance and savage manners, and that only where the remnants of the Roman Empire were still able to maintain some traces of its ancient civilization, only in Constantinople and some parts of Italy were there any traces of refinement, the wonderful constrast afforded by the capital of Andalusia will be better appreciated." —Moors in spain, 130.

www.pathagar.com

িবকই সত্য। মহামতি খলীফার সময় প্রাচীন মুর-সাম্রাজ্যের রাজধানীর সৌন্দর্য ও আয়তন কিরূপ ছিল, উহার বর্তমান অবস্থায় তাহা ধারণা করা অসম্ভব। রাজপ্রাসাদ আল-কাজার বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ; উহার ধ্বংসাবশেষ এখন কারাগার হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে ; কিন্তু সেতুটি এখনও গোয়াডেল কুইভারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জুড়িয়া আছে। প্রথম উমাইয়্যা সুলতানের অত্যুৎকৃষ্ট মসজিদ অদ্যাপি পর্যটকদের হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিতেছে। সম্ভবতঃ তৃতীয় আবদুর রহমানের সময় কর্দোভা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। উহার আয়তন সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে ; কিন্তু উহার দৈর্ঘ্য ছিল খুব সম্ভবতঃ দশ মাইল। কর্দোভার দুই লক্ষাধিক গৃহে দশ লক্ষের অধিক লোক বাস করিত। রাত্রিতে তাহারা সরকারী আলোকে সরল-রেখাক্রমে দশ মাইল পথ ভ্রমণ করিতে পারিত ; অথচ ইহার সাত শত বৎসর পরেও লন্ডনে আদৌ কোন সরকারী বাতি ছিল না।* খৃস্টান শাসনে এখন কর্দোভার লোকসংখ্যা মাত্র ৩৫০০০। মুসলমান আমলে এই মহানগরীর সহিত ২৮টি উপনগর সংলগ্ন ছিল। মর্মর প্রস্তর-নির্মিত প্রাসাদ, মসজিদ ও উদ্যান-রাজিতে গোয়াডেল কুইভারের উভয় তীর সমুজ্জ্বল থাকিত ; উদ্যানগুলিতে সযত্নে অন্যান্য দেশের দুর্লভতম পুষ্প ও বৃক্ষ নিচয়ের আবাদ হইত ; সেখানে আরবেরা তাহাদের অত্যুৎকৃষ্ট পানিসেচ-পদ্ধতি প্রবর্তিত করে ; এই বিষয়ে স্পেনীয়েরা পূর্বে কিম্বা পরে কখনও আরবদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।**

প্রথম উমাইয়্যা সুলতান তাঁহার পূর্ব আবাসের কথা স্মরণ রাখিবার জন্য সিরিয়া হইতে একটি খেজুর বৃক্ষ আনয়ন করেন। ইহা ছিল তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বৃক্ষ। এমন কি, তিনি ইহাকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার নির্বাসনের বর্ণনা-

* "Cordova. .boasted of more than 200,000 houses and more than a million of inhabitants. After sunset, a man might walk though it in a straight line for ten miles by the light of the public lamps. Seven hundred years after this time there was not so much as one public lamp in London—Draper, Intellectual development in Europe, Vol. II, 30.

** "..the Arabs introduced their system of irrigation which the Spaniards, both before and since, have never equalled." —Moors in Spain, 131.

www.pathagar.com

সংবলিত একটি শোকপূর্ণ ক্ষুদ্র কবিতাও রচনা করেন। শৈশবে তিনি দিমিশ্‌কে তাঁহার পিতামহ হিশামের উদ্যানে খেলাধুলা করিতেন; উহার অনুকরণে কর্দোভায় একটি বাগান প্রস্তুত করিয়া সুলতান তথায় তাঁহার প্রিয় বৃক্ষটিকে রোপণ করেন। এই উদ্যান সমগ্র সভ্য ইউরোপের আদর্শে পরিণত হয়।* বিদেশ হইতে দুর্লভতম বৃক্ষ, চারা, লতা ও বীজ প্রভৃতি আনয়ন করার জন্য তিনি বিভিন্ন দেশে লোক প্রেরণ করিতেন। সুলতানের উদ্যান পরিষ্কার-কারীগণ এতই সুদক্ষ ছিল যে তাহারা বিদেশ হইতে আনীত বৃক্ষাদিকে শীঘ্রই স্বদেশীয় করিয়া তুলিত; কালক্রমে ঐগুলি রাজপ্রাসাদ হইতে সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িত। এইরূপে দিমিশ্‌ক্‌ হইতে আনীত নমুনার সাহায্যে স্পেনে দাড়িম্বের প্রচলন হয়।

উদ্যানরাজি সরস রাখার ও নাগরিকদের অভাব মোচন করার জন্য যে বিপুল পানির প্রয়োজন হইত, সীসম-নির্মিত নলের সাহায্যে তাহা পর্বতশ্রেণী হইতে আনয়ন করা হইত; এই সকল পর্বতে পানিসেচের যন্ত্রাদির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। নলশ্রেণীর ভিতর দিয়া জলরাশি অসংখ্য হ্রদ, দীঘি, চৌবাচ্চা, গ্রীসীয় প্রস্তরের ঝরণা ও পাত্রে নীত হইত; পাত্রগুলি কয়েকটি ছিল স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত ও অবশিষ্টগুলি পিত্তল নির্মিত। সে যুগে অপর কোথাও পানি সরবরাহের এত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল না।**

খলীফার হর্ম্যরাজি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বিস্ময়কর বর্ণনা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাসাদের মনোরম দ্বারসমূহের কোনটি উদ্যানের দিকে, কোনটি বা নদীর দিকে উন্মুক্ত ছিল কোনটি দিয়া আবার বড় মসজিদে প্রবেশ করিতে পারা যাইত; প্রাসাদ হইতে মসজিদ পর্যন্ত সমগ্র পথ মূল্যবান গালিচায় আবৃত থাকিত; তাহার উপর দিয়া সুলতান শুক্রবারে মসজিদে গমন করিতেন। উমাইয়্যাদের প্রাচীন নিবাস দিমিশ্‌কের স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য একটি প্রাসাদকে দিমিশ্‌ক্‌ বলা হইত; অন্যান্য প্রাসাদগুলি কুসুম প্রাসাদ, প্রেমিক প্রাসাদ, সন্তোষ প্রাসাদ, মুকুট প্রাসাদ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত; দিমিশ্‌ক প্রাসাদের ছাদ মর্মর-প্রস্তরের স্তম্ভশ্রেণীর উপর শোভা পাইত; ইহার মেঝে নানা-বর্ণের প্রস্তরের কারুকার্যে খচিত ছিল। এই প্রাসাদটি এতই সুন্দর ছিল যে, জনৈক কবি গাহিয়াছেন, দিমিশ্‌কের তুলনায় জগতের যাবতীয়

* "..(it) became the model for the civilized countries of Europe." —Ameer Ali, I short History of the Saracens. 106.

** ..the water supply of Cordova surpassed in excellence that of every other city."—Ameer Ali, 516.

www.pathagar.com

প্রাসাদও অকিঞ্চিৎকর। কেবল সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্প পরিপূর্ণ উদ্যানরাজি, সম্মুখস্থ সুদৃশ্য উন্মুক্ত ভূভাগ ও স্বচ্ছতোয়া জলাশয়সমূহই যে উহাকে অতুলনীয় করিয়া তুলিয়াছিল, এমন নহে ; উহা সর্বদাই সুবাসিত থাকিত। দিবাভাগে তৃণমণি ও রাত্রিকালে মৃগনাভির সুঘ্রাণ লোকের মনোপ্রাণ মাতাইয়া তুলিত। গোয়াডেল কুইভারের (ওয়াদী-উল-কবির) শান্ত প্রবাহ নিরন্তরই নাগরিকদের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করিত।

সপ্তদশটি খিলানের উপর দণ্ডায়মান একটি মনোহর সেতু নদীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া এই সেতুটি অদ্যাপি অটুট অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়া আরবদের অতুল কারিগরি কৌশলের সাক্ষ্য দান করিতেছে। সমগ্র শহর মনোরম সৌধরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল ; তন্মধ্যে শরীফ ও রাজকর্মচারীরা ষাট হাজার ও সাধারণ অধিবাসীরা ছিল দুই লক্ষাধিক অট্টালিকার মালিক ; এতদ্ব্যতীত নগরে ৩৮০০ মসজিদ, ৩৫০টি বিমারিস্থান (হাসপাতাল), ৮০টি সাধারণ মক্তব, ৮০,০০০ দোকান ও সর্বসাধারণের ব্যবহারার্থ ৯০০ হাম্মাম বা স্নানাগার ছিল। সমুদয় মুসলিম শহরেই হাম্মামগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। মধ্যযুগের খৃস্টানেরা যখন পৌত্তলিক প্রথা বলিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতেছিল, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা যখন নিজেদের অপরিচ্ছন্নতার জন্য গর্ব করিত—এত অধিক গর্ব করিত যে, জনৈক মহিলা সেন্ট গর্বভরে লিখিয়া গিয়াছেন, "শেষ ভোজন' উপাসনায় গমনকালে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা পানি স্পর্শ করা ব্যতীত তিনি ৬০ বৎসর বয়সের মধ্যে কখনও শরীরের অপর কোন অংশ ধৌত করেন নাই—মুসলমানেরা তখন বিন্দুমাত্র অপরিচ্ছন্নতাও বরদাস্ত করিত না। অযু বা প্রক্ষালন দ্বারা দেহ পরিষ্কৃত করার পূর্বে কিছুতেই তাহারা নামাযাদি ধর্মকার্যে যোগদান করিতে সাহসী হয় নাই।* অবশেষে স্পেন-পর্তুগাল আবার

* 'While the mediaeval Christians forbade washing as a heathen custom, and the monks and nuns boasted of their filthiness, in so much that a lady-saint recorded with pride the fact that upto the age of sixty she had never washed any part of her body except the tips of her fingers when she was going to take the Mass—while dirt was the characteristic of Charistian sanctity, the Moors were careful in the most minute particulars of cleanliness,. ."—

Moors in Spain, 135.

www.pathagar.com

খৃস্টান রাজগণের হস্তগত হইলে ইংরেজ-রাণী মেরী-র স্বামী দ্বিতীয় ফিলিপের আদেশে এই সকল স্নানাগার ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; 'এগুলি অবিশ্বাসীদের স্মৃতিচিহ্ন,' ইহাই ছিল তাহার অজুহাত!

কর্দোভার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-সৌন্দর্যের মধ্যে বড় মসজিদ শীর্ষস্থানীয়। গীর্জায় পরিণত হইলেও আজিও কর্দোভায় ইহাই সৌন্দর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ৭৮৪ খৃস্টাব্দে সুলতান প্রথম আবদুর রহমান কর্তৃক ইহার নির্মাণ-কার্য আরম্ভ হয়; তিনি স্বয়ং উহাতে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতেন। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠ পুত্র হিশাম ৭৯৩ খৃস্টাব্দে ইহার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন। তখন ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৬০০, প্রস্থ ৩৫০ ও মিনারের উচ্চতা ২৪০ ফুট। এই সৌধটি জগতে প্রাথমিক মুসলমান স্থাপত্যের একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। স্পেনের পরবর্তী সুলতানগণের প্রত্যেকেই কোন না কোন রূপে ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন; একজন স্তম্ভশ্রেণী ও দেওয়ালগুলি সোনার পাতে মুড়িয়া দেন; আর একজন তাহাতে একটি নূতন মিনার যোগ করেন, অপর একজন মসজিদের ভিতরে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না দেখিয়া একটি নূতন খিলান প্রস্তুত করেন। এইরূপে দুই শতাব্দী কাল পরিশ্রমের পর এই বিশাল মসজিদের পরিপূর্ণতা সাধিত হইলে ইহা সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় হইয়া দাঁড়ায়।* খিলানের সংখ্যা পূর্ব-পশ্চিমে ১৯ ও উত্তর-দক্ষিণে ৩১। উজ্জ্বল পিত্তল-বিমণ্ডিত ২২টি দরজা মুসল্লীদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত; ১২৯৩টি স্তম্ভের উপর বিশাল ছাদ স্থাপিত, মেঝে রৌপ্যে আবৃত ও মূল্যবান প্রস্তরের কারুকার্যে খচিত; ইহার সারি সারি স্তম্ভ স্বর্ণ ও ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তরে মণ্ডিত। 'মিম্বর' বা বেদী গজদন্ত ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠে নির্মিত; উহাতে ৩৬০০০ পৃথক খোপ আছে; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই মূল্যবান প্রস্তরে মণ্ডিত ও সোনার প্রেকে আবদ্ধ। নামাযের পূর্বে অযু করিবার জন্য চারিটি ঝরণা ছিল; পাহাড় হইতে অহর্নিশ পানি আসিয়া ঐগুলি পরিপূর্ণ রাখিত।

মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে অনেকগুলি গৃহ নির্মিত হয়; দরিদ্র পর্যটক ও গৃহহীন লোকেরা সেখানে মহাসমাদরে বাসস্থান ও আহারাদি পাইত। মসজিদের মেঝে আবৃত করিতে ৪৭,৩০০ খানা গালিচা লাগিত। শত শত পিত্তলের লণ্ঠন রাত্রিকালে তাহাতে আলো দান করিত। পঁচিশ সের ওজনের একটি বৃহৎ মোমবাতি সমগ্র রমজান মাস ব্যাপিয়া মিম্বরের নিকট দিবারাত্র জ্বলিত। লণ্ঠনগুলির দশ সহস্র সলিতার খোরাক যোগাইবার জন্য সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত

* Arab Civilization, 106.

www.pathagar.com

এবং গন্ধপাত্রে সুগন্ধি তৃণমণি ও মুসব্বর জ্বালাইবার জন্য তিন শত ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত। প্রতি বৎসর ২৪০০০ পাউন্ড তৈল এবং ১২০ পাউন্ড তৃণমণি ও মুসব্বর খরচ হইত। এই মসজিদের সৌন্দর্য প্রায় সাড়ে এগার শ' বৎসর পরেও অদ্যাপি অনেকাংশে অবিকৃত আছে। ইহার স্তম্ভসমূহ চারিদিকে অসীম বীথিকার ন্যায় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়; পর্যটকেরা আজিও বিস্ময়াভিভূতচিত্তে এই স্তম্ভ-কাননের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন। ইহার নানা বর্ণের অস্বচ্ছ প্রস্তর, বিচিত্র কঠিন প্রস্তর ও মর্মর প্রস্তররাজি এখনও যথাস্থানে বর্তমান রহিয়াছে। বাইজেন্টিয়ামের শিল্পীগণের প্রস্তুত উজ্জ্বল কাঁচের কারুকার্যসমূহ আজিও প্রাচীর-শ্রেণীর উপর মণিমুক্তার ন্যায় চক্‌চক্‌ করিতেছে। এই পবিত্র ভবনের অসম-সাহসিক স্থাপত্যকার্য ও অতুল বক্র খিলানসমূহ অদ্যাপি পূর্বের ন্যায় জমকাল দেখাইতেছে, মসজিদ-প্রাঙ্গণ আজিও কমলালেবুর বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। প্রায় সবই আছে, কিন্তু যাঁহারা ইহা নির্মাণ করেন, তাঁহারা নাই; আর যে যুগে ইহা নির্মিত হইয়াছিল, তাহাও নাই। যখনই কেহ এই বিরাট মসজিদের বিরাটতর সৌন্দর্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন, তখনই তাঁহার হৃদয়ে কর্দোভার গৌরবের দিনের—মহামতি খলীফার আমলে উহার চরম উন্নতির কথা জাগরিত হয়। কিন্তু হায়, সে দিন আর ফিরিয়া আসিবার নয়!

অধিকতর সুন্দর না হইলেও আজ্‌জেহরা নগর ও প্রাসাদ এমনকি ছিল এতদপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্যজনক কীর্তি। তৃতীয় আবদুর রহমান কর্দোভার উপনগর রূপে ইহা নির্মাণ করেন। আজ্‌জেহরা বা 'তিলোত্তমা' নামে তাঁহার এক মহিষী ছিলেন; খলীফা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন তিনি তাঁহার স্বামীকে একটি নগর নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ করিলেন। অধিকাংশ মুসলিম নরপতির ন্যায় মহামতি খলীফাও অট্টালিকাদি নির্মাণে বিশেষ আনন্দ পাইতেন; কাজেই তিনি সাগ্রহে এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। কর্দোভার প্রায় পাঁচ, ছয় মাইল সম্মুখে "ক'নের পাহাড়ে'র পাদদেশে নূতন নগরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। খলীফা প্রতি বৎসর সমগ্র রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ ইহার নির্মাণকার্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বের বাকী পঁচিশ বৎসর ধরিয়া নগর প্রস্তুত-কার্য অবিশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল; কিন্তু শেষ হইল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় হাকিম পিতার অসম্পূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করিলেন। আরও পনর বৎসর পরে "আজ্‌জোহরা'র নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হইল। এই

* Conde, I. 419, Gibbon., VI, 147.

www.pathagar.com

নগরের অট্টালিকাসমূহ প্রস্তুতের জন্য প্রত্যহ দশ হাজার শ্রমিক কাজ করিত, প্রত্যহ ছয় হাজার খণ্ড প্রস্তর কর্তিত ও মসৃণ করা হইত। অমসৃণ প্রস্তর যে কত ব্যবহৃত হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। উপকরণরাজি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রত্যহ প্রায় তিন হাজার ভারবাহী পশু ব্যবহৃত হইত। লৌহ বা উজ্জ্বল পিত্তলাবৃত পনর হাজার দ্বার নির্মিত ও চারি হাজার স্তম্ভ স্থাপিত হয়। ইহাদের অধিকাংশই কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট খলীফাকে উপহার দেন, অথবা রোম, কার্থেজ, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাজধানী হইতে প্রেরিত হয়। তদুপরি ট্যার্রাগোসা ও আলমেরিয়ার খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত দেশীয় প্রস্তররাজি ত ছিলই। নূতন নগরে খলীফার দরবার-গৃহের ছাদ ও দেওয়াল স্বর্ণ ও মর্মর প্রস্তরে নির্মিত হয়। ইহার মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক ঢালাই করা ঝরণা ছিল; গ্রীক সম্রাট উহা তাঁহাকে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে রাণীর জন্য একটি অনুপম মুক্তাও প্রেরিত হয়। দরবার-গৃহের অভ্যন্তরে একটি পারদের কূপ ছিল; উহার উভয় পার্শ্বে গজদন্ত ও আবলুস কাষ্ঠ নির্মিত মূল্যবান প্রস্তরে ভূষিত আটটি দ্বার শোভা পাইত। এই দ্বাররাজির ভিতর দিয়া সূর্য-কিরণ প্রবেশ করিলেই পারদের কূপ কাঁপিতে থাকিত; আর সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র কক্ষ বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইত; আমীর-ওমরাহেরা এই তীব্র আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া চক্ষু আবৃত করিতে বাধ্য হইতেন।

আরব গ্রন্থকারকগণ "মদীনাতুজ্জেহরা" বা 'তিলোত্তমা-নগরী'র আশ্চর্যজনক বিষয়সমূহের বর্ণনাকালে বিশেষ আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। একজন লিখিয়াছেন, "আজ্-জেহরার সমুদয় স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্যের বর্ণনা করিতে গেলে ইতিহাস দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। প্রবহমান স্রোতস্বতী, নির্মল সলিলরাশি, সতেজ উদ্যান, প্রাসাদ-রক্ষকদের রাজভবনতুল্য অট্টালিকাশ্রেণী ও উচ্চ রাজকর্মচারিগণের মহাড়ম্বরপূর্ণ সৌধরাজি নগরমধ্যে শোভা পাইতেছে। জগতের সর্বজাতীয় ও সর্বধর্মাবলম্বী সৈন্য, বালক-ভৃত্য ও ক্রীতদাসের দল মূল্যবান রেশম ও কিংখাপের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ইহার প্রশস্ত রাজপথশ্রেণী বাহিয়া চলিয়াছে। কাজী, মোল্লা ও কবিকুল যথোচিত গাম্ভীর্যসহকারে প্রাসাদের দরবার-কক্ষে পদচারণা করিতেছেন; আমরা ইহাদের কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টির সৌন্দর্য বর্ণনা করিব? প্রাসাদের পুরুষ-ভৃত্যের সংখ্যা ১৩৭৫০ জন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে; মোরগ ও মৎস্য ব্যতীত ইহাদের জন্য প্রত্যহ ১৩০০০ পাউন্ড মাংস বরাদ্দ ছিল; খলীফার হারামে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন জাতির যে সমুদয় মহিলা বাস করিতেন, তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালনের জন্য ছয় হাজারের অধিক দাসী এবং ৩৩৫০ জন খোজা ও শ্লাভ বালক-ভৃত্য নিয়োজিত ছিল; ইহাদের

www.pathagar.com

মধ্যে প্রত্যহ ১৩০০০ পাউন্ড মাংস বিতরিত হইত ; স্ব স্ব পদমর্যাদা অনুসারে কেহ ১০ পাউন্ড, কেহ বা তদপেক্ষা কম পাইত। এতদ্ব্যতীত মোরগ, তিত্তির ও অন্যান্য শ্রেণীর পক্ষী, মৃগয়ালব্ধ পশু ও মৎস্য প্রভৃতি ত ছিলই। আজ্-জেবাহ-রার পুষ্করিণীর মৎস্যসমূহের জন্য দৈনিক ১২০০০টি রুটি আসিত ; তদুপরি প্রত্যহ ছয় বস্তা কলাই পানিতে ভিজাইয়া রাখা হইত। এই সমুদয় ও অন্যান্য বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ সমসমায়িক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বক্তাদের অনর্গল বক্তৃতা-স্রোত ও কবির কল্পনা-শক্তি যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা শেষ করিতে পারে, ঐতিহাসিক তাহা কিরূপে করি-বেন? যাঁহারা ইহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, জগতের অন্যান্য অংশ দূরের কথা, সমগ্র মুসলিম-সাম্রাজ্যের অপর কোথাও ইহার তুলনা নাই। দূরদেশাগত পর্যটক, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও পদমর্যাদাসম্পন্ন লোক, রাজা, রাজ-দূত, বণিক, তীর্থযাত্রী, মোল্লা, কবি—সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, 'আজ্-জেবাহরা'র সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, ভ্রমণকালে এমন কিছুই তাঁহাদের চক্ষে পড়ে নাই।" বস্তুতঃ স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবার পূর্বে অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষেও ইহার সৌন্দর্যের ধারণা করা সম্ভবপর ছিল না।

আজ্জেবাহরা প্রাসাদেই খলীফা ন্যাভারের রাণী ও রাজা সাংকোকে অভ্য-র্থনা করেন। এখানেই তিনি রাজ্যের প্রধান লোকদিগকে দর্শন দান করিতেন। গ্রীক সম্রাট কর্দোভার দরবারে একদল দূত প্রেরণ করেন ; এই স্থানে বসিয়াই খলীফা তাঁহাদের আনীত পত্রাদি গ্রহণ করেন। আরব ঐতিহাসিক সেদিনের মহাড়ম্বরের কথা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ "হিজরী ৩৩৮ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ১১ই তারিখে আজ্জেবাহরা প্রাসাদে তাঁহাদের পত্রাদি দেখিবেন ঠিক করিয়া খলীফা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সৈন্যাধ্যক্ষগণকে যথাযোগ্যভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য ফরমান জারী করিলেন। দরবারকক্ষ সুসজ্জিত করিবার পর উহার মধ্যস্থলে একখানা সিংহাসন স্থাপিত হইল ; সিংহাসনের স্বর্ণ ও মণিমুক্তার ঔজ্জ্বল্যে লোকের চক্ষু ঝল্সাইয়া গেল। উহার পার্শ্বে খলীফার পুত্রগণ দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে উজীরেরা উভয় দিকে স্থান গ্রহণ করিলেন ; তৎপরে কোষাধ্যক্ষ, মন্ত্রীপুত্র ও রাজকর্মচারিগণ দাঁড়াইয়া রহি-লেন। প্রাসাদের প্রাঙ্গণ অমূল্য গালিচা ও অত্যধিক মূল্যবান কম্বলে আবৃত হইল ; খিলান ও দ্বারদেশসমূহের উপর সমুজ্জ্বল রেশমী চন্দ্রাতপ শোভা পাইতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই দূতগণ দরবার-গৃহে প্রবেশ করিয়া খলীফার ঐশ্বর্য ও প্রতাপ দর্শনে ভয় ও বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহারা

www.pathagar.com

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের প্রভু কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট কনস্টান্টাইন কর্তৃক গ্রীক ভাষায় নীল কাগজে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত পত্রখানা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।"

আবদুর রহমান তাঁহার দরবারের সর্বাপেক্ষা বাক্-পটু বক্তাকে এই উপলক্ষে একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা দানের আদেশ করিলেন। কিন্তু তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিতে না করিতেই দরবারের জাঁকজমক ও তথায় উপস্থিত বড় লোক-দের গম্ভীর নীরবতা তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিল যে, তাঁহার জিহ্বা মুখের তালুর সহিত আট্কাইয়া গেল ; সংগে সংগেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। তখন আর একজন বক্তা আসিয়া তাঁহার স্থান পূরণের চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনিও সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

মহামতি খলীফা তাঁহার নূতন প্রাসাদ নির্মাণে এরূপভাবে স্বীয় মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করেন যে, একাদিক্রমে তিন শুক্রবারে মসজিদে যাইতে পারেন নাই। শেষে এজন্য তাঁহাকে ইমাম সাহেবের নিকট রীতিমত ধমক খাইতে হয়।

কেবল প্রাসাদশ্রেণী ও উদ্যানরাজির সৌন্দর্যের জন্যই যে কর্দোভা খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এমন নহে ; ইহার মহিমারও অন্ত ছিল না। তথাকার অধ্যা-পক ও পণ্ডিত মণ্ডলী উহাকে ইউরোপের শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। তাঁহাদের পদতলে বসিয়া জ্ঞানাহরণের নিমিত্ত ফ্রান্স, ইংলন্ড, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের সমুদয় দেশ হইতেই ছাত্র আসিত। এমন কি সন্ন্যাসিনী রসউইদা পর্যন্ত "জগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ" বলিয়া কর্দোভার তারিফ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখা সেখানে গভীরভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত ; বাস্তব বিজ্ঞান—বিশেষতঃ জ্যোতির্বিদ্যা, আলোক-বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও অস্ত্র-চিকিৎসায় মুরেরা যে উন্নতি লাভ করেন, বহু শতাব্দী পর্যন্ত খৃস্টান ইউরোপ তাহা অনুধাবনও করিতে পারে নাই, অনুকরণ ত দূরের কথা।* গ্যালেনের সময় হইতে বহু শতাব্দীতেও চিকিৎসা-বিদ্যার যত-দূর উন্নতি হয় নাই, আন্দালুসিয়ার ডাক্তার ও সার্জনগণের আবিষ্ক্রিয়ায় উহার তদপেক্ষা অনেক উৎকর্ষ সাধিত হয়। কর্দোভার অধিবাসীদের মধ্যে মহিলা-ডাক্তারেরও অভাব ছিল না। আল্-বুকাসেস্ বা আবুল কাসিম খালাফ্ একা-দশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক। তাঁহার কয়েকটি অস্ত্রোপচার অদ্যাপি অনুসৃত হয়। তাঁহার অল্পকাল পরে এভেঞ্জার বা ইব্‌নে-জোহর আয়ুর্বেদ ও অস্ত্র-চিকিৎসা বিদ্যায় অসংখ্য প্রয়োজনীয় আবিষ্কার করেন। রোগা-ক্রান্ত হইলে খৃস্টানেরা যে ক্ষেত্রে সাধু-সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইত, মুরেরা সেখানে চিকিৎসকের উপদেশ গ্রহণ করিত। বিখ্যাত উদ্ভিদবেত্তা ইব্‌নে-বায়তার ওষধি

www.pathagar.com

লতাপাতার সন্ধানে সমগ্র প্রাচ্য ভ্রমণ করিয়া উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। স্পেনের দার্শনিক এভারোস বা ইবনে রুশদই প্রধানতঃ মধ্যযুগের দর্শনের সহিত প্রাচীন গ্রীক দর্শনের সংযোগ সাধন করেন। অংক-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র, জীব-বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষার জন্য স্পেনে গমন ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

সাহিত্য সম্বন্ধে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কবিতা লোকের কথ্য-ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সর্বশ্রেণীর লোকেই আরবীতে কবিতা রচনা করিত। ইউরোপে আর কখনও কবিতা সাধারণের কথ্যভাষায় পরিণত হয় নাই। ঐতি-হাসিকদের মতে এই সকল কবিতার আদর্শেই স্পেন, প্রোভেন্স ও ইতালীর চারণদের গীতি-কাব্য অনুপ্রাণিত হয়। উপস্থিত-ক্ষেত্রে রচিত কিম্বা কোন বিখ্যাত কবির কাব্য হইতে কণ্ঠস্থ কবিতাংশ উদ্ধৃত করিতে না পারিলে কোন বক্তৃতা বা অভিনন্দন-পত্রই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সমগ্র মুসলিম-জাহান যেন কবিতা-চর্চায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। খলীফা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষক ও মাঝি-মাল্লা পর্যন্ত সকলেই কবিতা রচনা করিত। আন্দালুসিয়ার নগরাবলীর সৌন্দর্য, নদীর কল্ কল্ শব্দ, নিস্তব্ধ নক্ষত্র-শোভিত সুন্দর রজনী, প্রেম ও মদের আনন্দ, প্রিয়জনের সঙ্গসুখ প্রভৃতি ছিল তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়। উমাইয়া সুলতান ও খলীফাদের প্রায় সকলেই ছিলেন কবি। আন্দা-লুসিয়ায় কবির সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, কেবল তাঁহাদের নাম লিখিতে গেলেই একখানা বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন।*

কুতুবখানা বা পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠায়ও মুরদের অপূর্ব আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। একমাত্র কর্দোভায়ই সর্বসাধারণের জন্য ৭০টি পুস্তকালয় উন্মুক্ত থাকিত। অথচ খৃস্টান শাসনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে একটি সাধারণ পাঠাগারও ছিল না। এক বাক্যে বলিতে গেলে, আন্দালুসিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি সাধিত হয়, ইউরোপের আর কোথাও শত শত বৎসর পরেও তেমন হয় নাই।

শিল্পকলায়ও আন্দালুসিয়া ছিল ইউরোপে অগ্রগণ্য। কর্দোভার মিস্ত্রীরা শিল্পকর্মে অত্যধিক সুদক্ষ না হইলে আজ্-জেহারার ন্যায় নগরী ও বড় মস-জিদের ন্যায় মনোহর সৌধ নির্মিত হইতে পারিত না। আন্দালুসিয়ায় যে সকল শিল্পকার্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, তন্মধ্যে রেশমী বস্ত্রাদি বয়ন অন্যতম।

---

* 'In practical science..their achievements were beyond the immitation or even the comprehension of the rest of Europe for hundreds of years"—Gorham; Christianity and Civilization.

www.pathagar.com

একমাত্র কর্দোভায়ই ১৩০০০০ তাঁতী বাস করিত ; এক সেভিলেই ১৬০০০ তাঁত চলিত। কিন্তু রেশমী বস্ত্রাদি ও গালিচার জন্য আলমেরিয়ার খ্যাতিই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। স্পেনে কুম্ভকারের কার্যের অত্যধিক পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। মেজর্কা দ্বীপের কুম্ভকারেরা স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি নানা বর্ণোজ্জ্বল এক প্রকার তার প্রস্তুতের কৌশল আয়ত্ত করে। এই মেজর্কা হইতেই ইতালীয় কুম্ভকার-বিদ্যা 'মেজলিকা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আলমেরিয়ায় কাচ, পিতল ও লৌহ পাত্র নির্মিত হইত। গজদন্তের উপর সূক্ষ্ম খোদাই-কার্যের কয়েকটি সুন্দর নমুনা অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহাতে কর্দোভার দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের নাম খোদিত রহিয়াছে। জহুরী-গিরিতেও মুর শিল্পীদের অপরিসীম দক্ষতা ছিল। গেরোণার গির্জার উচ্চ বেদীর উপর মহামতি খলীফার পুত্রের একটি চিত্তাকর্ষক স্মৃতি-চিহ্ন বর্তমান আছে ; উহা রূপার গিল্টি-করা মণি-মুক্তা খচিত একটি রত্নপেটিকা। উহার উপর আরবী ভাষায় যে ক্ষোদিত লিপি আছে, তাহাতে "আমীরুল মু'মিনীন" দ্বিতীয় হাকিমের মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে ; একটি খৃস্টান গির্জার বেদীর উপর মুসলিম খলীফার মঙ্গলকামনা-সূচক লেখা অনুসন্ধিৎসুদের কৌতূহলের উদ্রেক করে, সন্দেহ নাই।

মুরেরা অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত তরবারির বাট ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিত ; গ্রানাডার সর্বশেষ ভূপতি বু-আবদিলের তরবারি ইহার চমৎকার নমুনা। ধাতবকার্যের জন্য তাহারা চিরদিনই বিখ্যাত ছিল ;— এমনকি চাবির ন্যায় সামান্য দ্রব্য পর্যন্ত তাহারা কারুকার্যে শোভিত করিত। পিত্তলের কার্যে মুরেরা কিরূপ চমৎকার উন্নতি লাভ করে গ্রানাডার সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদের জন্য নির্মিত সুন্দর মসজিদ-বাতি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয় ; কেহ ইচ্ছা করিলে মাদ্রিদে যাইয়া আজও উহা দেখিয়া আসিতে পারেন। স্বর্ণ বা রৌপ্য তারের জড়াও কাজের সূক্ষ্মতায় সমগ্র বিশ্বে একমাত্র দিমিশ্ক ও কায়রোর পরেই ছিল স্পেনের স্থান। কর্দোভার প্রাসাদ-শ্রেণীর পিত্তল-নির্মিত দ্বাররাজির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; স্পেনের গির্জাসমূহে উহাদের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। টলেডোর তরবারি-ফলকের কথা প্রত্যেকেই অবগত আছেন। আরব আক্রমণের পূর্বেও স্পেনীয়েরা ইস্পাত রূপান্তরিত করার কৌশল জ্ঞাত ছিল বটে, কিন্তু কর্দোভার সুলতান ও খলীফাদের উৎসাহে টলেডোর বর্ম-নির্মাতাদের নৈপুণ্যের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। আলমেরিয়া, সেভিল, মুর্সিয়া, গ্রানাডা প্রভৃতি নগরও বর্ম ও অস্ত্র-শস্ত্রাদির জন্য বিখ্যাত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে ডন পেদ্রু তাঁহার মৃত্যুকালীন

৯—

www.pathagar.com

দানপত্রে লেখেন, "সেভিলে আমি স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্য খচিত যে তরবারিখানা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম আমার পুত্রকে আমি তাহাও দান করিলাম।"

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কি শিল্পকলা, কি জ্ঞান-বিজ্ঞান, কি সভ্যতা—সব দিক্ দিয়াই কর্দোভা ছিল বাস্তবিকই "জগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিঃ"। উহাকে দেখিলে মানব-নির্মিত নগরের পরিবর্তে 'যাদুপুরী' বলিয়াই মনে হইত।

www.pathagar.com

প্রকৃত বীরত্ব

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ। ভারতের বুক হইতে পাঠান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব চিরতরে মুছিয়া গিয়াছে। শের শাহের উদ্যমে পাঠান ক্ষমতা একবার সহসা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সংগে সংগেই উত্তরাধিকারী-বর্গের ভীষণ কলহ-স্রোতে পাঠান সিংহাসন ভাসিয়া গিয়াছে। বীর-কেশরী হুমায়ুন-পত্র আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরাক্রমে মালব, গুজরাট প্রভৃতি প্রাচীন পাঠান খন্ড-রাজ্যগুলি শাহী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয় মানচিত্রে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

দায়ুদ খাঁর অধীনে বংগ-বিহার তখনও স্বাধীন। অবশেষে উহাদের প্রতিও সম্রাটের শ্যেন-দৃষ্টি নিপতিত হইল। শাহী সৈন্য পংগপালের ন্যায় বংগ-বিহার আচ্ছন্ন করয়া ফেলিল। দায়ুদ খাঁ তুকারোয়ির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সম্রাটকে কিছু রাজ্যাংশ ও কর দানে বাধ্য হইলেন। কিন্তু নব-নিযুক্ত সুবাদার মুনিম খাঁর মৃত্যু (অক্টোবর, ১৫৭৫ খৃঃ) হওয়ার সংগে সংগেই তিনি পুনরায় সমগ্র দেশ নিজের দখলে আনিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজমহলের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটিলে বংগ-বিহার চিরতরে পাঠানদের হাতছাড়া হইয়া গেল (১৫৭৫ খৃঃ)।

কিন্তু দেশ জয় করা যত সহজ হইল, উহা দখলে রাখা তত সহজ হইল না। বিখ্যাত 'বারভূঞা'র অধীনে পূর্ববংগ (ভাটি) তখন প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত। খিযিরপুরের ঈসা খাঁ ছিলেন তাঁহাদের রাজা বা সম্রাট। এই পাঠান বীরের উত্থান-কাহিনী ইতিহাসের এক বিচিত্র অধ্যায়। তাঁহার পিতার নাম সুলাইমান খাঁ। অবশ্য কেন প্রামাণ্য ইতিহাসেই তাঁহার পিতার নাম পাওয়া যায় না। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফযল তাঁহাকে এক স্থানে 'ঈসা আফগান', অথচ আকবরনামায় তাঁহার পিতাকে বায়স গোত্রের রাজপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উপকথার কালিদাস গজদানী যে ঈসা খাঁর পিতা, মুসলমান আমলের কোন ইতিহাসেই তাহার উল্লেখ নাই। তবে তিনি যে ভাটি মুল্লুকের একজন শক্তিশালী লোক ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার রাজত্ব ছিল ঢাকা ও মোমেনশাহী জিলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে।

সুলতান সলিম শাহের আমলে (১৫৪৫—৫৩ খৃঃ) ঈসা খাঁর পিতা সুলাইমান খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তাজ খাঁ ও দরিয়া খাঁ এক বিরাট বাহিনী

www.pathagar.com

লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। কয়েকবার যুদ্ধের পর তিনি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু অল্প দিন পরেই আবার বিদ্রোহ-পতাকা উড়াইয়া দিলেন। সুলতানের সেনাপতিদ্বয় তাঁহার সহিত বলে আঁটিতে না পারিয়া সন্ধির ছলে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া হত্যা করিলেন। কথিত আছে তাঁহার পুত্র ঈসা খাঁ ও ইসমাইল খাঁ সওদাগরদের নিকট ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হন ; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। মুসলিম রাজ্যে কোন মুসলমানদের দাসরূপে বিক্রয়ের বিধান নেই। সলিম শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাঁধিলে তাজ খাঁ ক্রমে বাঙ্গালায় সর্বেসর্বা হইলেন (১৫৬৪ খৃঃ)। ঈসা খাঁর চাচা কুতবদ্দীন তাঁহার অধীনে চাকরি করিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

তাজ খাঁর ভ্রাতা ও দায়ুদের পিতা সুলায়মান কর্রানীর আমলে (১৫৬৫—৭২) ঈসা খাঁ পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। তাঁহাকে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত সরাইল পরগণার অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হয়। কিন্তু সরাইলে যিনি রাজত্ব করিতেন, তিনি ছিলেন ত্রিপুরার রাজার অধীন আর এক ঈসা খাঁ। সুলায়মানের মৃত্যুর পর তাঁহার শক্তি আরও অনেক বৃদ্ধি পাইল। তিনি বার ভুঞাকে তাবে আনিলেন। কিন্তু দায়ুদের পতনে বাদশাহের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিল। আকবরের মীর-নাওয়ারা মুহাম্মদ কুলি ও শাহবর্দি নৌবহর লইয়া ভাটি জয়ে যাত্রা করিলেন। কাস্তুল বা কাইথলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। ঈসা খাঁ পরাজিত হইয়া পলাইয়া গেলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মজলিস কুতব ও মজলিস দিলওয়ার নামক তাঁহার পক্ষভুক্ত দুইজন পাঠান নেতার আকস্মিক আক্রমণে মুগল নাওয়ারা বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হইল। কিন্তু তিলা গাজী নামক একজন রাজভক্ত জমিদারের হস্তক্ষেপে উহা নিরাপদে পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইল (১৫৭৮ খৃঃ)। শাহবর্দি সাময়িকভাবে ঈসা খাঁর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন।

দলে দলে পাঠান সৈন্য আসিয়া এখন ঈসা খাঁর পতাকা-তলে সমবেত হইতে লাগিল। সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া খ্যাতনামা সেনাপতি শাহ্‌বাজ খাঁকে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন (১৫৮৪ খৃঃ)। তিনি সোনারগাঁও, কাত্রাভু ও এগার সিন্দুর দখলে আনিয়া টোক সুরক্ষিত করিয়া সেখানে অবস্থান গ্রহণ করিলেন। ঈসা খাঁ তখন কুচবিহার জয়ে ব্যস্ত। সেখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সেনাপতি মাসুম খাঁ কাবুলী সহ শাহবাজ খাঁর সম্মুখীন হইলেন। সাত মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ চলিল। ভাগ্য কখনও পাঠানের, কখনও বা শাহ্‌বাজের প্রতি প্রসন্নতা দেখাইতে লাগিল।

www.pathagar.com

আরাবল্লী পর্বতমালা যেমন রাণা প্রতাপের, পূর্ববঙ্গের নদনদী ও বনভূমি তেমন ঈসা খাঁর স্বাধীনতা রক্ষার সহায় হইল। ঈসা খাঁ এক রাত্রে গোপনে পনরটি খাল কাটাইয়া এগুলির ভিতর দিয়া পানি শাহী শিবিরের দিকে চালান দিলেন। গভীর অন্ধকার রজনী। শত্রু সৈন্য নিদ্রায় অচেতন। সহসা অদূরে যুগপৎ বন্যা ও বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল। তন্দ্রালস প্রহরী সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিল। ক্রমে শব্দ অতি নিকটতর হইল। প্রহরী বিপদ-সূচক ঘন্টাধ্বনি করিল। কিন্তু সে শব্দ সমুদয় সৈন্যের কর্ণ-কুহরে পৌঁছিল না। যাহারা শুনিল, তাহারা জাগিয়া উঠিল ; কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার অবসর পাইল না। প্রখর স্রোতে তাহাদের শিবির ও কামানবাহী গাড়ীগুলি তলাইয়া গেল। ঈসা খাঁর বজ্রনাদী কামান তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে দিল না। তাহাদের অনেকেই রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিল। সহসা নদীর পানি কমিয়া যাওয়ায় ঈসা খাঁ তাহার পালোয়ান নৌকাগুলি লইয়া চটপট সরিয়া পড়িলেন। শাহবাজ খাঁ নাকাল হইয়া ভাওয়ালে পালাইয়া গেলেন। সেখানেও পরাজিত হইয়া প্রথমে তাঁড়ায় ও পরিশেষে বিহারে চলিয়া গেলেন (১৫৮৫ খৃঃ)। ঢাকার থানাদার সৈয়দ হুসায়ন ঈসা খাঁর হাতে বন্দী হইলেন। বিখ্যাত সেনাপতির এবম্বিধ শোচনীয় পরাজয়ে সম্রাট আকবর বাঙ্গালীর বাহুবল অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি ঈসা খাঁর বিরুদ্ধে আপাততঃ আর কোন অভিযান প্রেরণ করিলেন না।

এইরূপে ঈসা খাঁর ভাগ্যাকাশ মেঘ-নির্মুক্ত হইলে তিনি স্বরাজ্যের দৃঢ়তা বর্ধনে মনোযোগী হইলেন। সোনারগাঁও ও এগার সিন্দুর দুর্গ সংস্কার করা হইল এবং হাজীগঞ্জ, ত্রিবেণী, শেরপুর, কদম রসুল প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি নূতন দুর্গ নির্মিত হইল। অতঃপর তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার বীরত্বে পরাক্রমশালী কোচজাতি মুমিনশাহী হইতে বিতাড়িত, চারিপাড়ার পরাক্রান্ত ভূস্বামী রাজা নবরঙ্গ রায়ের রাজ্য বিধ্বস্ত ও কোচবিহারের একাংশ অধিকৃত হইল। এইরূপে ক্রমশঃ ঢাকা জিলার অধিকাংশ, ত্রিপুরার কিয়দংশ, সুসং ভিন্ন মুমিনশাহী, রঙ্গপুর, কামরূপ, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি জিলায় ঈসা খাঁর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার নামে খুৎবা পঠিত ও মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। ভাটি মুল্লুকের স্বাধীন শাহানশাহ্ হইয়া* তিনি মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

---

* "Isa acquired fame by his ripe judgment and deliberateness **and made the twelve zamindars of Bengal subject to himself.**" **—Akber nama, ii, 647.**

www.pathagar.com

এবার ঈসা খাঁ প্রজাবর্গের সর্ববিধ উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইলেন। ফলে যুগপৎ চতুর্দিকে তাঁহার বীরত্ব ও সুশাসনের সাড়া পড়িয়া গেল, দেশ ধন-ধান্যে পূর্ণ হইল। দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী তদীয় রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রীত হইতে লাগিল। এক কানি জমির খাজনা মাত্র চৌদ্দ পয়সা নির্দিষ্ট হইল। কৃষকেরা "কানি ক্ষেত লাগিল চৌদ্দ বুড়ি" রবে ঈসা খাঁর জয়গান করিতে লাগিল।*

ঈসা খাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা সম্রাট আকবরের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহার গর্ব খর্ব করিবার জন্য প্রধান সেনাপতি মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। শাহবাজ খাঁর পরাজয়ের দশ বৎসর পরে (১৫৯৫ খৃস্টাব্দে) শাহী বাহিনী আবার বাঙ্গালায় আসিল। মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ ঈসা খাঁর পারিবারিক বাসস্থান কাত্রাভু আক্রমণ করিলেন। ঈসা খাঁ প্রবল বীরত্ব সহকারে আক্রমণ ব্যর্থ করার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শত্রু সৈন্যের সংখ্যাধিক্যবশতঃ অবশেষে তাঁহাকে খিযিরপুর ত্যাগ করিয়া সপরিবারে এগার সিন্দুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।** মানসিংহও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেখানে হাজির হইলেন। এগার সিন্দুর দুর্গের সম্মুখস্থ বিশাল প্রান্তরে বাদশাহী সৈন্যের তাঁবু পড়িল। দুই দিন যুদ্ধ হইল। প্রথম দিনের যুদ্ধে দুর্জন সিংহ নিহত হইলেন। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য মৃত্যুবরণ করিল। যুদ্ধে এরূপ লোকক্ষয় দেখিয়া ঈসা খাঁর কোমল প্রাণ ব্যথিত হইল। তিনি এই বৃথা নরহত্যা নিবারণ মানসে দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া মানসিংহের নিকট দূত পাঠাইলেন। তিনিও এই মহা-প্রাণ বীরপুরুষের বীরজনোচিত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শর্ত হইল, ঈসা খাঁ পরাজিত হইলে বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিবেন; আর মানসিংহের পরাজয় ঘটিলে ঈসা খাঁর স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে, শাহী সৈন্যে-

---

It (Bhati country) is ruled by Isa Afgan and Khutba read and coin struck in the name of his present Majesty." —Ain-i-Akbari, ii, 117.

* "Isha had the reputation of a good ruler......Famine was unknown during his rule; rice used to sell at 4 mds per rupee. The taxes imposed by him were so very light that popular songs used to mention it with applause." —Harendra Sarkar, Heroes of Bengal, 85.

** এখানে যাহা বলা হইতেছে, তাহা ইতিহাস নহে। লোক-কাহিনী ও উপকথা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন যুদ্ধই হয় নাই। যুদ্ধ হয় পরে বিক্রম-

www.pathagar.com

রাও বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। পর দিবস যুদ্ধ হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

ক্ষীণকায় ব্রহ্মপুত্র নদ এগার সিন্দুরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া নির্মল-সলিলা জাহ্নবীর সংমিশ্রণে শক্তিশালী হইয়া কল কল নাদে বাহিয়া যাইতেছে। নদী-তীরে অসংখ্য সুসজ্জিত শিবির সম্রাট আকবরের মহিমা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। শিবির-সম্মুখে সুশৃঙ্খল শাহী বাহিনী বিরাজিত। অদূরে প্রান্তরের বিপরীত দিকে ভাটির নবাব ঈসা খাঁর পাঠান সৈন্যদল সম্মুখে রাখিয়া এগার সিন্দুর দুর্গ যেন তাঁহার গৌরব প্রচারার্থ গগন-মার্গে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। তরুণ রবির স্নিগ্ধ কিরণ-লালিমা পূব আকাশে দেখা দিয়াছে। কিন্তু এখনও যুদ্ধের বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে না। সৈনিক-মণ্ডলীর রক্ত-পিপাসু মূর্তি আজ শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। তাহারা সকলেই যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কোন অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহাদের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। সমগ্র রণক্ষেত্রে উদ্বেগ-জড়িত একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

আজ দিল্লীর সম্রাটের প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ ও বঙ্গ-শার্দুল ঈসা খাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধে তুর্ক-পাঠানের ভাগ্য-গতি নির্ণীত হইবে। সৈন্যগণ তাহা দর্শন-লালসায় উদ্‌গ্রীব।

কিছুক্ষণ পরে উভয় পক্ষ হইতে পূর্ণ রণ-সাজে সজ্জিত দুইজন বীর-পুরুষ তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন।

বীরদ্বয় পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম আক্রমণ মুসলিম রীতির বহির্ভূত। উপদ্রুত না হইয়া উপদ্রব করা ইসলাম ধর্ম

পুর হইতে ১২ মাইল দূরে। সেখানে ঈসা খাঁ ও মাসুম খাঁ কাবুলীর হস্তে দুর্জন সিংহের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। তাঁহার বহু সৈন্য নিহত ও বন্দী হয়। এবং সমস্ত কামান বিজেতার হস্তগত হয়। মানসিংহ এই যুদ্ধেও যোগদান করেন নাই। তাঁহার সহিত ঈসা খাঁর দিল্লী গমন ও ২২ পরগণার জমিদারী বা বাঙ্গালার সুবাদারী এবং মসনদ-ই-আলা উপাধি লাভের কথা সর্বৈব মিথ্যা। তিনি কখনও রাজধানীতে যান নাই বলিয়া খোদ আবুল ফযল আকবরনামায় অনেক আফসোস করিয়া গিয়াছেন। পরাক্রান্ত পাঠান সর্দারেরা পূর্ব হইতেই এইরূপ খেতাব গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন এবং ঈসা খাঁ নিজেই ইহা গ্রহণ করেন। **ভিত্তিহীন হইলেও ঈসা খাঁর মহত্বের পরিচায়ক বলিয়া গল্পটি এখানে প্রদত্ত হইল।**

www.pathagar.com

অনুমোদন করে না। সুতরাং মানসিংহই প্রথমে ঈসা খাঁকে করবালাঘাত করিলেন। ঈসা খাঁ সুদৃঢ় ঢালে তাহা উড়াইয়া দিয়া মানসিংহের প্রতি তরবারি চালনা করিলেন। মানসিংহও তাহার প্রতিদান দিতে ত্রুটি করিলেন না। আঘাতে আঘাত উড়িয়া গেল। উভয়েই তুল্য বীর ; উভয়েই তরবারি চালনায় সমান পারদর্শী। সুতরাং যুদ্ধ সমভাবেই চলিতে লাগিল। নিয়তি কাহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিবে, বহুক্ষণ পর্যন্ত কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। ক্রমে সূর্য পূর্ব গগন অতিক্রম করিয়া মধ্য গগনে উপনীত হইল। এমন সময় সহসা ঈসা খাঁর এক আঘাতে মানসিংহের তরবারি ভাঙিগয়া গেল। মানসিংহ নিরস্ত্র হইয়া ঈসা খাঁর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত ভাবিয়া জীবনের আশা জলাঞ্জলি দিলেন। সেনাপতির এই দুরবস্থা দেখিয়া শাহী সৈন্যদলে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাঁহার জীবনাশঙ্কায় তাহারা প্রমাদ গণিল। পক্ষান্তরে পাঠান শিবিরে বিজয়-ভেরী বাজিয়া উঠিল।

মানসিংহের নিরস্ত্র অবস্থা দেখিয়া ঈসা খাঁ উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। সকলেই ভাবিল, এই বুঝি মানসিংহের জীবন-লীলার পরিসমাপ্তি ঘটিল ;—এই বুঝি ঈসা খাঁর শাণিত কৃপাণ তুর্ক সৈন্যাধ্যক্ষের হৃদয়-শোণিতে রঞ্জিত হইল! কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। ঈসা খাঁ মানসিংহের সম্মুখবর্তী হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনি নিরস্ত্র। আপনাকে হত্যা করিয়া বিজয় লাভ করা এক্ষণে আমার পক্ষে নিতান্ত সহজ। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করা বীরের কার্য নহে। আপনি আমার এই তরবারি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। পাঠানের তরবারি নিষ্প্রয়োজন ; তাহারা বিনা অস্ত্রেও যুদ্ধ করিতে জানে।" এই বলিয়া মহাপ্রাণ ঈসা খাঁ মানসিংহের হস্তে স্বীয় তরবারি অর্পণ করিলেন। মানসিংহ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন। ঈসা খাঁর অপূর্ব বীরত্ব ও অলৌকিক উদারতা দর্শনে তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ ঈসা খাঁকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "পাঠান-রাজ! তুমি প্রকৃতই বীর। পশুর ন্যায় যুদ্ধে শত্রু বধ করিতে অনেকেই জানে। কিন্তু নিজের জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়া পরাজিত শত্রুর হস্তে স্বীয় তরবারি অর্পণ করিতে এ জগতে কয় জনে পারে? কয় জন লোক এরূপ অলৌকিক মহত্ত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হয়? আজ হইতে আমি তোমাকে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম। বন্ধুর সহিত যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন। আমি বিনা যুদ্ধে তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম।"*

---

* "Both the parties eagerly waited the result of the duel. .None of

www.pathagar.com

ঈসা খাঁর এই অপূর্ব উদারতায় তুর্ক, পাঠান উভয় সৈন্যদলই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া গেলো। অসংখ্য কণ্ঠে "জয় ঈসা খাঁ" রবে এগার সিন্দুরের গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অপূর্ব মহত্ত্বে ভাটী মুল্লুকের স্বাধীনতা আরও কিছু কালের জন্য বহাল রহিল।*

---

the combatants gained a distinct advantage over the other for a long time. At length Man Shingha's sword gave way and flew to pieces. The noble Isha Kkan at once desisted from the duel and left the lists after handing over his weapon to Man Shingha. Isha was too chivalrous to take mean advantage of his opponent's sad plight. This generosity made Man Shingha his fast friend." --Heroes of Bengal. 85.

*১৫৯৯ খৃস্টাব্দে ঈসা খাঁ ও তাঁহার সেনাপতি বিখ্যাত মাসুম খাঁ কাবুলীর মৃত্যু হয়। ঈসা খাঁ ও তদীয় বীর-পত্নী সোনা বিবির অপূর্ব বীরত্ব ইংরেজী, বাংলা বহু সাহিত্য, ইতিহাস, নাটক ও উপন্যাসের খোরাক যোগাইয়াছে। 'ঈসা খাঁ', 'ভারত-কাহিনী', 'ভুঞার মসনদ', ঈসা খাঁ-স্বর্ণময়ী', ঈসা খাঁ ও রায় নন্দিনী' প্রভৃতি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্বর্ণময়ীর কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এ সম্পর্কে আমার 'Historical Fallacies' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ১৯০৯ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার সাতটি কামান ভূগর্ভে আবিষ্কৃত হয়। ; উহাদের একটির উপর বাঙ্গালায় ঈসা খাঁর নাম ও তৈয়ারীর সন লিখিত আছে। কামানগুলি ঢাকার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মুসা খাঁ ও মুহাম্মদ খাঁর হাত হইতে নওয়াব ইসলাম খাঁ ঘোরতর যুদ্ধের পর ১৬১১ খৃস্টাব্দে ভাটি মুল্লুক অধিকার করেন। ঈসা খাঁর বংশধরগণ এখন মুমিনশাহীর অন্তর্গত হযরত নগর ও জঙ্গল বাড়ীতে বাস করিতেছেন।

www.pathagar.com

ইউরোপে মুসলিম বিজয়

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মৃত্যুর পরে চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সভ্য জগতের অর্ধাংশ তাঁহার উম্মতের পদানত হইল। এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট সাম্রাজ্য মুয়াবিয়ার রাজ্য-তৃষ্ণা মিটাইতে পারিল না। সাইপ্রাস অধিকার করিয়া তিনি ইউরোপ আক্রমণের প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কনস্টান্টিনোপলের দৃঢ় নৈসর্গিক অবস্থানের দরুন তাঁহার (৬৬৮-৬৭৫) বা সুলায়মানের (৭১৫-৭) কাহারও চেষ্টাই সফল হইল না।

পূর্ব দিকে ব্যর্থকাম হইয়া মুসলমানেরা পশ্চিম দিক দিয়া ইউরোপে প্রবেশের জন্য উদ্যোগী হইলেন। ৭১২ খৃস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার রাজ-প্রতিনিধি মুসা মুর-বীর তারেকের অধীনে স্পেনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। ইহাদের অধিকাংশই ছিল মুর বা উত্তর আফ্রিকার বার্বার জাতির লোক। বার হাজার সৈন্য রাজা রডারিকের এক লক্ষ সৈন্যকে পরাজিত করিয়া স্পেনের মুকুট খলীফার মস্তকে পরাইয়া দিল। মুসা সংবাদ পাইয়া তারেকের সাহায্যে আসিলেন। যে স্পেন দুই শতাব্দী পর্যন্ত রোমান বাহিনীর গতিরোধ করিয়াছিল, মাত্র অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই তাহা মুসলমানদের দখলে চলিয়া গেল।

আইবেরিয়া বা স্পেন-পর্তুগাল জয়ের পর মুসা পিরানীজ পর্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ইউরোপ জয়ের স্বপ্ন দেখিলেন। স্বীয় কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার জন্য তিনি বাস্তবিকই এক বিরাট স্থল ও নৌবাহিনী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ্ মেজর্কা, মাইনর্কা, সিসিলী ও সার্দিনিয়া দ্বীপে অভিযান চালাইয়া সফল হইলেন।

মুসার অতুল ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত ও তারেকের প্রতি দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া খলীফা তাঁহাকে দিমিশ্কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজেই তাঁহার স্বপ্ন সফল হইল না। কিন্তু তাই বলিয়া উহা একেবারে অসমাপ্ত রহিল না। স্পেন বিজয়ের পাঁচ বৎসর পরে জনৈক আরব শাসনকর্তা সেপ্টিমেনিয়া বা গলের দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া লইলেন। কার্কাসোন ও নার্বোন নগরকে কেন্দ্র করিয়া তিনি বার্গান্ডী ও একুইটেনিয়া অভিযানে প্রবৃত্ত হইলেন। একুইটেনিয়ার ডিউক ইউডেস ৭১২ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে তুলুজের প্রাচীর-নিম্নে পরাজিত করিলেন। পূর্ব দিকে বাধা পাইয়া মুসলমানদের বিজয়-স্রোত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইল। তাহারা বিউন ও সেন্স হইতে কর আদায় করিল। ৭৩০ খৃস্টাব্দে তাহারা এভিগনন অধিকারে আনিল। গ্যাস্কনী ও বোর্ডো তাহাদের

www.pathagar.com

দখলে আসিল। ফলে তোরণ নদীর মুখ হইতে রোণ নদীর মোহনা পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্স আরবদের ধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করিল।

নার্বোনের নূতন শাসনকর্তা আবদুর রহমান ফ্রান্সের অবশিষ্টাংশ জয়ের ভার লইলেন। কার্ডেনের সুদৃঢ় দুর্গগুলি অধিকারে আনিয়া তাঁহার সৈন্যেরা আর্লস অবরোধ করিল। খৃস্টানেরা অবরোধ উঠাইতে আসিয়া ভীষণভাবে পরাজিত হইল। আবদুর রহমান বিনা বাধায় গেরোণ ও ডর্ডোন নদী অতিক্রম করিলেন। ইউডেস তাঁহার নিকট আবার পরাজিত হইলেন। টুর্সের প্রাচীরের উপর তাহাদের পতাকা উত্তোলিত হইল। তাহারা লিয়নস্ হইতে বেসাঙ্কন পর্যন্ত সমগ্র বার্গান্ডী রাজ্য ছাইয়া ফেলিল। ফ্রান্সের অর্ধাংশের অধিক আবদুর রহমানের করতলগত হইল।

টুর্সের যুদ্ধ

টুর্স ও পয়সার্সের মধ্যবর্তী স্থলে ফরাসী রাজের সেনাপতি (কার্লস) মার্টেল তাঁহাকে বাধা দান করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর আবদুর রহমান নিহত হইলেন। রাত্রে তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে আত্ম-বিবাদ দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরস্পরের রক্তে তরবারি রঞ্জিত করিয়া অবশেষে তাহারা নৈশ অন্ধকারে পলাইয়া গেল। মুরেরা একুইটেনিয়া হইতে চিরতরে বিতাড়িত হইল। ২২ বৎসর পর সেপ্টিমেনিয়াও তাহাদের হাতছাড়া হইয়া গেল।

ক্রীট জয়

টুর্সের যুদ্ধে ইউরোপের ভাগ্য নির্ধারিত হইলেও উহা একেবারে বিপন্মুক্ত হইল না। তবে পরবর্তী অভিযানগুলি প্রধানতঃ স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ। ৭৯৮ খৃস্টাব্দে আন্দালুসিয়ার একদল লোক আব-হাওয়া বা কুশাসনে বিরক্ত হইয়া অন্যত্র ভাগ্য পরীক্ষার্থ সমুদ্র যাত্রা করিল। ১০/১২ খানা জাহাজই ছিল তাহাদের সম্বল। একদল বিদ্রোহীর সাহায্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ লাভ করিয়া তাহারা ছয় হাজারের অধিক খৃস্টানকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিল (৮১৫ খৃঃ)। অবশেষে খলীফা আল-মামুন তাহাদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন (৮২৭ খৃঃ)। এবার তাহারা নীল নদীর মুখ হইতে হেলেস্পন্ট পর্যন্ত দ্বীপ ও সমুদ্রতট লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় ক্রীটের উর্বরতা বিশেষভাবে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। শীঘ্রই তাহারা ৪০ খানা জাহাজ লইয়া ফিরিয়া আসিল। কয়েক দিন নির্ভয়ে ও অবাধে দেশ লুণ্ঠনের পর একদিন তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্য সহ তীরে অবতরণ করিল।

কিছুদিন পরেই সমস্ত জাহাজে আগুন লাগিল। কে এই সর্বনাশ করিল, প্রত্যেকেই তাহার খোঁজ করিতে লাগিল। আমীর আবু-কাব ছিলেন তাহাদের

www.pathagar.com

সর্দার। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমিই জাহাজে আগুন লাগাইয়াছি।" অনুচরেরা তাঁহাকে পাগল বা বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করিলে ধূর্ত আমীর উত্তর দিলেন, "তোমরা কেন না-হক্ অভিযোগ করিতেছ? আমি তোমাদিগকে দুগ্ধ-মধুপূর্ণ দেশে আনয়ন করিয়াছি। ইহাই তোমাদের বাসভূমি। তোমরা অনুর্বর জন্মভূমির কথা ভুলিয়া যাও। তোমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য চিন্তার কোনই কারণ নাই। এই দেশের রূপসী বন্দিনীরা তোমাদের স্ত্রীর অভাব পূর্ণ করিবে; তাহাদের সহবাসে শীঘ্রই তোমরা নূতন সন্তান-সন্ততির জনক হইবে।"

সুদা উপসাগরের তীরে তাহাদের প্রথম তাঁবু পড়িল। তাহারা খাদ কাটিয়া ও মৃন্ময় প্রাচীর উঠাইয়া উহা সুরক্ষিত করিল। একজন নও-মুসলমান পাদ্রী শীঘ্রই তাহাদিগকে পূর্বাঞ্চলে উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়া গেল। তাহাদের প্রথম দুর্গ ও উপনিবেশের নাম ছিল ক্যান্ডাক্স; তাহা বিকৃত হইয়াই আধুনিক ক্যান্ডিয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমে সমগ্র দ্বীপ তাহাদের দখলে আসিল (৮৩৩ খৃঃ)। শুধু একটি মাত্র নগর—সম্ভবতঃ সিডোনিয়াই খৃস্টধর্ম ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল। ইডা পর্বত হইতে কাঠ কাটিয়া তাহারা নূতন জাহাজ নির্মাণ করিল। কিন্তু ১৩৮ বৎসর পরে গ্রীকেরা তাহাদিগকে ক্রীট হইতে তাড়াইয়া দিল।

সিসিলী জয়

৮২৭ খৃস্টাব্দে কায়রোয়ানের সুলতান জিয়াদতুল্লাহ্ সিসিলী জয়ের জন্য ১০০ জাহাজে ৭০০ অশ্বারোহী ও ৩০,০০০ পদাতিক পাঠাইলেন। মাজারা হস্তগত করিয়া তাহারা সাইরাকিউজ অভিমুখে যাত্রা করিল। কিছু প্রাথমিক কৃতকার্যতার পর তাহারা অনাহারে অশ্বমাংশ ভক্ষণে বাধ্য হইল। সৌভাগ্যবশতঃ আন্দালুসিয়া হইতে সময় মত সাহায্য পাওয়ায় তাহারা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইল। তের বৎসরের মধ্যে দ্বীপের এক-তৃতীয়াংশ তাহাদের দখলে আসিল। পালার্মো হইল তাহাদের নৌ ও স্থল বাহিনীর কেন্দ্র।

দক্ষিণ ইতালী জয়

মেসিনা ও কেস্ট্রোজিওভান্নি দখল করিয়া মুর বাহিনী ইতালীতে প্রবেশ করিল। এঙ্কোনা, এপুলিয়া, ক্যালাব্রিয়া, বেনেভেন্টাম ব্রিন্দিসা, ট্যারেন্টাম ও বারি তাহাদের হস্তগত হইল। ক্যালাব্রিয়া ও ক্যাম্পেনিয়ায় তাহারা দেড় শত শহর লুণ্ঠন করিয়া লইল। কেপুয়া ও স্পলেটা লুণ্ঠন করিয়া মুরেরা ডেলমেটিয়া, গেরিগ্লিয়ান ও প্রাচীন ম্যাগনাগ্রেসিয়া বা দক্ষিণ ইতালীতে বসতি স্থাপন করিল। নেপল্সের নিকটস্থ মিসেলাম

www.pathagar.com

শৈল-শৃঙ্গে তাহাদের পতাকা উত্তোলিত হইল। ভেনিসিয়ানদিগকে বার বার পরাজিত করিয়া আরব বাহিনী পো নদীর মুখে নামিয়া পড়িল। অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া অবশেষে তাহারা অনৈক্যের দরুণ ফিরিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে একতা থাকিলে ইতালী সহজেই মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইত।

৮৪৬ খৃস্টাব্দে আফ্রিকা হইতে এক নৌ-বহর আসিয়া টাইবার নদীর মুখে প্রবেশ করিল। নাগরিকেরা নগরের দ্বার ও প্রাচীর রক্ষায় নিয়োজিত হইল। ভ্যাটিকান ও অন্যান্য উপনগরী মুসলমানদের হাতে ভীষণ দুর্দশা ভোগ করিল।

তিন বৎসর পরে আফ্রিকার আগলাভী সুলতান রোম জয়ের জন্য আর একটি বিরাটতর নৌ-বহর পাঠাইলেন। সার্দিনিয়ার বন্দরে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া মুর ও আরবেরা টাইবার নদীর মুখে নোঙ্গর ফেলিল। গ্রীক সম্রাট গলেটা, নেপলস, আমালফি প্রভৃতি স্বাধীন নগরের সহায়তায় বিপন্ন নগরের সাহায্যে এক বিরাট নৌ-বহর প্রেরণ করিলেন। অচিরে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহসা এক প্রবল ঝড় উঠায় মুসলিম নৌ-বহর বিক্ষিপ্ত ও পর্বতের দিকে বিতাড়িত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। যে সকল সৈন্য নিমজ্জিত হইল না, তাহারা শত্রুহস্তে বন্দী হইল। খৃস্টান-জগতের রাজধানী প্রকৃতির আনুকূল্যে পরাধীনতার অপমান হইতে রক্ষা পাইল।

সাইরাকিউজার প্রায় ৫০ বৎসর পর্যন্ত সাইরাকিউজবাসীরা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইল। ৮৭৮ খৃস্টাব্দে কায়রোয়ানের সুলতান তাহাদের বিরুদ্ধে রণ কৌশলী এক বিরাট নৌ-বহর প্রেরণ করিলেন। ২০ দিন বাধা দানের পর নগরের পতন ঘটল। সতর হাজারের অধিক বন্দী বিজেতার হস্তগত হইল। খৃস্টানধর্ম ও গ্রীক ভাষা দ্বীপ হইতে উঠিয়া গেল। কিন্তু অন্তর্বিবাদের দরুণ মুসলমানেরা এখানেও ২৫০ বৎসরের বেশী রাজত্ব করিতে পারিল না। ১০৬১-১০৯৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে নর্মানেরা তাহাদের হাত হইতে সিসিলী কাড়িয়া লইল।

ইতালী ও সুইজারল্যান্ড

সাইরাকিউজ জয়ের অল্প পরে (৮৮৯ খৃঃ) একদল ব্যাত্যাতাড়িত মুর নাবিক দক্ষিণ প্রোভেন্সের বিশটি দুর্গ দখলে আনিল। নবম শতাব্দী অতীত হওয়ার পূর্বেই তাহারা আল্পস অতিক্রম করিয়া পো নদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করিল। ৯৩৫ খৃস্টাব্দে তাহারা লিগোরিয়ার বেলাভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া জেনোয়া অবধি সমগ্র দেশ জয় করিয়া লইল। মন্ট-সেনিস ও সেন্ট-বার্ণার্ড গিরিসংকট হস্তগত করিয়া

www.pathagar.com

তাহারা পথিক ও বণিকদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিল। সুইজারল্যান্ডে প্রবেশ করিয়া তাহারা কনস্টান্স হ্রদ পর্যন্ত অগ্রসর হইল। বস্তুতঃ ইউরোপ জয়ের এমন সুযোগ আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু কর্দোভার ন্যায় কোন বড় সামরিক শক্তির সাহায্য না পাওয়ায় ৭৫ বৎসর পরে তাহাদিগকে এ সকল স্থান হইতেও বিদায় লইতে হইল। শুধু নীস নগরের ক্যান্টন ডি সারাজেনস্ বা মুসলমান-পাড়া তাহাদের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিল।

মুর নির্বাসন

১০৩১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন-পর্তুগাল ও বেলিয়ারিক দ্বীপ-পুঞ্জ মুরদের হাতে ছিল। পরে খৃস্টানেরা তাহাদিগকে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে হটাইয়া দিল। ১৪৯২ খৃস্টাব্দে গ্রানাডার পতনের পর মুর রাজত্ব শেষ হইল। ১৬৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ভীষণ অত্যাচার ও নির্বাসনের চাপে পিষ্ট হইয়া তাহারা স্পেন ও পর্তুগাল হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

গ্রীস জয়

কিন্তু মুসলমান জাতি মরিয়াও মরিতে চাহে না। পশ্চিম দ্বার দিয়া বিতাড়িত হওয়ার পূর্বেই তাহারা পূর্ব দ্বার দিয়া ইউরোপে প্রবেশ করিল। ১২৯৯-১৩৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে ওসমানিয়া তুর্কেরা এশিয়া মাইনর হইতে গ্রীকদিগকে হাঁকাইয়া দিল। ১৩৪৬ খৃস্টাব্দে গ্রীক সম্রাট সুলতান অর্খানের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। ১৩৫৬ খৃস্টাব্দে শাহ্‌জাদা সুলায়মান পাশা এক জোড়া ভেলা ভাসাইয়া মাত্র ৩৯ জন সৈন্যসহ হেলেস্পন্ট অতিক্রম করিলেন। আকস্মিক আক্রমণে জিম্পি দুর্গ তাঁহার হাতে আসিল। পূর্ব-ইউরোপে ইসলামের গোড়া-পত্তন হইল।

১৩৫৮ খৃস্টাব্দে গ্যালিপলি সুলতানের হাতে আসিল। ১৩৬১ খৃস্টাব্দে মুরাদ আদ্রিয়ানোপল দখল করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, সার্ভিয়া, বোসনিয়া ও ওয়ালেচিয়ার রাজারা তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে আসিয়া পরাজিত হইলেন (১৩৬৪ খৃঃ)। ১৩৭৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়ার অধিকাংশ তাঁহার হস্তগত হইল। ১৩৭৫ খৃস্টাব্দে তিনি বলকান অতিক্রম করিয়া নিসা অধিকার করিলেন। সার্ভিয়ার রাজা তাঁহাকে কর ও বুলগেরিয়ার রাজা কন্যা দানে বাধ্য হইলেন।

মুরাদের পুত্র বায়েজিদ নিকোপোলিসের যুদ্ধে ক্যাথলিক ভূপগিণকে পরাজিত করিয়া গ্রীস, স্টাইরিয়া ও দক্ষিণ হাঙ্গেরী দখলে আনিলেন (১৩০৭ খৃঃ)। তিনি কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করিলে সম্রাট তাঁহাকে কর দান করিয়া রক্ষা পাইলেন। ১৪১৪ খৃস্টাব্দে সম্রাট সুলতান দ্বিতীয় মুরাদকে স্ট্রাইমন নদী ও কৃষ্ণসাগর তীরের প্রায় সমগ্র গ্রীক বন্দর ছাড়িয়া দিলেন। ৩০ বৎসর

www.pathagar.com

পরে ভার্ণার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সার্ভিয়া ও বোস্‌নিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। যে বৎসর গ্রানাডার পতন ঘটিল, তাহার ৪০ বৎসর পূর্বে দিগ্বিজয়ী মুহাম্মদ কনস্টান্টিনোপলে প্রবেশ করিলেন (১৪৫৩ খৃঃ)। ক্রমে ত্রেবিজন্দ (১৪৬১ খৃঃ), ক্রিমিয়া (১৪৭৭ খৃঃ) ও ট্র্যান্টো (১৪৮০ খৃঃ) এবং কৃষ্ণ ও ইজিয়ান সাগরের অধিকাংশ দ্বীপপুঞ্জ তাঁহার হাতে আসিল।

১৫২১ খৃস্টাব্দে বেলগ্রেদ ও পর বৎসর রোড্‌স মহামতি সুলায়মানের হস্তগত হইল। ১৫২৬ খৃস্টাব্দে মোকাক্‌সের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি বদা ও পেস্ত দখলে আনিলেন। হাঙ্গেরী ও ট্রান্সিলভানিয়া তাঁহার অধীনে আসিল। ১৫২৯ খৃস্টাব্দে তিনি ভিয়েনা অবরোধ করিলেন। তাহা অধিকারে অসমর্থ হইলেও পরে অস্ট্রিয়া-রাজ ফার্ডিনান্ড ও সম্রাট পঞ্চম চার্লস্‌ তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন। ফলে অস্ট্রিয়া তুরস্কের করদ-রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল (১৫৪৭ খৃঃ)। এদিকে তাঁহার নৌবাহিনী এল্‌বা, কর্সিকা, নাইস, গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ এবং মেসিনা উপসাগর ও আদ্রিয়াতিক সাগরের উপকূল লুণ্ঠন করিয়া লইল।

১৫৭১ খৃস্টাব্দে সুলায়মানের পুত্র সলিম শাহের সেনাপতি সাইপ্রাস জয় করিলেন। কিন্তু ঐ বৎসরই লিপান্তোর নৌ-যুদ্ধে তুর্কদের পরাজয় ঘটায় তাহাদের পতন আরম্ভ হইল। আর একবার ভিয়েনা অবরোধ (১৬৮৩ খৃঃ) করিলেও অস্ট্রিয়া, রুশিয়া প্রভৃতি রাজ্যের আক্রমণে ও ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রে ক্রমে এ সমস্ত বিজিত জনপদ তাহাদের হাতছাড়া হইয়া গেল। ইউরোপে এখন কনস্টান্টিনোপল ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সামান্য ভূভাগ মাত্র তুর্কদের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দান করিতেছে।

www.pathagar.com

বীর-নারী

দাক্ষিণাত্য বীর-প্রসবিনী। বহু বীর-পুরুষ ও বীর নারীকে বক্ষে ধারণ করিয়া ইহা ধন্য হইয়াছে। এখানে যে সকল রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে, তন্মধ্যে বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানেরা অতি বিখ্যাত। বিজাপুরের শাসনকর্তা ইউসুফ আদিল শাহ্ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। বাহ্মনী সুলতানেরা দুর্বল হইয়া পড়িলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৪৮৯ খৃঃ)। বিজয়নগর ও নিকট-বর্তী রাজ্যগুলির সহিত তাঁহার বহু যুদ্ধ হয়। তিনি এক মারাঠা রমণীকে বিবাহ করেন। কাজেই হিন্দুরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত খাতির পাইত।

১৫০৮ খৃস্টাব্দে ইউসুফ আদিল শাহের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল লা-বালেগ বলিয়া একজন উচ্চ রাজ কর্মচারী নায়েব নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার নাম কামাল খাঁ। ইস্‌মাইল নামেমাত্র রাজা ছিলেন। কামাল খাঁই তাঁহার নামে রাজ্য শাসন করিতেন। অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া কামালের লোভ বাড়িয়া গেল। ইস্‌মাইলকে সরাইয়া দিয়া তিনি নিজেই রাজা হইতে চাহিলেন।

কিন্তু রাণী-মাতা পুঁচি খাতুন তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী ও সাহসিনী নারী জগতে দুর্লভ। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, কামাল খাঁ তাঁহার প্রিয় পুত্রকে হত্যা না করিয়া ছাড়িবেন না, তখন তিনি তাহাতে প্রাণপণে বাধাদানে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু তিনি একে নারী, তাহার উপর পর্দানশিন। সেনাপতি, কর্মচারী সকলেই কামাল খাঁর অধীন ; তিনি একা কি করিতে পারেন ? অথচ কিছু না করিলেও নয়। কাজেই তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ইউসুফ নামে তাঁহার স্বামীর এক দুধ-ভাই ছিল। তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "আপনি আমার স্বামীর সঙ্গে একই মাতার দুধ খাইয়া মানুষ হইয়াছেন। কাজেই ইসমাঈল আপনার পুত্র-তুল্য। এই বিপদে আপনি তাহাকে সাহায্য না করিলে তাহার রক্ষার আর কোনই উপায় নাই।"

ইউসুফ তৎক্ষণাৎ কামাল খাঁকে অপসৃত করিতে রাজী হইলেন। উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক পরামর্শ হইল। শেষে তাঁহারা এক ফাঁদ বাহির করিলেন। কূটবুদ্ধি রাণী কামাল খাঁর নামে একখানা পত্র লিখিলেন। ইউসুফ তাহা লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। কামাল খাঁ যখন পত্র পাঠে ব্যস্ত ইউসুফ তখন তরবারি বাহির করিয়া তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া

www.pathagar.com

ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও কামালের ভৃত্যদের হস্তে নিহত হইলেন।

কামাল খাঁর মাতাও পুঁচি খাতুন অপেক্ষা কম বুদ্ধিমতী ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ পৌত্র সফ্‌দরকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "দেখ, পুঁচি খাতুনই তোমার পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী। তোমাকে অবশ্যই ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে।" সফ্‌দর পিতার মৃত্যুর কথা জানিতেন না। লাশ দেখিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতামহী বলিলেন, "চুপ, আহ্‌ম্মক। প্রকৃত সংবাদ যেন কেহই টের না পায় ; বাহিরে সংবাদ দাও, পিতার অসুখ ; তিনি ইসমাঈলের মস্তক চান ; যে উহা আনিয়া দিবে, সে বহু টাকা পুরস্কার পাইবে।"

কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও পুঁচি খাতুন সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। হতভাগা ইউসুফের জন্য তাঁহার মনে ভারি কষ্ট হইল। কিন্তু তখন শোক করার সময় নয়। তিনি বেশ বুঝিলেন, তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের জীবন যে কোন মুহূর্তে বিপন্ন হইতে পারে। তজ্জন্য তিনি আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত হইলেন।

দুর্গের মধ্যেই রাজপ্রাসাদ ; চতুর্দিকে প্রকাণ্ড প্রাচীর। দুর্গে তখন ৩০০ তুর্ক, মুগল এবং প্রায় সম-সংখ্যক কাফ্রী ও দক্ষিণী সৈন্য ছিল। তাহাদের প্রায় সকলেই কামাল খাঁর আমলে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়। পুঁচি খাতুন দেখিলেন, প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলে তাহারা সফ্‌দর খাঁকে দুর্গ ছাড়িয়া দিবে, তাহা হইলে রাজবংশের সর্বনাশ হইবে। কাজেই ভাবী বিপদ এড়াইবার জন্য তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, ইসমাঈল বালক বলিয়াই কামাল খাঁ নায়েব নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি এখন তাঁহার অপ্রাপ্ত-বয়স্ক প্রভুকে হত্যা করিতে চাহিতেছেন। ইহা নিতান্ত অন্যায়। তোমরা কামালের হাতে চাকরি পাইলেও প্রকৃতপক্ষে রাজ্যেরই চাকর। আমার বিশ্বাস, রাজার নিমক খাইয়া তোমরা কিছুতেই এই অনাচারের সমর্থন করিবে না। তথাপি যদি তোমাদের মধ্যে কেহ একান্তই কামাল খাঁর দলে থাকিতে চাহে, তবে সে দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে।"

যে শক্তিশালী, কে তাঁহাকে সহজে ছাড়িতে চায় ? শক্তির নিকট নীতির মূল্য চিরদিনই অতি সামান্য। ২০০ তুর্ক এবং কয়েকজন কাফ্রী ও দক্ষিণী মাত্র পুঁচি খাতুনের দলে রহিল। আর সকলেই দুর্গ ত্যাগ করিয়া সফদর খাঁর নিকট চলিয়া গেল। কামালের লোকেরা ইসমাঈলকে হত্যা করিয়া সফদর খাঁকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিল। চতুর্দিকে 'সাজ, সাজ' রব পড়িয়া গেল।

www.pathagar.com

এখন সকলেই রাজমাতার বুদ্ধির তারীফ করিতে লাগিল। অবাধ্য সৈন্যরা কেল্লার বাহিরে গমন করা মাত্রই তিনি প্রাচীরের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার দলে মাত্র ৩/৪ শত লোক ছিল। রাজ্যশুদ্ধ সকলেই সফদর খাঁর পক্ষে। ইহাতেও নিরাশ না হইয়া এই বীর-নারী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বালক রাজা, বিশ্বস্ত কর্মচারী দিলসাজ আগা, মৃত সুলতানের এক ভাগিনেয় এবং আরও কয়েকজন সাহসিনী মহিলাকে সঙ্গে লইয়া অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তিনি প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সফদর খাঁ সহস্র সহস্র সৈন্য লইয়া ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। বীর-রাণী শত্রুসৈন্যদের উপর তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় মোস্তফা আগা নামক এক নিমক-হালাল কর্মচারী কিছু গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যে আসিলেন। তিনি শত্রুদের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলে কামালের মাতা দেওয়াল ভাঙ্গিবার জন্য পৌত্রকে ভারী কামান আনিতে আদেশ করিলেন।

পাঁচি খাতুন জানিতেন, ভারী কামান আনিলে তাঁহার আর রক্ষা নাই। কাজেই শত্রুদিগকে জব্দ করার জন্য তিনি এক ফিকির উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার আদেশে সৈন্যেরা প্রাসাদে লুকাইয়া রহিল। প্রাচীরের উপর কয়েকজন রমণী ছাড়া আর কেহই রহিল না। ইহাতে সফদরের সৈন্যেরা মনে করিল, বিপক্ষ বাহিনী ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাদের সাহস ফিরিয়া আসিল। অচিরে তাহারা প্রাচীরের দরজা ভাঙ্গিয়া প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া পড়িল। তথাপি কেহ তাহাদিগকে বাধা দিতে আসিল না। ছাদের মহিলাদিগকেও ভারি বিষণ্ণ দেখা যাইতে লাগিল। আনন্দে অধীর হইয়া তাহারা দুর্গের দরজা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। তাহারা সংকীর্ণ স্থানে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দাঁড়াইলে সহসা মোস্তফা আগার কামান গর্জিয়া উঠিল। পাঁচি খতুনের সৈন্যেরা ঠিক এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিল। তাহারা লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া শত্রুদের ঘাড়ে পড়িল। অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সফদর খাঁর বহু সৈন্য নিহত হইল; যাহারা বাকী রহিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। এইরূপে একজন পর্দা-নশিন মহিলার সাহস ও বুদ্ধিবলে আদিল শাহী সিংহাসন রক্ষা পাইল।

www.pathagar.com

হাকামের কুতুবখানা

গৌরবের যুগে মুসলমানেরা বিভিন্ন দেশে বড় বড় কুতুবখানা স্থাপন করেন। তন্মধ্যে কায়রো, দিমিশ্‌ক, ত্রিপোলী, আলমৌরিয়া প্রভৃতি নগরের পুস্তকালয়ে কয়েক লক্ষ হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল। কিন্তু আর কোন লাইব্রেরীই কর্দোভার কুতুবখানার ন্যায় এত অধিক খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। মহামতি খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমানের পুত্র দ্বিতীয় হাকাম এই জগদ্বিখ্যাত কুতুবখানার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

হাকামের ন্যায় এত অধিক সুপণ্ডিত নরপতি কখনও স্পেনে রাজত্ব করেন নাই,* সম্ভবত দুনিয়ার কোন অঞ্চলেই নহে। অবশ্য তাঁহার পূর্ববর্তী ভূপতিগণের সকলেই ছিলেন শিক্ষিত। কুতুবখানার সমৃদ্ধি সাধনে তাঁহারাও পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহে আর কেহই হাকামের ন্যায় এরূপ মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দেন নাই। দুর্লভ পাণ্ডুলিপি ক্রয় করিয়া কর্দোভায় আনয়নের জন্য তিনি প্রাচ্যের সর্বাংশে দলে দলে লোক প্রেরণ করেন। তাহারা কায়রো, বাগদাদ, দিমিশ্‌ক ও আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকের দোকানসমূহে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত। নূতন, পুরাতন যে কোন প্রকার পাণ্ডুলিপি যত মূল্যেই হউক, ক্রয় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি খলীফার আদেশ ছিল। সর্বোচ্চ মূল্য দিয়াও কোন পুস্তকের গ্রন্থকার বা স্বত্বাধিকারীকে উহা বিক্রয়ে রাজী করিতে না পারিলে তাহারা উহা নকল করাইয়া লইত। এইরূপে আনীত পুস্তক, দফতরী ও নকলনবিশে তাঁহার বিরাট প্রাসাদের চারিদিক ভরিয়া গেল।

এমন কি, পুস্তক লিখিত হওয়ার পূর্বেই হাকাম তাহা ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। কেহ কোন গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাইলেই তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট মূল্যবান উপহার পাঠাইয়া দিতেন। পুস্তক লিখিত হওয়া মাত্রই উহার প্রথমখানা কর্দোভায় পাঠাইবার জন্য লেখকের প্রতি খলীফার অনুরোধ থাকিত। ফলে পারস্য ও সিরিয়ায় যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইত, তথাকার ছাত্রেরা তাহা অধ্যয়নের পূর্বেই সুদূর ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে হাকামের নিকট তাহার প্রতিলিপি পৌঁছিত। আবুল ফরাজ নামক ইরাকের জনৈক ঐতিহাসিক আরব কবি ও চারণদের সম্বন্ধে একখানা ইতিহাস লিখি-

---

* "Never had so learned a prince regned in Spain."—Dozy, Spanish Islam, 454 ; Ameer Ali, 514.

www.pathagar.com

তেছেন জানিতে পারিয়া হাকাম তাঁহাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন। বিনিময়ে কৃতজ্ঞ লেখক পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই খলীফার প্রশাংসাত্মক একটি কবিতা ও উমাইয়া বংশের একখানা ইতিহাস সহ উহার একখন্ড প্রতিলিপি কর্দোভায় পাঠাইয়া দেন। ফলে তিনি আবার পুরস্কৃত হন। আবুল ফরাজের মনোহর গ্রন্থ অদ্যাপি বর্তমান আছে ; অদ্যাপি উহা পণ্ডিত-মণ্ডলীর প্রশংসা লাভে সমর্থ হইতেছে।

মুদ্রণ কার্য যখন অজ্ঞাত—যখন পেশাদার নকলনবিশের নিপুণ হস্তের সুস্পষ্ট অক্ষরে বহু কষ্টে ও বিপুল অর্থ-ব্যয়ে প্রত্যেকখানা পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া লইতে হইত। সে যুগে দ্বিতীয় হাকাম এইরূপে অন্ততঃপক্ষে চারি লক্ষ পুস্তক সংগ্রহ করেন।* এই বিরাট কুতুবখানার পুস্তকের তালিকা ৫০ খন্ডে সমাপ্ত হয় ; প্রত্যেক খণ্ডে ৫০ তা কাগজ ছিল। অন্যান্য পুস্তক-সংগ্রহকারীর ন্যায় হাকাম শুধু পুস্তক ক্রয় করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না ; নিজের সংগৃহীত প্রত্যেকখানা পুস্তকই তিনি অধ্যয়ন করিতেন ; অধিকাংশ পুস্তকের পার্শ্বে তিনি মূল্যবান টীকা লিখিতেন। গ্রন্থগুলি পুস্তকালয়ে যত্নের সহিত সজ্জিত থাকিত।** প্রত্যেক পুস্তকের প্রথমে বা শেষে মনীষী খলীফা গ্রন্থকারের নাম, উপনাম, পৈতৃক নাম, বংশ, কওম (গোত্র), জন্ম ও মৃত্যুর সন-তারিখ এবং তৎসম্পর্কীয় উপাখ্যানাদি লিখিয়া রাখিতেন। সাহিত্যের ইতিহাসে কেহই হাকাম অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখিতেন না। তিনি এতই বিদ্বান ছিলেন যে, পরবর্তী কালের মনীষীরা সর্বদাই তাঁহার টীকাকে অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন।* **

এইরূপ মনীষী ভূপতির আনুকূল্যে যে বিদ্যার সমুদয় শাখাই সমৃদ্ধ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেশে অসংখ্য উৎকৃষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমান ছিল ; সেখানে ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার-শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। খৃস্টান-

* "By such means he gathered together no fewer than four hundred thousand books, and this at a time when printing was unknown and every copy had to be painfully transcribed in the fine clear hand of the professional copyist"—Lone Poole, Moors in Spain, 155.

** Code, 1, 160.

* ** "All of these volumes Hakam had read and most of them he annotated. .no one was more learned in literary history than Hakam and his annotations were always held authoritative ."
—Dozy, 454.

www.pathagar.com

ইউরোপে পাদ্রী না হইলে উচ্চতম পদস্থ লোকেও লেখাপড়া জানিতেন না ; অথচ আন্দালুসিয়ার প্রায় প্রত্যেকেই লিখিতে-পড়িতে পারিত।* তথাপি হাকামের নিকট ইহা যথেষ্ট মনে হইল না। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। তিনি রাজধানীতে ২৭টি অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় (Seminary) স্থাপন করিলেন। দরিদ্র সন্তানেরা সেখানে বিনা বেতনে পড়িতে পারিত ; খলীফা নিজের খাস তহবিল হইতে মুয়াজ্জিনদের বেতন যোগাইতেন। তিনি ছিলেন বাস্তবিকই গরীবের মা-বাপ। কর্দোভার ঘোড়ার জিনের দোকানের শুল্ক দ্বারা যাহাতে দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষকদের বেতন যোগান হয়, মৃত্যুর পূর্বে তিনি সে ব্যবস্থা করিয়া যান। কর্দোভার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জগতে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বিশ্বাদ্যালয়সমূহের অন্যতম ; খ্যাতিতে ইহা কায়রোর আল-আজহার ও বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য। কুরায়শ বংশীয় আবু-বকর ইব্‌নে মুয়াবিয়া সেখানে হাদীস, বাগদাদের আবু-আলী প্রাচীন আরবদের ভাষা, কবিতা ও প্রবচন এবং ইব্‌নুল কুতিয়্যা ব্যাকরণ পড়াইতেন। আবু আলীর বিপুল ও প্রশংসনীয় মন্তব্যসমূহ পরে 'আমালী' বা শ্রুতি-লিখন নামে প্রকাশিত হয়।

দেশী হউক আর বিদেশী হউক, বিদ্বানের প্রতি হাকামের বদান্যতার সীমা ছিল না। ফলে তাঁহারা মধুলোভে আকৃষ্ট ভ্রমরের ন্যায় দলে দলে তাঁহার দরবারে আগমন করিতেন। তিনি তাঁহাদের সকলকেই উৎসাহ ও আশ্রয় দিতেন। এমন কি, দার্শনিকেরাও তাঁহার আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইতেন না। ধর্মান্ধদের হস্তে প্রাণনাশের আশঙ্কা-বিমুক্ত হইয়া অবশেষে তাঁহারা এই মনীষী খলীফার আশ্রয়ে নিরুদ্বেগে দর্শনালোচনায় সমর্থ হন। খলীফার ন্যায় তাঁহার ভ্রাতা আবদুল আজীজও ছিলেন জ্ঞানচর্চা, বিশেষতঃ কবিতার অতি ভক্ত। শাহী কুতুবখানার তত্ত্বাবধানের ভার ইঁহারই উপর অর্পিত হয়। হাকামের প্রাসাদ বিদ্বন্মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা মুন্দির তাঁহাদের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ছিলেন খলীফার একজন প্রকৃত বন্ধু। তিনি স্পেন ও আফ্রিকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া আন্দালুসিয়ার জনৈক শ্রেষ্ঠ কবি ; হাকাম তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। ইউসুফ বিন-হারুন ওরফে আবু আমর ছিলেন তদানীন্তন কর্দোভার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ; খলীফা তাঁহাকে স্বীয় প্রাসাদের সন্নিকটে বাস-ভবন দান করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক

* "In Andulusia nearly every one could read and write, while in Christian Europe persons in most exalted positions—unless they belonged to the clergy, —remained illiterate." Dozy. 455.

www.pathagar.com

আহ্মদ বিন সায়দ আল-হামাদানীও তাঁহার নিকট হইতে আজজেবাহরা নগরে একটি সুন্দর গৃহ প্রাপ্ত হন। জায়েনের আহ্মদ ইব্নে-ফয়রাজ কেবল স্পেনীয় কবিদের কবিতা লইয়া "বাগান" নামক একখানা কবিতা পুস্তক সঙ্কলন করেন ; উহা ১০০ অধ্যায়ে বিভক্ত ও প্রত্যেক অধ্যায়ে ১০০টি কবিতা ছিল। আবুবকর বিন্ দায়দ আল ইস্পাহানীর "পুষ্প" ছিল একই ধরনের পুস্তক। কিন্তু কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সর্বত্র বিদ্বন্মণ্ডলী "পুষ্প" অপেক্ষা 'বাগানে'রই অধিক সমাদর করিতেন। সুলায়মান বিন্-সলফের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া খলীফা তাঁহাকে উজীরে আজমের পদে নিযুক্ত করেন। সবুর নামক পারস্যের জনৈক অল্পবয়স্ক, অথচ প্রভূত বিদ্বান ব্যক্তি হাকামের নিমন্ত্রণে কর্দোভায় আগমন করেন। খলীফা তাঁহাকে কোষাধ্যক্ষের পদ প্রদান করেন। বাদাজোজের কাজী আবু ওলিদও এভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া কর্দোভায় আসেন। কিন্তু কাজী সাহেব শহরের কোলাহলে বিরক্ত হইয়া খলীফার অনুমতি লইয়া আলগার্ভে চলিয়া যান। সেখানে নির্জন-বাসে থাকিয়া তিনি মানব জীবনের ঝঞ্ঝাটের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া যোগ-বিষয়ক কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন। খলীফার আদেশে ইবনে-মাশাব মিসর ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া আসেন। তিনি প্রভুকে তাঁহার ভ্রমণকালে লিখিত একখানা ভৌগোলিক গ্রন্থ উপহার দেন। কর্দোভার আহ্মদ বিন্ সায়দ তদানীন্তন যুগের অন্যতম জ্ঞানী ও সম্মানী লোক। তাঁহার গৃহে ৪০ জন জ্ঞানবান ব্যক্তির মজলিস বসিত। সুসজ্জিত ও সুদর্শন কক্ষে বসিয়া তাঁহারা জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। মুহাম্মদ জুবায়দী আরবী ভাষা ও ব্যাকরণে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখিতেন। তাঁহার বিখ্যাত অভিধান "আয়নে"র এক খণ্ড অদ্যাপি মাদ্রিদের রাজকীয় পুস্তকাগারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইবনে-আস্‌বাগের বর্ণনামূলক কবিতা বিখ্যাত ছিল। সুলায়মান ইবনে-বতুলের খ্যাতিও কম ছিল না। অন্যান্য বিদ্বান ব্যক্তির মধ্যে আহ্মদ ইবনে সলফ, আহ্মদ ইবনে-মুসা, ইব্রাহীম বিন্-সারা, ইয়াহিয়া বিন্-হিশাম ও ইউনুস বিন-মস্‌উদের নাম উল্লেখযোগ্য।

মহিলারাও জ্ঞান-চর্চায় পশ্চাদ্বর্তী ছিলেন না। শিক্ষা ও কবিতার সম্মান দর্শনে তাঁহারা অধ্যয়নে নিরত হন। উৎকৃষ্ট রচনার জন্য তাঁহাদের অনেকেই খ্যাতিলাভ করেন। হাকামের জনৈক ক্রীতদাসী ব্যাকরণ, গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিতা ছিলেন। তিনি বিশেষ পরিপাটিরূপে পত্র লিখিতে পারিতেন। হাকাম অনেক সময় তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইতেন। সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও মার্জিত ভাষায় কথোপকথনে হারামে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। রাজপ্রাসাদের ভৃত্য জাকারিয়ার কন্যা ফাতিমা ছিলেন একজন নিপুণ লেখিকা। তিনি খলীফার জন্য পাণ্ডুলিপির নকল প্রস্তুত করিতেন। কর্দোভার আহ্মদ বিন-

www.pathagar.com

মুহাম্মদের কন্যা আয়শা তাহার জ্ঞান ও অন্যান্য গুণের জন্য অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেন। ইবনে হায়্যান বলেন, "সৌন্দর্য ও প্রশংসনীয় জীবন যাপন-পদ্ধতিতে স্পেনে কেহই আয়শার সমকক্ষ ছিল না; শাস্ত্রজ্ঞান, কবিতা ও বাগ্মিতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিলেই হয়। তিনি তাঁহার সমকালীন রাজা ও যুবরাজদের প্রশংসাত্মক যে সমুদয় কবিতা রচনা করেন, সকলেই উহাদের রচনা-কৌশলের প্রশংসা করিতেন।" জাফরের কন্যা কদ্‌ফা সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার মধুর সংগীত শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিত। তিনি বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। আবু-ইয়াকুবের কন্যা মরিয়ম সেভিলের শরীফজাদীদিগকে ধর্মশাস্ত্র ও কবিতা শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মাদ্রাসার বহু ছাত্রী শাহজাদা ও বড় বড় আমীরের হারামের শোভা বর্ধন করিতেন। বাদেয়া খলীফা আবদুর রহমানের জনৈক মুক্ত ক্রীতদাসী; তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থের গভীর জ্ঞান ও সুন্দর কবিতার জন্য সে যুগের সকলেই তাঁহার তারিফ করিত। খলীফার মৃত্যুর পর এই বিদুষী রমণী প্রাচ্যের বহু দেশে ভ্রমণ করেন। সর্বত্রই তিনি বিদ্বন্মণ্ডলীর প্রশংসা লাভে সমর্থ হন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেখানেই দেখিতেন, তাঁহার গমনের পূর্বেই তথায় খ্যাতি পৌঁছিয়াছে। খলীফার দৃষ্টান্ত অনুসরণে উজির ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও বিদ্বানের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। ইবনে-সাফ্রানের বাটীতে এক বালিকার কুরআন পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া কর্দোভার কাজী মুহাম্মদ বিন্-ইস্‌হাক তাঁহাকে বিশটি মোহর উপহার দেন।

হাকাম কেবল প্রতিভার আদর করিতেন না; তিনি নিজেও ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর কবি; তাঁহার রচিত কয়েকটি কবিতা অদ্যাপি বর্তমান আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জগতে আজ পর্যন্ত অপর কোন রাজা-বাদশাহ্ এত অল্প সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত অধিক খিদমত করিতে পারেন নাই।

www.pathagar.com

সতীত্বের তেজ

বাগদাদের খলীফা আল-মামুন। মধ্য এশিয়ার তুর্ক জাতি, তিব্বতের বৌদ্ধ জাতি, ভারতের হিন্দু জাতি, এমন কি, সুদূর ইউরোপের গ্রীক জাতিও তাঁহার পরাক্রমে অহরহ বিকম্পিত। কিন্তু মামুন শুধু বীর ছিলেন না। বীরত্ব অপেক্ষা জ্ঞান-প্রিয়তার জন্যই তাঁহার নাম জগতে সমধিক পরিচিত। তাঁহার দরবার শত শত কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মিলন-কেন্দ্রে পরিণত হয়। অসংখ্য মক্তব, মাদ্রাসা ও মানমন্দিরে সমগ্র সাম্রাজ্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সুশাসন ও ন্যায়-বিচারের জন্য তাঁহার খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হয়।

আব্বাস এই মহিমা-মণ্ডিত খলীফার যুবক-পুত্র। শাহ্‌জাদা শিকারে যাইবেন। চতুর্দিকে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও অনুচর-বর্গ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র যথোপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ছুটিয়া আসিল। শাহ্‌জাদা মৃগয়ায় চলিলেন। বহু শিকারী কুকুর ও সুশিক্ষিত বাজ-পাখীসহ এক নাতিবৃহৎ সৈন্যদল তাঁহার অনুগমন করিল। আনন্দ ও উৎসাহ যেন তাঁহার ভিতর হইতে উছলিয়া পড়িতেছিল। তিনি তেজস্বী ঘোড়াকে বার বার কশাঘাত করিয়া উহার গতি বৃদ্ধি করিলেন। আঘাতে আঘাতে উত্যক্ত হইয়া অশ্ব-রাজ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিল। শাহ্‌জাদা বহুকষ্টে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সহচরেরা অনেক পিছনে পড়িয়া রহিল। তিনি অশ্বের গতি হ্রাস করিয়া সঙ্গীদের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে চাহিলেন ; কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না। ক্রুদ্ধ অশ্ব ছুটিয়াই চলিল। ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে এক খরস্রোতা স্রোতস্বিনী তটে আসিয়া উহার গতি রুদ্ধ হইল। শ্রান্ত যুবরাজ ভূতলে অবতরণ করিয়া বিশ্রামের আশায় উপযুক্ত স্থানের জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ অদূরে একখানা পর্ণকুটির পরিদৃষ্ট হইল। শাহ্‌জাদা অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া মৃদু গতিতে সেদিকে অগ্রসর হইলেন। গৃহের নিকট আসিয়া তিনি গৃহকর্তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "কিছুক্ষণের জন্য আমি এখানে বিশ্রাম করিতে পারি কি?" কিন্তু গৃহে কর্তাই ছিল না, তাঁহার আহ্বানের উত্তর দিবে কে? গৃহখানা মুগিরা নাম্নী এক বিধবা যুবতীর। তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তানসহ তন্মধ্যে বাস

---

* ১৯২২ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বর সংখ্যা "ইসলামিক রিভিউ" পত্রে মওলভী আবদুল মজীদ এম-এ লিখিত "ইসলামে প্রজাতন্ত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ অবলম্বনে।

www.pathagar.com

করিতেছিলেন। হঠাৎ পুরুষ-কণ্ঠ শ্রবণ করিয়া তিনি জানালা-পথে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পাইলেন, এক অপূর্ব রূপবান যুবক কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় বাড়ির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু কেহই আসিতেছে না দেখিয়া সৈনিক পুরুষ কাতর-কণ্ঠে আবার আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। নদী-তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া সে করুণ স্বর গৃহস্বামিনীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। অমনি পরদুঃখে তাঁহার কোমল প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। স্বীয় সহায়হীনতা বা দৌর্বল্যের কথা একটিবারও এই মহিয়সী নারীর মনে উঠিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যুবককে বলিলেন, "আপনি বৃক্ষের সহিত অশ্ব বাঁধিয়া ভিতরে আসুন।"

আব্বাস রমণীর নির্দেশে গৃহে গমন করা মাত্রই বিধবা নারী তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতে অনুরোধ জানাইল। অবিলম্বে তিনি সুমিষ্ট সুগন্ধি পানীয় প্রস্তুত করিয়া অতিথিকে পান করিতে দিলেন। এতক্ষণে ক্লান্তি দূর হওয়ায় যুবরাজ ভালরূপে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবসর পাইলেন। আব্বাস দেখিলেন, রমণী অনিন্দ্য-সুন্দরী। তিনি অপলকনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। রমণী সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সহসা তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি সাহসে বুক বাঁধিলেন। এমন সময় আব্বাস তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শাহ্‌জাদার প্রশ্নে স্বামী-বিরহ-কাতরা সাধ্বীর শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি বহু কষ্টে আত্মসংযম করিয়া নিজের শোচনীয় দুঃখ-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এবার আব্বাসের সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি সুন্দরীকে তাঁহার হৃদয়-বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "সুন্দরী, যদি আমার মনোবাসনা পূর্ণ কর, তবে তুমি একদিনের অতুল সম্পদের মালিকা হইতে পারিবে। সমগ্র মুসলিম-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর খলীফা মামুন আমার জনক। আমার অনুগৃহীতা হইলে ভূমণ্ডলে তোমার কিসের অভাব? তোমার এই ভগ্ন পর্ণ-কুটির দেখিতে দেখিতে গগন-চুম্বী অট্টালিকায় পরিণত হইবে, শত শত দাস-দাসী অহরহ তোমার পদসেবায় নিরত থাকিবে—" আব্বাস আরও কত প্রেমের কথা বলিতে—আরও কত প্রলোভন প্রদর্শন করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার আর তাহা বলা হইল না; সেই সাধ্বী রমণী ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "শাহ্‌জাদা, পবিত্র কুরআন যে পাপ-কার্যকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছে, খলীফা মামুনের ন্যায় ধার্মিক নরপতির পুত্র হইয়া তুমি সেই ঘৃণিত কার্যে কিরূপে এক অসহায়া রমণীর সম্মতি প্রার্থনা করিতেছ? তোমার কি বিন্দুমাত্রও পাপ-ভয় নাই? তুমি

www.pathagar.com

কি এতই বেহায়া ? যাহার আশ্রয়ে আসিয়াছ, তাহাকেই দংশন করিতে চাহিতেছ ? কত বড় অকৃতজ্ঞ নর-রূপী কালসর্প তুমি ! যদি নিজের মঙ্গল চাও, তোমার পাপ-বাসনা সংযত কর ; আমার সম্মুখ হইতে এক্ষুণি দূরে হও। তোমার ন্যায় নর-পিশাচের মুখ দর্শনও মহাপাপ।”

কিন্তু ক্রোধ, তিরস্কার সবই ব্যর্থ হইল। অনুরোধ নিষ্ফল বুঝিতে পারিয়া কামার্ত যুবক বল-প্রয়োগে স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বিধবার প্রতি হস্ত প্রসারণ করিলেন। বিপন্না মহিলা সবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নদীতীরে চলিয়া গেলেন। আব্বাসও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সেখানে পৌঁছিলেন। তিনি রমণীর গাত্রে হস্তার্পণ করা মাত্রই সতীত্ব-রত্ন রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া সতী নারী ক্ষিপ্রতা সহকারে উভয় হস্তে আব্বাসের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন। দণ্ডায়মান রাজপুত্র ভূ-পতিত হইলেন। শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাঁহার জীবন নাশের উপক্রম হইল। সহসা অদূরে অশ্ব-পদধ্বনি শ্রুত হওয়ায় রমণীর দৃষ্টি সে দিকে নিপতিত হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, একদল অশ্বারোহী সৈন্য যেন কাহারও অনুসন্ধানে তাঁহারই দিকে আসিতেছে। তদ্দর্শনে বীর-নারী আব্বাসের কণ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শাহজাদাও ভূমিতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় অনুচরদের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাকে নিরাপদ পাইয়া তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। অতঃপর তাহারা শিকার সম্পন্ন করিয়া যথাসময়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিল।

একজন দীনহীনা রমণীর নিকট এভাবে অপমানিত হওয়ায় আব্বাসের হৃদয় প্রতিহিংসানলে জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার ষড়যন্ত্রে অবিলম্বে বিধবার একমাত্র গৃহখানা রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। শাহজাদার অনুচরেরা তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল। নিরাশ্রয়া রমণীর করুণ ক্রন্দনে তাহাদের কাহারও হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না। হতভাগিনীর গর্ব খর্ব হইয়াছে ভাবিয়া আব্বাসের দুর্নিবার হৃদয়-জ্বালা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া খলীফা আল্-মামুন রাজকার্য নির্বাহ করিতেছেন। এমন সময়ে এক অতুল রূপলাবণ্যময়ী মহিলা দরবার-গৃহের সম্মুখে হাজির হইলেন। তাঁহার ক্রোড়ে একটি শিশু। প্রহরিগণের নিষেধবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া ও খলীফাকে কোন প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন না করিয়াই তিনি সটান তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, “মহামান্য খলীফা, ব্যক্তি বিশেষের লালসার বেদীতে সতীত্ব-ধন উৎসর্গ করিতে পারে নাই বলিয়া এই বিধবার একমাত্র আশ্রয়স্থল পর্ণ-কুটীরখানি রাজ-সরকারে

www.pathagar.com

বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। আমার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে, তাহার যথোচিত প্রতিকার করুন, নতুবা আমি মহাবিচারের দিনে সমবেত জন-মণ্ডলীর সমক্ষে আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিকট সাক্ষ্যদান করিব।"

একজন যুবতীর মধুর অথচ দৃঢ় কণ্ঠের ফরিয়াদ শুনিয়া খলীফা প্রথমে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার স্বাভাবিক মনোভাব ফিরিয়া আসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দুরাত্মা তোমার প্রতি এইভাবে অত্যাচার করিয়াছে? আমি সে পাপিষ্ঠের নাম শুনিতে চাই।" শাহ্‌জাদা খলীফার নিকটেই ছিলেন; রমণী কিছুক্ষণ নতমুখে থাকিয়া শেষে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আপনারই পুত্র—যুবরাজ আব্বাস।"

ন্যায়-বিচারের জন্য খলীফার যথেষ্ট সুনাম ছিল। বিধবার বর্ণিত অভিযোগ শ্রবণ করিয়া লজ্জায় তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত ও ক্রোধে হৃদয়-শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আব্বাসকে স্বীয় আসন ত্যাগ করিয়া বাদিনীর নিকট দণ্ডায়মান হইতে আদেশ দান করিলেন। তিনি বিচারক, রমণী ফরিয়াদী, আর আব্বাস বিবাদী। বিচারকের সম্মুখে বাদিনী ও আসামীর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্মানের আদৌ কোন তারতম্য থাকুক, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। অপরাধী বলিয়া রমণীর পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিতে আব্বাসের সাহস হইল না; কিন্তু খলীফার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি অগ্রাহ্য করাও অসম্ভব। তিনি ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বিধবার নিকট গমন করিলেন, কিন্তু দৃঢ়তার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিনি অপরাধ অস্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর আটকিয়া গেল; তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কম্পন, সেই অস্ফুট ভাষাই তাঁহাকে খলীফার নিকট দোষী প্রমাণিত করিয়া দিল। পক্ষান্তরে রাজপুত্রের অপরাধ অস্বীকৃতি শ্রবণ করিয়া যুবতী অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে আব্বাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শাহজাদা, জানি আপনি খলীফার পুত্র ও সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী; কিন্তু আপনি স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া প্রজাপত্নীর সর্বনাশ সাধনরূপ ভীষণ পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন; এখন আবার মিথ্যা কথা বলিয়া সেই পাপভার বৃদ্ধি করিতেছেন। আপনি এতদূর দুঃশীল হইয়া উঠিয়াছেন যে, সেদিন শিকারে গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া আমার গৃহে বিশ্রাম করিতে গিয়া আপনার পাপ বাসনা চরিতার্থ করিতে চাহেন। আমি আত্মরক্ষার্থে আমার গৃহ-পার্শ্বস্থ তটিনী তটে ছুটিয়া গেলেও আপনি আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আমার শরীর স্পর্শ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। আমি সেই মুহূর্তেই বাহু-বেষ্টনে আপনার কণ্ঠ রোধ করিয়া আপনাকে ধরাশায়ী

www.pathagar.com

করিয়া ফেলিয়াছিলাম। যদি আপনার অনুচরেরা তখন সেখানে উপস্থিত না হইত, তবে আজ আমাকে দরবারে আসিয়া বিচার-প্রার্থনী হইতে হইত না। আমি আপনাকে হস্তপদ বন্ধ করিয়া ঘরে ফেলিয়া রাখিতাম। আপনার মুক্তির জন্য খোদ খলীফাকে আমার গৃহে গমন করিতে হইত। কিন্তু কি আশ্চর্য! এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াও আপনার তৃপ্তি হয় নাই। আপনি আমার পর্ণ-কুটীরখানা পর্যন্ত না-হক সরকারে বাজেয়াপ্ত করাইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, কোন্ সাহসে আপনি এরূপ কার্য করিয়াছিলেন? আপনি কি জানেন না যে, আমি বারামকিয়া * বংশ-সম্ভূত? আব্বাসিয়ারা বারামকিয়াদের গৌরব নাশে সমর্থ হইলেও তাঁহাদের মহিলাগণ এখনও কাহারও কামাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার মত চরিত্রহীনা হন নাই। সতীত্ব তাঁহাদের নিকট এতই মূল্যবান যে, তজ্জন্য তাঁহারা সমগ্র আব্বাসিয়া সাম্রাজ্য পরিত্যাগেও কুণ্ঠিত নহেন।"

এত দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত মুগিরা আব্বাসকে এই কথাগুলি বলিলেন যে, তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে খলীফার মনে যে সামান্য সন্দেহটুকু ছিল, তাহাও দূরীভূত হইয়া গেল। কিন্তু রমণীর এই অসম-সাহসিক বাক্যাবলী সভাসদবর্গের অনেকেরই ক্রোধোদ্রেক করিল। একজন তাঁহাকে বলিয়াই ফেলিলেন, "ভদ্রে, আপনার ভাষা, আপনার ব্যবহার, কিছুই রাজ-দরবারের উপযুক্ত হইতেছে না। আপনি অতিমাত্রায় অশিষ্টা।" মহামান্য খলীফা তাঁহাকে বাধা দান করিয়া বলিলেন, "মহিলাটির যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে দিন। ঐরূপ বলিবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; কারণ, ইহা সত্য ঘটনারই পরিণাম।" অতঃপর খলীফা আব্বাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি যে দোষী, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তোমার অপরাধ গুরুতর; তুমি এক অসহায়া বিধবার সর্বনাশ করিতে চাহিয়াছিলে; তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া প্রতিহিংসাবশে সম্পূর্ণ বিনাদোষে তাঁহার একমাত্র আশ্রয় বাজেয়াপ্ত করাইয়াছ। তোমাকে অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতেই হইবে; রাজপুত্র বলিয়া আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিব না।"

অপরাধ গুরুতর, দণ্ডও গুরুতর। শাস্তির গুরুত্ব ভাবিয়া আব্বাস কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। সভাসদগণ যুবরাজের বিষম বিপদে

---

* খলীফা হারুনুর রশীদের আমলে বারামকীয়া ভ্রাতারা উজীর, সেনাপতি ও শাসনকর্তারূপে সমগ্র সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। বারামক নামক জনৈক নও-মুসলমান অগ্নি-পূজক এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহাদের পতন কাহিনী অতি করুণ ও কেলেঙ্কারীপূর্ণ।

www.pathagar.com

শোকাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে মেহেরবাণী করিয়া ক্ষমা করিবার জন্য একযোগে মুগিরার নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। মুগিরা ছিলেন অতি কোমল ও উদার-হৃদয়া নারী। সর্বস্বাপহরকের বিপদেও তাঁহার করুণ হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি রাজপুত্রের অসদ্ব্যবহার ও নিজের আশ্রয়-হীনতার কথা ভুলিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিনাশর্তে ক্ষমা করিলেন। সভাসদেরা বিস্মিত ও প্রফুল্ল হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে মুগিরার মহানুভবতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তেজস্বিনী সাধ্বী নারীর অশ্রুত-পূর্ব উদারতায় খলীফা নিজেও আশ্চর্যান্বিত ও বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দানের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না। খলীফার আদেশে তদ্দণ্ডেই তাঁহার বাজেয়াপ্ত গৃহ প্রত্যার্পিত হইল। তাহা ছাড়া তিনি রাজধানীতে একটি প্রাসাদ ও মুদ্রাপূর্ণ পাঁচটি বৃহৎ তোড়া উপহার পাইলেন।

অতঃপর সেদিনের জন্য সভা ভঙ্গ হইল। দিবা গেল, রজনী আসিল ; ক্রমে রাত্রি অধিকতর হইল ; কিন্তু খলীফার নিদ্রা আসিল না। তিনি শুধু ভাবিতেছিলেন, কি সে তেজ,— যে তেজ-প্রভাবে একজন অবলা বিধবা বাগদাদের মহামান্য খলীফাকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে পরলোকের ভয় দেখাইতে পারে? কি সে তেজ—যে তেজে তেজীয়ান হইয়া এক সহায়সম্বলহীনা নারী স্বয়ং শাহ্‌জাদাকে উদ্ধত কণ্ঠে কঠোর তিরস্কার করিতে সাহসী হয়? ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে কে যেন তাঁহার অন্তরের অন্তঃস্তল হইতে বলিয়া দিল, ইহা সত্যের তেজ, ইহা 'সতীত্বের তেজ' !!

www.pathagar.com

মহামতি সুলতান মাহমুদ

হযরত মুহাম্মদের (দঃ) ওফাতের পর অর্ধশতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই পূর্বে হিন্দুকুশ গিরিশ্রেণী এবং পশ্চিমে আটলান্টিকের সৈকত-ভূমি পর্যন্ত সমগ্র জনপদ তাঁহার অনুসারীদের পদানত হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহারা যুগপৎ ইউরোপ ও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। স্পেন-পর্তুগাল ও ফ্রান্সের দক্ষিণার্ধ তাহাদের করতলগত হয়; কিন্তু মুহাম্মদ বিন্ কাসিমের করুণ মৃত্যুতে সিন্ধু বিজয়ের পর প্রায় তিন শতাব্দী কালের জন্য ভারতে মুসলমানদের অগ্রগতি রুদ্ধ থাকে। অবশেষে দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে গজনীর অধিপতি সুবুক্তিগীন এই সতেরো বৎসর বয়স্ক বীরপুরুষের পরিত্যক্ত কার্য-ভার গ্রহণ করেন।

জয়পাল নামক জনৈক হিন্দু রাজা তখন পাঞ্জাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বলিয়া প্রথমে ইঁহার সহিত সুবুক্তগীনের সংঘর্ষ বাধিল। সীমান্তে একটি শক্তিশালী মুসলমান রাজ্য গঠিত হওয়ায় জয়পাল পূর্ব হইতেই সুবুক্তিগীনের প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। তদুপরি এখন তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হওয়ায় তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে শত্রু-রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ভাগ্য প্রথমেই তাঁহার প্রতি বিমুখ হইল; ভীষণ শীতে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য নষ্ট হইয়া গেল। ফলে বিপুল ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সুবুক্তগীনের সহিত সন্ধি করিতে হইল।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া জয়পাল প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদানে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সুবুক্তগীন তাঁহাকে শিক্ষাদানের জন্য সৈন্য চালনা করিলেন। মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধিতে হিন্দু রাজাগণের আতংক উপস্থিত হইল। পাঞ্জাব হইতে সুদূর কনৌজ ও কালিঞ্জর পর্যন্ত বিশাল ভূভাগের সমুদয় রাজা মুসলমানগণকে বিতাড়নের জন্য জয়পালের সহিত যোগদান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মিলিত বাহিনী সুবুক্তগীনের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল; সঙ্গে সঙ্গেই পেশওয়ার তাঁহার অধিকারে আসিল। ভারতীয়-দের সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় দুর্দান্ত তাতারেরা সামানিয়া রাজ্য আক্রমণ করিল। রাজার আকুল আহবানে সুবুক্তগীনকে গতি পরিবর্তন করিয়া উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিতে হইল। তাতার আক্রমণ প্রতিহত হইয়া গেলে কৃতজ্ঞ ভূপতি সুবুক্ত-গীনের পুত্র মাহ্মুদকে খুরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই গজনী-পতির মৃত্যু হইল (৯৯৭ খৃঃ)।

www.pathagar.com

ভারতের অতি সামান্য অংশ জয় করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও সুবুক্তগীনের আরব্ধ কার্য অসম্পন্ন রহিল না। তাঁহার উত্তরাধিকারী তদপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ও ধর্মপ্রাণ নরপতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মাহ্মুদ তাহার অসম্পন্ন কার্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

খলীফারা হীনবল হইয়া পড়িলে যে কয়টি অর্ধস্বাধীন রাজবংশের উৎপত্তি হয়, মধ্য এশিয়ার সামানিয়ারা তাহাদের অন্যতম। গজনীর অধিপতিগণ ইহাদের অধীন ছিলেন। মাহ্মুদ প্রথমে সামানিয়া ভূপতিকে পরাভূত করিয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তাঁহাকে গজনী ও খুরাসানের বৈধ অধিপতি স্বীকার করিয়া খলীফার নিকট হইতে অভিষেক-পত্র আসিল। তিনি তাঁহাকে সর্বপ্রথম সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন। এইরূপে স্বদেশে স্বীয় ক্ষমতা ও সম্মান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুলতান মাহ্মুদ ভারতজয়ে বহির্গত হইলেন।

১০০০ খৃস্টাব্দে সুলতান মাহ্মুদের সুবিখ্যাত ভারত অভিযান আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণে খাইবার পাশের সীমান্ত শহরগুলি তাঁহার অধিকারে আসিল। অতঃপর তিনি পিতৃশত্রু জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। পাঞ্জাব অধিপতি এক বিরাট বাহিনী ও তিন শত হস্তী লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ; কিন্তু সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল। পনর জন আত্মীয়সহ তিনি বিজেতার হস্তে বন্দী হইলেন। অধিকাংশ দিগ্বিজয়ীর ন্যায় মাহ্মুদ নির্দয় ছিলেন না। বৃথা রক্তপাত ছিল তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তিনি রাজাকে তাঁহার বন্ধুবান্ধবসহ সন্ধি-শর্তে মুক্তিদান করিলেন। কিন্তু বার বার পরাজিত হওয়ায় নিজেকে রাজ্য শাসনের অনুপযুক্ত মনে করিয়া জয়পাল অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

ভিরা বা ভাতিন্দার রাজা কর দানে অস্বীকৃত হওয়ায় তৃতীয় অভিযানে তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠিত হইল। চতুর্থ আক্রমণে রাজা ভয়ে রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন।

সুলতান মাহ্মুদের ষষ্ঠ অভিযান অতি বিখ্যাত। পাঞ্জাবের সমুদয় রাজা ও দিল্লী, আজমীর, কনৌজ, উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্যের ভূপতিগণকে লইয়া জয়পালের পুত্র আনন্দপাল এক শক্তিশালী রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন। এই ধৃষ্টতার জন্য ১০০৮ খৃস্টাব্দে মাহ্মুদ তাঁহাকে শিক্ষাদানে বহির্গত হইলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিল ; অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমে শত্রুরা জয়-লাভ করিবে বলিয়া মনে হইলেও পরিশেষে তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। মুসলমানেরা দুই দিনের পথ পর্যন্ত তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেল। নগর-কোটের দুর্গ অজেয় বলিয়া পরিচিত ছিল। তজ্জন্য ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও ধনবান ব্যক্তিরা

www.pathagar.com

এস্থানে তাঁহাদের ধন-রত্ন সঞ্চিত রাখিতেন। এই 'অজেয়' দুর্গ জয় করিয়া মাহ্‌মুদ তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থ লইয়া গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আনীত অর্থের পরিমাণ জগতের শ্রেষ্ঠ ভূপতিদের ধন-সম্পদ অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। সুলতান বিপুল বিভব দর্শনের জন্য গজনীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দূতগণের মেলা বসিয়া গেল।

সিন্ধু-মুলতান ছিল তখনও আরবদের দখলে। ১০১০ খৃস্টাব্দে মাহ্‌মুদ মুলতানের বিদ্রোহী আমীর দায়ুদকে শাস্তি দানে যাত্রা করিলেন। দায়ুদ পরাজিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তিন বৎসর পরে তিনি নন্দনাথের রাজা ভীমপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রাজা পরাজিত হইয়া কাশ্মীর পালাইয়া গেলেন। মাহ্‌মুদ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করত কাশ্মীর জয় করিয়া লইলেন। নন্দনাথে মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া বিজয়ী ভূপতি গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পর বৎসর লোকে তাঁহাকে আবার হিন্দুস্তানে দেখিতে পাইল। থানেশ্বরের নিকটে তিনি হিন্দুদের পক্ষ হইতে বিপুল বাধা পাইলেন। কিন্তু পূর্বের ন্যায় এবারও তাঁহার জয় হইল ; তিনি থানেশ্বর অধিকার করিয়া গজনীতে চলিয়া গেলেন।

এইরূপ অবিশ্রান্ত জয়লাভের ফলে মাহ্‌মুদের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। খুরাসান, তুর্কিস্থান ও মাওরুণ-নাহার (ট্রান্স-ওক্সিয়ানা) হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইতে লাগিল। এক বিশাল বাহিনী লইয়া তিনি ১০১৮ খৃস্টাব্দে গজনী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার এই জয়-যাত্রায় সর্বত্রই দূতবৃন্দ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কাশ্মীর গিরিসঙ্কটের সর্দার সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। বিজয়ী ভূপতি একটির পর একটি করিয়া সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও শতদ্রু নদী উত্তীর্ণ হইলেন। দুর্গের পর দুর্গ ও নগরের পর নগর তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দারেরা বিনা বাধায় তাঁহাকে প্রভু বলিয়া মানিয়া লইলেন। বুলন্দ শহরের রাজা হরদত্ত পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। মাহাওয়ানের সর্দার কোলচাঁদের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিহত বা জলমগ্ন হইলে তিনি স্বীয় পত্নীকে হত্যা করিয়া একই ছুরিকা নিজের বুকে চালাইয়া দিলেন। একশত পঁচিশটি হস্তী ও বিপুল দ্রব্য বিজেতার হস্তগত হইল। অতঃপর মাহ্‌মুদ মথুরা হইয়া জানুয়ারী (১০১০ খৃঃ) মাসে কনৌজে আসিয়া হাজির হইলেন। সামান্য বাধা দানের পর রাজা রাজ্যপাল গঙ্গার অপর তীরে পলায়ন করিলেন। মাহ্‌মুদ একই দিন নগরের সাতটি প্রধান দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন ; তখন

www.pathagar.com

উপায়ন্তর না দেখিয়া রাজ্যপাল সুলতানের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ফলে রাজধানী রক্ষা পাইল। নিকটবর্তী রাজারাও অধিক সৌভাগ্যবান ছিলেন না। গভীর অরণ্য ও প্রশস্ত পরিখা আসির চন্দল ভোরকে রক্ষা করিতে পারিল না। সুলতানের বিজয়-যাত্রার সংবাদ পাইয়া শারওয়ার পরাক্রান্ত সর্দার চাঁদ রায় স্বীয় ধন-সম্পত্তি সহ পর্বতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু পালাইয়াও তিনি রক্ষা পাইলেন না। মুসলমানেরা পার্বত্য পথে ছুটিয়া মধ্যরাত্রে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল। চাঁদ রায় যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ী সুলতান গজনীতে চলিয়া গেলেন।

মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করায় নিকটবর্তী রাজারা রাজ্যপালের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কালিঞ্জারের চন্দল রাজা গন্দ ছিলেন ইহাদের দলপতি। তাঁহার পুত্র বিদ্যাধর গোয়ালিয়রের রাজার সাহায্যে রাজ্যপালকে নিহত করিয়া ত্রিলোচন পালকে সিংহাসনে বসাইলেন। স্বীয় করদ নৃপতির হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া মাহমুদের ক্রোধের সীমা রহিল না। ১০১৯ খৃস্টাব্দে তিনি চন্দল রাজকে উপযুক্ত শিক্ষা দানের জন্য গজনী ত্যাগ করিলেন। ত্রিলোচন পাল বৃথাই তাঁহাকে বাধা দিতে আসিলেন। তাঁহার গর্ব-খর্ব করিয়া মাহমুদ যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া চন্দল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মুসলমানদের সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য গন্দ এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করেন। কিন্তু সুলতানকে দেখিয়াই তাঁহার সাহস ফুরাইয়া গেল। রসদ-পত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ-সম্ভার ফেলিয়া রাখিয়া এক রাত্রে তিনি রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। শিবিরের রসদপত্র ও মূল্যবান দ্রব্য ছাড়াও পাঁচ শত আশিটি হস্তী মুসলমানদের হাতে আসিল।

দুই বৎসর পরে সুলতান মাহমুদ আবার ভারতে আসিলেন। গোয়ালিয়রের রাজাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়া তিনি কালিঞ্জরের দিকে অগ্রসর হইলেন। একবার শিক্ষা পাইয়া গন্দ ইতিমধ্যে বেশ বুদ্ধিমান হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজধানী হইতে দূরে থাকিতেই তিনি সুলতানকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও মণি-মুক্তা পাঠাইয়া দিলেন। বিনা রক্তপাতে বিপুল বিভব হস্তগত হওয়ায় মাহমুদ হৃষ্ট চিত্তে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

সুলতান মাহমুদ ছাব্বিশ বৎসরে সতর বার ভারত আক্রমণ করেন। তন্মধ্যে সোমনাথ আক্রমণই সর্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত। এই মন্দিরটি কাথিওয়াড় উপদ্বীপের দক্ষিণে আরব সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। ইহার অতুল ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়া মাহমুদ ত্রিশ হাজার সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবক লইয়া ১০২৫ খৃস্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করিলেন। দুস্তর মরুপথে অনহিলওয়ারায় পৌঁছিয়া

www.pathagar.com

রাজা ভীমকে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহার রাজধানী অধিকারে আনিলেন। কয়েকদিন পরে সোমনাথের সেবকেরা তাঁহাকে মন্দির সম্মুখে দেখিতে পাইল। মুসলমানেরা দেব-রোষে ভস্মীভূত হইবে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল ; কিন্তু বিপদকালে পাষাণ দেবতা* সম্পূর্ণ নির্বাক রহিল। রাজপুত ভূপতিগণের সমবেত বাধা কোনও কাজে আসিল না। তাঁহাদের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিহত হইল। মাহ্মুদ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেন। প্রত্যাবর্তনকালে সিন্ধু মরুভূমিতে তাঁহার সৈন্যেরা পানির অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইল ; জাঠ দস্যুরাও তাঁহাকে যথেষ্ট উত্যক্ত করিল। ইহাদিগকে শাস্তি দানের জন্য ১০২৬ খৃস্টাব্দে মাহ্মুদ সর্বশেষ বার ভারত আক্রমণ করিলেন। দস্যুদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া গজনীতে প্রত্যাগমনের চারি বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হইল (এপ্রিল ৩০, ১০৩০ খৃঃ)।

যে কয়জন অসাধারণ মানুষের প্রতি ইতিহাস ঘোর অবিচার করিয়া আসিয়াছে, সুলতান মাহ্মুদ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইয়া ঐতিহাসিকেরা তাঁহার চরিত্র অযথা মসী-মলিন করিয়া রাখিয়াছেন। মাহ্মুদের প্রকৃত চরিত্র অংকনের উপকরণের অভাব নাই, অভাব শুধু তক্লিফ স্বীকারের।

---

* বাজারের ইতিহাসে একটি গল্প আছে, মাহ্মুদ নাকি সোমনাথের মূর্তি ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে সেবকেরা উহা রক্ষার জন্য তাঁহাকে অনেক টাকা দিতে চাহে। কিন্তু তিনি বলেন, "আমি মূর্তি ভাঙ্গিতে আসিয়াছি, বিক্রয় করিতে নহে। সংগে সংগেই তিনি হস্তস্থিত গদার আঘাতে মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া ফেলেন ; তখন তাহার মধ্য হইতে অনেক অর্থ বাহির হইয়া পড়ে। গল্পটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।" সমসাময়িক ইতিহাসে ইহার উল্লেখমাত্র নাই। পাঁচ শত বৎসর পরে লিখিত ফিরিশ্তা ও মোল্লা দায়ূদীর পুস্তকেই ইহা প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। গিবন হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস প্রণেতারা পর্যন্ত সকলেই সেখান হইতে গল্পটি ধার করিয়াছেন। উইলসন সাহেব বলেন, সোমনাথের মন্দিরে আদৌ কোন মূর্তি ছিল না। সুতরাং মাহ্মুদ মূর্তি ভাঙ্গিবেন কোথা হইতে? সোমনাথ শিবলিঙ্গের নাম ; সে লিঙ্গও ফাঁপা নহে, নিরেট। কাজেই উহার ভিতরে কোন ধন-রত্ন থাকিতে পারে না। লেনপুল সাহেবেরও ইহাই মত! Vide Elliot and Dowson. History of India, Vol. ii, 476.

www.pathagar.com

সুলতান মাহ্মুদ তদানীন্তন জগতের সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ নরপতি।* তিনি অত্যন্ত সাহসী, নির্ভীক, যুদ্ধপ্রিয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যকে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করা সামান্য প্রতিভার কাজ নহে। মৃত্যুকালে তিনি রাজকোষে অতুল ঐশ্বর্য রাখিয়া যান। ভারত আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পারস্য ও মধ্য এশিয়ায়ও রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর ও আরল হ্রদ হইতে প্রায় তাইগ্রীস নদী-তট ও পূর্বে গুজরাট হইতে সুদূর কনৌজ পর্যন্ত বিতৃত ছিল। আফগানিস্তান, মাওরুন নাহার, পারস্য, খুরাসান, তাবারিস্তান, কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক বৃহদংশে তাঁহার জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হয়। সত্য বটে, সামানিয়া বংশের পতন ও ভারতীয় রাজাদের অনৈক্য তাঁহার রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল; ইহাও সত্য, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অত্যল্পকাল মাত্র গজনভীদের অধিকারে ছিল; তথাপি এই রাজ্য বিস্তার অতীব আশ্চর্যজনক। এক দিকে তাঁহাকে ভারতীয় হিন্দুদের অন্যদিকে স্বজাতীয় তুর্কদের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে হইত। মধ্য-এশিয়ায় দুর্দান্ত তাতার জাতিরা নিরন্তর তাঁহার রাজ্যে হামলা দিত। কিন্তু স্বধর্মী, বিধর্মী সকল শত্রুর বিরুদ্ধেই মাহ্মুদ তুল্য সফলতা লাভ করেন। ১০২৬ খৃস্টাব্দে ইলাক খান খুরাসানের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলে তিনি তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। পর বৎসর যখন তুর্কেরা সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার সেনাপতিগণকে বারংবার পরাজিত করিতে থাকে, তখন তিনি আবার রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া শত্রুদিগকে শোচনীয়রূপে পরাভূত করেন।

কেবল মানুষের নিকট হইতেই তিনি বাধা প্রাপ্ত হন নাই, প্রকৃতিও তাঁহাকে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা প্রদান করে। ব্যক্তিগত সুখের প্রতি আদৌ তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। রাজপুতনার দুস্তর বালুকাময় মরুভূমি দিয়া সুদূর গুজরাট যাত্রা হইতেই এই অসাধারণ লোকটির সংকল্পের দৃঢ়তা, অদ্ভুত মনোবল ও নির্ভীক সাহসের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার মাহ্মুদ দেখিলেন, সম্মুখে খরস্রোতা প্রবাহিনী, অপর তীরে বিশাল শত্রু-বাহিনী; পদব্রজে নদী পার হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তজ্জন্য তিনি পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার আদেশে সৈন্যেরা নদীতে নামিয়া বায়ু-পূর্ণ মশকে ভর দিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শত্রুদের উপর তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই দুঃসাহসিক কার্য দেখিয়া বিপক্ষ বাহিনী ভয়ে পলাইয়া গেল; বিজয়-মাল্য মাহ্মুদের গলদেশে অর্পিত হইল।

---

* Elphinstone, History of India, 341.

www.pathagar.com

সুলতান মাহ্মুদের ন্যায় উৎকৃষ্ট সেনাপতি ইতিহাসে অতি অল্পেই দেখিতে পাওয়া যায়। স্পেনের উজির আল্-মনসুর ও মালবের মুহাম্মদ খিলজির ন্যায় তিনি তাঁহার সংগ্রাম-বহুল দীর্ঘ জীবনে কখনও কোন যুদ্ধে পরাজিত হন নাই। তাঁহার ভারত অভিযান বাস্তবিকই অতি বিস্ময়কর। আলেকজান্ডার যাহা পারেন নাই, তিনি তাহাই বাস্তবে পরিণত করেন। এই হিসাবে তিনি আলেকজান্ডার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।*

কেবল একজন দিগ্বিজয়ী বলিয়াই ইতিহাসে মাহ্মুদের নাম পরিকীর্তিত হয় নাই, বিদ্যোৎসাহিতার জন্যও তিনি সমধিক বিখ্যাত। সে যুগের বহু যশস্বী সৈনিকের ন্যায় সুলতান মাহ্মুদ বিদ্বজ্জনের সংসর্গ ভালবাসিতেন। তাঁহার সদাশয়তায় আকৃষ্ট হইয়া দেশ-দেশান্তর হইতে প্রসিদ্ধ কবি, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, আলিম ও পণ্ডিতেরা দলে দলে গজনীতে আগমন করেন। এশিয়ার অপর কোন নরপতির নিকট অদ্যাপি এত অধিক বিদ্বজ্জনের সমাগম হয় না।** ফলে মাহ্মুদের দরবার মর্তের ছায়া-পথে পরিণত হয়। প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় ভারতের গ্রাম-নগর, প্রান্তর-পর্বত মথিত করিয়া বিদ্যুদ্বেগে শত শত মাইল ছুটিয়া অথবা শ্যেন পক্ষীর ন্যায় অকস্মাৎ আরব সাগরের পার্শ্ববর্তী খারিজমের উপর আপতিত হইয়া এই দুঃসাহসী বীরপুরুষ গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিরুদ্বেগে কাব্য ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেন। এমন কি. শ্রমসাধ্য যুদ্ধাভিযানের মধ্যেও তিনি কবিতা বা সঙ্গীত শ্রবণের জন্য একটু অবসর করিয়া লইতেন। প্যারিসের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নেপোলিয়ান বিজিত জনপদ হইতে উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যসমূহ লইয়া যাইতেন। কিন্তু সুলতান মাহ্মুদের তাহাতে তৃপ্তি হইত না ; তিনি খোদ শিল্পী ও কবিগণকেই গজনীতে আনয়ন করিতেন। পারস্য, খুরাসান এবং আমুদরিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের তটবর্তী নগরাবলী হইতে প্রাচ্যের জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তিগণ সেখানে সমবেত হইয়া গ্রহ-নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত সৌর-মন্ডলের ন্যায় তাঁহাকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রাখিতেন। বিদ্যানুরাগী সামানিয়া বংশের পতনে বহু কবি ও পণ্ডিত বেকার হইয়া পড়েন। সুলতান মাহ্মুদের জ্ঞানানুরাগের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা সকলেই আগ্রহের

---

* Habib. Sultan Mahmud, 66. "The Sultan of Gazna surpassed the limits of the conquests of Alexander.—Gibbon, Decline and fall of the Roman Empire, Vol. Vi. 241.

** Elphilnstone History of India. 342.

www.pathagar.com

সহিত এই নূতন জ্ঞান-কেন্দ্রে ছুটিয়া আসেন। এইরূপে গজনী তদানীন্তন প্রাচ্যের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল।*

যে সকল উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক গজনীর দরবার আলোকিত করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশ সমগ্র এশিয়ায়—এমন কি কেহ কেহ এশিয়ার বাহিরেও সুপরিচিত। ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদ আল-বেরুণীর নাম কে না জানে? প্রকৃত সমালোচকের চক্ষু লইয়া তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের ইতিহাস রচনা করেন। দার্শনিক ফারাবীকে আরবেরা আরিস্টটলের পরেই স্থান দান করিয়া থাকে। দর্শন ব্যতীত সংগীত, বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সূফী হইয়াও শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালন করিয়া চলিতেন বলিয়া সুলতান তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। ঐতিহাসিক ওৎবী ছিলেন তাঁহার কাতিব (সেক্রেটারী)। 'তারিখ-ই-সুবুক্তগীনে'র লেখক বায়হাকী 'প্রাচ্যের পেপীস্' বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আসাদী, ফাররুখী ও আস্জুদী পারসিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবজাগরণের প্রাথমিক কবি। উজারীর একটি ক্ষুদ্র কবিতা শ্রবণ করিয়াই সুলতান তাঁহাকে চৌদ্দ হাজার টাকা পুরস্কার দেন। আন্সারী যে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মণ্ডলী ব্যতীত চারি শত কবি ও পণ্ডিত তাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করিতেন। সুলতান তিন বার তাঁহাকে বিপুল আশরফি দ্বারা পুরস্কৃত করেন। কিন্তু ইঁহাদের কেহই ফেরদৌসীর ন্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "শাহ্নামা" সুলতান মাহ্মুদকে মরজগতে অমর করিয়াছে। কবিবরের সহিত তাঁহার প্রভুর ব্যবহার সম্বন্ধে বাজারে যে গল্প প্রচলিত আছে, এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস—বিশেষতঃ 'ফেরদৌসী-চরিত' লেখকের ওজস্বিনী ভাষা ও কল্পনা-চাতুর্যে প্রত্যেকেই গল্পটির সহিত সুপরিচিত। কিন্তু ইহার কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

অধ্যাপক (Noldeck) ইহাকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। 'পারসিক সাহিত্যের ইতিহাস' প্রণেতা ব্রাউন সাহেবেরও এই মত। ফেরদৌসীর গজনী গমন, আন্সারী, আস্জুদী ও ফাররুখীর এক এক পদ কবিতা আবৃত্তি, ফেরদৌসী কর্তৃক চতুর্থ পদ পূরণ, সুলতান মাহ্মুদের আদেশে শাহনামা রচনার ভার গ্রহণ, স্বর্ণমুদ্রার প্রতিশ্রুতি অথচ রৌপ্যমুদ্রা প্রাপ্তি—এই সমুদয় চমকপ্রদ কাহিনী দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত লিখিত কোন প্রাথমিক ইতিহাসেই নাই। আওফীর 'লুবা-

* **Lane People, Mediaval India, 30.**

www.pathagar.com

বুল আল্বাবে’ ফেরদৌসীর কথা আছে, কিন্তু এই গল্পটির উল্লেখ মাত্র নাই। নিজামী আরুজী-ই-সমরকন্দী ১১১৬-১৭ খৃস্টাব্দে তুসে ফেরদৌসীর কবর জিয়ারত করিয়া তাঁহার জীবন-সংক্রান্ত কাহিনীগুলি সংগ্রহ করত 'চাহার মাকালায়ে’ লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে দেখা যায় ফেরদৌসী শাহ্নামা রচনা করিয়া গজনীর দরবারে উপস্থিত হন। উজিরে আযমের অনুগ্রহে সুলতানের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ; কিন্তু দুষ্টলোকের পরামর্শে তিনি কবিকে বিশ হাজার টাকা (দেরহাম) মাত্র পুরস্কার দেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ফেরদৌসী সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিলেও তিনি পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন।

নিজামীর বর্ণনানুসারে সুলতান মাহ্মুদ কর্তৃক ফেরদৌসীকে ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতিতে শাহ্নামা রচনায় নিয়োগের কথা মিথ্যা। শাহ্নামা তাহার বহু পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল। এই মহাকাব্যের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক নোলডেক সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন যে, ফেরদৌসী যখন তাঁহার মহাকাব্য রচনা আরম্ভ করেন তখন মাহ্মুদের জন্মই হয় নাই, হইয়া থাকিলেও তিনি তখন শিশুমাত্র।* ৯৯৯ খৃস্টাব্দে শাহ্নামা সমাপ্ত হয়। প্রথম সংস্করণ কবি আহ্মদ বিন্ মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে উৎসর্গ করেন। ১০১০ খৃস্টাব্দে বা তৎপরে দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রতিলিপি) সুলতান মাহ্মুদকে উৎসর্গীকৃত হয়।** সুতরাং তাঁহার হুকুমে গজনীতে থাকিয়া ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ফেরদৌসীর শাহ্নামা রচনার কথা নিছক গাঁজাখোরী গল্প। ইহা দৌলত শাহের উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা। মহামতি সুলতানের মৃত্যুর সাড়ে চারি শত বৎসর পরে লিখিত ‘তাজকিরাতুশ্ শুয়ারা’য়ই সর্বপ্রথম ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু শাহ্ সাহেবও মাহ্মুদের স্বর্ণমুদ্রা দানের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন, ফেরদৌসী শাহ্নামা সমাপ্ত করিয়া কোন বড় পুরস্কার—জায়গীর বা সভাসদের পদ লাভের আশা করেন। কিন্তু আয়াজের ষড়যন্ত্রে সুলতান তাঁহাকে ষাট হাজার রৌপ্যমুদ্রা দিয়াই বিদায় দেন। খোন্দামিরের ‘হাবীবুশ্ শিয়ারে’র (১৫৩৪ খৃঃ) বিবরণ অন্যরূপ। তাঁহার মতে ফেরদৌসী প্রথমতঃ সহস্র শ্লোক রচনা করিয়া মাহ্মুদকে দেখান। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি কবিকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। ইহা

---

* মাহ্মুদের জন্মের তারিখ নভেম্বর ১৩, ৯৭০ খৃঃ। শাহ্নামা রচনা করিতে ২৫ বা ৩০ বৎসর লাগিয়াছিল।

** Browne, Literary History. of Persia, Vol. ii. 130—141,

www.pathagar.com

হইতে ফেরদৌসীর মনে হয়, কাব্যের প্রত্যেকটি শ্লোকের জন্যই তিনি একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পাইবেন। কিন্তু পরিশেষে শত্রুর চক্রান্তে তাঁহার ভাগ্যে রৌপ্য-মুদ্রাই জুটে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুলতান মাহ্মুদের মৃত্যুর পর পাঁচশত বৎসরের মধ্যে যে সকল ইতিহাস লিখিত হয়, তাহার কোথাও তাঁহার ষাট হাজার মোহর দানের প্রতিশ্রুতির আভাস মাত্র নাই। এল্‌ফিনস্টোন সাহেব পর্যন্ত গল্পটিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। কারণ, মাহ্মুদ মুক্ত হস্তে অর্থ দান করিলেও কদাপি অপব্যয় করিতেন না। একখানা কাব্যের জন্য (হউক না তাহা ফেরদৌসীর) অর্ধ লক্ষ গিনি দানের প্রতিশ্রুতি দিবেন, তিনি কিছুতেই এত অবিবেচক ছিলেন না। বস্তুতঃ সুলতান মাহ্মুদ ফেরদৌসীর সহিত আদৌ কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন নাই। উহা কবিরই দুরাশা! যে কোন কারণে হউক, সে দুরাশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি কিছুতেই দোষী হইতে পারেন না।

যদি গল্পটির সত্যতা স্বীকার করিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও কি সুলতান মাহ্মুদের সদাশয়তার লাঘব হয়? একখানা কাব্য লেখার জন্য ষাট হাজার মুদ্রা (দিরহাম) দান সামান্য কথা নহে। তদুপরি ত্রিশ বৎসরের বেতন ও ভরণ-পোষণ ব্যয় ত আছেই। ষাট হাজার মুদ্রা প্রায় আড়াই হাজার পাউন্ডের সমান। বর্তমান সময় কেহ এক লাইব্রেরী কাব্য লিখিয়া দিয়া এতগুলি টাকা পাইলে আনন্দে নাচিতে আরম্ভ করিবে। 'প্যারাডাইজ লস্টে'র কবিকে দশ পাউন্ড পারিশ্রমিক পাইয়াই তৃপ্ত হইতে হইয়াছিল। মিল্টনের আড়াইশ' গুণ অধিক অর্থ পাইয়াও ফেরদৌসীর পক্ষে অসন্তুষ্ট হওয়া কি অনুচিত হয় নাই? ঘৃণাভরে প্রভু-দত্ত বিপুল অর্থ ভৃত্যদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া ও ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়া সুলতানের অপমান করাই কি তাঁহার সদাশয়তার উপযুক্ত পুরস্কার? অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! বস্তুতঃ 'পারস্য প্রতিভা' ও 'ফেরদৌসী-চরিতে' সদাশয় সুলতানের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার প্রকৃত চিত্র নহে। পরবর্তী সময়ে সুলতান যে অবশেষে এই অপমান ক্ষমা করিয়া ক্ষুব্ধ কবির ক্রোধ শান্তির জন্য ষাট হাজার গিনি উপহার প্রেরণ করেন ,তাহা হইতেই তাঁহার অপূর্ব মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কাব্যের ন্যায় ইতিহাসের গতি নিরঙ্কুশ নহে। কবি হইয়া যদি কাহারও ইতিহাস লিখিবার খেয়াল হয়, তাঁহাকে এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। শান্তিপুরী 'কবিবর' কবির মন লইয়া ইতিহাস লিখিয়াছেন। পারস্য প্রতিভার লেখকও অন্যের ন্যায় তাহার অনুকরণ করিয়াছেন। তৎফলে একজন আদর্শ ভূপতির পূত চরিত্র অযথা মসীমলিন হইয়াছে। এই শ্রেণীর লেখকেরাই

www.pathagar.com

মুসলমান নরপতিদের বহু মিথ্যা কলঙ্ক প্রচারের জন্য দায়ী। ইতিহাস লিখিবার খেয়াল ইঁহাদের যত কম হয়, ইসলামের ততই মঙ্গল।

অনেক ঐতিহাসিকের মতে মাহমুদ ছিলেন অত্যন্ত অর্থগৃধ্নু। ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। অন্যান্য দিগ্বিজয়ীর ন্যায় তিনিও বারংবার বিজিত জনপদ লুণ্ঠন করেন সত্য, কিন্তু ব্যয়ের সময় অর্থের প্রতি তাঁহার লোভের পরিচয় পাওয়া যাইত না। তিনি কষ্ট-সঞ্চিত বিপুল ধন অতি মহৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন। বিদ্বান ব্যক্তিদের জন্য প্রতি বৎসর তাঁহার দুই লক্ষ গিনি ব্যয় হইত। তিনি গজনীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কুতুবখানা ও একটি যাদুঘর স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও পণ্ডিতমণ্ডলী রাজ-কোষ হইতে নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা পাইতেন। গজনীর বড় মসজিদ সুলতান মাহমুদের আর এক বিরাট কীর্তি। এই বহুমূল্য সৌধটি মর্মর ও গ্র্যানিট প্রস্তরে নির্মিত হয়। ইহাতে স্বর্ণ-রৌপ্যের বাতি জ্বলিত, ইহার মেঝে মূল্যবান গালিচায় আবৃত থাকিত ; ইহার কারুকার্য দর্শকদের তাক লাগাইয়া দিত। প্রজাবৎসল সুলতান চৌবাচ্চা, প্রস্রবণ ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ এবং আরও অনেক জন-হিতকর কার্য করিয়া প্রজাবর্গের সুখ-সুবিধা বর্ধিত করেন। আড়ম্বরের দিক দিয়া রাজ-সভাসদদের বাসভবনকে সুলতানের নিজ প্রাসাদের সহিত তুলনা করা চলিত। মাহমুদের পূর্বে গজনী মূর্খের নিবাস ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁহার মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয়ের ফলে উহা প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যশালী নগরে পরিণত হয়। দেশ-বিদেশের ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিলেও কিরূপে বিজ্ঞতা ও বদান্যতার সহিত তাহা ব্যয় করিতে হয়। জগতের যে কোন নরপতি অপেক্ষা তাহা তিনি খুব ভাল জানিতেন।

মাহমুদ ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি ইব্‌নে কার্রামের মত মানিয়া চলিতেন। তাঁহাকে 'ধর্মান্ধ' বলিলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয়। অনেক হিন্দু তাঁহার সৈন্যদলে কাজ করিত। তাঁহার একমাত্র মিত্র কনৌজের রাজা হিন্দু ছিলেন। লাহোরের রাজার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ রাজনীতিতেই নিয়ন্ত্রিত হইত। তিনি লাহোর ও গুজরাটে দীর্ঘকাল অবস্থান

www.pathagar.com

করেন ; সুযোগ থাকিলেও তিনি তখন কোন হিন্দুকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করেন নাই।

মাহ্মুদের গঠনমূলক প্রতিভা ছিল অত্যন্ত অধিক। তিনি ন্যায়-পরায়ণতার সহিত রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেন ; ব্যবসায়-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। তাঁহার সময় রাজ্যে এরূপ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল যে, পথিকেরা নিরাপদে লাহোর হইতে সুদূর খুরাসান গমনাগমন করিতে পারিত। তিনি বাজার দরের সঠিক খবর রাখিতেন ; বাটখারা পরীক্ষার জন্য পৃথক কর্মচারী নিযুক্ত হইত। প্রজাদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি নিয়তই প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার লুণ্ঠনে দেশ বিরান হইয়া যায় বলিয়া যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহা কোন উদ্ভট লেখকের আবিষ্কার। ন্যায়-বিচারের জন্য তাঁহার নাম প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সুবিচার সম্বন্ধে এত বিবরণ প্রচলিত আছে যে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন হইবে।

সুলতান মাহ্মুদের চরিত্রের উপসংহার করিতে যাইয়া ডাক্তার ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "ইতিহাসে মাহ্মুদের স্থান নির্ধারণ করা কঠিন নহে। সমসাময়িক মুসলমানেরা তাঁহাকে গাজী ও ইসলামের নেতা বলিয়া মনে করিত। হিন্দুরা তাঁহাকে অদ্যাপি নিষ্ঠুর জানে। আদি হূন এবং মন্দির ও মূর্তি ধ্বংসকারী বলিয়াও মনে করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সে যুগের বিশেষ অবস্থার খবর রাখেন, তিনি ভিন্ন মত পোষণ করিতে বাধ্য। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চক্ষে মাহ্মুদ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ জন-নায়ক, ন্যায়-পরায়ণ ভূপতি, সাহসী ও প্রতিভাশালী সেনাপতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলার পৃষ্ঠপোষক। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠতম ভূপতিদের সহিত একই আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য।"* কোন কোন প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিক* তাঁহাকে 'মহামতি' (The Great) উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন। আসলেও তিনি মহামতিই।

---

* Mediaeval India. 91.

** Lt. Colonel Wolseley, Cambridge History of India, Vol. iii, 574 ? Furgussion, Hand-book of Architecture, Vol. i, 414.

www.pathagar.com

দাস-পুত্রের রাজগিরি

দাসত্ব-প্রথা অতি পুরাতন। গ্রীস, রোম, ভারত সর্বত্র ইহা প্রচলিত ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই দীর্ঘকালের প্রাচীন প্রথাটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিতে না পারিলেও ইহার কঠোরতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়া যান। তিনি মানুষ মানুষের প্রভু নহে, দাসও নহে, মানুষ মানুষের ভাই"—এই সত্যে আরববাসী তথা তাঁহার অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। ক্রীত-দাসের স্বাধীনতা দান ইসলামে একটি অতি পুণ্য-কাজ। এই আজাদ দাসদের কেহ কেহ বড় বড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ভারতের দাস-রাজবংশের কথা প্রত্যেকেই অবগত আছেন। তাঁহাদের প্রধান তিনজন—কুতবুদ্দীন, ইলতুত-মিশ ও বলবন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস। কিন্তু কেবল ভারতে নহে, অন্যান্য দেশেও এইরূপ দাস-রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে মিসরের এইরূপ একটি অপরিচিত রাজ-পরিবারের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

তুর্কিস্তানে আধিপত্য বিস্তারের পর ইহাতেই মুসলিম সাম্রাজ্যে দলে দলে তুর্ক দাসের আমদানী হইতে থাকে। শক্তি, রূপ, সাহস ও ভক্তিতে ইহারা বড় বড় আমীর, বিশেষতঃ খলীফাদের বিশ্বাস ভাজন হন। শিক্ষিত ও সুসভ্য শাসক জাতির সংশ্রবে আসিয়া এই নিরক্ষর বর্বর শ্বেত দাসগণ ক্রমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা সযত্নে বিজ্ঞান ও ও রাজনীতি শিক্ষা করিয়া কালক্রমে স্ব স্ব মনিবের কল্যাণে দাসত্ব হইতে আজাদী লাভ করিত। এইরূপে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ক্রীতদাসগণ গুণানুসারে কেবল যে রাজপ্রাসাদ ও দরবারের প্রধান পদেই নিযুক্ত হইতেন তাহা নহে, সাম্রাজ্যের বড় বড় প্রদেশের শাসনভারও তাঁহাদের উপর অর্পিত হইত।

তুলুন এইরূপ একজন ক্রীতদাস ; তুর্ক জাতির তাগাজগান বংশে তাঁহার জন্ম। ৮১৫ খৃস্টাব্দে বুখারার শাসনকর্তা তাঁহাকে অন্যান্য ক্রীতদাসের সহিত উপহার স্বরূপ বাগদাদে প্রেরণ করেন। খলীফা আল্-মামুনের দরবারে তিনি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র আহ্মদ ৮৩৫ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাকে যত্নের সহিত তদানীন্তন যাবতীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত করা হয় ; আরবী ভাষা ও কুরআন শরীফ অধ্যয়ন ব্যতীত তিনি হানাফী মযহাবের ধর্ম-শাস্ত্র ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা শিক্ষা করেন। বাগদাদের বড় বড় অধ্যাপক তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণে সমর্থ হন নাই ; বিশেষ বক্তৃতা শ্রবণের জন্য তিনি কয়েক বার টার্সাসে গমন করেন। ফলে তাঁহার খ্যাতি এত বর্ধিত হয় যে, তর্কস্থলে তাঁহার মতই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে থাকে। জ্ঞান-সাধনায়

www.pathagar.com

ব্যাপৃত থাকিলেও আহ্মদ শক্তি-চর্চা উপেক্ষা করেন নাই ; বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নের সহিত যুদ্ধবিদ্যাও আয়ত্ত করেন।

এই শক্তি চর্চাই তাঁহার প্রতিপত্তি লাভের প্রধান সহায় হইল। একবার কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট খলীফার জন্য বিপুল অর্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে প্রহরীরা দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়। ঘটনাক্রমে আহ্মদ তখন ঐ পথে টার্সাসে গমন করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সদলবলে দস্যুদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। খলীফার স্বার্থ রক্ষা করায় দরবারে আহ্মদের যথেষ্ট সুনাম হইল। এই সুনাম শীঘ্রই কাজে আসিল। ইতিমধ্যে তুলুনের মৃত্যু হওয়ায় আমীর বক্‌বক্ তাঁহার বিধবা পত্নীর পাণি গ্রহণ করেন। খলীফা তাঁহাকে মিসর দেশে জায়গীর প্রদান করিলেন। তিনি স্বনামধন্য আহ্মদকে নিজের নায়েব হিসাবে সেখানে প্রেরণ করিলেন।

৮৬৮ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তেত্রিশ বৎসর বয়সে আবুল আব্বাস আহ্মদ ইব্‌নে-তুলুন ফুস্তাতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে প্রথমতঃ কোষাধ্যক্ষ ইব্‌নে মুদাবিবরের ক্ষমতা হ্রাসের চেষ্টা করিতে হইল। এই সুচতুর লোকটি কয়েক বৎসর যাবত মিসরের রাজস্বের অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছিলেন। শাসনকর্তা অপেক্ষাও তাঁহার আড়ম্বর অধিক ছিল ; এক শত সুদর্শন ক্রীতদাস অশ্বারূঢ় হইয়া নিরন্তর তাঁহার অনুগমন করিত। তাহাদের চাবুকের দণ্ড রৌপ্যে নির্মিত হইত। স্বীয় চরিত্রানুসারে নূতন শাসনকর্তার চরিত্র বিচার করিয়া তিনি সামান্য সওগাত-স্বরূপ তাঁহাকে দশ হাজার দিনার প্রেরণ করিলেন ; শাসনকর্তা তাহা ফেরত পাঠাইলে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইব্‌নে-তুলুন তাঁহাকে জানাইলেন, অর্থের বদলে তাহার দেহরক্ষীদল পাইলেই তিনি অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন। কাজেই ইব্‌নে মুদাবিবরকে বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রিয় ক্রীতদাসগণের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইল।

ইতিমধ্যে মিসরের নামমাত্র জায়গীরদার আমীর বক্‌বক্ ফাঁসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত হন ; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমীর বার্গুককে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। ইনি ছিলেন ইব্‌নে-তুলুনের শ্বশুর। নূতন জায়গীরদার তাঁহার জামাতাকে স্বাধীনভাবে কেবল মিসর শাসনের অধিকার প্রদান করিয়াই তৃপ্ত হইলেন না, পরন্তু আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি যে সকল স্থান প্রথমে তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল না, তাহাও তাঁহার শাসনাধীন করিয়া দিলেন। ৮৭০ খৃস্টাব্দে ইব্‌নে-তুলুন ভূমধ্যসাগরতটস্থ এই বিরাট বন্দরের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন ; ভূতপূর্ব শাসনকর্তাকে স্বপদে বহাল রাখিয়া তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। এই সময় তাঁহার ক্ষমতা এরূপ দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, ৮৭২ খৃস্টাব্দে

www.pathagar.com

মিসরের জায়গীর পুনরায় হাত বদল করিলে, নূতন জায়গীরদার—খলীফা-ভ্রাতা অল-মুয়াফ্‌ফাকের বাহ্য অনুমোদন লাভ করিতে তাঁহাকে কোনই বেগ পাইতে হইল না। তাঁহার শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া ইব্‌নে-মুদাবিবর সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীয় পদের সহিত সিরিয়ার রাজস্ব-মন্ত্রীর পদের বিনিময় করিয়া মিসর পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্দিক হইতে বিপদমুক্ত হইয়া ইব্‌নে-তুলুন এক্ষণে রাজার হালে বাস করিতে লাগিলেন। ৮৭০ খৃস্টাব্দে তিনি ফুস্তাত ও মুকাত্তাম শৈল-শ্রেণীর মধ্যবর্তী ইয়েশ্‌কুর পাহাড়ের উপর স্থান নির্বাচন করিয়া অল্‌-কাতাই বা 'পাড়া-শ্রেণী'র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। নূতন শহর বর্তমান রুমিলা দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গ ছাড়াইয়া জয়নুল আবেদীনের মকবেরা পর্যন্ত এক বর্গ মাইল স্থান আবৃত করিল। নূতন প্রাসাদ প্রাচীন বায়ু-গম্বুজের নিকট আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। প্রাসাদ-সংলগ্ন বৃহৎ উদ্যানের সন্নিকটে পশ্বালয় ও আস্তাবলসহ কাষ্ঠদন্ড-বেষ্টিত এক বিশাল ময়দান রক্ষিত হইল। প্রাসাদ হইতে উপাসনালয়ে গমনের জন্য একটি স্বতন্ত্র পথ ছিল। পরিজনেরা একটি পৃথক প্রাসাদে বাস করিতেন। দৈনিক বাজার, সুদর্শন ও সুসজ্জিত হাম্মাম (স্নানাগার) এবং বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ সেখানে বিদ্যমান ছিল। ইব্‌নে তুলুনের মস্‌জিদ অদ্যাপি কায়রোর গৌরবের বস্তু। ইহার নির্মাণকার্য ৮৭৬ খৃস্টাব্দে আরম্ভ হইয়া দুই বৎসরে শেষ হয়। প্রাচীনতর স্মৃতি-স্তম্ভ হইতে প্রস্তর না আনিয়া এই মসজিদেই সর্বপ্রথম ইষ্টকের ব্যবহার করা হয় ; ইহাতেই সর্বপ্রথম আদ্যন্ত সূক্ষ্মাগ্র খিলান ব্যবহৃত হয়। দুই শতাব্দী পরেও ইংল্যান্ডে উহার ব্যবহার প্রচলিত হয় নাই। দক্ষিণের মরুভূমি হইতে প্রাসাদে পানি আনয়নের জন্য পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ইব্‌নে-তুলুনের আর এক বিরাট কীর্তি। এতদ্ব্যতীত তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার খাল গভীর ও পরিষ্কার করেন। রোদা দ্বীপের জলযান যন্ত্র মেরামত করিয়া সেখানে কিল্লা নির্মাণও তাঁহারই কার্য।

চারি বৎসরে ইব্‌নে-তুলুন বাইশ লক্ষ দিনার কর হিসাবে বাগদাদে প্রেরণ করেন ; অল-কাতাইর কয়েকটি নবনির্মিত সৌধে তাঁহার প্রায় পাঁচ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয় ; 'যাকাৎ'* ব্যতীত তিনি দরিদ্রদিগকে প্রতি মাসে অন্ততঃ সহস্র দিনার দান করিতেন ; অতিথি-অভ্যাগতের জন্য তাঁহার দ্বার অহরহ উন্মুক্ত থাকিত ; ইহাতেও তাঁহার প্রত্যহ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত ; বিদ্বন্মণ্ডলীর প্রতি তিনি মুক্ত-হস্ত ছিলেন। তাঁহাকে এক বিশাল বাহিনী ও অসংখ্য ভৃত্যের

* বার্ষিক আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ ; ধনবানদের ইহা অবশ্য দেয়।

www.pathagar.com

বেতন যোগাইতে এবং সীমান্ত প্রদেশে বিপুল ব্যয়ে বহু দুর্গ রক্ষা করিতে হইত। অথচ মিসরের বার্ষিক রাজস্ব ছিল মাত্র তেতাল্লিশ লক্ষ দিনার ; এতদ্বারা যে তাঁহার ব্যয় সংকুলান হইত, তাহা অবিশ্বাস্য। লোকে বলে, তিনি ভূগর্ভে প্রাপ্ত প্রচুর গায়বী টাকায় মসজিদ নির্মাণ করেন ; গল্পটি খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি ইহুদী বা খৃস্টান কপ্‌ট্‌দের নিকট হইতে অন্যায়মতে কোন অর্থ আদায় করিতেন না ; তাঁহার রাজত্বের আদ্যোপান্ত তাহারা কোনও জোর-জুলুম ভোগ করে নাই।

ক্রম বর্ধমান ব্যয়ের দরুণ অবশেষে ইব্‌নে-তুলুনকে খলীফা-ভ্রাতার নিকট উদ্বৃত্ত অর্থ প্রেরণ বন্ধ করিতে হইল। ইহাতে রাগিয়া গিয়া অল্‌-মুয়াফ্‌ফাক স্বীয় প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিবার জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিলেন ; কিন্তু তাহারা রাক্কা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতে পারিল না ; অর্থাভাবে সেখানেই তাহাদের গতি রুদ্ধ হইল। উত্তর মিসর ও বার্কায় দুইটি বিদ্রোহ দেখা দিল ; সেগুলিও অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারিল না।

এইরূপে বিপদ কাটিয়া গেলে ইবনে-তুলুন রাজ্য বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিলেন। খলীফার অভিপ্রায়ানুসারে ইতঃপূর্বেই তিনি সিরিয়া অধিকারের উপক্রম করেন। পরে তথায় আর এক জন শাসনকর্তা প্রেরিত হইলেও ইব্‌নে-তুলুন তাঁহার পূর্ব দাবী ত্যাগ করিলেন না ; কিন্তু নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা মগুরের বিরুদ্ধে তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। মগুরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পিতার পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইব্‌নে-তুলুন ইঁহার দাবী উপেক্ষা ও খলীফার প্রতি বশ্যতার ছদ্মবেশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া ৮৭৮ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিমিশ্‌কে প্রবেশ করিলেন। নগরের কর্মচারী ও অধিবাসীরা তাঁহাকে প্রভু বলিয়া মানিয়া লইলে তিনি সিরিয়ার অন্যান্য স্থান জয়ে বহির্গত হইলেন। সর্বত্রই লোকে তাঁহাকে বিপুল অভ্যর্থনা করিল, কেবল এন্টিয়কে তিনি প্রবল বাধা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তর-নিক্ষেপনী যন্ত্রসমূহের কার্যকারিতার ফলে সেপ্টেম্বরে উহা অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হইল। পরে ম্যাসিনা ও আধানাও তাঁহার দখলে আসিল। ইব্‌নে-তুলুনের রাজ্য এক্ষণে ইউফ্রেতিজ নদী ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমা-রেখা হইতে ভূমধ্য-সাগর তটস্থ বার্কা ও নীল নদের প্রথম বাঁধের নিকটস্থ আস্‌ওয়ান পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। এ যাবত মিসরের মুদ্রায় কেবল খলীফার নামই অঙ্কিত থাকিত ; ইব্‌নে-তুলুন এখন হইতে নিজের ও খলীফার যুক্ত নামে মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তিনি মুদ্রা হইতে কখনও খলীফার নাম বাদ দিতেন না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তাদের ন্যায় রাজ-প্রতিনিধি অল-মুয়াফ্‌ফাকের

www.pathagar.com

নাম যোগ করিতেন না। তাঁহার পূর্ব-শত্রু সিরিয়ার কোষাধ্যক্ষ ইব্‌নে-মুদাব্বিরের নিকট হইতে ছয় লক্ষ দিনার আদায় করিয়া এবং নবঅধিকৃত রাজ্য স্বীয় শাসনে বহাল রাখিবার জন্য রাক্কা, হর্রাণ ও দামিশ্‌কে শক্তিশালী সৈন্য-দল রাখিয়া এক বৎসর পরে তিনি মিসরে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে মিসর হারাইয়া অল্‌মুয়াফ্‌ফাক নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রলোভন দেখাইয়া রাক্কাস্থ মিসরীয় বাহিনীর সেনাপতি লুলুকে স্বদলভুক্ত করিলেন। ইব্‌নে-তুলুনের প্রতিনিধি ইব্‌নে সাফ্‌ওয়ান কার্কিসিয়া হইতে বিতাড়িত হইলেন। এই বিজয় লাভের ফলে অল্‌-মুয়াফ্‌ফাক মেসোপটেমিয়ায় অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া পড়িলেন। ইব্‌নে-তুলুন কিছুতেই তাঁহার ক্ষমতা হ্রাস করিতে পারিলেন না। পর বৎসর তিনি মক্কা শরীফ দখলের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতেও সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইলেন। তাঁহার সৈন্যদল বিতাড়িত ও কা'বা শরীফ হইতে প্রকাশ্যে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদত্ত হইল। স্বীয় ভাগ্য বিবর্তনে ক্রুদ্ধ হইয়া ইব্‌নে তুলুন খুৎবা হইতে আল-মুয়াফ্‌ফাকের নাম উঠাইয়া দিলেন। তৎফলে মিসরের সহিত খলীফা-ভ্রাতার বাহ্য সম্বন্ধটুকুও ঘুচিয়া গেল। মেসোপটেমিয়ায় এক সাংঘাতিক বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় তিনি ইহার কোনই প্রতিকার করিতে পারিলেন না।

পূর্বদিকে সুবিধা করিতে না পারিলেও ইব্‌নে-তুলুন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অধিকতর সফলতা লাভ করিলেন। রোমক সম্রাটের* সহিত তাঁহার বন্ধুভাব ইতিপূর্বেই শত্রুতায় পরিণত হয়। ৮৮১ খৃস্টাব্দে তদীয় প্রতিনিধি খালাফ টার্সাস হইতে বহির্গত হইয়া রোমান সাম্রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ৮৮৩ খৃস্টাব্দে রোমানেরা টার্সাসের নিকটস্থ ক্রিসিবুলনে ইব্‌নে-তুলুনের সৈন্যদের হস্তে পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাভূত হইল। অন্ততঃপক্ষে ৬০,০০০ খৃস্টান রণ-ক্ষেত্রে দেহপাত করিল ; পনর হাজার অশ্ব, বিপুল স্বর্ণ-রৌপ্য এবং খৃস্টের রত্ন-খচিত প্রতিমূর্তি ও পরিচ্ছদ বিজেতার হস্তগত হইল। যে খোজা এই বিজয়ী বাহিনী পরিচালিত করিল, সে এতই গর্বিত হইয়া উঠিল যে, নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল। স্বীয় প্রাধান্য বহাল রাখিবার জন্যে ইব্‌নে-তুলুনকে স্বয়ং এই নিমকহারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। তখন ভীষণ শীত। বিদ্রোহী খোজা নদীর বাঁধ খুলিয়া দিল। সমগ্র দেশ বন্যায় প্লাবিত হইয়া গেল ; আধানায় ইব্‌নে-তুলুনের সৈন্যদলের পানিতে ডুবিয়া মরিবার উপক্রম হইল। কাজেই তিনি এন্টিয়কে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধাভিযানের ক্লেশ ও শৈত্যভোগের পর প্রচুর মহিষ-দুগ্ধ পান করায় তাঁহার আমাশয় দেখা দেল। পালকীতে

* ইহাকে গ্রীম-সম্রাট এবং বাইজেন্টাইন সম্রাটও বলা হয়।

www.pathagar.com

করিয়া তাঁহাকে ফুস্তাতে আনয়ন করা হইল ; সেখানে তাঁহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। মুসলমান ও ইহুদী-খৃস্টানেরা বৃথাই তাঁহার রোগা-রোগ্যের জন্য দোয়া করিল ; কুরআন, তোরা ও সুসমাচার—কিছুই তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। পঞ্চাশ বৎসর বয়স না হইতেই ৮৮৪ খৃস্টাব্দের মে মাসে ইব্‌নে-তুলুনের ঘটনা-বহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিল।

ইব্‌নুদ্দায়া ইব্‌নে-তুলুনের প্রায় সম-সাময়িক। তাঁহার রচিত জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়া ইব্‌নে খাল্লিকান স্বীয় গ্রন্থে বলেন, "ইব্‌নে-তুলুন সাহসী, ধার্মিক, সদাশয়, ন্যায় পরায়ণ ও গুণবান শাসনকর্তা ছিলেন। লোক চরিত্র বিচারে তাঁহার ধারণা বরাবরই অভ্রান্ত হইত। তিনি নিজেই সমস্ত রাজ-কার্য পরিচালনা করিতেন। যে প্রদেশে লোক অল্প, তথায় প্রজা পত্তন করিতেন এবং তকলিফ স্বীকার করিয়া প্রজাদের অবস্থার খোঁজ-খবর লইতেন।...দানের সময় তাঁহার নিকট ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ছিল না। একদা জনৈক কর্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মূল্যবান অবগুণ্ঠন ও স্বর্ণাঙ্গুরী পরিধান করিয়া কোন রমণী ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকেও দান করিতে হইবে কি?" ইব্‌নে-তুলুন উত্তর দিলেন, "যে কেহ আসিয়া হাত পাতিলে, তাহাকেই দান করিতে হইবে।" তাঁহার দানের পরিমাণ, বিদ্যানুরাগ ও আতিথিপরায়ণতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সমগ্র কুরআন হেফজ্ করেন। তাঁহার স্বর অতি মধুর ছিল ; আর কেহই তাঁহার ন্যায় এত যত্ন সহকারে কুরআন পাঠ করিত না। তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁহার শাসনে মিসর যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হয় পূর্বে আর কখনও সেরূপ হয় নাই।* আড়ম্বরপূর্ণ অট্টালিকা নির্মাণ ও অন্যান্য অপরিমিত ব্যয়ের দরুন বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইলেও তিনি কখনও জনসাধারণের নিকট হইতে অসদুপায়ে অর্থ আদায় করেন নাই ; বরং তিনি ইব্‌নে-মুদাব্বির-প্রবর্তিত সমস্ত নূতন কর উঠাইয়া দেন। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় কৃষকেরা উৎসাহিত ও প্রজা-স্বত্বের উন্নতি সাধিত হয়। তাঁহার আমলে মিসরের রাজস্ব বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু তাহা কৃষিকার্যের উন্নতির দরুন, কর-বৃদ্ধির জন্য নহে। মৃত্যুকালে তিনি রাজকোষে দশ কোটি দিনার, দশ হাজার অশ্বারোহী মামলুক (ক্রীতদাস), চব্বিশ হাজার দেহরক্ষী, এক শত যুদ্ধ-জাহাজ এবং সহস্র সহস্র উষ্ট্র, গর্দভ ও অশ্বতর রাখিয়া যান। আরব বিজয়ের পর একমাত্র এই মুসলিম শাসনকর্তার আমলেই মিসরের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধিত ও উহার রাজধানীর সৌন্দর্য বর্ধিত হয়।**

* Muir, Caliphate, 548.

** Lane Poole, History of Egypt, 71,

www.pathagar.com

আহ্মদের সতর পুত্র ও ষোল কন্যার মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র খুমারভী পিতার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। প্রথমে ভীরুতা দেখাইলেও ক্রমে তিনি সাহসের পরিচয় দিলেন। স্বীয় বিদ্রোহী সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া ৮৮৬ খৃস্টাব্দের জুন মাসে খুমারভী দিমিশ্কে প্রবেশ করিলেন। আরও সম্মুখে অগ্রসর হইলে মওসিলের শাসনকর্তার সহিত তাঁহার মুকাবিলা হইল ; ইব্নে-কুন্দাজিক ভীত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলেন ; কিন্তু স্বীয় সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই খুমারভী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হতবুদ্ধি শত্রু সৈন্যগণকে সামার্রা পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। সিরিয়া উদ্ধার করিতে যাইয়া মেসোপতেমিয়াও হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়া অল্-মুয়াফ্ফাক তাড়াতাড়ি খুমারভীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। ফলে তিনি খলীফা ও খলীফা-ভ্রাতার দস্তখতী এক সনদ পাইলেন ; এতদ্বারা তাঁহাকে ত্রিশ বৎসরের জন্য সিরিয়া, মিসর ও রোমান সীমান্তে শাসন-ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

এভাবে অপদস্ত হইয়াও অল্-মুয়াফ্ফাক পরিণামে মেসোপটেমিয়া রক্ষা করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই আম্বারের শাসনকর্তা ইবনে-আবী সাগের সহিত ইবনে-কুন্দাজিকের বিবাদ বাধিল ; মীমাংসার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া খুমারভী সানন্দে মেসোপটেমিয়ায় হাজির হইলেন। এই অভিযানের ফলে রাক্কা তাঁহার দখলে আসিল ; তাঁহাকে মওসিল ও মেসোপটেমিয়ার শাসনকর্তা ও রাজপ্রতিনিধ স্বীকার করিয়া খুৎবায় তাঁহার মঙ্গল কামনা করা হইল। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইবনে-আবী সাগ স্বাধীনতা লাভের আশায় সিরিয়া আক্রমণ করিয়া বসিলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হইয়া খুমারভী আবার যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ৮৮৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে দিমিশ্কের ময়দানে উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষা হইল। ইব্নে আবী সাগ খুমারভীর হস্তে শোচনীয়রূপে পরাভূত হইলেন। বিজয়ী ভূপতি তাঁহাকে বেনেদ পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন ; তাইগ্রীস নদীতীরে এক অত্যুচ্চ সিংহাসন নির্মাণ করিয়া তিনি সগৌরবে তাহাতে উপবেশন করিলেন। টার্সাসের শাসনকর্তা খোজা জজমান ৮৮৩ খৃস্টাব্দ হইতে তুলুন-বংশের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। খুমারভীর সুখ্যাতি বিস্তারের ফলে তিনি এখন ত্রিশ হাজার দিনার, এক হাজার পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন ; অব্যবহিত পরেই খুমারভী তাঁহার নূতন জায়গীরদারের নিকট হইতে ৫০,০০০ দিনার নজর পাইলেন। টার্সাকে কেন্দ্র করিয়া ৮৯১ হইতে ৮৯৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার রোজার রাজ্য লুণ্ঠন করা হইল।

৮৯১ খৃস্টাব্দে অল্-মুয়াফ্ফাক, তৎপরে ইব্নে- কুন্দাজিক ও পর বৎসর খলীফা মুতামিদ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় মিসর ও বাগদাদের সম্বন্ধ

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল। নূতন খলীফা খুমারভীর কন্যা কাৎরুন্নিদা বা 'শিশিরবিন্দু'র পাণিপীড়ন করিলেন। খুমারভীর পূর্বের সনদ তিনি ত্রিশ বৎসরের জন্য নবায়ন করিয়া দিলেন। শ্বশুরের নিকট হইতে জামাতা দশ লক্ষ দিরহাম, চীন ও ভারতবর্ষের সুগন্ধি দ্রব্য ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী যৌতুক পাইলেন। রাজকন্যা শিবিকায় করিয়া মিসর হইতে মেসোপটেমিয়া গমন করিলেন ; গমন-পথের প্রতি মঞ্জিল বা প্রাত্যহিক বিশ্রাম-স্থানে তাঁহার জন্য যাবতীয় বিলাসদ্রব্যসহ এক একটি প্রাসাদ নির্মিত হইল। তিনি নিজে মণিমুক্তাখচিত চার হাজার কোমরবন্দ, দশ সিন্দুক অলঙ্কার ও সুগন্ধি দ্রব্য চূর্ণ করিবার জন্য এক হাজার সোনার হামানদিস্তা উপহার পাইলেন। এই মহাড়ম্বরপূর্ণ বিবাহে খুমারভীর দশ লক্ষ দিনার ব্যয় পড়িল। বিনিময়ে আর একবার তাঁহাকে ইউফ্রেতিজ নদীতটস্থ হিত্ হইতে ভূমধ্যসাগর তীরস্থ বার্কা পর্যন্ত বিশাল রাজ্যের শাসনকর্তার পদে বহাল রাখা হইল ; খলীফাকে দেয় করের পরিমাণও তিন লক্ষ দিনার কমিয়া গেল।

সৈন্যদের বেতন বাবদ খুমারভীকে বৎসরে নয় লক্ষ দিনার যোগাইতে হইত ; কেবল তাঁহার রন্ধনশালায়ই প্রতি মাসে তেইশ হাজার দিনার ব্যয় পড়িত। পিতার ন্যায় মনোহর অট্টালিকাদি নির্মাণের প্রতিও তাঁহার ঝোঁক ছিল। তিনি অল-কাতাইর প্রাসাদ সংস্কার করিলেন ; ময়দানটা সর্বপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প, খর্জুর এবং অন্যান্য দুর্লভ বৃক্ষ ও দীঘিকায় পরিপূর্ণ এক মনোরম উদ্যানে পরিণত হইল ; সুন্দর সুন্দর পশুপক্ষীতে এক বিরাট চিড়িয়াখানা ভর্তি হইয়া গেল। তিনি নিজের ও মাহষীদের চিত্রদ্বারা তাঁহার 'স্বর্ণ-ভবন' বিভূষিত করিলেন। রাত্রিতে তাঁহার অশান্ত চিত্তকে শ্রান্তি দানের জন্য এক শত ফুট দীর্ঘ ও একশত ফুট প্রশস্ত একটি পারদের হ্রদের উপর একখানা স্ফীত শয্যা স্থাপিত হইল ; রেশমী রজ্জুর সাহায্যে উহা রৌপ্য স্তম্ভের সহিত আবদ্ধ থাকিত ; নিদ্রাকালে একটি পোষা সিংহ পশুশালা হইতে স্বীয় প্রভুকে পাহারা দিত।

কিন্তু কি সিংহ, কি ভীমকায় দেহরক্ষী, কেহই খুমারভীকে হেরেমের ঈর্ষা হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। পারিবারিক ষড়যন্ত্রের ফলে ৮৯৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দিমিশ্‌ক গমন-পথে তিনি স্বীয় ক্রীতদাসদের হস্তে নিহত হইলেন। হত্যাকারিগণকে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত করিয়া উচ্চ বিলাপ-ধ্বনির মধ্যে তাঁহার শব মুকাত্তাম শৈলের পাদদেশে তদীয় স্বর্গীয় জনকের পার্শ্বে সমাহিত করা হইল।

খুমারভীর মৃত্যুতে তূলূন বংশের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইল,

www.pathagar.com

মিসরবাসীদের সুখ-শান্তি ও গৌরবের দিন আপাততঃ চলিয়া গেল। খুমারভীর পুত্র ও ভ্রাতৃগণের কাহারও সেই ভীষণ কলহের যুগে রাজ্য শাসনের যোগ্যতা ছিল না। ৯০৫ খৃস্টাব্দে ১০ই জানুয়ারী খলীফা-সেনাপতি মুহাম্মদ ইব্‌নে-সুলায়মান অল্‌-কাতাইয়ে প্রবেশ করিয়া ইব্‌নে-তুলুন বিনির্মিত সেই সুরম্য নগর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। চারিমাস-ব্যাপী লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা চালাইবার পর তুলুন-বংশের সমস্ত লোককে বন্দী করিয়া তিনি বাগদাদে লইয়া গেলেন।

তুলুন-বংশীয়েরা সাইত্রিশ বৎসর চারি মাস কাল মিসরের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন। দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও তাঁহাদের শাসনে মিসরের পূর্ব গৌরব অনেকাংশে ফিরিয়া আসে। ঐশ্বর্য ও বিলাস সামগ্রীর দিক দিয়া এই বংশের প্রথম ভূপতিদ্বয়ের অধীনে মিসরের রাজধানী যে পরিমাণ উন্নত ও সর্বসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি যেরূপ বর্ধিত হয়, আরব বিজয়ের পর তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।* তজ্জন্য মিসরের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

---

* Lane Poole, 77.

www.pathagar.com

বীর রমণী

সপ্তদশ শতাব্দীতে এক বুনিয়াদী পারসিক পরিবার ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লীর বাদশাহদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। এই বংশের খলীলুল্লাহ্ খান প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হন, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইঁহাদের পুত্র আমীর খান বাদশাহ্ আওরঙ্গযেবের আমলে প্রথম শ্রেণীর আমীর ছিলেন। তিনি দক্ষতা ও সুখ্যাতির সহিত বাইশ বৎসর কাল আফগানিস্তানের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন।

জম্মু পাহাড়ে তাঁহার সামরিক যশের সূচনা। এই স্থানে তিনি পর্বতবাসীদের চরিত্র ও গিরি-যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। শাহ্বাজগড়ির ইউসুফজাই আফগানদের সহিত যুদ্ধে তাহার এই অভিজ্ঞতা আরও বর্ধিত হয়। বিহারের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিবার সময়ও তিনি বিদ্রোহী আফগানদিগকে যথেষ্ট শিক্ষা দেন। তাঁহার কৃতকার্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া বাদশাহ্ তাঁহাকে ১৬৭৭ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে আফগানিস্তানের সুবাদার নিযুক্ত করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সগৌরবে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দুর্দান্ত আফগানেরা সহজে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। আয়মল খাঁ নামক জনৈক আফগানি নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বনামে মুদ্রা প্রচলন করেন। আমীর খান বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলে তিনি সহজেই তুর্ক বাহিনী তাড়াইয়া দিলেন। বলে না পারিয়া নূতন সুবাদার কৌশলের আশ্রয় লইলেন। তিনি আফগান সর্দারদিগকে লিখিলেন, "আফগানেরা কখন দেশের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবে, আমরা সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিতেছিলাম। আল্লাহতালাকে অশেষ ধন্যবাদ, এত দিনে আমাদের সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের নূতন রাজার চরিত্র আমাদের জানা নাই। তিনি রাজ্য শাসনের উপযুক্ত কিনা, জানিতে পারিলে আমরা আপনাদের সহিত যোগদান করিব ; বাদশাহের চাকুরি আর আমাদের ভাল লাগিতেছে না।

প্রত্যুত্তরে আফগান সর্দারেরা আয়মল খাঁর খুব তারীফ করিলেন। আমীর খান লিখিলেন, "আপনাদের প্রশংসা সত্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কি আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের সহিত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতে পারিবেন ? তাঁহাকে বিজিত জনপদ বিভিন্ন কওমের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে বলুন। সকলের প্রতি

www.pathagar.com

সমদর্শী হইতে তাঁহার ইচ্ছা আছে কিনা, ইহা দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে।"

সর্দারেরা এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে আমীর খান বলিলেন, "একটি ক্ষুদ্র রাজ্য কিরূপে এত লোকের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে?" ফলে আফগান শিবিরে ভীষণ অনৈক্য দেখা দিল। অনেকে ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাবর্তন করিল। সুতরাং পরিণামে আমীর খাঁকে রাজ্য-ভাগে সম্মত হইতে হইল ; কিন্তু স্বীয় আত্মীয়গণের প্রতি স্বভাবতঃই অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় অন্যান্য লোক তাঁহার দলত্যাগ করিল। আমীর খাঁর বুদ্ধিবলে শাহী প্রভুত্ব এক ভীষণ সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইল।

ইহার পর দীর্ঘ বাইশ বৎসরের মধ্যে আফগানেরা তাঁহাকে কোনই কষ্ট দেয় নাই। সকলেই তাঁহার বাধ্য হইয়া চলিত, সকলেই তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কোন দুর্ঘটনায় পতিত হন নাই ; তাঁহার শাসন-কার্যেও কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় নাই।

আলী মর্দন খান ছিলেন শাহ্‌জাহানের দরবারের প্রধান আমীর ; আমীর খাঁর পত্নী সাহেবজী ইঁহারই কন্যা। তাঁহার চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তা ছিল অতি অসাধারণ। শাসন-কার্যে তিনি স্বামীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বলিলেই হয়, তাঁহার উপদেশ মুতাবিক কাজ করিয়া আমীর খান বহু বিষয়ে সুফল লাভ করেন। এই অপূর্ব প্রতিভাশালিনী মহিলাই প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তান শাসন করিতেন।

১৬৯৮ খৃস্টাব্দে আমীর খাঁর মৃত্যু হইল। এই দুঃসংবাদ বাদশাহের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আরশাদ খাঁকে ডাকিয়া বলেলেন, "ভীষণ বিপদ উপস্থিত ; আমীর খান দেহত্যাগ করিয়াছেন। নূতন সুবাদারের কাবুলে গমনের পূর্বেই দুরন্ত আফগানেরা যে কোন দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারে।'

আরশাদ খান ছিলেন পূর্বে আফগানিস্তানের দিওয়ান। সম্রাটের কথা শেষ হইবা মাত্রই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমীর খান জীবিত ; তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা হুজুরকে কে বলিল?"

বাদশাহ্ কাবুলের পত্রখানা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। খাঁন সাহেব তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "জী হাঁ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহেবজীই রাজ্য শাসন করিতেন। কাজেই তিনি জীবিত থাকা পর্যন্ত শাহানশাহের আশঙ্কার কোনই কারণ নাই।"

নূতন শাসনকর্তা যাইয়া কার্য-ভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাজ্য রক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া সম্রাট তৎক্ষণাৎ সাহেবজীকে পত্র লিখিলেন। প্রেরিত কর্মচারীর আফগানিস্তানে পৌঁছিতে দুই বৎসর লাগিল। এই সময় সাহেবজীই ছিলেন আফগানিস্তানের দন্ডমুন্ডের একমাত্র কর্ত্রী।

www.pathagar.com

পার্বত্য প্রদেশে ভ্রমণকালে আমীর খাঁর মৃত্যু হয় ; এই ঘটনা আফগানদের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা নিশ্চিতই তাঁহার নেতৃহীন দেরক্ষীদিগকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিত। কিন্তু সাহেবজীর প্রত্যুৎপন্নমতীত্বে তাহাদের জীবন রক্ষা পাইল। তিনি শোক দমন করিয়া স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। এক ব্যক্তি আমীর খাঁর পোশাক পরিয়া তাঁহার পাল্‌কীতে যাইয়া বসিল ; তিনি স্বয়ং নিয়মিতভাবে সৈন্যদল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীর্ঘ পথ অতিবাহন করিয়া স্বীয় আবাসে পেঁীছিলে যখন আর বিপদের আশঙ্কা রহিল না, তখন তিনি মৃত স্বামীর জন্য শোক প্রকাশে নিরত হইলেন।

তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য আফগান সর্দারেরা তাঁহাদের আত্মীয়গণকে রাজ-বাড়ীতে পাঠাইলেন। সাহেবজী সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া সর্দারদিগকে খবর দিলেন, "আপনারা পূর্বের ন্যায় বাদশাহের তাবেদার থাকুন। তাহা না করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে কিম্বা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে আমি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিব। আপনারা পরাজিত হইলে অনন্তকাল পর্যন্ত আমার নাম বিখ্যাত হইয়া থাকিবে।"

এই ভয় দেখানই যথেষ্ট হইল। সর্দারেরা রাজ-ভক্ত থাকিবেন বলিয়া নূতন হলফ লইলেন। সাহেবজীর শাসনকালে সত্যই তাঁহারা কোন প্রকার উচ্ছৃংখলতা প্রদর্শন করেন নাই।

কেবল বার্ধক্যে নহে, বাল্যকালেও সাহেবজী এইরূপ সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। বহু বৎসর পূর্বে একদা তিনি চৌদোলে চাপিয়া দিল্লীর কোন সংকীর্ণ গলি দিয়া গমন করিতেছিলেন। এমন সময় সম্রাটের হস্তী মদমত্ত অবস্থায় সেখানে হাজির হইল। তাঁহার সহচরেরা তাড়াতাড়ি তূণীর হইতে শর বাহির করিল ; কিন্তু আঘাত করিবার পূর্বেই হস্তীটি শুণ্ড দ্বারা চৌদোল বেষ্টন করিয়া ধরিল। বেহারারা তৎক্ষণাৎ প্রভু-পত্নীকে ফেলিয়া রাখিয়া যে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেই সাহেবজীর সর্বনাশ হইত ; চৌদোলের সহিত তাঁহার দেহাস্থিগুলিও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু বুদ্ধিমতী সাহেবজী বেহারাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়াই লাফ দিয়া মাটিতে পড়িয়া নিকটবর্তী এক দোকানে দৌড়াইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই কঠোর অবরোধের যুগে ইহা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ, সন্দেহ নাই।

এই দুঃসাহসের ফলে তাঁহার জীবন রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু এজন্য তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইল। ভদ্র-মহিলা হইয়াও তিনি যে শিবিকার বাহিরে

www.pathagar.com

গিয়াছিলেন, এই অমার্জনীয় অপরাধ আমীর খান ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তিনি পত্নীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া কিছুকাল কক্ষান্তরে বাস করিলেন। এই সংবাদ সম্রাটের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া নিয়া বলিলেন, "পুরুষ যেখানে ভীরুর ন্যায় পলায়ন করিয়াছে, তোমার গৃহিণী সেখানেই পুরুষত্ব দেখাইয়াছেন ; তৎফলে যুগপৎ তোমার ও তাঁহার উভয়ের ইজ্জতই রক্ষা পাইয়াছে। হস্তী যদি তাঁহাকে ধরিয়া সর্বজন-সমক্ষে উলঙ্গ করিয়া ফেলিত, তবে তোমার মান-মর্যাদা কোথায় থাকিত?"

বাদশাহের এই ভর্ৎসনার ফলে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সাহেবজীর কোন সন্তান হয় নাই। আমীর খান তাঁহার ভয়ে প্রকাশ্যে না করিলেও গোপনে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। পরবর্তীকালে সাহেবজী তাহা জানিতে পারিয়া সপত্নীর সন্তানগণকে নিজের নিকট আনাইয়া পুত্র-স্নেহে প্রতিপালন করেন।

নূতন শাসনকর্তাকে কার্যভার বুঝাইয়া দিয়া এই বীর-নারী মক্কা-মদীনায় চলিয়া যান। সেখানে তাঁহার দানের বহর দেখিয়া শরীফ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া চলিতেন।*

* Sarkar, Studies in Mughal India, 111-117.

www.pathagar.com

অপরূপ গায়ক

মধ্যযুগের বিখ্যাত সংগীতবিদগণের মধ্যে আবুল হাসান আলী বিন্ নাফী ওরফে জিৱরাব সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার জন্মভূমি পারস্য ; তিনি বিশ্রুত-নামা খলীফা হারুনুর রশীদের প্রিয়তম গায়ক ইসহাক্ মওসিলীর সাগরিদ। একদা খলীফা ইসহাককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সন্ধানে কোন নূতন গায়ক আছে কি ?" মওসিলী উত্তর দিলেন, "আমার একটি ছাত্র আছে ; তাহার গান অতি চমৎকার। একদিন যে সে আমার সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে, এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে।" তাঁহাকে দরবারে হাজির করার জন্য তৎক্ষণাৎ আদেশ জারী হইল। জিৱরাব যথাসময়ে খলীফার হুজুরে হাজির হইয়া শিষ্টাচার ও মধুর আলাপে তাঁহার চিত্ত জয়ে সমর্থ হইলেন। হারুন সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁহার কৃতিত্বের বিষয় অবগত হইতে চাহিলে জিৱরাব বলিলেন, "আমীরুল মু'মিনীন, অন্য গায়কের সহিত আমার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই ; তবে আমি এমন একটি কৌশল জানি, যাহা আর কাহারও জানা নাই। অনুমতি পাইলে আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে গান করিয়া হুজুরের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিতে পারি।" বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গেই খলীফার অনুমতি মিলিল। ভৃত্যেরা উস্তাদের বীণা আনিয়া শিষ্যের হাতে অর্পণ করিল। কিন্তু নবীন গায়ক তাহা ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার স্বহস্ত-প্রস্তুত বাদ্য-যন্ত্র আনয়নের আদেশ দান করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জিৱরাব বলিলেন, "অন্যের বীণায় কেবল সাধারণ নিয়মে গান করা যাইতে পারে। আমি যে অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছি, তাহা প্রদর্শন করিতে হইলে আমার নিজের তৈয়ারী বীণা অপরিহার্য।" বীণাটি আনীত হইলে তিনি যে কৌশলে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, খলীফাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া একটি স্বরচিত গান আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সে অপূর্ব সংগীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। খলীফা এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে আরও পূর্বে এই 'অপরূপ গায়কে'র সংবাদ প্রদান না করার জন্য মওসিলীকে তীব্র তিরস্কার করিলেন। ইসহাক জওয়াব দিলেন, "হুজুর, ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই ; জিৱরাব কখনও কাহাকে তাহার অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দেয় নাই।" এই কৈফিয়ৎ দিয়া অপদস্থ গায়ক খলীফার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শিষ্যের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ যাবৎ স্বীয় প্রতিভা লুক্কায়িত রাখিয়া তুমি আমার

www.pathagar.com

সহিত ভীষণ প্রতারণা করিয়াছ। আমি তোমাকে সরলভাবে আমার মনের কথা বলিতেছি ; সম-প্রতিভাবান লোকেরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়, ইহা চিরন্তর রীতি। আমি স্বীকার করিতেছি যে, তোমার প্রতি আমার মনে হিংসার উদ্রেক হইয়াছে। বিশেষতঃ তুমি খলীফাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ ; সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, অচিরে আমার স্থলে তুমিই তাঁহার অনুগ্রহ-ভাজন হইবে। কাহারও এত বড় অপরাধ আমি ক্ষমা করিতে পারি না, এমন কি স্বীয় পুত্রেরও না। ছাত্র বলিয়া তোমার প্রতি আমার স্নেহ না থাকিলে আমি তোমাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। কাজেই তোমার প্রতি আমার উপদেশ, তুমি কোন দূর দেশে গমন কর ; পথ-খরচ আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পার। তাহা না করিয়া এখানে থাকিলে আমার সর্বস্বের বিনিময়েও আমি তোমার ধ্বংস সাধনের ত্রুটি করিব না।" জিব্রাব দেখিলেন, মওসিলী লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক ; সভাসদগণের সকলেই তাঁহাকে খাতির করিয়া চলেন। অথচ তাঁহার জীবন-যাত্রার সবেমাত্র আরম্ভ ; বন্ধু-বান্ধব নাই বলিলেই হয়। এমতাবস্থায় মওসিলীর ক্রোধানল হইতে কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে? সুতরাং অসম কলহে তাঁহার পতন অনিবার্য। ভাবিয়া-চিন্তিয়া নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণই তাঁহার নিকট শ্রেয়তর মনে হইল। উস্তাদের প্রদত্ত অর্থে অসহায় যুবক চিরতরে বাগদাদ ত্যাগ করিলেন।

কিছুদিন পরে জিব্রাবকে পুনরায় দরবারে হাজির করিবার জন্য মওসিলীর প্রতি খলীফার হুকুম হইল। গায়ক উত্তর করিলেন, "হুজুরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না বলিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত। 'জ্বীনে'র * সহিত তাহার কথোপকথন হয় ; তাহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সঙ্গীত রচনা করে বলিয়া জিব্রাব প্রচার করিয়া বেড়ায়। তাহার বিশ্বাস, ভূ-মণ্ডলে তাহার সমকক্ষ আর কেহই নাই। অথচ আপনি তাহাকে কোন পুরস্কার দেন নাই, পুনর্বার দরবারেও ডাকিয়া পাঠান নাই। ইহাতে তাহার প্রতিভার সমাদর হয় নাই মনে করিয়া সে ক্রোধে স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। এখন সে কোথায়, তাহা আমার জানা নাই।" নবীন গায়কের নিরুদ্দেশ-সংবাদে দুঃখ প্রকাশ করিলেও খলীফাকে মওসিলীর কৈফিয়তে তুষ্ট থাকিতে হইল। তিনি একেবারে মিথ্যা কথাও বলেন নাই ; স্বপ্নে জ্বীনের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন বলিয়া জিব্রাবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। হঠাৎ সুপ্তোত্থিত হইয়া তিনি 'হিন্দা ও গাজ্জালান' বলিয়া ডাকিয়া উঠিতেন। প্রভুর চীৎকারে ভৃত্যদ্বয় বীণা লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে স্বপ্ন-প্রাপ্ত গান শিক্ষা দিয়া নিজে তাহা লিখিয়া লইতেন। জ্বীনে বিশ্বাস

---

* যাবতীয় অদৃশ্য জীবের মধ্যে ইহারাই শ্রেষ্ঠ ; অগ্নি হইতে ইহাদের উৎপত্তি।

www.pathagar.com

থাকুক বা না থাকুক, ইহা অবিসংবাদী সত্য যে, প্রত্যেক প্রকৃত কবি, ভাবুক, লেখক বা গায়কই সময় সময় এক অনির্বচনীয় ভাবাবেগের অধীন হইয়া পড়েন ; তাঁহাদের সেই সময়ের দান জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

বাগদাদ হইতে বাহির হইয়া অসহায় জিরাব আশ্রয় লাভের আশায় পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। উত্তর আফ্রিকায় উপস্থিত হইয়া তিনি কর্দোভায় বাস করিবার ইচ্ছা জানাইয়া স্পেনের সুলতান হাকামকে এক পত্র লিখিলেন। মশ্‌রিকের (পূর্বদেশ) বিতাড়িত রত্নে মগ্‌রিবের (পশ্চিম দেশ) গৌরব বৃদ্ধির অপ্রত্যাশিত সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া গুণগ্রাহী ভূপতির আনন্দের সীমা রহিল না। প্রচুর বেতন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া নির্বাসিত গায়ককে সত্বর উমাইয়া রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আফ্রিকায় দূত পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইয়া জিরাব সপরিবারে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিলেন ; কিন্তু আলজেকিরাসে উপস্থিত হইতে না হইতেই ভাবী প্রভুর মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কাজেই তিনি গভীর নৈরাশ্যে আফ্রিকায় ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। হাকাম-প্রেরিত দূত য়িহূদী গায়ক মনসুর ইতিমধ্যে জিরাবের গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "নূতন সুলতান আবদুর রহমান পিতার ন্যায়ই সদাশয় ও সঙ্গীত-প্রিয় ; সুতরাং কর্দোভায় গেলে কিছুতেই আপনার গুণের অমর্যাদা হইবে না, ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি।" এই আশ্বাসে নির্ভর করিয়া জিরাব আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তনের সংকল্প ত্যাগ করিলেন। ঘটনা-স্রোত শীঘ্রই প্রমাণিত করিল যে, মনসুরের কথা বিশ্বাস করিয়া তিনি ভুল করেন নাই। তাঁহার আগমন-বার্তা শুনিয়া আবদুর রহমান তাঁহাকে স্বীয় দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া পত্র লিখিলেন ; স্থানীয় শাসন-কর্তারা তাঁহার প্রতি রাজ-সম্মান প্রদর্শনে আদিষ্ট হইলেন ; জনৈক খোজা-সর্দার তাঁহার জন্য মূল্যবান উপহার লইয়া ছুটিয়া গেলেন ; সুলতানের ভৃত্যেরা তাঁহাকে বিনাব্যয়ে তেজী ঘোড়া সরবরাহ করিল। এইরূপে বিপুল সম্মানের সহিত কর্দোভায় পৌঁছিলে এক মনোরম অট্টালিকায় তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। পথশ্রমের ক্লান্তি বিনোদনের জন্য সুলতান তাঁহাকে তিন দিনের অবসর দান করিলেন ; তৎপরে তিনি দরবারে আহূত হইলেন।

কর্দোভায় তাঁহাকে কি কি সুবিধা প্রদত্ত হইবে, আবদুর রহমান প্রথমেই তাহা জানাইয়া দিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন দুই শত মোহর নির্দিষ্ট হইল ; এতদ্ব্যতীত তিনি ঈদুল ফিতর দিবসে এক হাজার, ঈদুজ্জোহা পর্বে আর এক হাজার, গ্রীষ্মকালের মধ্যভাগে পাঁচ শত ও নববর্ষ দিবসে পাঁচ শত মোহর এবং বার্ষিক এক শত বুশেল * গম ও দুই শত বুশেল যব পাইতেন। বাসের জন্য

* এক বুশেল প্রায় সাড়ে ৯ সের।

www.pathagar.com

তাঁহাকে চতুর্দিকস্থ ভূমি ও উদ্যানসহ যে অট্টালিকাগুলি প্রদত্ত হইল, তাহার মূল্য ছিল চাল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

এইরূপে আগন্তুকের মনস্তুষ্টির ব্যবস্থা করিয়া সুলতান তাঁহাকে স্বীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন। অপ্রত্যাশিত সমাদর লাভে উৎফুল্ল গায়কের বীণা-ঝঙ্কারে সভাজনেরা মোহিত হইয়া গেল। সুলতান এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, ইহার পর হইতে তিনি কখনও অপর কোন গায়কের গানে কর্ণপাত করিতেন না। নিজের আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষাও জিরাবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা অধিকতর হইল। উভয়ে একাসনে বসিতেন ; তাঁহাদের পান-ভোজনও একত্রে হইত ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহারা পরস্পরের সহিত কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সর্বপ্রকার কারু-বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই অদ্ভুত গায়কের হৃদয় বিবিধ বিষয়ক বিপুল জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ; পৃথক পৃথক সুরসহ দশ হাজার সংগীত তাঁহার কন্ঠস্থ ছিল। তদুপরি জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলশাস্ত্রেও তিনি প্রভূত জ্ঞান রাখিতেন। বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া যাইত। তাঁহার প্রত্যেকটি কথায় কোন না কোন উপদেশ নিহিত থাকিত। তাঁহার পূর্বে বীণায় চারিটি মাত্র তার ছিল ; তিনি তাহাতে পঞ্চম তার যোজনা করেন ; কাঠের 'ছড়ি'র পরিবর্তে ঈগল পাখীর নখ-রের ছড়ির ব্যবহারও তাঁহারই প্রবর্তন। তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে বীণা বাজাইতেন। যিনি একবার তাঁহার বীণাবাদন শুনিতেন, ভুলেও তিনি কখনও অন্য গায়কের নিকট গমন করিতেন না। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুরুচি ও অনুপম ব্যবহার জনসাধারণের হৃদয়ে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। চটুল আলাপে কেহই তাঁহার ন্যায় লোকের চিত্ত জয় করিতে পারিত না। সৌন্দর্য-প্রীতি ও বিভিন্ন প্রকার কলানুরক্তিতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। কখনও কেহ তাঁহার ন্যায় এত মার্জিত রুচি ও আনন্দদায়ক হইতে সমর্থ হয় নাই।* কখনও কেহ তাঁহার ন্যায় ভোজের এত সুব্যবস্থা করিতে পারে নাই। সমগ্র স্পেন-পর্তুগালে আর কেহই তাঁহার ন্যায় এত জনপ্রিয় ছিল না। লোকে তাঁহাকে 'অসাধারণ মানব' বলিয়া মনে করিত। রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারে তিনিই ছিলেন স্পেনীয় আরবদের শিক্ষা-দাতা। তাঁহার অসংখ্য নব নব উদ্ভাবনের ফলে লোকের আচরণ-পদ্ধতি আমূল পরিবর্তিত হয়। কাপড়ের বদলে তিনি পরিষ্কৃত চর্ম দ্বারা মেঝে আচ্ছাদনের নিয়ম প্রবর্তিত করেন ; লোকে তাঁহার নিকট চুল ছাঁটিবার নূতন কায়দা শিক্ষা করে ; তিনিই প্রথমে ধাতব পাত্রের পরিবর্তে

* Never was anyone so polished, so witty, so entertaining as ziryab." Lane Poole, Moors in spain, 82.

www.pathagar.com

কাচ পাত্রে পানের এবং ঋতু পরিবর্তন কালে সহসা উষ্ণ বা সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান না করিয়া ক্রমশঃ উষ্ণ হইতে উষ্ণতর বা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্ত্র ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত বহু ভোজন-পাত্র তাঁহার নামে পরিচিত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি ছিলেন 'ফ্যাশানের রাজা'। বাবুগিরির ক্ষুদ্রতম বিষয়েও তাঁহার অনুসৃত নীতি আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইত। তিনি যাহা ব্যবস্থা দিতেন, লোকে বিনাবাক্যব্যয়ে তাহারই অনুসরণ করিত। স্পেনীয় মুসলমান রাজ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত বিখ্যাত কবি, রাজা, উযীর, সৈনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নামের সঙ্গে জিরাবের নামও তুল্য সম্মানের সহিত উচ্চারিত হইত। বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে আর কেহ এই 'অপরূপ লোক'টির (epicurean exquisite) ন্যায় এত অধিক সৌভাগ্যবান ছিলেন কিনা সন্দেহ।*

* Dozy, Spanish Islam, 265.

www.pathagar.com

'হাড়মাদ' দমন

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দাকাল বাঙ্গালার অতি দুঃসময়। মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যুরা তখন পরবর্তীকালের বর্গীদের ন্যায় এদেশে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। মগেরা চট্টগ্রামের পূর্ব দিকস্থ আরাকানের এবং ফিরিঙ্গীরা ইউরোপের অন্তর্গত পর্তুগালের অধিবাসী। ফিরিঙ্গী বা পর্তুগীজেরা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। কিন্তু বাণিজ্য অপেক্ষা লুণ্ঠনেই অধিক লাভ হইতেছে দেখিয়া তাহারা মগদের সহিত যোগদান করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাঙ্গালীর মালামাল লুন্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের লোমহর্ষ অত্যাচারের দরুন এদেশীয়েরা ইহাদিগকে 'হাড়মাদ' বলিয়া ডাকিত। শব্দটি 'আর্মাডা' (স্পেনীয় নৌ-বহর) শব্দের অপভ্রংশ। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলে আজিও ভীষণ প্রকৃতির লোক বুঝাইতে 'হাড়মাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম ছিল তাহাদের প্রধান আড্ডা ; দস্যুরা এই সামুদ্রিক বন্দরটিকে প্রায় অজেয় করিয়া তোলে। লুণ্ঠিত দ্রব্যের অর্ধাংশ তাহারা নিজে গ্রহণ করিত, অপরার্ধ পাহারা ও আশ্রয় দানের বিনিময়ে আরাকানের রাজার পকেটে যাইত।

এই দস্যুদের একটি শক্তিশালী নাওয়ারা বা নৌবহর ছিল ; শাহী নাওয়ারা উহার সম্মুখে টিকিতে পারিত না। বাঙ্গালা লুণ্ঠনে বাহির হইলে তাহারা সন্দীপ বামে ও ভুলুয়া দক্ষিণে রাখিয়া সংগ্রামগড়ে উপস্থিত হইত ; এই স্থানটি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল। এখান হইতে দস্যুরা গঙ্গা নদী বাহিয়া হুগলী, ভূষণা ও যশোর, অথবা ব্রহ্মপুত্র নদ পথে ঢাকা, বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও লুন্ঠন করিত। ইহাদের অত্যাচার কাহিনী শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আজিও কোথাও ভীষণ অত্যাচার হইতে দেখিলে লোকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, "এটা কি মগের মুল্লুক নাকি ?"

কেবল বাঙ্গালীর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াই দস্যুরা তৃপ্ত হইত না ; বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যাহাকে তাহারা সম্মুখে পাইত, তাহাকেই জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত। প্রত্যাবর্তনকালে এই হৃদয়-হীন পাষণ্ডদের হস্তে হতভাগ্য বন্দীদের যাতনার সীমা থাকিত না। তাহাদের হস্তের তালুতে ছিদ্র করিয়া তাহারা তন্মধ্যে বাঁশের কঞ্চি ঢুকাইয়া দিত ; তৎপরে তাহাদিগকে স্তূপীকৃত করিয়া জাহাজের পাটাতনের উপরে ফেলিয়া রাখিত ; হাঁস-মুরগীর ন্যায় বন্দীরা দিনে দুইবার কাঁচা চাউল ভক্ষণ করিতে পাইত ;

www.pathagar.com

ইহা দ্বারাই হতভাগ্যদিগকে ক্ষুধা নিবারণ করিতে হইত। এইরূপ অনির্বচনীয় দুঃখ-কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া যাহারা জীবিত থাকিত, মগ ও ফিরিংগীরা তাহাদিগকে নিজেদের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ করিয়া লইত। মগেরা তাহাদের বন্দীদিগকে কঠোর শ্রম-সাধ্য কার্যে নিযুক্ত করিত ; সম্ভ্রান্ত ও রূপসী মহিলা-গণকে তাহাদের কামানলের ইন্ধন যোগাইতে হইত। কিন্তু ফিরিংগীরা তাহা-দের বন্দিগণকে দাক্ষিণাত্যে লইয়া গিয়া ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের নিকট দাসরূপে বিক্রয় করিত। ইহাদের অবিশ্রান্ত লুণ্ঠনের ফলে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী সমগ্র ভূ-ভাগের নদীতীর একেবারে জনশূন্য হইয়া যায়। সুসমৃদ্ধ ও জনবহুল বাকলা (বাকরগঞ্জ ও ঢাকার কিয়দংশ) জিলায় বাতি জ্বালাইবার জন্য একটি লোকও অবশিষ্ট ছিল না। কাহারও কাহারও মতে তাহাদের অত্যা-চারের ফলেই সুন্দর বনের উৎপত্তি। একবার তাহারা ঢাকা পর্যন্ত লুণ্ঠন করে। মগবাজার আজিও ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া দস্যুদের এবম্বিধ অত্যাচারে যখন বাংগালীর ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের রক্ষাকর্তারূপে একজন সহৃদয় ও দৃঢ়চিত্ত শাসনকর্তার আবির্ভাব ঘটিল।

১৬৬৪ খৃস্টাব্দের ৮ই মার্চ নওয়াব শায়িস্তা খান (তদানীন্তন বংগদেশ অর্থাৎ বর্তমান বাংগালা, বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার অন্যতম রাজধানী) রাজ-মহলে প্রবেশ করিলেন। মগ ও ফিরিংগীদের হস্তে প্রজাবর্গের দুর্দশার লোম-হর্ষক বিবরণ অবগত হইয়াই তিনি তাহাদিগকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হই-লেন। দস্যুরা নদী-পথে বাংগালায় প্রবেশ করিত ; তজ্জন্য নব-নিযুক্ত নওয়াব একটি শক্তিশালী নৌবহর গঠনের আদেশ প্রদান করিলেন। হুগলী, বালেশ্বর, মুরাং, চিলমারি, যশোর, কড়িবাড়ী প্রভৃতি বন্দরে মিস্ত্রীরা আহার-নিদ্রা পরি-ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি নৌকা প্রস্তুত করিতে লাগিল। এরূপ অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে শীঘ্রই প্রায়৩০০ রণ-তরী প্রস্তুত হইল। যাঁহারা শাহী নওয়ারার দুরা-বস্থার কথা অবগত আছেন, অত্যল্প সময়ের মধ্যে শায়িস্তা খান যে কত বিরাট পরিবর্তন সাধন করেন, কেবল তাঁহারাই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

নাওয়ারা গঠিত হইলে নওয়াব হুগলীর ভূতপূর্ব ফওজদার মুহাম্মদ শরীফকে সংগ্রামগড়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আবুল হাসান ২০০ যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া সেখানে থাকিয়া জল-দস্যুদের অগ্র-গতি রোধে আদিষ্ট হইলেন। নৌ-দারোগা মুহাম্মদ বেগ ১০০ জাহাজ সহ ধপে স্থান গ্রহণ করিলেন। দস্যুদের আগমন-বার্তা অবগত হওয়া মাত্রই আবুল হাসানের সহিত যোগদান করিবার জন্য তাঁহার প্রতি নির্দেশ রহিল। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যেরা যাহাতে বর্ষাকালে স্থলপথে ঢাকা হইতে সংগ্রামগড়ে যাইতে

www.pathagar.com

পারে, তজ্জন্য ধপ হইতে সংগ্রামগড় পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মিত হইল। সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম ও সংগ্রামগড়ের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। যুদ্ধ চালনার সুবিধা হইবে ভাবিয়া নওয়াব প্রথমে ইহা অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। বহু উপ-কথার নায়ক দিলার (দিলাওয়ার) রাজা তথায় স্বাধীনভাবে সগৌরবে রাজত্ব করিতেছিলেন। অসীম বীরত্বের সহিত বাধাদান করিলেও পরিশেষে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল। ১৬৬৫ খৃস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর তুর্কেরা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া সেখানে একটি থানা স্থাপন করিলেন।

সন্দ্বীপের পতন-সংবাদে মগ ও ফিরিঙ্গীদের হৃদয়ে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হইল। শায়িস্তা খান পূর্ব হইতেই ফিরিঙ্গীদিগকে মগদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছিলেন। রাজমহল হইতে ঢাকা গমনকালে হুগলীর পর্তুগীজ কাপ্তান নওয়াবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ফলে তিনি চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীদিগকে বাদশাহী সরকারে চাকরি গ্রহণের হুকুম-নামা পাঠাইতে আদিষ্ট হইলেন। তমলুকের কাপ্তানকেও অনুরূপ আদেশ প্রেরিত হইল। এই সংবাদ আরাকানে পৌঁছিলে রাজা ফিরিঙ্গীদের বিশ্বস্ত-তায় সন্দিহান হইয়া তাহাদের পরিবারবর্গকে রাজধানীতে চালান দেওয়ার জন্য চট্টগ্রামের শাসনকর্তাকে পত্র লিখিলেন। সন্দ্বীপের পতন-সংবাদে ভীত হইয়া ও নওয়াবের প্রলোভনজনক পত্র পাইয়া, বিশেষতঃ মগদের হস্তে সপরিবারে নিহত হওয়ার আশংকা দেখিয়া ফিরিঙ্গীরা আশ্রয় লাভের জন্য নোয়াখালীতে ফরহাদ খাঁর নিকট পলায়ন করিল। নওয়াব তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে পুর-স্কৃত করিয়া নিজের অধীনে চাকরি প্রদান করিলেন।

ফিরিঙ্গীদের পলায়নে মগদের যে শক্তি ক্ষয় হইল, আরাকান হইতে সাহায্য-কারী সৈন্য আসিয়া তাহা পূরণ করিবার পূর্বেই চট্টগ্রাম অধিকার করিবার জন্য ফিরিঙ্গী-নেতা কাপ্তান মুর নওয়াবকে পরামর্শ দান করিলেন। তিনিও এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

জল, স্থল উভয় দিক হইতে চট্টগ্রাম আক্রমণের ব্যবস্থা হইল। নওয়াবযাদা বুজুর্গ উম্মিদ খান ৪০০০ সৈন্য লইয়া ১৬৬৫ খৃস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম যাত্রা করিলেন। শাহী বাঙ্গালার শেষ সীমা জগদিয়া হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৩০ ক্রোশ স্থান ভীষণ অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ ছিল। নওয়াব-বাহিনী এই জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঢাকা হইতে মীর মুর্তজা এবং সন্দ্বীপ হইতে ইবনে-হুমায়ুন, মুহাম্মদ বেগ ও মুনাওয়ার খান জমিদার নোয়াখালী যাইয়া ফরহাদ খান ও কাপ্তান মুরের সহিত যোগদান করিয়া বুজুর্গ উম্মিদ খাঁর অগ্রে অগ্রে গমন করিতে আদিষ্ট হইলেন।

www.pathagar.com

শত্রুদের যুদ্ধ-জাহাজ যাহাতে শাহী বাহিনীর অগ্র-গমনে বাধা দান করিতে না পারে; তজ্জন্য ইব্‌নে হুসায়ন নোয়াখালী হইতে নৌবহর লইয়া সমুদ্র-পথে এবং অবশিষ্ট সেনাপতিরা স্থল-পথে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

১৬৬৬ খৃস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী ইব্‌নে-হুসায়নের গুপ্তচরেরা সংবাদ আনিল, শত্রু নৌবহর ছয় ঘণ্টার পথ দূরে কাঠালিয়ায় অবস্থান করিতেছে। পরদিন প্রত্যুষে খবর আসিল, এইগুলি সম্রাটের নাওয়ারার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কাঠালিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছে। সমুদ্রে তখন ভীষণ তরঙ্গ; কিন্তু ইব্‌নে-হুসায়ন তাহা উপেক্ষা করিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলে শত্রুদের ৫৫ খানা যুদ্ধ-জাহাজ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। শাহী নাওয়ারার নিকটে আসিয়াই মগেরা অগ্নি-বৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিল; কিন্তু ইব্‌নে-হুসায়ন তাহাদিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিলে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য হইল। তাহাদের দশখানা জাহাজ বিজেতার হাতে ধরা পড়িল। আরও সামান্য পথ অতিক্রম করিলে দুই, তিনখানা শত্রু জাহাজ তাঁহাদের নজরে পড়িল। গর্বে স্ফীত হইয়া মগেরা তাহাদের বৃহত্তর জাহাজগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইব্‌নে-হুসায়নের বৃহৎ জাহাজগুলিও তাঁহার সঙ্গে ছিল না। তথাপি তিনি শত্রুদের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যার সময় বৃহৎ জাহাজগুলি হাজির হইল। তখন হইতে সারারাত্র উভয় পক্ষে অগ্নি-বৃষ্টি চলিল। পর দিন প্রাতঃকালের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মগেরা রণে ভঙ্গ দিয়া অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় কর্ণফুলী নদীতে প্রবেশ করিল। বাদশাহী নাওয়ারা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করত নদী-মুখ অধিকার করিয়া বসিল। দুই প্রহর ধরিয়া উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল; পরিশেষে নওয়াব বাহিনীই বিজয়-মাল্যের অধিকারী হইল। মগদের বহু সৈন্য মৃত্যুবরণ করিল; কেহ নদীতে ডুবিয়া মরিল, কেহ অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইয়া গেল; যাহারা পলায়নের পথ পাইল না, তাহারা শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। তাহাদের ১৩৫ খানা জাহাজ শাহী সৈন্যের হস্তগত হইল; অবশিষ্টগুলি দগ্ধ বা বিনষ্ট হইয়া গেল।

মগ নৌবহর ধ্বংস করিয়া শাহী নাওয়ারা কর্ণফুলী নদীতে অবস্থান করিল। পর দিন (২৫শে জানুয়ারী) বুজুর্গ উম্মিদ খাঁ মূল বাহিনী লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে শাহী বাহিনী জল, স্থল উভয় দিক হইতে দুর্গ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। রক্ষী-সৈন্যদের বীরত্ব কোনই কাজে আসিল না। ২৬শে জানুয়ারী শাহী বাহিনী দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। চট্টগ্রামের মগ শাসনকর্তা ৩৫০ জন অনুচরসহ তাহাদের হস্তে বন্দী হইলেন। প্রচুর রণ-সম্ভার ব্যতীত

www.pathagar.com

তিনটি হস্তী ও ১০২৬টি কামান-বন্দুক তাহাদের হস্তগত হইল। যে সকল বাঙ্গালীকে মগেরা দুর্গাভ্যন্তরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা অপ্রত্যাশিত-রূপে মুক্তি পাইয়া নওয়াবের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিল। যুগ-যুগান্তরের অত্যাচার-স্রোত নিরুদ্ধ হওয়ায় বাঙ্গালী আবার আনন্দে মত্ত হইল। সংবাদ পাইয়া প্রজাবৎসল নওয়াব ও বাদশাহ্ আলমগীর বিজয়ী সৈন্য ও সেনা-পতিগণকে যথোপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দর জয়ের ফলে সমগ্র চট্টগ্রাম জিলা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল, চিরতরে মগ ও ফিরিঙ্গীদের বিষ-দাঁত ভগ্ন হইল। ইহার পর তাহারা আর কখনও হৃত রাজ্য পুনরধিকারের চেষ্টা করে নাই, শান্তশিষ্ট বাঙ্গালীর শান্তি ভঙ্গের দুঃসাহসও তাহাদের আর হয় নাই। এইরূপে বাঙ্গালার নও-য়াবের কার্যকুশলতায় বাঙ্গালী হাড়মাদদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল। নও-য়াব শায়েস্তা খাঁর নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে অমর হইয়া রহিল।*

* সার যদুনাথ সরকারের Studies in Mughal India অবলম্বনে।

www.pathagar.com

সঙ্গীত চর্চায় মুসলমান

সংগীত হারাম বা নিষিদ্ধ বলিয়া চারিদিকে রব উঠিয়াছে। বাদী-বিবাদীদের টানাটানিতে 'সহী হাদীস' অনেক পূর্বেই শেষ হইয়াছে ; জইফ ও পরিত্যক্ত হাদীসেও এখন কুলাইয়া উঠিতেছে না। 'মুজতাহিদদের দরজা যখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা সেই এ-যুগের কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একালের ধর্মের মালিক-মুখতারদের পূর্ব-পুরুষেরা যখন চরম সিদ্ধান্ত (ইজতিহাদ) প্রকাশ করিতে পারিতেন, সে জমানার সংগীত-শাস্ত্রে মুসলমানদের অসীম দান রহিয়াছে। জগতের শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদক বলিয়া মধ্যযুগে তাহাদেরই খ্যাতি ছিল।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওফাতের পরে চল্লিশ বৎসর যাইতে না যাইতেই ইসলামের খাস পুণ্যভূমি মক্কা-মদীনা সংগীত-চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। পারস্য হইতে গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের আমদানী হইত। ধনবান আরব যুবকেরা গ্রীক বা পারসিক গায়িকার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিত। মক্কা-মদীনা হইতেই দিমিশকে গায়ক-গায়িকা রফতানী হইত।

উমায়্যা খলীফাদের অনেকেই সংগীতের আদর করিতেন। দ্বিতীয় ওয়ালীদ নিজেই চমৎকার গাহিতে পারিতেন। তিনি গান শুনিয়া, বীণা বাজাইয়া ও গান রচনা করিয়াই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। সিরিয়ার মরু-ভূমিতে একটি প্রমোদ-দুর্গ নির্মাণ করিয়া এই গান-পাগল খলীফা সংসারের জন-কোলাহল হইতে বহু দূরে থাকিয়া সংগীত চর্চায় কালযাপন করিতেন। একটি বিরাট কক্ষের মধ্যস্থলে একখানা স্বচ্ছ পর্দা ঝুলাইয়া রাখা হইত ; তাহার এক পার্শ্বে গায়ক-গায়িকা ও মেহমানেরা বসিতেন ; অপর পার্শ্বে বসিয়া গান শুনিতে শুনিতে খলীফা তন্ময় হইয়া যাইতেন। প্রত্যেক খলীফারই মজলিস বসাইবার একটি নির্দিষ্ট তারিখ ছিল। কারবালার নায়ক ইয়াযীদের গান-বাদ্য না হইলে এক মুহূর্তও চলিত না। বিখ্যাত আবদুল মালিক প্রতি মাসে একবার মজলিসে বসিতেন। তাঁহার পুত্র ওয়ালীদ একদিন অন্তর গান শুনিতেন ; খলীফা হিশাম প্রতি শুক্রবারে জুম্মার নামাযের পর গায়ক-গায়িকার মিষ্ট সুরে চিত্ত বিনোদন করিতেন।

মক্কার মা'বাদ সে যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গায়ক। তাঁহার গানে দ্বিতীয় ইয়াযীদ এতই আত্মহারা হইয়া যাইতেন যে, তিনি সিংহাসন হইতে উঠিয়া কক্ষের চারিদিকে নাচিতে আরম্ভ করিতেন ; দ্বিতীয় ওয়ালিদ একেবারে

www.pathagar.com

চৌবাচ্চায় লাফাইয়া পড়িতেন। ভৃত্যেরা অর্ধনগ্ন প্রভুর জন্য নূতন পোশাক ও সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া ছুটিয়া আসিত; কাপড় বদলাইয়া খলীফা গায়ককে প্রচুর পারিতোষিক দিয়া সভা ভঙ্গ করিতেন।* একবার তিনি মা'বাদকে পনর হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা দান করেন। মা'বাদের শিষ্য ইবনে-আ'শা খ্যাতিতে তাঁহার তাঁহার উস্তাদজীকেও ছাড়াইয়া যান। ভন্ ক্রেমার তাঁহাকে সেকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* তিনি সর্বপ্রথম দিমিশ্‌কে গমন করিলে দ্বিতীয় ওয়ালিদ তাঁহার গান শুনিয়া এতই মুগ্ধ হন যে, স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন। এই উপলক্ষে গায়ক-রাজ এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা উপহার পান। কেবল তাহাই নহে, খলীফা তাঁহাকে পারিতোষিক বহনের জন্য একটি অশ্বও দান করেন।

বাগদাদের আব্বাসিয়া খলীফারাও সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। অন্যান্য গুণের ন্যায় সঙ্গীত-প্রিয়তার জন্য হারুনর রশীদের নাম প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সে যুগের সমস্ত বড়লোকেই সঙ্গীত চর্চা করিতেন। শাহ্‌যাদী ওলিয়া তাঁহার সময়ের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদগণের অন্যতম। 'কিতাবুল আগানী'র লেখক আবুল ফরাজ ইস্পাহানী তাঁহার রচনার উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা ইবরাহীমও ভাগিনীর ন্যায় প্রতিভা-শালী ছিলেন। সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও কোন কোন খলীফা নিজেই সঙ্গীত চর্চা করিতেন। দৃষ্টান্তস্থলে ওয়াসিকের নাম করা যাইতে পারে। তিনি কেবল ভাল গায়ক ছিলেন না, উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল। শাহ্‌যাদী ও উচ্চ শ্রেণীর মহিলারা অনেক সময় গানের মজলিস বসাইতেন। অন্ততঃপক্ষে একশত গায়ক-গায়িকা তাহাতে যোগদান করিতেন।**

সঙ্গীত-চর্চায় মিসরের ফাতেমিয়া খলীফারা আব্বাসিয়াদের অপেক্ষা কম উৎসাহ দেখাইতেন না। কায়রোর 'দারুল হিকমা'য় যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত গান-বাদ্যও শিক্ষা দেওয়া হইত। ইসমাঈলিয়া বা গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের শায়খুস সিনান যাহাদিগকে প্রচারক নিযুক্ত করিতে চাহিতেন, তাহাদিগকে প্রলোভনে বাধ্য করিবার জন্য এক কৃত্রিম 'বিহিশ্‌ত' বা নন্দন-কানন প্রস্তুত করেন। এই ভূ-স্বর্গের 'হুরী' বা নায়িকারা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর গায়িকা।

স্পেনের উমায়্যা সুলতান ও খলীফারা এ বিষয়ে অন্যান্য খলীফা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহাদের আমলে পাশ্চাত্যের সেভিল প্রাচ্যের দিমিশ্‌কের স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রবাদ আছে, কর্দোভার বাজারে পুস্তকের, আর সেভিলে

---

* Joseph Hell, Arab Civilization, 53, 59, 60.

** Von Kremer, Orient under the Caliphs, 179—182 (Khuda Bakhsh's translation).

*** Ameer Ali, A short history of the Saracens, 457.

www.pathagar.com

বাদ্যযন্ত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদর হইত। সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কর্দোভায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় ছিল। সঙ্গীতের উৎসাহদাতাদের মধ্যে সুলতান হিশাম ও দ্বিতীয় আবদুর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত ভূপতি বাগদাদের নির্বাসিত গায়ক জিরাবকে স্বীয় দরবারে স্থান দান করেন। এই অপরূপ গায়কের প্রতিভা ও আবিষ্ক্রিয়ার বিবরণ অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিহাস যত দিন আছে, জিরাবের নামও ততদিন অমর থাকিবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মিসরের মমলুক সুলতানদিগকে নিষ্ঠুর ক্রুসেডের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত থাকিতে হইত। তথাপি তাঁহারা আমোদ-প্রমোদের অবসর করিয়া লইতেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের আমলে কারুশিল্পের চরমোন্নতি সাধিত হয়। কাজেই তাঁহাদের নিকট যে সংগীত অত্যন্ত আদৃত হইয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। গান-বাদ্য না হইলে তাঁহাদের কোন উৎসবই সম্পূর্ণ হইত না। তাঁহারা যখন রাজ্য পর্যটনে বাহির হইতেন, তখন একজন বীণা-বাদক অগ্রে অগ্রে গমন করিত, আর একজন গায়ক বিগত ভূপতিদের বীরত্ব-কাহিনী সুর করিয়া গাহিতে গাহিতে প্রভুর অনুসরণ করিত। কেবল আত্ম-সুখের জন্যই সংগীত-চর্চা হইত না, এই মনোরম কলা-বিদ্যা রোগীর সেবায়ও নিয়োজিত হয়। সুলতান মনসুর কালাউনের জগদ্বিখ্যাত হাসপাতাল মরিস্তানে (১২৮৪ খৃঃ) নিদ্রাহীন রোগীর চিত্তবিনোদনের জন্য অহরহ সংগীত চলিত। মুসলমান আমলে সংগীত-শাস্ত্রের কিরূপ অপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়, এই ঘটনাই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।* আমেরিকায় সবেমাত্র ইহার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে।

মুসলিম জাহানের দুই প্রান্তে সংগীত-শাস্ত্র চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ভারতের তানসেন ও স্পেনের জিরাবের ন্যায় বিপুল খ্যাতি লাভ অপর কোন সংগীতজ্ঞের ভাগ্যে ঘটে নাই। ভারতীয় সঙ্গীত ইসলামের নিকট অপরিমিতরূপে ঋণী। দেশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলে সঙ্গীত-বিদ্যা যখন মরণোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হয়, মুসলমানেরা তখন ইহাকে উদ্ধার করিয়া ইহার সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করেন। বিখ্যাত কবি আমীর খুসরুর চেষ্টায় সঙ্গীত-বিদ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। গিয়াসুদ্দীন বলবনের (১২৬৬—৮৬ খৃঃ) দরবারে অবস্থানকালে তিনি সংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করিবার সুযোগ পান ; তৎফলে ভারতীয় সংগীতের ক্রমিক পরিবর্তন আরম্ভ হয় ; সর্বশেষ ফারসী গজলের সহিত ইহার পার্থক্য এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া যায়। দিল্লীর সুলতানেরা দুর্বল হইয়া পড়িলে যে সকল প্রাদেশিক রাজবংশের উদ্ভব হয়, তাঁহারাও সংগীত-চর্চায় উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে

* Lane Poole, History of Egypt, 249.

www.pathagar.com

মালবের বাজ বাহাদুর ও বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতানেরা অতি বিখ্যাত। সুর-বংশীয় ইসলাম শাহ্ ও আদিল শাহ্ উভয়েই গান শুনিতে ভালবাসিতেন। একটি হিন্দু বালকের গানে মুগ্ধ হইয়া আদিল শাহ্ তাহাকে দশ হাজারী মন্সবদার নিযুক্ত করেন।

কিন্তু বাদশাহ্দের হাতেই সংগীত-শাস্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যেক শাহ্যাদাকেই অন্যান্য বিদ্যার সহিত সংগীত শিক্ষা করিতে হইত। লেনপুল বলেন, "বাবরের সময় ... সুন্দর হস্তাক্ষর ও ভাল গানের যথেষ্ট আদর ছিল।" বাবর নিজেই ছিলেন একজন সুদক্ষ গায়ক, স্ব-রচিত গানগুলি একত্র করিয়া তিনি একখানা পুস্তক বাহির করেন।* মৃত্যুর পরেও তাঁহার কয়েকটি সুর জন-সমাজে আদৃত হত। হুমায়ুন গায়কদের সংসর্গ ভালবাসিতেন। প্রতি সপ্তাহে সোম ও বুধবারে তিনি মনোযোগের সহিত গান শুনিতেন। মান্ডু অধিকারকালে (১৫৩৫ খৃঃ) তিনি সংবাদ পাইলেন, বন্দীদের মধ্যে বাচ্চু নামক একজন গায়ক আছে। সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দরবারে হাজির করিবার হুকুম দিলেন। আদেশ প্রাপ্তির সংগে সংগেই প্রহরীরা বন্দীকে প্রভুর সম্মুখে লইয়া আসিল। সম্রাট তাঁহার গানে এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে রাজ-দরবারের গায়ক-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন।

আকবর স্বীয় জনক অপেক্ষাও সংগীতের অধিক ভক্ত ছিলেন। আবুল ফজল বলেন, "সংগীতের প্রতি মহামান্য সম্রাটের ভারি মনোযোগ। যাহারা এই মনোরম কলা-বিদ্যার চর্চা করে, তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। দরবারে হিন্দু, ইরানী, তুরানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি নানা জাতীয় নর-নারী উভয় শ্রেণীর অসংখ্য গায়ক আছেন। "তাঁহারা সাত ভাগে বিভক্ত ; এক এক দল সপ্তাহের এক এক দিন গান করিয়া থাকেন।** আকবর কেবল শ্রোতা ছিলেন না ; সংগীত-শাস্ত্রে তাঁহার নিজেরও যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি সুন্দররূপে নাকারা বাজাইতে পারিতেন। লালা কালবন্তের নিকট তিনি হিন্দু সংগীত-পদ্ধতি শিক্ষা করেন। পারসিক সংগীতের দুইশত সুর তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তাঁহার রচিত সুর বালক-বৃদ্ধকে তুল্য আনন্দ দান করিত।

সম্রাটের সংগীতানুরাগে উৎসাহিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে গায়কেরা রাজ-দরবারে ছুটিয়া আসিতেন। আবুল ফজল ছত্রিশ জন গায়ক ও বাদ্যকরের নাম দিয়েছেন। মালবের রাজ বাহাদুরও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত ; রাজ্য-হারা হওয়ার পর সম্রাট তাঁহাকে এক হাজারী মন্সবদার নিযুক্ত করেন। গায়ক হিসাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি মিয়া তানসেনের ন্যায় খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।

---

* N N. Law, Promotion of Learning, 122.

** Ain-i-Akbari, i, trans. Blochman, 612.

www.pathagar.com

গোয়ালিয়র এই যশস্বী গায়কের জন্মভূমি। তাঁহার প্রকৃত নাম রামতনু পাঁড়ে। তিনি প্রথমতঃ রেওয়ার রাজার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। রাজা মানসিংহ গোয়ালিয়রে সংগীত-বিদ্যালয় স্থাপন করিলে তিনি সেখানে গুরু নিযুক্ত হন। ১৫৬২-৩ খৃস্টাব্দে আকবর রেওয়া-রাজকে বাধ্য করিয়া তানসেনকে হস্তগত করেন। তিনি প্রথম দিন দরবারে উপস্থিত হইলে যে চিত্র গ্রহণ করা হয়, তাহা অদ্যাপি কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তাঁহার দক্ষতা সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনা যায়। একবার নাকি তাঁহার গানে যমুনার গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল! তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বীর্যবলের সম্বন্ধেও এরূপ গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহার গানের সুরে নাকি একবার একটি শৈলশৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যায়! তানসেন কৃষকদের গান হইতে, আর বীর্যবল প্রস্তর চূর্ণ করিবার কারখানার শব্দ হইতে সুর শিক্ষা করিতেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

আবুল ফজল বিখ্যাত গায়কদের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বীর্যবলের নাম নাই। কিন্তু তানসেনের সহিত তাঁহার প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে এত গল্প ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, তাঁহার যোগ্যতায় সন্দেহ করা কঠিন। তানসেন প্রথমে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু আকবরের দরবারে যোগদানের অল্পকাল পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সম্রাট এই উপলক্ষে তাঁহাকে মির্জা উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন। সম্রাটের অধীনে থাকিয়া তানসেন অতুল যশের অধিকারী হন। আসমুদ্র হিমাচলে তাঁহার নাম প্রবাদ-বাক্য। আবুল ফজল বলেন, "বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে তাঁহার ন্যায় গায়ক ভারতে আবির্ভূত হন নাই।" ইহার পরেও এরূপ গায়ক আর দেখা দেন নাই। তানসেন অদ্যাপি অসীম খ্যাতির অধিকারী। ১৫৮৯ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই গায়ক দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে, দীপক-রাগিণী গাহিতে গিয়া অগ্নি-দগ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়; শত্রুর চক্রান্তে তাঁহার স্ত্রীর আগমনে বিলম্ব ঘটে। সাধ্বী পত্নী যখন মেঘ-রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টি লইয়া আসেন তানসেনের তখন কেবল মস্তিষ্কটাই অক্ষত ছিল। মনের দুঃখে তিনিও অনলে প্রবেশ করেন। সম্রাটের আদেশে তাঁহাদের শব গোয়ালিয়রে নিয়া সমাহিত করা হয়। তানসেন মরিলেও তাঁহার খ্যাতি মরে নাই। হিন্দুস্তানের সর্বত্র অদ্যাপি তাঁহার গান গীত হইয়া থাকে। গায়কেরা আজিও তাঁহার মক্‌বরাকে তীর্থস্থান করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার কবরের উপরে যে নিম (না, তেঁতুল?) গাছ আছে, সুর সুমিষ্ট করিবার আশায় লোকে অদ্যাপি উহার পাতা চিবাইয়া থাকে। ইহাতে তাহারা সুফল লাভ করে বলিয়াই শুনা যায়।

সম্রাটের দেখাদেখি দেশের সর্বত্র ধনবান ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা সংগীত-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। শায়খ মুবারক ও আবুল ফজল ব্যতীত আকবরের সকল সভাসদই গায়কদিগকে উৎসাহ দান করিতেন। ফয়জীর লাইব্রেরীতে সংগীত

www.pathagar.com

বিষয়ক অনেক পুস্তক ছিল। আবদুর রহ্মান খান-ই-খানান নিজেই গান রচনা করিতেন ; ছয় জন অভিজ্ঞ গায়ক তাঁহার চাকরিতে নিযুক্ত ছিল। রাজা মানসিংহ ও ভগবান দাস উভয়েই সংগীতের আদর করিতেন। খান্দেশের ন্যায় সুদূর প্রদেশ হইতেও গায়কেরা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য পাইতেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অবাধে ভাবের আদান-প্রদান চলিত। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় হিন্দুস্তানী সংগীতের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বিখ্যাত সংগীতবিদেরা নানা রকম নূতন নূতন রাগের আমদানী করেন ; সংগীত বিষয়ক সংস্কৃত পুস্তকগুলি ফারসীতে অনূদিত ও বহু-সংখ্যক গান রচিত হয় ; এই সকল গান অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে।

পিতার ন্যায় জাহাংগীরও সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার দরবারে ছয় জন বিখ্যাত গায়কের কথা ইকবালনামা-ই-জাহাঁ-গীরিতে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার সময়ও এক এক দল গায়কের এক এক দিন গান করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। তাঁহারা রাজ-কোষ হইতে বৃত্তি পাইতেন এবং সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীর আদেশে গান গাহিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। রাজ্য-সংক্রান্ত অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া শাহ্‌জাহান দিওয়ান-ই-খাসে বসিয়া গান শুনিতেন। মৌখিক গান ব্যতীত বাদ্যযন্ত্রযোগেও গান হইত। সেকালের সংগীত কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল, টেভার্নিয়ার তাহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে এত অনুচ্চ ও মিষ্ট সুরে গান করা হইত যে, তাহার ক্ষীণ শব্দে কাহারও কাজের কোন ব্যাঘাত ঘটিত না। শাহ্‌জাহান স্বয়ং কতকগুলি হিন্দী গান রচনা করেন। সেগুলি এতই মধুর ছিল যে, বহু বিশুদ্ধ-চিত্ত সূফী তাহা শুনিয়া ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া যাইতেন। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ সালেহ্‌ ও তাঁহার ভ্রাতা হিন্দী গানে সুদক্ষ ছিলেন। হিন্দু গায়কেরাও রাজানুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইতেন না। তাঁহাদের মধ্যে রামদাস, মহাপাত্র, জগন্নাথ ও জনার্দন ভট্টের নাম উল্লেখযোগ্য। একবার সম্রাট জগন্নাথের গান শুনিয়া এত সন্তুষ্ট হন যে, তাঁহাকে দেহ মাপিয়া স্বর্ণ দান করেন।

আওরঙ্গযীবের সময় হইতে নানা কারণে সংগীত-শাস্ত্রের অবনতি আরম্ভ হয়। তিনি নিজে সংগীতে পারদর্শী ছিলেন ; রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর গায়কেরা তাঁহার নিকট হইতে কোনই বাধা পায় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ইমাম শাফি-য়ীর (রঃ) গ্রন্থাদি পড়িয়া তাঁহার মতি পরিবর্তিত হয় ; গায়কদের সংখ্যা হ্রাসের জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান। যাঁহারা ব্যবসায় ত্যাগে স্বীকৃত হন, তিনি তাহাদিগকে বৃত্তি বা ভূমি দানের ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু তিনি সংগীত-চর্চা একেবারে বন্ধ করিয়া দেন নাই।*

* Edwards and Garret, Mughal rule in India, 338.

www.pathagar.com

যুগের প্রভু

১৫২০ খৃস্টাব্দে মিসরের বিখ্যাত মামলুক সুলতানাৎ বিধ্বস্ত করিয়া আসিয়া তুরস্কের সুলতান সেলিম বিপুল রণ-সজ্জা আরম্ভ করিলেন। স্থল যুদ্ধে তুর্কেরা অজেয় বলিয়া প্রমাণিত হয়। সেলিম তাহাদিগকে সমুদ্রেও অপ্রতিস্বন্দ্বী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন। এমন সময় সহসা পরলোক হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল, কিন্তু তাঁহার রণ-সম্ভার হ্রাস করিতে পারিল না। ফিলিপের ন্যায় তিনি পুত্রের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া গেলেন। সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তুরস্কের সুলতানদের মধ্যে সুলায়মানই সম্ভবতঃ সর্বপ্রধান। তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত অতুল গৌরবে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের শাসনদন্ড পরিচালনা করেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে the Great (মহামতি), the Grand (মহান) the Magnificent (মহামহিমান্বিত), the Conqueror (দিগ্বীজয়ী) the Law-giver (ব্যবস্থা-দাতা) প্রভৃতি নানা উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এরূপ বিপুল সম্মান লাভ জগতের আর কোনও নরপতির ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার সভাসদেরা কিন্তু তাঁহাকে 'সাহিব-ই-কিরাণ' বা 'যুগের প্রভু' বলিয়া অভিনন্দিত করিতেন। সরকারী দলীল-পত্রেও এই উপাধিই লেখা থাকিত।

সিংহাসনে আরোহণের পর এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার এই উপাধির সার্থকতা প্রতিপন্ন করার সময় আসিল। কুক্ষণে হাঙ্গেরীর লোকেরা সুলতানের দূতকে অপমানিত ও উৎপীড়িত করিল। সংবাদ পাইয়াই সুলায়মান প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। অভিযানের সমস্ত উপাদান পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। এক বিরাট বাহিনী লইয়া মহামতি সুলতান ১৫২১ খৃস্টাব্দে হাঙ্গেরী যাত্রা করিলেন। দিগ্বিজয়ী মুহম্মদ বেলগ্রেদ জয় করিতে পারেন নাই ; কিন্তু এবার উহা তাঁহার শ্রেষ্ঠতর উত্তরাধিকারীকে বাধা দিতে পারিল না। এই বিজয়ের ফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীয়মান হইল ; ভেনিস হতবুদ্ধি হইয়া সুলতানকে জান্তে ও সাইপ্রাসের জন্য দ্বিগুণ কর দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। পর বৎসর একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান সুলায়মানের হস্তগত হইল। রোড্স্ আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় মুহম্মদ দ্বিতীয় বার ব্যর্থকাম হন। ১৫২২ খৃস্টাব্দে মহামহিমান্বিত সুলায়মান সাম্রাজ্যের সর্বশক্তি লইয়া প্রপিতামহের অপমান ঘুচাইবার জন্য কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করিলেন। এক লক্ষ সৈন্য স্থল-পথে ও দশ হাজার সৈন্য সমুদ্রপথে রোড্স্

www.pathagar.com

অবরোধ করিল। দ্বীপটি তখন সেন্ট জনের নাইটদের অধীন; তাঁহাদের অধ্যক্ষের উপাধি ছিল গ্র্যান্ড মাস্টার। সুলতান তাঁহাকে সম্মানজনক শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। কাজেই অবরোধ চলিতে লাগিল। কি কৌশলে সুরক্ষিত স্থানের নিকটবর্তী হইতে হয়, সে বিষয়ে তুর্কেরা ইউরোপের শিক্ষা-গুরু; তদুপরি তাহাদের গোলন্দাজ বাহিনী ছিল পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট।* পাঁচ মাস বাধা দানের পর নাইটেরা নিরাশ হইয়া পূর্ব-প্রস্তাবিত শর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সুলায়মান তাঁহার কথা অক্ষরে অক্ষরে বজায় রাখিলেন। স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র ও ধনসম্পদ লইয়া দ্বীপ ত্যাগের জন্য নাইটদিগকে বার দিনের অবকাশ প্রদত্ত হইল। অধিবাসীরা নিজেদের ধর্ম-মতে চলিবার পূর্ণ অধিকার পাইল। এতদ্ব্যতীত সদাশয় সুলতান তাহাদের পাঁচ বৎসরের খাজনা মাফ করিয়া দিলেন। নাইটদের সাহস দেখিয়া তুর্কেরা এতই চমৎকৃত হইল যে, তাহাদের কুল-মর্যাদা-চিহ্ন অঙ্কিত ঢালগুলি পর্যন্ত স্থানচ্যুত করিল না। তাহাদের গৃহের উপরে সেগুলি নাকি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম বৎসরে বেলগ্রেদ ও পর বৎসর রোড্‌স্ সুলায়মানের হাতে আসিল। প্রথমে বিজয়ে হাঙ্গেরীর পথ উন্মুক্ত হইল; দ্বিতীয় বিজয়ে তুর্ক-নৌবহর লিভান্ত উপসাগরের কর্তৃত্ব লাভ করিল। পরবর্তী দুই বৎসর সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় ও মিসরে একটি বিদ্রোহ দমনে ব্যয় হইল। বার্ষিক অভিযান বন্ধ থাকায় শোণিত-পিপাসু জেনিসারী সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া বসিল। তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য সুলতানকে আবার রণ-সজ্জা করিতে হইল। পঞ্চম চার্লসের ফ্রান্স আক্রমণ বন্ধ রাখিবার জন্য ফ্রান্সিস তাঁহাকে হাঙ্গেরী অভিযানে উৎসাহ দিলেন। উযীর আযম ইবরাহীমও তাহাতে সুর মিলাইলেন।

সুলায়মান শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বে অন্যের অংশ আছে। মন্ত্রীবর ইবরাহীম নৃপবর সুলায়মানকে সুপরামর্শ দিতেন। তিনি পার্গার এক নাবিকের পুত্র। জল-দস্যুরা তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া ম্যাগ্‌নেসিয়ার এক বিধবার নিকট বিক্রয় করে। এই স্থানে সুলায়মানের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শাহ্‌যাদার অনুগ্রহে সরকারী চাকরিতে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ কর্ম-দক্ষতার গুণে ইবরাহীম দ্রুত পদোন্নতি লাভ করিতে থাকেন। ১৫২৩ খৃস্টাব্দে তিনি উযীর আযম নিযুক্ত হন। সুলায়মান তাঁহাকে সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। উভয়ে এক সঙ্গে থাকিতেন, এক সঙ্গে খাইতেন, এমন কি একই কক্ষে শয়ন করিতেন। নিঃসম্পর্কীয় লোককে হেরেমে স্থান দান করায় কলঙ্ক রটিতে পারে ভাবিয়া সুলতান ইবরাহীমের সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিলেন; পার্গার

* Lane Poole, Turkey, 170.

www.pathagar.com

নাবিক-পুত্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেন। জেনিসারদিগকে শান্ত রাখিবার কায়দা তিনি ভালই জানিতেন। ভিয়েনা অভিযান প্রধানতঃ তাঁহারই পরামর্শের ফল।

১৫২৬ খৃস্টাব্দে অন্ততঃ এক লক্ষ সৈন্য ও তিন শত কামান লইয়া সুলতান সুলায়মান হাঙ্গেরী যাত্রা করিলেন। রাজা দ্বিতীয় লুই অশুভক্ষণে মোহাক্‌স প্রান্তরে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। হাঙ্গেরীর পাণিপথে বিশ হাজারেরও অধিক খৃস্টান দেহ রক্ষা করিল। বহু বিশপ ও অভিজাত সহ রাজা নিজেও তাহাদের অনুসরণ করিলেন। বুদা ও পেস্তা সুলায়মানের দখলে আসিল। তুর্ক সৈন্য সমগ্র দেশ লুণ্ঠন করিল ; এক লক্ষ খৃস্টান তাহাদের হস্তে বন্দী হইল। তাহারা ম্যাথিয়াস কর্ভিয়াসের বিখ্যাত লাইব্রেরী কনস্টান্টিনোপলে চালান দিল। একশত বৎসর পর্যন্ত হাঙ্গেরী দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় ইউরোপে তুর্কদের অগ্রগতি রুদ্ধ রাখিয়াছিল। মোহাক্‌সের যুদ্ধ দেড় শতাব্দীর জন্য উহাকে উসমানিয়া প্রদেশে পরিণত করিল।

ট্রান্সিলভানিয়ার শাসনকর্তা জেপোলিয়া সুলায়মানের প্রতিনিধিরূপে হাঙ্গেরী শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে অস্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফার্ডিনান্ডের কাঁধে ভূত চাপিল। তিনি তাঁহার ভ্রাতা সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া হাঙ্গেরীর সিংহাসনের দাবী উত্থাপন করিলেন। স্বীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য সুলায়মানকে এই গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে হইল। ফার্ডিনান্ড বৃথাই সন্ধি-শর্ত স্থির করিবার জন্য কনস্টান্টিনোপলে দূত পাঠাইলেন। সুলায়মান তাঁহাকে খবর দিলেন "আমি আসিতেছি ; মোহাক্‌স বা পেস্তে আপনার সাক্ষাৎ পাইবার, না পাইলে একেবারে ভিয়েনায় প্রাতভোজনের আশা রাখি!"

আড়াই লক্ষ সৈন্য লইয়া ১৫২৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহামতি সুলায়মান রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা ফার্ডিনান্ডের হস্ত হইতে বুদা পুনরধিকার করিল। জেপারীরা নগর লুণ্ঠন ও রক্ষী সৈন্যদের অধ্যক্ষকে তরবারি-মুখে নিক্ষেপ করিতে চাহিল ; এমন কি জেপোলিয়ার পক্ষ-ভুক্ত খৃস্টানেরাও এবিষয়ে তাহাদের সহিত একমত হইল। কিন্তু সদাশয় সুলতান তাহাদের বিরক্তি-গঞ্জনে কর্ণপান করিলেন না। সৈন্যাধ্যক্ষ সামরিক সম্মানের সহিত মুক্তি পাইলেন ; অবশ্য সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল। জেপোলিয়া হৃত-সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর আল্টেনবার্গে রা-আব নদী উত্তীর্ণ হইয়া সুলায়মান তাঁহার অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্যদল ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা চতুর্দিক

www.pathagar.com

লুণ্ঠন করিয়া ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার করিল। আতঙ্কে অভিভূত হইয়া নগরের পর নগর সুলতানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে লাগিল। বিনাযুদ্ধে পেস্ত তাঁহার হস্তগত হইল। গ্র্যানের আর্চবিশপ নগর ছাড়িয়া দিয়া সুলতানের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কেবল ব্রাকে আসিয়া তাঁহার গতিরুদ্ধ হইল। সাহসের পরিচয় পাইলে সুলায়মান বরাবরই সন্তুষ্ট হইতেন। ভিয়েনার পতন হইলে তাহাদিগকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা তাহাদের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে, দুর্গরক্ষী সৈন্যগণকে এই সদয় শর্ত দিয়া তিনি অস্ট্রিয়ার রাজধানী অভিমুখে সৈন্য চালনা করিলেন।

ইতোমধ্যে চার্লস ও ফার্ডিনান্ড সৈন্য সংগ্রহে মননিবেশ করিলেন। প্রত্যেক দশম ব্যক্তি তাঁহাদের পতাকা-নিম্নে সমবেত হইল ; নিকটবর্তী রাজ্যগুলি হইতেও কিছু সৈন্য সাহায্য আসিল। রাইন নদীর তীরে না পৌঁছিয়া সুলায়মান তাঁহার গতিরোধ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন শুনিয়া জার্মানেরা বার হাজার পদাতিক ও চারি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইল। কিন্তু তাঁহাকে বাধা দেওয়ার পক্ষে এই সম্মিলিত বাহিনীও পর্যাপ্ত ছিল না। নিরুপায় হইয়া খৃস্টানেরা রাজধানী রক্ষায় মনোনিবেশ করিল। পুরাতন প্রাচীরের সঙ্গে নগরের অভ্যন্তর ভাগে পরিখাসহ বিশ ফুট উচ্চ এক সম্পূর্ণ নূতন প্রাচীর উঠিল। নদী-তীর সুরক্ষিত, নিকটবর্তী গৃহগুলি বিধ্বস্ত এবং নিষ্কর্মা বৃদ্ধ, রমণী, বালক, বালিকা ও পুরোহিতের দল নগর হইতে বিতাড়িত হইল। সামের প্রধান কাউন্ট সত্তরটি কামান সজ্জিত করিয়া তুর্কদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রাক ও আল্টেনবার্গ দখলে আনিয়া সুলতান সুলায়মান ২৭শে সেপ্টেম্বর ভিয়েনার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্বেই খৃস্টানেরা উপনগরগুলি বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। এই ধ্বংস-স্তূপের উপর তুর্কদের ত্রিশ হাজার তাঁবু পড়িল। ভীষণ বৃষ্টিপাতের দরুণ তাহারা কামানগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই তাহাদের কাল হইল। এক পক্ষ কাল পর্যন্ত তাহারা দুর্গ-নিম্নে পরিখা খনন করিয়া বারুদের সাহায্যে প্রাচীর উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিল, কিন্তু রক্ষী-সৈন্যেরা সমস্তই ব্যর্থ করিয়া দিল। কড়া আবহাওয়া, নিকৃষ্ট খাদ্য ও দৈনিক অকৃতকার্যতায় তুর্কেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। এমন কি কশাঘাত ভিন্ন তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অগত্যা ১৪ই অক্টোবর সুলতানকে অবরোধ উঠাইবার আদেশ দান করিতে হইল।

তিন বৎসর পরে মহামতি সুলতান এক বৃহত্তর বাহিনী লইয়া আবার অস্ট্রিয়ায় আসিলেন। সম্রাট পঞ্চম চার্লস তাঁহাকে বাধা দেওয়ার জন্য পূর্ব

www.pathagar.com

হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। সুলায়মান যুদ্ধের অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইয়া তাঁহার দীর্ঘ বিজয়-স্রোত পুনরায় ক্ষুন্ন করিতে চাহিলেন না। চতুষ্পার্শ্বস্থ পদ লুণ্ঠন করিয়া তিনি কনস্টান্টিনোপলে চলিয়া গেলেন। ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল। ফার্ডিনান্ড ও জেপোলিয়া হাঙ্গেরী ভাগ করিয়া লইলেন ; সুলতান তাঁহার সুবিধা বজায় রাখিলেন। কিন্তু এই শান্তি বেশী দিন টিকিল না। ১৫৪১ খৃস্টাব্দে সুলায়মান তাঁহার নয়া অভিযানে বহির্গত হইলেন। অস্ট্রিয়া-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি ফার্ডিনান্ড ও পঞ্চম চার্লসকে সন্ধি ভিক্ষা করিতে বাধ্য করিলেন। ১৫৪৭ খৃস্টাব্দে পাঁচ বৎসরের জন্য এক যুদ্ধ-বিরতি-পত্র স্বাক্ষরিত হইল। সুলায়মান সমগ্র হাঙ্গেরী ও ট্রান্সিলভানিয়া স্বাধিকারে রাখিলেন। ফার্ডিনান্ড তাঁহাকে অধিরাজ বলিয়া মানিয়া লইলেন। তাঁহার বার্ষিক কর দুই লক্ষ মুদ্রা নির্দিষ্ট হইল। 'প্রভুমন্ত্রীর ভ্রাতা' বলিয়া সম্বোধিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আর্চডিউক গর্বানুভব করিলেন। পাঁচ বৎসর পরে উভয় পক্ষে আবার যুদ্ধ বাধিল। এই নিরর্থক সংগ্রাম সুলায়মানের মৃত্যু পর্যন্ত চলিল।

সিজেটভার দুর্গ অবরোধ পরিদর্শন কালে বায়াত্তর বৎসর বয়সে বার্ধক্য হেতু মহামতি সুলতান দেহত্যাগ করিলেন (সেপ্টেম্বর ৬, ১৫৬৬)। সেনাপতিরা তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া সর্বশক্তিসহকারে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। আত্মরক্ষা অসম্ভব দেখিয়া দুর্গাধ্যক্ষ নিকোলাস বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছয় শত সৈন্যসহ প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বাহির হইবার সময় খৃস্টানেরা সাড়ে সাঁয়ত্রিশ মণ বারুদে একটি দিয়াশলাই জ্বালাইয়া রাখিয়া গেল। তুর্কেরা দুর্গে প্রবেশ করিবামাত্র তাহা ভীষণবেগে জ্বলিয়া উঠিয়া বহু সৈন্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিল। লিওনিডাসের ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক ও আলেকজান্ডারের তুল্য দিগ্বিজয়ী বীরের মৃত্যু-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া দুর্গটি ধ্বংসাবস্থায় পড়িয়া রহিল।

সুলায়মান মরিলেন ; কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্তি তাঁহাকে মর জগতে অমর করিয়া রাখিল। তিনিই তদানীন্তন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। বীরত্বের সহিত মহত্ত্বের সংযোগ থাকায় তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে কাজ করিবার সময় হইতেই তিনি ক্ষমা ও ন্যায়-বিচারের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র যাহাতে উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকলেই সুবিচার পায়, সে দিকে তিনি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখিতেন। যে সকল পাশা ও কর্মচারী পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন ও উৎকোচ গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাই বিশেষভাবে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হইতেন। জ্ঞান, দয়া, সৌজন্য, সদাশয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার

www.pathagar.com

জন্য সুলায়মানের নাম প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়। তাঁহার চরিত্র যেমন উন্নত, প্রতিভাও ছিল তেমনি অসাধারণ। তিনিই উসমানিয়া বংশের সর্ব-প্রধান ব্যবস্থা-দাতা।

ঐতিহাসিকেরা পঞ্চমুখে সুলায়মানের* গুণগান করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাস্তবিকই এ প্রশংসার অধিকারী। তাঁহার সদাশয়তা দেখিয়া অমুসলমানেরা তুর্ক জাতিকে ভক্তি করিতে শিখে। তিনি জলে-স্থলে তুরস্কের অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপন করিয়া যান। হাঙ্গেরী অধিকারে আনিয়া তিনি রোমান সম্রাটের গৃহ-দ্বারে হানা দেন। সুলায়মানের নামে খৃস্টান-জগত কাঁপিয়া উঠিত। তাঁহার বিশাল নৌবহর স্পেনের উপকূল পর্যন্ত সমগ্র ভূমধ্যসাগরে অবাধে বিচরণ করিত। তাঁহার কাপিতান পাশা (নৌ-সেনাপতি) খায়রুদ্দীন বার্বা-রোসার হস্তে প্রোভেসার যুদ্ধে (১৫৮৩) রোমের পোপ, ভেনিসের ডিউক ও জার্মান সম্রাটের সম্মিলিত বাহিনী পর্যুদস্ত হয়; অন্যতম নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ পিয়ালী সম্রাটের নৌ-সেনানায়ক ডোরিয়াকে শোচনীয়রূপে পরাভূত করেন।

সুলায়মানের আমলে তুরস্ক উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্রীট ও সাইপ্রাস ব্যতীত অপর কোন স্থান স্থায়ীভাবে উহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; পরবর্তী কোন সুলতানই উহাকে এত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাম্রাজ্য মক্কা হইতে বুদা ও বাগদাদ হইতে আলজিয়ার্স পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অধুনা-লুপ্ত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধিকাংশ স্থানে তাঁহার হুকুম চলিত, সিরিয়া-সীমান্ত হইতে মরক্কো পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা তাঁহাকে কর দান করিত। কৃষ্ণসাগর, মর্মরা সাগর, ঈজিয়ান সাগর, পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও সমগ্র লোহিত সাগর, তুর্ক হ্রদে পরিণত হয়। বর্তমান তুরস্ক দিগ্বিজয়ী সুলায়মানের একুশটি প্রদেশের একটি মাত্র।

আলেকজান্ডারের ন্যায় প্রতিবেশীদের দুর্বলতার সুযোগে সুলায়মান তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অনেক বড় রাজা আবির্ভূত হন। ইহা সম্রাট পঞ্চম চার্লস, ফ্রান্সের প্রথম ফিলিপ, ইংল্যান্ডের অষ্টম হেনরী ও রাণী এলিজাবেথ, পোপ দশম লিও, রুশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ভেসিলি অষ্টম হেনরী ও রাণী এলিজাবেথ, পোপ দশম লিও, রুশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ভেসিলি, পোল্যান্ডের সিগিস্‌ম্যান্ড, পারস্যের মহামতি শাহ্‌ ইসমাইল ও ভারতের মহামতি আকবরের যুগ। কিন্তু ইঁহাদের কেহই সুলায়মান জানুনীর ন্যায় শ্রেষ্ঠত্ব

---

* এই অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনীর জন্য মৎ-প্রণীত "বোম্বেটে সুলায়মান" দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

লাভ করিতে পারেন নাই।* তিনি বাস্তবিকই সমসাময়িক 'যুগের প্রভু' ছিলেন। তাঁহার মহান, মহামতি, দিগ্বিজয়ী, ব্যবস্থাদাতা ও মহামহিমান্বিত উপাধি সত্যই সার্থক।

* "The age which boasted of Charles V, the equal of Charlemagne in empire, of. .Elizabeth, queen of queens. . .could yet point to no greater sovereign than Suleyman of Turkey."—Lane Poole 166.

www.pathagar.com

সুলতানী আমলে ভারতে মুসলমান স্থাপত্য

শলীমান সাহেব শেখ সাদীর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "যিনি সর্বসাধারণের উপকারার্থে মসজিদ, সেতু, সরাই, জলাশয় প্রভৃতি রাখিয়া যান, তিনিই অমর।" কবির কথা দিল্লীর ও প্রাদেশিক সুলতানদের, বিশেষতঃ বাদশাহদের বেলায় আরও জোরের সহিত খাটে। তাঁহাদের নশ্বর দেহ ও বিশাল সাম্রাজ্য, তাঁহাদের সামরিক ব্যবস্থা ও শাসন-পদ্ধতি অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাঁহারা যে সকল মনোহর অট্টালিকাদি নির্মাণ করিয়া যান, তাহা অদ্যাপি তাঁহাদের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার সাক্ষ্য দান করিতেছে। তাঁহাদের স্থাপত্য শিল্প সত্যই তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্য প্রাচীন ভারতের নিকট কতদূর ঋণী, তাহা তর্কের বিষয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা ইসলামী স্থাপত্যের একটি আকার ; পক্ষান্তরে হ্যাভেলের মতে ইহা হিন্দু স্থাপত্যেরই রূপান্তর মাত্র। হিন্দু সভ্যতার অন্ধ ভক্ত বলিয়া হ্যাভেল একটা প্রকাণ্ড ভুল করিয়া বসিয়াছেন। মুসলমানেরা ভারতে আসিয়া প্রথমে প্রধানতঃ ভারতীয়দের সাহায্যেই তাঁহাদের প্রাসাদাদি নির্মাণ করেন ; কাজেই তাহাতে মিস্ত্রীদের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। কোন কিছুই দেশ-কাল পাত্রের প্রভাব এড়াইতে পারে না, ইসলামী স্থাপত্যও পারে নাই। সিরিয়া, মিসর, পারস্য, তুরস্ক, স্পেন ও ভারতবর্ষ, এমনকি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও উহা কতকটা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। গ্রীক, কপ্ট, রোমান, হিন্দু, জৈন প্রত্যেকেই ইহাতে স্ব স্ব প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোথাও অট্টালিকার আদর্শ রাজ-মিস্ত্রীদের নহে, উহা মুসলমানদের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

সুবিস্তৃত খিলান ও বিশাল গম্বুজের সাহায্যে এবং আরও বিবিধ উপায়ে মুসলমানেরা তাহাদের অট্টালিকাগুলিকে যেরূপ আড়ম্বরপূর্ণ করিতে সমর্থ হন, ভারতীয়েরা কখনও স্বপ্নেও তাহার কল্পনা করিতে পারে নাই।*

শ্রীযুক্ত করালী কান্ত বিশ্বাস বলেন, "ভারতীয় মুসলমান স্থাপত্যকে মুসলমান আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হিন্দু স্থাপত্যের রূপান্তর বলিবার কোন

---

* "thanks to the strength of their binding properties it was possible for the Muslim builders..to achieve effect of grandeur such as the Indians had never dreamt of"—Sir John Marshal, Cambridge History of India, Vol. iii, 572-3.

www.pathagar.com

যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ভারতীয় মুসলমান স্থাপত্যের মূল প্রেরণা আসে মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র হইতে। যে সকল শ্রেণীর সৌধের ভিতরে উহা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি মুসলমানেরা ভারতে আসিবার পূর্বেই ইসলাম জগতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট হইয়া যায়। মুসলমান শাসকেরা ভারতের বাহিরের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেন। মুসলমান আমলের মসজিদ, মকবরা, প্রাসাদ ও দুর্গে হিন্দু প্রভাব দেখিতে পাওয়া বিচিত্র নহে, বরং এই প্রভাব দেখিতে না পাইলেই বিস্মিত হওয়ার কথা। হয়ত মসজিদ ও মকবরার তুলনায় দুর্গে ও প্রাসাদে হিন্দু প্রভাব বেশী ; কিন্তু মোটের উপর, মুসলমান যুগের সৌধ নির্মাতারা নিয়োগকর্তার প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী ভারতের বাহিরে প্রচলিত ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। এই কারণে ভারতবর্ষের মুসলমান যুগে ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শনগুলিকে ইসলামী প্রভাবপুষ্ট ভারতীয় প্রভাবপুষ্ট মুসলমান স্থাপত্য বলাই অধিকতর সঙ্গত।

হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা দৃষ্টি মাত্রই ধরা পড়ে। তাহাদের আগমনের পূর্বে ভারতে কেহ খিলান নির্মাণ করিতে জানিত না।* সূক্ষ্মশীর্ষ (হ্যাভেলের 'অশ্বত্থ-পত্র-শীর্ষ'), 'অশ্বত্থের ও ত্রিপত্রাকৃতি হ্যাভেলের 'পদ্মপত্র' নিখুঁত খিলান নহে ; ইহাদের একটিরও নির্মাণ-কৌশল ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত নাই। প্রথমটি সিরিয়ায় ও দ্বিতীয়টি পারস্যে আবিষ্কৃত হয় ; তৃতীয়টির ব্যবহার ভারতবর্ষে বিশেষ নাই।" লোমশ মুনির গুহা এবং কারলি ও অজন্তার গুহার খিলানাকৃতি প্রবেশ পথগুলির প্রত্যেকটিই প্রস্তর খোদাই করিয়া প্রস্তুত, একটিও নির্মিত নহে।

হিন্দুদের নিকট ধর্মচরণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। পূজা সম্পন্ন হইলে ভক্তেরা একে একে ভক্তি নিবেদন করিতে মন্দিরে প্রবেশ করে ; কাজেই উহার প্রবেশ পথ অপ্রশস্ত। ইহা কড়ির দ্বারা আচ্ছাদিত হইত। পক্ষান্তরে ইসলামে প্রথম হইতেই 'জমায়াত' বা সংঘবদ্ধ প্রার্থনা প্রচলিত। কাজেই উহার প্রবেশ পথ মন্দির অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত ; তজ্জন্য সেখানে কড়ির পরিবর্তে খিলান ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মুসলমান স্থাপত্যের আর এক বৈশিষ্ট্য গম্বুজ। তাহাদের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশে ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।* হিন্দু মন্দিরের শিখরের সহিত গম্বুজের আকৃতি-প্রকৃতির কোনই সাদৃশ্য নাই। কাজেই গম্বুজকে শিখরের রূপান্তর কল্পনা করা অনুচিত। শিখর নির্মাণের একটি বিশেষ পদ্ধতি ছিল। একখানি প্রস্তরের উপর আর একখানি ঈষৎ বাড়াইয়া দিয়া প্রস্তরগুলির ভারকেন্দ্র অবলম্বনস্তম্ভ অথবা দেওয়ালের উপর রাখিয়া মন্দিরের

* Edwards and Garret, Mughal rule in India, 302.

www.pathagar.com

শিখর নির্মিত হইত।"* ইংরেজীতে এই প্রথাকে করবেলিং (Corbelling) বলে।

গম্বুজের নির্মাণ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক। রিফাতে প্রাপ্ত গৃহ-শীর্ষ, রোম বা পম্পিয়াইর স্নানাগারের উপরিস্থিত বস্তু, বৌদ্ধ স্তূপ বা মন্দিরের বেদীর পশ্চাদ্ভাগের মঞ্জুষা গম্বুজ নহে। একেশ্বরবাদী ইসলামের রূপক গম্বুজ ও খিলানের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে (হ্যাভেল) ; কাজেই এগুলি ইসলামী স্থাপত্যের অপরিহার্য অংগ।

"গম্বুজ ও খিলানের মত মিনারও মুসলমান স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের ইতিহাসে বহু স্তম্ভের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক-স্তম্ভের কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু মিনারের মত ভিতরের দিকে সোপানযুক্ত বহুতল-বিশিষ্ট স্তম্ভ প্রাক-মুসলমান যুগে ছিল কিনা, জানা যায় নাই। চিতোরের জয়স্তম্ভের প্রেরণা মুসলমান মিনার হইতে আসিয়াছে, এ কথা যেমন জোর করিয়া বলার উপায় নাই, তেমনি মিনারের উৎপত্তি—ভারতীয় স্তম্ভ হইতে হইয়াছে, হ্যাভেল তাহার প্রমাণ দিতে পারেন নাই।

মিনার মুসলমান স্থাপত্যে কখনও প্রয়োজনে, কখনও বা অলংকারের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। মসজিদ-সংশ্লিষ্ট মিনার হইতে মুয়াজ্জিন স্বধর্মীদের নামাযের জন্য আহবান করে। ঘণ্টা বাজাইয়া লোককে প্রার্থনার জন্য আহবান করা অপেক্ষা উদাত্ত স্বরে নাম উচ্চারণ করা অনেক বেশী সুফলপ্রদ। এই কারণে মসজিদের আকারের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া উচ্চ মিনার নির্মাণ করা রীতি হইয়া দাঁড়ায়।

"মুসলমান স্থাপত্যের অপর বৈশিষ্ট্য প্রাচীর-গাত্রের অলংকার। ইহার স্বরূপ হিন্দু অলংকার হইতে এত স্বতন্ত্র যে, হ্যাভেলও উহাকে ভারতীয় বলিয়া দাবী করিতে সাহস পান নাই। ......খৃস্টীয় স্থাপত্যে ফুল, লতাপাতা প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ হইত, অথবা মোজাইক (mosaic) করিয়া ব্যবহৃত হইত। মুসলমান স্থাপত্যে উদ্ভিদ জগতের উক্ত বিষয়গুলির ব্যবহার যথেষ্ট আছে, কিন্তু অমুসলমান স্থাপত্যে যেমন বস্তুগুলির যথাযথ অনুকরণ করা হইত, মুসলমান স্থাপত্যে বাস্তব হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া শিল্পী তাহাকে ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া প্রাচীরগাত্রে অগভীরভাবে উৎকীর্ণ করিয়াছে। ফলে আঙুরের লতা বা পাইনের প্রতিকৃতি অনুমান করিয়া লইতে হয়। ......

হাদীসের নিষেধ যেমন একদিকে বাধা আরোপ করিল, অপরদিকে তেমনি নবতর উদ্ভাবনের পথ খুলিয়া দিল। মুসলমান শিল্পীরা উদ্ভিদ জগতের

---

*করালীকান্ত বিশ্বাস "ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ,' শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৪২।

www.pathagar.com

বাস্তব রূপ হইতে নূতন ধরনের অলঙ্কার সৃষ্টি করিতে লাগিল। কখনও বিভিন্ন রঙের পাথরের মোজাইকে কখনও বা প্রস্তরে উৎকীর্ণ করিয়া নানারূপ নক্‌শার অলঙ্কার দিয়া সৌধগাত্র ভরিয়া তুলিল।...........হিন্দু স্থাপত্যের অলঙ্কার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। মূর্তিপূজারী হিন্দু সকল কিছুর মধ্যেই ঈশ্বরের বিকাশ দেখিতে পায়।......এই কারণে হিন্দু স্থাপত্যে দৃশ্য জগতের বাস্তব রূপ যথাযথ স্থান পাইয়াছে। সীমারেখাতে ছন্দ ও কমনীয়তা দেওয়ার ইচ্ছায় দৃশ্য বস্তুর রূপ সাবলীল আকারে প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু কখনও তাহা বাস্তবরূপ অতিক্রম করিয়া যায় নাই, দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রস্তরে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। হিন্দু স্থাপত্যের বাহিরের রূপ এই জন্যই বহুলাংশে ভাস্কর্যের পর্যায়ে গিয়া পড়ে।"

যাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শন একটু মনোযোগ পূর্বক দেখিয়াছেন, তাঁহারাই উভয়ের পার্থক্য অনুভব করিয়াছেন এবং একটিকে আর একটি বলিয়া কখনই ভুল করিবেন না। প্রাচীর গাত্রের সজ্জা, ছাদের আকার, স্তম্ভ, মিনার, গম্বুজ, ছতরী, কাহুরা, ছাজ্জ প্রভৃতি হইতে এই শ্রেণী বিভাগ করা কঠিন নহে। মিনার, ছতরী, গম্বুজ থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমান স্থাপত্যের নিদর্শনে সীমারেখা কয়েক (প্রকার) সহজ আকারের মধ্যেই আবদ্ধ। এই রেখা কদাচ ছিন্ন হইয়াছে এবং ছিন্ন হইলেও জটিল আকার ধারণ করে নাই। ভারতে মুসলমান স্থাপত্যের কোনও অংশ বিশেষভাবে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য নির্মিত নহে। ফতেহ্‌পুর সিক্রি ও আগ্রা অথবা দিল্লীর রাজপ্রাসাদের প্রত্যেকটি কক্ষ এই জন্যই স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত। একত্রে নির্মিত হইলে হিন্দু প্রাসাদের মতই উহার বাহিরের সীমারেখা জটিল আকার লাভ করিত এবং সমগ্র প্রাসাদের অংশবিশেষ প্রথমে দর্শকের চোখে পড়িত। ভারতীয় মুসলমান সৌধের রূপ সমগ্রভাবে দর্শকের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। হিন্দু স্থাপত্যে ইহার ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। গাত্রসজ্জা, শিখরের বৈচিত্র্য, প্রবেশ-পথের অপরূপ সজ্জা দর্শকের দৃষ্টিকে পুলকিত করে ; সমগ্রভাবে মন্দির অথবা প্রাসাদ চোখে পড়ে না (করালীবাবু)।"

দিল্লী সাতটি স্বতন্ত্র নগরের সমষ্টি। কিলা রায় পিথুরা ভারতে মুসলমানদের প্রথম রাজধানী। এই স্থানের লালকোট দুর্গের অভ্যন্তরে বিজেতাদের নির্মিত অপূর্ব অট্টালিকা-শ্রেণী বাস্তবিকই ইসলামের গর্বের বস্তু। ফার্গুশন সাহেব বলেন, "ভারতের অথবা সম্ভবতঃ জগতের যে কোন অংশে যে সকল পুরাতন কীর্তি বিদ্যমান আছে, সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে কুতবুদ্দীন নির্মিত অত্যুচ্চ বিজয়-স্তম্ভের চতুর্দিকস্থ অট্টালিকাগুলিই

১৪—

www.pathagar.com

সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। পাহাড়ের ঢালু জায়গায় নির্মিত বলিয়া উহাদের অবস্থানও অতীব সুন্দর।"*

এই উচ্চ-প্রশংসিত সৌধাবলীর নির্মাতা কুতবুদ্দীন ও ইলতুৎমিশ (আলতামাশ)। ইহাদের মধ্যে জামে মসজিদ ও কুতব মিনার অতি বিখ্যাত। জামে মসজিদের নাম কুওয়াতুল ইসলাম (ইসলামের শক্তি) ; ইহার স্তম্ভগুলি হিন্দু আমলের, কিন্তু চতুর্দিকস্থ প্রাচীর ও সুক্ষ্মাগ্র খিলান মুসলমানদের নির্মিত। জামে মসজিদের মহিমা হিন্দু স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষে নহে ; পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৩৮৫ ফুট বিস্তৃত বিশাল খিলান-শ্রেণীই ইহার সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য। তিনটি খিলান বৃহৎ ও আটটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কেন্দ্রস্থ খিলানটি ২২ ফুট প্রশস্ত ও ৫৩ ফুট উচ্চ। পার্শ্ববর্তী বৃহৎ খিলান দুইটির প্রশস্ততা ২৪ ফুট ৪ ইঞ্চি, উচ্চতা প্রায় কেন্দ্রীয়টির সমান। ক্ষুদ্রতর খিলানগুলির আকার প্রায় ইহাদের অর্ধেক। খিলানের বহির্ভাগে যে সুক্ষ্ম ও জটিল জালি-কাজ দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্বে বা পরে আর কোন মসজিদে তাহা ব্যবহৃত হয় নাই। যে যে স্থানে এই কাজের নমুনা আছে বলিয়া এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট ; কোথাও ইহার তুলনা নাই। লিওয়ান বা প্রার্থনাগারের সম্মুখে এভাবে খিলানের পর্দা দেওয়ার চেষ্টা পরে প্রচলিত প্রথা হইয়া দাঁড়ায়।

কুতব মিনারের একতলা নির্মাণ করিবার পর কুতবুদ্দীনের মৃত্যু হয় ; তৎপরে ইলতুৎমিশ ইহা শেষ করেন। ফিরোজ তুগলকের সময় ইহার চতুর্থ তলা বজ্রাঘাতে নষ্ট হইয়া যায়। তিনি উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দুইটি ক্ষুদ্রতর তলা প্রস্তুত করিয়া দেন। ১৫৩০ খৃস্টাব্দে সিকান্দর লোদীর সময় পুনরায় উপরের তলাগুলির সংস্কার হয়। বৃটিশ সরকারও কিছু টাকা খরচ করিয়া একটি দরজা, তাহার উপরে একখানা চালা ও সর্বোপরি একটি গম্বুজ নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু কাঠ, চুন-বালি প্রভৃতি সাধারণ উপাদানে নির্মিত বলিয়া গম্বুজটি বহুকাল পূর্বেই গায়েব হইয়া গিয়াছে ; অন্যান্য বর্ধিত অংশও এভাবে বিলুপ্ত হইলে ভাল হইত। তবে তাঁহাদের অর্থ-সাহায্যে গাঁথুনি সংস্কৃত ও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে ; তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

কুতব মিনারের ব্যাস ৪৮ ফুট ৪ ইঞ্চি। ১৭৯৪ খৃস্টাব্দের মাপে ইহার উচ্চতা ২৪২ ফুট ; কিন্তু তখন অগ্রভাগ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই প্রথমে উহা আরও ১০ বা ২০ ফুট অধিক উচ্চ ছিল। নীচের তিন তলা লোহিতবর্ণ বালুকা-প্রস্তরে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম তলা প্রধানতঃ শ্বেতমর্মরে নির্মিত। চারিটি কারু-কার্য-খচিত বারান্দা ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রথমটি মৃত্তিকা হইতে ৯০, দ্বিতীয়টি ১৪০, তৃতীয়টি ১৮০ ও চতুর্থটি

* Furgussion, Hand book of Architecture, Vol. i (1855), 416-8.

www.pathagar.com

২০৩ ফুট উর্ধ্বে অবস্থিত। কয়েকটি নাগরী লিপির সন্ধান পাইয়া কেহ কেহ প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ইহা মূলতঃ হিন্দু স্থাপত্য, মুসলমানেরা বহির্ভাগে পুনঃ খোদাই করিয়াছে মাত্র। কিন্তু ১১৯৯ খৃস্টাব্দের পূর্বের লিপি মাত্র একখানা ; উহা জানালার উপরে যেভাবে স্থাপিত, তাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, এই প্রস্তরখানা কোন প্রাচীনতর অট্টালিকা হইতে সংগৃহীত। প্রকৃতপক্ষে মিনারটির সমস্ত পরিকল্পনা এবং নির্মাণ ও প্রসাধনের প্রায় প্রত্যেকটি সূক্ষ্মাংশই খাঁটি ইসলামী। ইহার গঠনে ও বাহিরের প্রসাধনে হিন্দু প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে। পেজ সাহেবের মতে কার্ণিশের নীচের দুইটি অলঙ্কারমাত্র হিন্দু পদ্ধতি অনুযায়ী নির্মিত। এই প্রকার বুরুজ হিন্দুদের একেবারেই অজ্ঞাত ছিল।* সুতরাং ইহাতে তাহাদের দাবীর প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

কায়রোর হাসান মসজিদের বুরুজ (২৮০ ফুট) এতদপেক্ষা উচ্চ ; কিন্তু স্বতন্ত্র সৌধ বলিয়া কুতব মিনার অনেক অধিক সুন্দর দেখায়। এই বিশাল মিনার বাস্তবিকই মুসলিম স্থাপত্যের এক সুন্দর নিদর্শন ; ইহার খোদাইকার্য সত্যই অতুল। নকশা ও সম্পাদন-প্রণালী উভয় দিক দিয়াই কুতব মিনার মিসরের বুরুজ, এমন কি সমগ্র জগতের এই শ্রেণীর যে কোন সৌধ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা অদ্যাপি একটি শ্রেষ্ঠ স্থপতি-কার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।*

ইলতুৎমিশের সময় হইতেই হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। তিনি জামে মসজিদের আকার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেন। তৎফলে কুতব মিনার মসজিদ-বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। মিনারের ন্যায় এই বর্ধিত অংশেও ইসলামী স্থাপত্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট।**

আজমীরের আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া মসজিদও কুতবুদ্দীনের নির্মিত (১২০০ খৃঃ)। ইলতুৎমিশ একটি পর্দা তৈয়ার করিয়া দিয়া ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। এই পর্দাটি এখনও বর্তমান আছে। লোকে বলে মসজিদটি আড়াই দিনে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের পক্ষে এরূপ একটি প্রকাণ্ড ও মনোহর সৌধ আড়াই বৎসরে নির্মাণ করাই অধিকতর সম্ভবপর। ইহার নির্মাণ-পদ্ধতি কুতব মসজিদের অনুরূপ ; কিন্তু কয়েকটি কক্ষ অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ও মনোরম এবং আকারও দ্বিগুণের বেশী। ইহার গঠন-প্রণালী ত্রুটিহীন এবং ইহা অদ্যাপি অনেকাংশে অটুট রহিয়াছে।

সমাধি নির্মাণ তাতার বা মঙ্গোলীয় জাতির চিরন্তন রীতি। কিন্তু এ বিষয়ে আর কেহই ভারতীয় মুসলমান নরপতিদের সমকক্ষ নহেন। সুলতানী

* Cambridge History of India, vol. iii, 578 9.

** Iswari Prasad, Mediaeval India, 148.

www.pathagar.com

আমলের সমাধিগুলি বাদশাহদের মকবরার ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ না হইলেও অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী। উহাদের সংখ্যা মসজিদ অপেক্ষা অনেক অধিক, নকশা অধিকতর কৌশলপূর্ণ, আকার প্রায়ই বৃহত্তর, প্রসাধন-প্রণালীও অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ এই সমাধিভবনগুলি ইসলামী স্থাপত্যের পূর্ণ আদর্শ, ইহাতে হিন্দু প্রভাবের চিহ্ন নাই বলিলেই হয়।

ইলতুৎমিশের সমাধি ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ক্ষুদ্র হইলেও ইহা অতি সুন্দর। ইহাতে হিন্দু প্রভাব বর্জনের চেষ্টা অধিকতর প্রকট। মিহরাবের পার্শ্বস্থ উৎকীর্ণ স্তম্ভে একটি ঘট ছাড়া ইহার প্রসাধনে আর কোনও হিন্দু চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফিরোজ শাহের প্রধান মন্ত্রী খান-ই-জাহান তুগলকের সমাধি আরও অধিক মনোরম। ইহার অন্তর্ভাগের প্রাচীরের বয়ন-কার্যের নমুনা সম্পূর্ণ অনুপম। যেভাবে বৃত্তকে অষ্টভুজে পরিণত করা হইয়াছে, ভারতের অপর কোথাও তাহার সুষমার তুলনা নাই। ভারতের বাহিরেও এই সমাধি দুইটির সহিত একমাত্র (পারস্যের) সুলতানিয়ার মুহাম্মদ খুদাবন্দার সমাধিরই তুলনা চলিতে পারে।

আলাউদ্দীনের পূর্বে বলবনের সমাধি ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য সৌধ নাই। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দুরা খিলান নির্মাণ করিতে জানিত না বলিলেই হয়। তাহাদের অজ্ঞতার দরুণ কুতুবুদ্দীন ও ইলতুৎমিশের অট্টালিকার খিলানগুলি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয় নাই। কিন্তু বলবনের সমাধির খিলানে সে ত্রুটি নাই। কিভাবে হিন্দু প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতে খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তর-নির্মিত খিলান ইহাতেই সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়।

আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্ব-কাল দিল্লীর সুলতানের উন্নতির চরম সীমা। গুজরাট ও রাজপুতনা জয় এবং প্রাচীন চোল, চের, পান্ড্য, হয়সলা, কাকাতিয়া ও যাদব বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তিনি সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। অধিকাংশ সময় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেও অট্টালিকা নির্মাণে তাঁহার উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিলা রায় পিথুরার দুই মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত সিরি গ্রামে তিনি একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। ইহা দিল্লীর দ্বিতীয় নগরী। এস্থানের 'হাজার সিতুন' বা সহস্র স্তম্ভ নামক জাঁকাল প্রাসাদের এখন আর অস্তিত্ব নাই। বিখ্যাত আলাই দরওয়াজা ১৩১১ খৃস্টাব্দে নির্মিত হয়। রক্তবর্ণ বালুকাপ্রস্তর ও শ্বেতমর্মর ইহার উপাদান। নির্ভুল অঙ্গসংস্থান ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর সামঞ্জস্য আলাই দরওয়াজার প্রধান বিশেষত্ব। ইহা ইসলামী স্থাপত্যের এক অমূল্য রত্ন ও প্রকৃত মুসলমান স্থাপত্যের আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। সুষ্ঠু বিন্যাস ও সৌষ্ঠব

www.pathagar.com

প্রস্তরের সহিত শ্বেত প্রস্তরের "বৈসাদৃশ্য যেমন উন্নত শিল্প-রুচির সাক্ষ্য দেয়, তেমনি আভ্যন্তরীণ প্রাচীর-গাত্রের কারুকার্য কুশলী শিল্পীর হস্ত-স্পর্শের পরিচায়ক। দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতায়ও ইহার সমন্বয় অপূর্ব।* দুর্ভাগ্য-বশতঃও এই পুরাকীর্তিটির রক্ষণ-ব্যবস্থা প্রশংসনীয় নহে। উত্তর দ্বারের বারান্দা একেবারে গায়েব হইয়া গিয়াছে; প্রাচীরগুলি শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; যেভাবে সেগুলি পুনঃস্থাপিত হইয়াছে, তাহাও ঠিক হয় নাই।

আলাউদ্দীনের অন্যান্য অট্টালিকার মধ্যে নিজামুদ্দীন আওলিয়ার দর্গাস্থ জমাআতখানা মসজিদ অতি বিখ্যাত। ভারতে ইহাই সম্পূর্ণ ইসলামী পদ্ধতিতে নির্মিত প্রথম মসজিদ। ইহার রক্তবর্ণ বালুকা-প্রস্তরগুলি এই উদ্দেশ্যেই খনি হইতে উত্তোলিত হয়। এতদ্ব্যতীত আলাউদ্দীন জামে মসজিদের প্রসার সাধন করেন; এই বর্ধিত অংশে হিন্দু প্রভাব আদৌ নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি কুতব মিনারের গৌরব নিষ্প্রভ করিবার জন্য এক বিশাল মিনার প্রস্তুত আরম্ভ করিয়া দেন; কিন্তু উহা শেষ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

চতুর্দশ শতাব্দী দিল্লীর সুলতানদের পক্ষে বড় দুঃসময়। একদিকে মোংগলেরা অবিরত রাজধানীর দ্বারে হানা দিতেছিল, অন্যদিকে হিন্দুরা বারংবার বিদ্রোহ উপস্থিত করিতেছিল। পক্ষান্তরে খিলজীদের অমিতব্যয়িতায় রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া যায়; তদুপরি গিয়াসুদ্দীন ও ফিরোজ শাহ্ ছিলেন ধর্মভীরু গোঁড়া মুসলমান। ফলে তুগলক স্থাপত্য স্থূল ও নিরাড়ম্বর হয়। তাঁহাদের ব্যবহৃত "ধূসর প্রস্তরের উপরে এক সময়ে দুগ্ধফেননিভ উপলেপন ছিল, কিন্তু কালের প্রভাবে তাহাও নিম্নস্থ প্রস্তরের মতই কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অথবা প্রাচীর গাত্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়াছে। এই কারণে তুগলক স্থাপত্যের প্রতি সমালোচকেরা অনেক সময়ই সুবিচার করিতে পারেন না।...... কিন্তু ইহার সহজ সীমারেখা ও কঠোর আকৃতির ভিতরেও একটি সৌন্দর্য আছে। যাঁহারা ভাস্কর্যের সন্ধান রাখেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে তুগলক আমলের স্থাপত্যেও একটি বিশেষ রূপ ধরা পড়িবে।

তুগলক শাহের স্থাপিত তুগলকাবাদ দিল্লীর তৃতীয় নগরী। ইহার প্রাসাদাদি এখন প্রায় বিলুপ্ত; কেবল ধূসর প্রস্তরে নির্মিত অত্যুচ্চ দুর্গ-প্রাকার এখনও অনেকটা অটুট রহিয়াছে। অতীতের অতি অল্প দুর্গই ধ্বংসাবস্থায় ইহার ন্যায় এত জমকাল দেখায়। আয়তনের বিশালতায় ও রেখার সরলতায় ইহা দর্শকের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। শাহ্জাহানের লালকিল্লা ইহার তুলনায় অধিকতর সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু বস্তু সংস্থানের কৌশলে

---

* Iswari Prasad, A short History of the Muslim rul in India, 262.

www.pathagar.com

যে দৃঢ় গম্ভীর রূপ সৃষ্টি করা যায় তুগলকাবাদের দুর্গে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

তুগলক শাহের সমাধি তুগলক স্থাপত্যের আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহা দুর্গাপার্শ্বস্থ পথের অপর দিকে একটি কৃত্রিম হ্রদের মধ্যস্থলে প্রাচীর-বেষ্টিত অংগণের মধ্যে অবস্থিত। সমাধি ও বাহিরের প্রাচীরে লোহিত বালুকা-প্রস্তরে ও গম্বুজ শ্বেত মর্মরে নির্মিত। "অত্যন্ত সহজ উপায়ে এই বর্ণ-বৈসাদৃশ্য প্রতীতিপদ করা হইয়াছে। ইহার সহজ রূপের একটি বিশেষ সৌন্দর্য আছে।" কবরটির কঠোর আকৃতি ও নকশার সারল্য লোকের মনে সম্ভ্রম জাগাইয়া তোলে। ইহার স্থূল বুরুজ ও সংঘাত-কঠিন প্রাচীর নিরীক্ষণ করিলে মানস-পটে বৃদ্ধ যোদ্ধার অন্তিম আশ্রয়ের যে চিত্র ভাসিয়া উঠে, আর কোথাও তাহার তুলনা নাই।

মুহাম্মদ তুগলক সে যুগের যাবতীয় শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপন্ডিত ছিলেন ; কিন্তু নানা অশান্তির দরুণ তিনি কোন বড় স্থাপত্যকার্যে হাত দিতে পারেন নাই। তুগলকাবাদের সন্নিহিত আদিলাবাদ নামক ক্ষুদ্র দুর্গটি তাঁহার নির্মিত। এতদ্ব্যতীত তিনি জাঁহাপানা নগরী নির্মাণ করিয়া সিরি ও পুরাতন দিল্লীর (কিলারায় পিথুরা) সংযোগ সাধন করেন। ইহা দিল্লীর চতুর্থ নগর ; ইহার বার গজ পুরু দুর্গ-প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে ; কেবল সপ্ত খিলানের সেতুটি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এস্থানে একটি বেনামী সমাধিও দেখিতে পাওয়া যায়। অংগ-সৌন্দর্যে ইহা তুগলক স্থাপত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ফিরোজ তুগলকের সময় ভারতে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত ছিল। কাজেই তিনি বিবিধ পূর্তকার্য করিয়া খ্যাতি লাভের সুযোগ পান। কূপ, খাল, বাঁধ, দীর্ঘিকা, উদ্যান, শহর, প্রাসাদ, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল, কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। আবদুল হক ও মালিক গাজী তাঁহার সময়ের প্রধান স্থপতি। ফতেহাবাদ ও সিার ফিরোজা ব্যতীত তিনি বিশ্রুতনামা মুহাম্মদ তুগলক বা জুনা খাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য জৌনপুর নগর স্থাপন করেন। ফিরোজাবাদ নগরও তাঁহারই নির্মিত। ইহা দিল্লীর পঞ্চম নগর। ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান শাহজাহানাবাদের নিকট এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার যাবতীয় পূর্ত-কার্যের মধ্যে খালগুলিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইহাদের একটি 'পুরাতন যমুনা' খাল নামে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ; ইহা এখনও পাঞ্জাবের এক বিশাল ভূ-খন্ডে পানি সেচন করিতেছে।

ফিরোজাবাদের অট্টালিকাগুলির মধ্যে 'কোতলা ফিরোজ শাহ' নামক প্রাসাদ-দুর্গটি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নির্মিত জামে মসজিদ বেশ সুরক্ষিত আছে, কিন্তু মাদ্রাসার অধিকাংশ কক্ষই ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইয়াছে। ফিরোজ

www.pathagar.com

শাহের সমাধি আলাউদ্দীনের হাওজ-ই-খাস্ নামক কৃত্রিম হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এবং মাদ্রাসা ভবন পশ্চিম ও উত্তর তীরে যথাক্রমে ২৫০ ও ৪০০ ফুট স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। সমাধিটির সারল্য বরাবরই দর্শকদের প্রশংসার উদ্রেক করিয়া আসিয়াছে। সুন্দর অবস্থান ও সুশোভন আকৃতির দরুণ মাদ্রাসা গৃহগুলি দিল্লীর সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক সৌধাবলীর অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে।

ফিরোজ শাহের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে (১৩৯৮ খৃঃ) কুখ্যাত তৈমুর লঙগ ভারত আক্রমণ করেন। তৎফলে দিল্লীর সুলতানদের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়, বিভিন্ন প্রদেশে স্বতন্ত্র রাজ-বংশের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের আমলে ইস্লামী স্থাপত্যও স্বভবতঃ বিভিন্ন আকার ধারণ করে।

দুর্বল হইলেও দিল্লীর সায়িদ সুলতানেরা অট্টালিকা নির্মাণে উপেক্ষা দেখান নাই। তাঁহাদের সৌধাবলীর মধ্যে মুবারক শাহ্ ও মুহাম্মদ শাহের সমাধিদ্বয় প্রসিদ্ধ। লোদী সুলতানদের আমলে প্রণষ্ট ক্ষমতার অনেকটা পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। সিকান্দর লোদীর সমাধি এই যুগের শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা ; দোহরা গম্বুজের ব্যবহার ইহার প্রধান বিশেষত্ব। সায়্যিদ সুলতানেরা নীলবর্ণের টালি ব্যবহার আরম্ভ করেন। সিকান্দর লোদীর সমাধিতে পীত, সবুজ, গাঢ় নীল, উজ্জ্বল নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের টালির ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

স্থাপত্যে আমীরেরাও সুলতানদের পশ্চাদ্বর্তী ছিলেন না। দিল্লীর প্রান্তর তাঁহাদের স্মৃতি-সৌধে ভরপুর, তন্মধ্যে ছোট খান, বড় খান ও তাজ খানের সমাধি এবং বড় গম্বুজ (১৪৯৪) ও মোঠ-কি-মস্জিদ সর্বাপেক্ষা মনোরম। এগুলি এক অভিনব পদ্ধতিতে নির্মিত ; ইহাদের আকৃতি বর্গ-ক্ষেত্রের মত। বড় গম্বুজের বহির্ভাগের প্রসাধন-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। চূণ-বালির কাজ খুব কম ক্ষেত্রেই এরূপ অক্ষত থাকে। মোঠ-কি-মসজিদ সিকান্দার লোদীর প্রধান মন্ত্রীর নির্মিত, লোদীযুগের ইহা সর্ববৃহৎ মস্জিদ ; এই শ্রেণীর যাবতীয় সুরম্য সৌধের মধ্যে ইহা অন্যতম।

সুর বংশীয় সুলতানদের মধ্যে শের শাহ্ শ্রেষ্ঠ। সাসারামে এক বিশাল দীঘির মধ্যস্থলে তাঁহার সমাধিসৌধ অবস্থিত। ইহা বৃহত্তম পাঠান সমাধি-গুলির অন্যতম ও চিত্রের ন্যায় সুদর্শন।

পাঠানদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অতি অল্পই হ্রাস পাইয়াছে। তন্মধ্যে আগ্রায় শের শাহের প্রাসাদই সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সম্ভবতঃ সর্বোৎকৃষ্ট।

অনেকে বলিয়া থাকেন, 'পাঠানেরা দৈত্যের ন্যায় নির্মাণ করিয়া স্বর্ণকারের ন্যায় শেষ করিতেন।' শেরশাহের প্রাসাদের স্থানীয় বিবরণ শুনিলে ও ধ্বংসাব-শেষ দেখিলে এই প্রশংসা সত্য বলিয়াই ধারণা জন্মে। প্রাসাদটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর ও

www.pathagar.com

ইহার প্রস্তরগুলি সম্ভবতঃ অতি বৃহৎ ছিল। কিন্তু হায়! অন্যান্য বহু মনোরম অট্টালিকার ন্যায় ইংরেজের বর্বর শাসনে ইহাও শোচনীয়রূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।*

প্রাদেশিক স্থাপত্যের মধ্যে মুলতানের নাম সর্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য। এক শতাব্দী পর্যন্ত (৮৭৯-৯৮০ খৃঃ) ইহা একটি স্বাধীন আরব রাজ্যের রাজধানী ছিল। বহু মনিব পরিবর্তনের পর ১৪৫৭ খৃস্টাব্দে মুলতান লাঙ্গাদের অধীনে আবার স্বাধীন হয়; ১৫২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইহার স্বাধীনতা বহাল থাকে। এই দীর্ঘকালের মুসলিম শাসনে মুলতানে অবশ্যই বহু প্রাসাদ ও মস্‌জিদ নির্মিত হয়। কিন্তু এখন উহাদের চিহ্নমাত্রও নাই। অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদানের জন্য সেখানে কেবল আওলিয়ার মকবরা অদ্যাপি বর্তমান আছে। ইহাদের মধ্যে শাহ্ ইউসুফ গার্দিজীর সমাধি হালফ্যাশানে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া পুনর্নির্মিত হইয়াছে; বাহাউল হক ও শাম্‌স-ই-তাব্রিজীর সমাধির অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। অবশিষ্ট দুইটির মধ্যে রুকন-ই-আলমের সমাধি (১৩২০-৪) সত্যই দেখিবার জিনিস। ইহার উচ্চতা ১১৫ ও ব্যাস ৯০ ফুট; আকৃতি অষ্টভুজের ন্যায়। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য যে সমুদয় সুসমৃদ্ধ স্মৃতি-সৌধ নির্মিত হইয়াছে, এই সমাধি-ভবন তম্মধ্যে অন্যতম। সৌন্দর্যের দিক দিয়া ইহা সায়্যিদ ও লোদী সুলতানদের এমন কি শের শাহের সমাধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

১৩৯৪ খৃস্টাব্দে মুহাম্মদ তুগলক সরওয়ার নামক জনৈক খোজা-সর্দারকে খাজা-ই-জাহান উপাধি দিয়া পূর্বাঞ্চলের (মুল্‌ক-ই-শর্ক) শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। জৌনপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তৈমুরের ভারত আক্রমণের পর তাঁহার দত্তক-পুত্র প্রকাশ্যে দিল্লীর সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করেন (১৩৯৯)। শর্কী সুলতানেরা প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত তাঁহাদের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখেন। জৌনপুর অধিকার করিতে বহ্‌লুল লোদীকে দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হয়।

শর্কী সুলতানদের আমলে জৌনপুর মুসলমান শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু স্থাপত্যের গৌরবের জন্য তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে তিনটি মসজিদ এখনও অনেকটা অক্ষত অবস্থায় টিকিয়া আছে। জামে মসজিদের নির্মাণ ইবরাহীম শাহ্ কর্তৃক (১৪১৯খৃঃ) আরম্ভ হইয়া হুসাইন শাহের রাজত্বকালে (১৪৫১-৭৮খৃঃ) শেষ হয়। লাল দরওয়াজা আকারে ক্ষুদ্র। মাহ্‌মুদ শাহ্ (১৪৪০-৫৬ খৃঃ) ইহার নির্মাতা; ইহাতে হিন্দু প্রভাব সুপরিস্ফুট। জৌনপুরের

* Furgussion, i, 44-5.

www.pathagar.com

ধ্বংসাবশিষ্ট মসজিদত্রয়ের মধ্যে আতালা মসজিদ সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুশোভন। স্থপতিবিদেরা একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই সৌধগুলি এক বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত; ইহাদের মিনার নাই, সিংহদ্বার অতি জমকাল ও প্রাচীরের স্থূলতা খুবই বেশী।

তিন শতাব্দীরও অধিককাল বঙ্গদেশ বিভিন্ন বংশীয় সুলতানের অধীনে স্বাধীন ছিল। তাঁহারা প্রাসাদাদি নির্মাণে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহাদের স্থাপত্য-পদ্ধতি দিল্লী ও জৌনপুর হইতে পৃথক। ১৩৬৮ খৃস্টাব্দে সিকান্দর শাহ্ পাণ্ডুয়া নগরে সুবিখ্যাত আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহা প্রায় দিমিশ্‌কের বড় মসজিদের ন্যায়। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরে-দক্ষিণে ৫ শত সাড়ে ৭ ফুট ও প্রস্থ পূর্ব-পশ্চিমে ২ শত সাড়ে ৮৫ ফুট। কৃষ্ণ মর্মরের ২৬৬টি স্তম্ভের উপর আদিনার বিশাল ছাদ স্থাপিত, অন্ততঃপক্ষে ৩৮৫টি গম্বুজে উহা সুশোভিত। সমগ্র পূর্ব-ভারতে এরূপ বিশাল মসজিদ আর নাই। জেনানা মহলের প্রধানত রমণীরা হেরেমের মহিলারা এখানে জুমার নামায আদায় করিতেন। জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ্ পাণ্ডুয়ায় একলাখী নামক একটি সমাধি-সৌধ নির্মাণ করেন। ইহা বাঙগালার সর্বাপেক্ষা মনোরম সমাধি-গুলির অন্যতম। রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও এই সময় বহু অট্টালিকা নির্মিত হয়। তন্মধ্যে ত্রিবেণীর (হুগলী জিলার) জাফর খান গাজীর মসজিদ, বসীরহাটের সালেফ মসজিদ (১৩০৫) এবং বাগেরহাটের ষাট গম্বুজের মসজিদ ও উলুজ খান-ই-জাহানের সমাধি (১৪৫৯ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য; ষাট গম্বুজ নাম হইলেও গম্বুজের সংখ্যা ৭৭টি। এগুলি সাত সারিতে অর্থাৎ মসজিদের ভিতরের বিশাল কক্ষ ও চারি কোণের ক্ষুদ্র বুরুজগুলি অতি সুন্দর।

গৌড় নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মুসলমানদের অনেক উৎকৃষ্ট অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বরবক শাহের (১৪৫৯-৭৪ খৃঃ) নির্মিত দাখিল দরওয়াজা, ইউসুফ শাহ্ নির্মিত (১৪৭৪-৮১ খৃঃ) তাঁতিপাড়া মসজিদ, লোটন মসজিদ, ফিরোজ শাহের (১৪৮৭-৮৯ খৃঃ) ফিরোজ মিনার, ওলী মুহাম্মদ নির্মিত ছোট সোনা মসজিদ এবং নসরৎ শাহ্ নির্মিত বড় সোনা মসজিদ (১৫২৬ খৃঃ) ও কদম রসূল (১৫৩০) প্রধান দ্রষ্টব্য। দাখিল দরওয়াজা গৌড়ের সিংহদ্বারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। ইহার উচ্চতা ৬০ ফুট; পশ্চাদভাগ হইতে সম্মুখ ভাগের দূরত্ব ১১৩ ফুট; প্রত্যেক কোণে একটি পাঁচ-তলা বুরুজ আছে; বুরুজের উপরে একটি গম্বুজ ছিল; তাহা এখন আর নাই। দরওয়াজাটি নকশা ও প্রসাধনপ্রণালীর সৌন্দর্যের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। বিশ্বে ইষ্টক নির্মিত যে কয়টি সর্বাঙ্গ সুন্দর অট্টালিকা আছে, ইহা তাহাদের অন্যতম। তাঁতিপাড়া মসজিদের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, প্রাচীরের অধিকাংশ ভূমিসাৎ হইয়াছে। ধ্বংসাবস্থায় পতিত হইলেও ইহা

www.pathagar.com

এখনও সৌন্দর্যের আধার। ক্যানিংহামের মতে ইহা গৌড়ের সর্বাপেক্ষা মনোরম অট্টালিকা। যদি প্রত্যেকটি সূক্ষ্মাংশের পূর্ণতা সাধন উৎকৃষ্ট সৌধের মানদণ্ড হয়, তবে তাঁহার সিদ্ধান্ত বাস্তবিকই সত্য। বাহ্য সৌন্দর্যে তাঁতিপাড়া মসজিদ সত্যই বঙ্গীয় স্থাপত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বড় সোনা মসজিদের আকার ছোট সোনা মসজিদের দ্বিগুণেরও কিছু বেশী। ইহা অপেক্ষাকৃত সরল ও হৃদয়গ্রাহী। ফার্গুশন সাহেব ইহাকে গৌড়ের ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া মনে করেন।

১৪০১ খৃস্টাব্দে গুজরাট মুজাফ্ফর শাহের নেতৃত্বে স্বাধীন হয়। তাঁহার বংশধরেরা দেড় শতাব্দীকাল পর্যন্ত দোর্দণ্ড প্রতাপে পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করেন। চিতোর, মালব ও আহ্মদ নগর তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। মুজাফ্ফর শাহের প্রপৌত্র আহ্মদ শাহ্ (১৪১২-৪৩) আহ্মদাবাদ নগর স্থাপন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা এশিয়ার সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী নগরগুলির অন্যতম এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জগতের সর্বাপেক্ষা মনোরম নগর বলিয়া বিবেচিত হইত। আহ্মদ শাহ্ নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে তিন দরওয়াজা ও জামে মসজিদ অতি বিখ্যাত। ১৮১৯ খৃস্টাব্দের ভূমিকম্পে মসজিদের মিনার দুইটি বিনষ্ট হইয়া যায়। বর্তমান অবস্থায়ও স্থপতিবিদেরা ইহাকে জগতের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও আড়ম্বরময় মসজিদগুলির অন্যতম বলিয়া বিবেচনা করেন। দ্বিতীয় মুজাফ্ফর শাহের রাজত্বকালে রাণী সিপারীর মসজিদ নির্মিত হয় (১৫১৪ খৃঃ)। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও (৪৮১X৯ ফুট) ফার্গুশনের মতে ইহা জগতের অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকাগুলির অন্যতম। তাঁহার বর্ণনায় আদৌ অতিশয়োক্তি নাই। ভারতীয় স্থাপত্য বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল সার জন মার্শাল বলেন, "কি প্রাচ্যে, কি পাশ্চাত্যে অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রসাধন-প্রণালীর সৌন্দর্যের এরূপ নিখুঁত সংমিশ্রণ অপর কোন সৌধে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।"* সিদি সয়িদের মসজিদ আরও ক্ষুদ্র, কিন্তু তুল্য বিখ্যাত। এই নিরাড়ম্বর মসজিদের জানালার মনোহর পর্দাগুলিই ইহার বিশ্বব্যাপী খ্যাতির মূল। প্রস্তরের উপরে বৃক্ষ ও ফুলের এত স্বাভাবিক প্রতিকৃতি পূর্বে বা পরে ভারতের আর কোথাও অঙ্কিত হয় নাই। বাধ হরিরের মসজিদ (১৫০০ খৃঃ) এবং শাহ্ আলম ও সয়্যিদ উসমানের মসজিদ ও সমাধি আহ্মদাবাদের অন্যান্য প্রসিদ্ধ অট্টালিকা।

সুলতান মাহ্মুদ বেগাড়া অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল (১৪৫৯-১৫১১ খৃঃ) রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় ক্যাম্পানিরে অনেক বিখ্যাত অট্টালিকা নির্মিত হয়; তন্মধ্যে জামে মস্জিদ সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। ক্যাম্বের জামে মসজিদ

* Cambridge History of India, Vol. iii', 616.

www.pathagar.com

ও ঢোলকার বেলোল খান কাজীর মসজিদের খ্যাতিও কম নহে। সার্খেজে বিশাল দীঘির-তীরে মাহমুদ বেগাড়ার আরাম মঞ্জিলের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ্নাবস্থায়ও ইহা অতি মনোরম। কিন্তু ওয়াভ্ বা ধাপওয়ালা কূপের জন্যই গুজরাট বিখ্যাত। কি অঙ্গ-বিন্যাস, কি প্রসাধন-প্রণালী, কোন দিক দিয়াই ইহাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, জগতের আর কোথাও এরূপ কূপ নাই।* আদালাজ গ্রামের মহাড়ম্বর-পূর্ণ কূপ দেখিলে সত্যই চক্ষু জুড়ায়।

১৪০১ খৃস্টাব্দে দিলওয়ার খাঁর অধীনে মালব স্বাধীন হয়। পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার শেষ বংশধরকে অপসারিত করিয়া উযীর মাহমুদ খলজী এক নূতন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বীরত্ব ও সুশাসনে মালব একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। খলজী বংশের স্বাধীনতা প্রায় এক শতাব্দী (১৪৩৬-১৫৩১ খৃঃ) পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। মালবের রাজধানী মাণ্ডু ভারতের যাবতীয় দুর্গ-বেষ্টিত নগরীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ; ইহার প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ২৫ মাইলেরও অধিক। এখানে যে সকল মনোরম অট্টালিকা অদ্যাপি বর্তমান আছে, তাহা হইতেই মালবের সুলতানদের শক্তি ও ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গুজরাটের স্থাপত্যে প্রাগ-ইসলামিক প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু মালবে তাহার একান্ত অভাব।

দিলওয়ার খাঁর পুত্র হোশাং শাহ্ বিখ্যাত জামে মসজিদের নির্মাণ আরম্ভ করেন ; মাহমুদ খলজীর সময় ইহা সমাপ্ত হয়। ১৮২৯ খৃস্টাব্দে ফার্গুশন সাহেব স্বচক্ষে এই মসজিদটি পরিদর্শন করিয়া ইহাকে ভারতের উৎকৃষ্ট মসজিদগুলির অন্যতম বলিয়া নির্দেশ করিয়া যান। হিন্দোলা মহলও সম্ভবতঃ তাঁহারই নির্মিত। এই দরবার-কক্ষটি এ শ্রেণীর অট্টালিকার মধ্যে অদ্বিতীয়। হোশাং শাহের সমাধি ভারতে সম্পূর্ণ শ্বেত-মর্মরে নির্মিত প্রথম বৃহৎ মকবরা। তাঁহার নির্মিত জাহাজ মহলের খিলানযুক্ত কক্ষগুলি অতি সুন্দর। মাহমুদ শাহের মাদ্রাসা সমাধি ও সপ্ততল বিজয়-স্তম্ভ বহুকাল পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাজ বাহাদুর ও রূপমতীর প্রাসাদ অদ্যাপি বর্তমান আছে। ইহা তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রেমের অবিনশ্বর প্রতীক।

শাহ্ মির্জা নামক জনৈক দুঃসাহসিক ব্যক্তি কাশ্মীরে মুসলমান শক্তির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার বংশধরেরা দুই শতাব্দীরও অধিককাল (১৩৪৬-১৫৪১ খৃঃ) এদেশের শাসন-দন্ড পরিচালনা করেন। অত্যুচ্চ মনোরম চূড়া শ্রীনগরের অট্টালিকাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। উহাদের অধিকাংশই সাধারণতঃ কাষ্ঠ-নির্মিত। তন্মধ্যে জামে মসজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ। তৎপরে শাহ্ হামাদানের মসজিদের

---

* C. H. I., iii, 614.

www.pathagar.com

নাম উল্লেখযোগ্য। কাষ্ঠ, ইষ্টক ও প্রস্তর বড় মসজিদের উপাদান ; কিন্তু হামাদানের মসজিদ শুধু কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত। ইহা অতি সুন্দর দেখায়। এতদ্ব্যতীত জয়নুল আবেদীনের (১২২০-৭০ খৃঃ) মাতার সমাধি-সৌধ কাশ্মীরের অন্যতম দর্শনযোগ্য অট্টালিকা।

কেবল দিল্লী ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতেই মুসলমান নৃপতিরা তাঁহাদের উন্নত রুচি ও অতুল ঐশ্বর্যের নিদর্শন রাখিয়া যান নাই, অপেক্ষাকৃত অপরিচিত স্থানেও তাঁহাদের বহু পুরাকীর্তি বিদ্যমান আছে। ইহাদের মধ্যে ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত বায়ানার উখা মসজিদ মুবারক শাহের রাজত্বকালে (১৩১৬-২০ খৃঃ) নির্মিত হয়। মেওয়ারের রাজধানী চিতোরে গাম্ভেরী নদীর উপর একটি সুন্দর খিলানওয়ালা সেতু দেখিতে পাওয়া যায় ; ১৩০৩ খৃস্টাব্দে আলাউদ্দীন খলজী চিতোর জয়ের পর ইহা নির্মাণ করেন। যোধপুর রাজ্যে বিভিন্ন বংশীয় সুলতানদের কতকগুলি মনোরম অট্টালিকা আছে। তন্মধ্যে প্রাচীন নাগোর শহরের শামস মসজিদ ও আতার্কিন-কা-দরওয়াজা নামক তুঙ্গ সিংহদ্বার এবং জালোরের কিল্লা-মসজিদ ও তোপখানা মসজিদ বিখ্যাত। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গোয়ালিয়র রাজ্যের চান্দেরী নগর মালবের সুলতানদের অধিকারভুক্ত ছিল। সেখানে তাঁহাদের নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে জামে মসজিদ ও কুশক মহল প্রসিদ্ধ। কুশক মহল ১৪৪৫ খৃস্টাব্দে মাহ্মুদ শাহ্ (১ম) কর্তৃক নির্মিত হয়। প্রথম ইহা সপ্ততল ছিল ; এখন নীচের চারিটি তলার ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে।

রাজপুতনা ও মধ্যভারত ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও মুসলমানদের ইমারতের অভাব নাই। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বদায়ুনের কয়েকটি পুরাকীর্তি সুলতান ইলতুৎমিশের স্মৃতি অদ্যাপি লোকের মনে জাগরূক রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে হাওজ-ই-শাম্সী ও শাম্সী ঈদগাহ বদায়ুনের শাসনকর্তা থাকাকালে (১২০৩-৯) ও শেষোক্তটি সিংহাসন লাভের বার বৎসর পরে (১২২৩) নির্মিত হয়। জামে মস্জিদ ভারতের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম মস্জিদগুলির অন্যতম ; ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরে-দক্ষিণে ২৮০ ফুট। পুনঃ পুনঃ মেরামতের পর মস্জিদটির পূর্বদিকের সিংহদ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট অংশ হাল-ফ্যাশানে পুনর্নির্মিত হইয়াছে। বর্তমানের কদর্য আকার হইতে উহার অতীত রূপ ধরিবার উপায় নাই। এতদ্ব্যতীত নিখোহাবাদের অনতিদূরে রাপ্রি গ্রামে আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে (১৩১১) নির্মিত জমকাল ঈদগাহ্, পাঞ্জাবের হিশার জিলার ফাতেহাবাদের সুবিখ্যাত মস্জিদ ও স্তম্ভ, ঝাঁসীর চল্লিশ মাইল উত্তরস্থ ইরিচের জামে মস্জিদ (১৪১২), উত্তর প্রদেশের জলাউন জিলায় কাল্পি গ্রামের চৌরাশি গম্বুজ নামক মনোহর মকবর, পাঞ্জাবের হিশার জিলায় হাঁসি গ্রামে আলীর মিনাদার সমাধি ও লালিতপুরের জামে মস্জিদ

www.pathagar.com

ইসলামের গৌরবের বস্তু। ইরিচের জামে মসজিদের মিহরাবের কারুকার্য অতি উন্নত শ্রেণীর ; এই মসজিদটিতেও আধুনিক দৈত্যের হাত পড়িয়াছে।

কেবল হিন্দুস্তানে নহে, দাক্ষিণাত্যেও স্থাপত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়। ১৩৪৭ খৃস্টাব্দে হাসান গঙ্গু নামক মুহম্মদ তুগলকের জনৈক কর্মচারী দৌলতাবাদে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি নিজেকে পারস্যাধিপতি বাহমনের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন। তজ্জন্য তাঁহার বংশ বাহমনী নামে পরিচিত।* বাহমনী সুলতানেরা প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত (১৩৪৭-১৫২৬) প্রবল প্রতাপে দক্ষিণ ভারত শাসন করেন। তাঁহাদের আমলে বহু নূতন নগর স্থাপিত এবং অসংখ্য দুর্গ, প্রাসাদ, মাদ্রাসা, মসজিদ ও কবর-গৃহ নির্মিত হয়। বিদর ও কুলবর্গার মসজিদ বাহমনী স্থাপত্যের আদর্শ। কুলবর্গার জামে মসজিদ, দওলতাবাদের চাঁদ মিনার ও বিদরে খাজা মাহমুদ গাওয়ানের মাদ্রাসা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই সৌধগুলি পারসিক পদ্ধতিতে নির্মিত। কুলবর্গার প্রধান অট্টালিকাগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আলাউদ্দীন হাসান শাহ, মুহম্মদ শাহ, দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ এবং আরও দুইজন সুলতানের সমাধি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অট্টালিকাগুলি একত্রে হপ্ত গম্বুজ নামে পরিচিত। ইহাতে মুজাহিদ শাহ, দায়ুদ শাহ এবং সপরিবার গিয়াসুদ্দীন ও ফিরোজ শাহের সমাধি আছে। এই কবর-গৃহগুলির পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিদর নগর আহমদ শাহ কর্তৃক স্থাপিত হয়। নগর-রক্ষী দুর্গ, আহমদ শাহ অলীর সমাধি ও তৃতীয় মুহম্মদ শাহ নির্মিত ষোল-খাম্ব মসজিদ বিদরের প্রধান দর্শনীয় বস্তু। এতদ্ব্যতীত বাহমনীরা অসংখ্য সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। এগুলিই তাঁহাদের অবিনশ্বর কীর্তি এবং ইতিহাসে তাঁহারা প্রধানতঃ এজন্যই বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে নান্যুল' মাহুর, পরেন্দা, নলদুর্গ, পানহলা দুর্গ ও গোয়ালিগড় দুর্গ প্রধান। দওলতাবাদের দুর্গাদি মধ্যযুগের সমগ্র জগতের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক সামরিক স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন। দৃঢ়তা ও কৌশলের দিক দিয়া পাক ভারতের আর কোথাও ইহাদের তুলনা নাই। দওলতাবাদের পরেই বিদর ও পরেন্দার দুর্গের স্থান।

বস্তুতঃ ভারতীয় স্থাপত্যে দিল্লীর ও প্রাদেশিক সুলতানদের দান অমূল্য। তাঁহাদের নির্মিত অসংখ্য বিশাল ও মনোহর অট্টালিকা দেখিয়া স্থাপত্যবিদরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে স্বীকার করিয়াছেন, পাঠানেরা দৈত্যের ন্যায় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া জহুরীর ন্যায় সমাপ্ত করিতেন।"

* এ সম্বন্ধে ইতিহাসে যে গল্প প্রচলিত আছে এবং 'হাসান গঙ্গ বাহমনী' বাহাতে রং ফলাইয়াছে, আধুনিক গবেষণার ফলে তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

আমীরুল উমরাহ মীর্জা নজফ খাঁ

১৭৭১ খৃস্টাব্দ। ভারতে শাহী সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। পূর্ব-ভারত ইংরেজদের অধিকারে। অযোধ্যা, রোহিলখন্ড, ভরতপুর ও রাজপুতনা স্বাধীন। দাক্ষিণাত্য ইংরেজ, ফরাসী, মারাঠা, নিজাম ও হায়দর আলীর মধ্যে বিভক্ত। গুজরাট মারাঠাদের এবং পাঞ্জাব শিখ ও পারসিকদের অধিকারে। জাঠেরা চম্বল নদী হইতে দিল্লীর দ্বারদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদের মালিক। জাঠ-রাজ 'কংসাবতার' সুরজমহল স্বরাজ্যে গোহত্যা, এমনকি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্মানুষ্ঠান পর্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়া দেন। আগ্রার বড় মসজিদকে তিনি বাজারে পরিণত করেন। দিল্লী বার বার পারসিক ও মারাঠাদের হস্তে লুণ্ঠিত এবং শিখ, জাঠ ও মারাঠা বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। মারাঠারা দিওয়ান-ই-আমের রূপার ছাদ পর্যন্ত গলাইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে। সম্রাট ২য় শাহ্ আলম ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হইতে মহাদেওজি সিন্ধিয়ার আশ্রিতে পরিণত। আমীরেরা ক্ষমতা লাভের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইসলামের এই ভীষণ দুর্দিনে ব্যথিত হইয়া একজন সুযোগ্য বৈদেশিক ইহার ইজ্জৎ রক্ষার ভার গ্রহণ করেন ; তাঁহার নাম মীর্জা নজফ খা। নজফ খাঁর পিতা ছিলেন ইরানের সদর-উস-সুদুর (প্রধান ভিক্ষাদাতা)। ইহা খুব উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ। অযোধ্যার নওয়াব শুজাউদ্দৌলার পিতৃব্য আবুল মুহসিন ছিলেন তাঁহার নিকটআত্মীয়। নওয়াব-দরবারের অবিশ্রান্ত ষড়যন্ত্রে বিরক্ত হইয়া তিনি ভাগ্য পরীক্ষার্থে অন্যত্র যাত্রা করেন। সুতীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর বাঙালার নওয়াব মীর কাসিম খান যখন চম্পা নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন মির্জা নজফ খাঁ কয়েকজন সৈন্যসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মীর কাসিম সানন্দে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। তিনি তখন সুরক্ষিত উদয়নালায় শত্রুদিগকে বাধাদানে প্রস্তুত হইতেছিলেন। মির্জা নজফ খাঁ সানুচর সেখানে প্রেরিত হইলেন (১৭৬৩ খৃঃ)।

মীর্জা নজফ খাঁ শিবিরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, সেনাপতিদের সকলেই স্থানটির নৈসর্গিক দৃঢ় প্রতিবন্ধকতার উপর নির্ভর করিয়া মদ্যপান ও নৃত্য-গীতে মত্ত। তাঁহার ইহা ভাল লাগিল না। একটি হ্রদ ও জলাভূমির অপর তীরে ছিল ইংরেজের শিবির। তিনি পাহাড়িয়াদের নিকট হইতে খবর লইয়া জানিলেন, হ্রদ ও জলাভূমির ভিতর দিয়া পদব্রজে ইংরেজ শিবিরে গমন করা যায়। এই গুপ্ত পথে একদিন রাত তিনটার সময় তিনি হঠাৎ শত্রু শিবির

www.pathagar.com

আক্রমণ করিলেন। এই অংশে ছিল বৃদ্ধ নওয়াব মীর জাফরের তাঁবু। সহসা আক্রান্ত হইয়া তিনি নৌকায় পালাইয়া গেলেন। মির্জা নজফ খাঁ প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এই নৈশ অভিযানই মীর কাসিমের কাল হইয়া দাঁড়াইল। নজফ খাঁ ক্রমাগত কয়েক রাত্রে ইংরেজদিগকে এভাবে আক্রমণ করায় তাহারা এই গুপ্ত পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত জনৈক ইংরেজ পলাইয়া আসিয়া বহু পূর্বে নওয়াবের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে। সেই ইংরেজই এই গুপ্তপথের আক্রমণ সন্ধান বলিয়া দিল। ঐ গুপ্ত পথেই এক রাত্রে অকস্মাৎ তাহারা নওয়াব শিবির আক্রমণ করিল। অসতর্ক বাঙালীরা পরাজিত ও হাজারে হাজারে নিহত হইল। মির্জা নজফ পাহাড়ের ভিতর দিয়া পলাইয়া গেলেন।

মীর কাসিম সর্বস্বান্ত হইয়া অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। তিনি শোন নদী পার হইয়া নোতে শহরে শিবির স্থাপন করিলেন, মির্জা নজফ পরে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সুজাউদ্দৌলার প্রকৃতি তাঁহার ভালই জানা ছিল ; কাজেই তিনি অযোধ্যা গমনের প্রতিবাদ করিয়া মীর কাসিমকে বলিলেন, "আপনি পরিজন ও ধন-সম্পদ লইয়া রোটাসে গমন করেন ; যুদ্ধ চালনার ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন। আমি ইংরেজদের পিছনে এমনভাবে লাগিয়া থাকিব যে, তাহারা ব্যূহ রচনার এমন কি আহারেরও সময় পাইবে না। কিন্তু স্থানটি স্বাস্থ্যকর নহে বলিয়া নওয়াব ইহাতে সম্মত হইলেন না। বুন্দেলখন্ডে গিয়া মারাঠাদের আশ্রয় গ্রহণের প্রস্তাবও তাঁহার মনঃপূত হইল না। মির্জা নজফকে অযোধ্যা গমনে নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া তিনি তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা ও পাঁচটি হাতি উপহার দিয়া বিদায় দিলেন।

ক্ষমতা-সোপান

মীর্জা নজফ প্রথমে বুন্দেলখণ্ডে গিয়া স্থানীয় রাজার অধীনে চাকরি লইলেন। পর বৎসর মীর কাসিম বুন্দেলখণ্ড জয় করিলে তিনি ইংরেজ বাহিনীতে যোগদান করিলেন। ইংরেজেরা তাঁহাকে এলাহাবাদ অবরোধে প্রেরণ করিল। দুর্গের দুর্বল অংশ তাঁহার ভাল জানা ছিল বলিয়া সহজেই উহার পতন ঘটিল। এলাহাবাদের সন্ধিতে (১৭৬৫ খৃঃ) বাদশাহ্ শাহ আলম কোরা ও এলাহাবাদ জিলা পাইয়া এলাহাবাদে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। মির্জা নজফের পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজেরা তাঁহাকে বাংলার রাজস্ব হইতে এক লক্ষ টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিল। কিছুকাল পরে তিনি কোরার ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। এই সময় দস্যু দমন করিয়া তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। ক্রমে তিনি সেনাপতির পদ পাইলেন। কয়েক মাস পরে বাদশাহ্ দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলে মির্জা নজফ খাঁও তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। এ সময় হইতেই তাঁহার গৌরবময় জীবনের শুরু হয়।

www.pathagar.com

পদচ্যুতি

সম্রাট রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করা মাত্রই মির্জা নজফ খাঁ জাঠ দমনের জন্য এক অদম্য বাহিনী গঠনে মনোযোগী হইলেন। ১৭৭২ খৃস্টাব্দের প্রথমে তাঁহার সহকারী নিয়াজবেগ খাঁ দোআব ও নজফ কুলী খাঁ হরিয়ানার (দিল্লীর পশ্চিমস্থ ভূভাগ) জাঠ অধিকৃত জনপদ অধিকারে ছুটিয়া গেলেন। নজফ খাঁর প্রতিষ্ঠাতা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া উযীর হিশামুদ্দীন খাঁ মারাঠাদের স্মরণ লইলেন। নবেম্বরের শেষে লক্ষাধিক জাঠ, মারাঠা ও রোহিলা সৈন্য দিল্লী অবরোধ করিল। মির্জা নজফ তাহাদের বিরুদ্ধে মাত্র ৪২ হাজার সৈন্য নামাইতে পারিলেন। ফলে ২৮শে ডিসেম্বরের যুদ্ধে তাঁহার হার হইল। বিশ্বাসঘাতক হিশামুদ্দীন যুদ্ধ না করিয়াই নগরে চলিয়া গেলেন। তিনি সম্রাটকে বুঝাইলেন, মির্জা নজফ খাঁ-ই সমস্ত গোলমালের মূল। ফলে সেই বিশ্বস্ত সেনাপতি তাঁহার ইরানী ও তুরানী যুদ্ধাগণসহ পদচ্যুত হইলেন। বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পতনে হিন্দুস্তানীরা আনন্দিত হইল। মারাঠারা রাজ-কোষ হইতে নয় লক্ষ ও হিশামুদ্দীনের তহবিল হইতে আরও নয় লক্ষ টাকা পাইল। মির্জা নজফ খাঁকে রাজধানী হইতে সরাইতে পারিলে নায়েব-উজীর তুকাজী কোলকারকে পৃথকভাবে এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে নজফ খাঁ সসৈন্যে মারাঠা বাহিনীতে চাকরি পাইলেন (১৭৭৩ খৃঃ)। তাহারা প্রস্থান করিলে জাঠেরা শাহী রাজ্য লুণ্ঠন করিল। নজফ খাঁর সাময়িক ভাগ্য বিপর্যয়ে হিশামুদ্দীন ও জাঠ-রাজ নওয়াল সিংহ উভয়েই খুশী হইলেন।

ক্ষমতা লাভ

মারাঠাদের সহকারী সেনাপতি হিসাবে মির্জা নজফ খাঁ অযোধ্যার নওয়াব ও রোহিলা-সর্দার হাফিয রহমত খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া প্রভূত সুনাম অর্জন করিলেন। অধিকতর শক্তিশালী হইয়া তিনি তিন মাস পরে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার শত্রুদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল। আবদুল আহাদ খাঁ নামক হিশামুদ্দীনের এক ধূর্ত ষড়যন্ত্র-নিপুণ কর্মচারী ছিল। প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইয়া তিনি মির্জা নজফ খাঁর সহিত যোগদান করিলেন। তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় সম্রাটের উপর হিশামুদ্দীনের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়া গেল। হিশামুদ্দীন পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার স্থলে আবদুল আহাদ নায়েবে-উযীর পদ পাইলেন। নজফ খাঁ ২য় বখশী ও আমীরুল উমরার পদে উন্নীত হইলেন। হিশামুদ্দীন পাঁচ বৎসর পর্যন্ত নজফ খাঁর প্রাসাদে আটক রহিলেন। তাঁহার নয় লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াফত হইল। নজফ খাঁ ইহার এক-তৃতীয়াংশ পুরস্কার পাইলেন।

নজফ খাঁর ক্ষমতা লাভে অতিষ্ঠ হইয়া রাজা নওয়াল সিংহ শিখদের সাহায্য

www.pathagar.com

প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা তিন দলে বিভক্ত হইয়া ফরুখ নগর, রামগড় ও বল্লমগড়ে অবস্থান গ্রহণ করিল। মির্জা নজফ খাঁ বল্লমগড় হইতে দিল্লী গমনের রাস্তা বন্ধ করিয়া মদনপুরে শিবির স্থাপন করিলেন। তাঁহার শিবিরের প্রায় ছয় মাইল দূরে মদনগাড়ি নামক স্থানে জাঠদের একটি দুর্গ ছিল। তাহারা এক দিন বাদশাহের এক পাল গরু ও ঘোড়া তাড়াইয়া লইয়া গেল। মির্জা নজফ তৎক্ষণাৎ মদনগাড়ি আক্রমণের আদেশ দিলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তুমুল যুদ্ধের পর দুর্গ অধিকৃত হইল। এই জয়লাভ নজফ খাঁর সৌভাগ্য-সোপান রচনা করিল এবং নওয়াল সিংহেরও দুর্ভাগ্যের সূচনা করিল।

দীগের যুদ্ধ

নওয়াল সিংহের পলায়নের পর রাত্রেই মির্জা নজফ খাঁ তাঁহার সমর-সভা আহবান করিলেন। সকলেই এক বাক্যে শত্রুদিগকে আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। কেবল হীরা সিংহই ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, নওয়াল সিংহ সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে তাঁহাকে আক্রমণ না করিয়া আমাদের উচিত দ্রুতপদে তাঁহার রাজধানী দীগের দিকে ধাবিত হওয়া। নওয়াল সিংহ এই সংবাদ পাইয়া দুর্গ ত্যাগ করিলে তখনই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুবিধা হইবে। পক্ষান্তরে কোটমানে বসিয়া দীগ আক্রমনের সুযোগ সহজেই আপনার হাতে পাইবেন। তাঁহার প্রস্তাব নজফ খাঁর মনে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবির ভাঙ্গিয়া দুর্গের দিকে ছুটিলেন। কোশি, ছাতা ও অন্যান্য পরগনা দখল করিয়া ২২শে অক্টোবর মুসলিম বাহিনী সাহারে পৌঁছিল। হীরা সিংহের অনুমানই সত্য হইল। খবর পাইয়া রাজধানী রক্ষার জন্য নওয়াল সিংহ সংগে সংগেই বর্ষণায় হাজির হইলেন। ইহা দীগের ১২ মাইল উত্তরে ও সাহারের ৭ মাইল পূর্বে। বর্ষণার সুরক্ষিত পাহাড় পশ্চাতে থাকায় এ স্থানটি ছিল শিবির স্থাপনের খুবই উপযোগী। জাঠেরা এখানে আসিয়া তাহাকে অবরোধ করিয়া রাখিল। এভাবে অবরুদ্ধ হওয়ায় নজফ খাঁ তাঁহার ভারী মাল-পত্র সাহারে রাখিয়া আরও তিন মাইল আগাইয়া গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এক সপ্তাহেরও অধিককাল খন্ডযুদ্ধ চলিল। অচিরে মুসলিম শিবিরে খাদ্যাভাব হইল। নওয়াল সিংহ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভাতে মারিতে পারিতেন। কিন্তু নিষ্কর্মা বসিয়া থাকা তাঁহার ধাতে সহিল না। ৩১শে অক্টোবর প্রাতে নজফ খাঁ তাঁহাকে সহজেই যুদ্ধে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হইলেন মির কাসিমের কুখ্যাত জার্মান কাপ্তান সমরু ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে জাঠদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁহার নেতৃত্বে ফরাসী কর্মচারীদের অধীনে ইউরোপীয় শিক্ষিত ছয়

www.pathagar.com

দল বন্দুকধারী সৈন্য দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল। কয়েকজন হিন্দুরাজাও নওয়াল সিংহের সাহায্যে আগাইয়া আসেন। তাঁহাদের ১০,০০০ সৈন্য ও ১২,০০০ নাগা বৈরাগী লইয়া জাঠ বাহিনীর বাম পার্শ্ব গঠিত হইল। সুসজ্জিত অনুচর লইয়া নওয়াল সিংহ স্বয়ং কামানের পশ্চাতে কেন্দ্রভাগে স্থান লইলেন। বিশ্বাসী সেনাপতিদের অধীনে একদল সৈন্য পশ্চাদভাগে সংরক্ষিত হইল। পক্ষান্তরে মোল্লা রহীম দাদ খাঁ তাঁহার রোহিলা সৈন্যদিগকে লইয়া নাগা বৈরাগীদের, রেজাবেগ খাঁ ও রহীম বেগ খাঁ তাঁহাদের নিজস্ব অশ্বারোহী ও সম্রাটের দুই দল পদাতিক লইয়া সমরু এবং নজফ কুলী খাঁ ও আফ্রাসিয়াব খাঁ নওয়াল সিংহ ও জাঠ গোলন্দাজদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মাসুম আলী খাঁকে নিজের হাতীর পিঠে বসাইয়া মির্জা নজফ খাঁ দ্রুতগামী অশ্বে চতুর্দিক ঘুরিয়া সর্দারগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। রোহিলাদের ভীষণ আক্রমণে জাঠ বাহিনীর বাম পার্শ্ব ভাঙিগয়া গেল, পক্ষান্তরে সমরু নজফ খাঁর বাম পার্শ্বস্থ সৈন্যগণকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনে বাধ্য করিলেন। জাঠেরা আমীরুল উমরার হাতী ধরিয়া ফেলিলেন এবং নজফ খাঁ-ভ্রমে বেচারা মাসুমকে উপর্যপরি ছোরা মারিয়া হত্যা করিল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া নজফ খাঁ কেন্দ্রে ছুটিয়া গেলেন। তাঁহার আদেশে আফ্রাসিয়াব ও নজফ কুলী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে জাঠ গোলন্দাজ বাহিনী আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের প্রচন্ড আক্রমণে শত্রুকেন্দ্র ভাঙিগয়া গেল ; স্বয়ং নওয়াল সিংহ হাতীতে চড়িয়া দীগের দিকে পলায়ন করিলেন। কিন্তু সমরুর সিপাহীরা সম্মুখে কামান রাখিয়া মুসলমানদিগকে অভ্যার্থনা করার জন্য প্রস্তুত হইল। দিওয়ান যুধরায় ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিতে চলিলেন। এদিকে মুসলমানেরা যুদ্ধ জয় শেষ হইয়াছে মনে করিয়া শত্রুপক্ষের মালপত্র লুন্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। মির্জা নজফ খাঁ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি ভীষণ রাগিয়া গেলেন এবং মাত্র ৪০ জন সৈন্যসহ যুধরায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইলেন এবং যুধরায় পরাজিত ও বিতাড়িত হইলেন। আর যুদ্ধ করা বৃথা দেখিয়া সমরু রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহার এক

---

* বাবর বংশকে ভুলে 'মোগল' বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার তাগতাই তুর্ক। তাঁহারা 'বাদশাহ' উপাধি ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাহাদের আমলকে শাহী বা বাদশাহী আমল বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত। আমরা 'মোগল' শব্দ বর্জন করিয়া আমার স্কুল পাঠ্য-পুস্তকে (ইতি কাহিনী প্রথম ভাগ) এভাবেই আমি ভারত-ইতিহাসকে বিভক্ত করিয়াছি। শিক্ষা-বিভাগ তাহা মানিয়া লইয়াছেন। এখানেও আমরা সে ব্যবস্থারই অনুসরণ করিলাম।

www.pathagar.com

ফরাসী সহকারী কিছুতেই যুদ্ধ বন্ধ করিতে রাজী হইলেন না। নজফ খাঁ কয়েক দফা আক্রমণ করিয়াও তাঁহাকে সদলবলে স্থানচ্যুত করিতে না পারিয়া কামান আনিতে আদেশ দান করিলেন। প্রথম গোলা শত্রুদের বারুদের বাক্সে ও দ্বিতীয় গোলা ফরাসী কর্মচারীর মস্তকে পড়িল। তৃতীয় গোলাটি তাহার অনুচরদের মধ্যে পড়িলে অপরাহ্ন ৫টা তাহারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল। এতক্ষণে মির্জা নজফের দেহে যেন প্রাণ আসিল, সারাদিনে এই তাহার মুখে সর্বপ্রথম হাসি ফুটিল।

কোটমান অভিযান

বর্ষনার বিরাট জয়লাভের সংবাদে সম্রাট ও আবদুল আহাদ খাঁর মনে সন্দেহ ও ভীতির উদ্রেক হইল। তাঁহারা নওয়াল সিংহকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিলেন। এরূপ কয়েকখানা পত্র নজফ খাঁর সৈন্যদের হস্তগত হইল। কিন্তু সেই উদার-হৃদয় বীরপুরুষ তাহাতে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া রহীম দাদ খাঁকে কোটমান দুর্গ অবরোধে প্রেরণ করিলেন। নওয়ালের শ্বশুর সীতারাম ছিলেন ইহার রক্ষক। কয়েকদিন বাধাদানের পর এক রাত্রে তিনি সসৈন্যে দুর্গ হইতে পলাইয়া গেলেন। এমন সময় সংবাদ আসিল, উযীরুল মুল্ক শুজা-উদ্দৌলাহ নওয়াল সিংহের সাহায্যে আসিতেছেন। মেজর পোলিয়ারের অধীনে তাঁহার একদল সৈন্য বাস্তবিকই জাঠদের নিকট হইতে আগ্রা দুর্গের ভার নেওয়ার জন্য যাত্রা করিয়াছিল। এই দুঃসংবাদ পাইয়া মির্জা নজফ খাঁ কোটমান জয়ের আশা বাদ দিয়া আগ্রার দিকে ছুটিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি উযীরের সৈন্যদের কিছুক্ষণ পূর্বেই সেখানে পৌঁছিতে সমর্থ হইলেন।

আগ্রা জয়

জাঠদের সহিত অযোধ্যার নওয়াবের বহুকালের বন্ধুত্ব, তদুপরি তিনি নজফ খাঁর ন্যায় সুযোগ্য ও উচ্চাকাংখী লোককে সুনজরে দেখিতে পারিতে-ছিলেন না। তজ্জন্যই এই যুদ্ধ যাত্রা। কিন্তু এটা ওয়ায়র পৌঁছিয়াই তিনি বর্ষনার যুদ্ধ ও নজফ খাঁর আগ্রা গমনের সংবাদ পাইলেন। মতলব ফাঁসিয়া গিয়াছে দেখিয়া কপট উযীর আমীরুল উমরাহ্কে অভিনন্দিত করিয়া পত্র লিখিলেন "আপনার সাহায্যের জন্যই আমি এদিকে আসিয়াছিলাম।" সংগে সংগে মেজর পোলিয়ার, পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী জাঠেরা দুর্গ ছাড়িয়া দিলে উহা অধিকার করিতে, নতুবা নজফ খাঁর হুকুম তামিল করিতে গুপ্ত আদেশ পাইলেন। ১১ই ডিসেম্বর দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। কিল্লাদার (দান সাহেব ভ্রাতা) উযীরের সৈন্যগণকে গোপনে ভিতরে নেওয়ার জন্য অনেক কৌশল করিলেন। তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া তিনি পর বৎসরে ফেব্রুয়ারীর প্রথমে সন্ধি-শর্তে নজফ খাঁকে দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা বিশ্বাসঘাতকতা

www.pathagar.com

করিতে পারে, এই ভয়ে তিনি ধনাগার ও মালপত্র দুর্গে ফেলিয়াই পলাইয়া গেলেন। দায়ুদ বেগ কার্চি আগ্রার কিল্লাদার নিযুক্ত হইলেন।

নায়েব-উযীরি লাভ

এটাওয়ায় নওয়াব-উযীরের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য ২৭শে ফেব্রুয়ারী নজফ খাঁ যমুনা নদী অতিক্রম করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি মূল্যবান উপহার পাইলেন। তদুপরি নওয়াব তাঁহাকে নিজের পক্ষে নায়েব-উযীর নিযুক্ত করিলেন (মার্চ ৬)।

এপ্রিল মাসের শেষে বল্লমগড় হীরা সিংহের নিকট আত্মসমর্পন করিল। মে মাসের মধ্যভাগে ফারুক নগর মুসাভি খাঁর নিকট দ্বার খুলিয়া দিল। সমরু ও নওয়াল সিংহের চাকুরী ত্যাগ করিলেন। ২০শে মে তিনি শাহী খিলাত ও পানি পতের ফওজদারি পাইলেন। নানা কারণে মীর্জা নজফ খাঁ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। কিন্তু নওয়াল সিংহ এ অবস্থায়ও গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইলেন। শুধু নজফ খাঁর আমীনদিগকে হৃত জনপদ হইতে বিতাড়িত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, দিল্লী আক্রমণ করিবেন বলিয়াও ভয় দেখাইলেন। বাধ্য হইয়া নজফ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযানে বাহির হইলেন। মুসলমানদের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া জাঠেরা সুনু খাঁর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নজফ খাঁ দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু নিকটবর্তী কাম দুর্গের রাজপুতরা জাঠদিগকে গোপনে খাদ্য প্রেরণ করায় তাহারা দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। চারি মাস পরে আবদুল আহাদ খাঁর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য নজফ খাঁ দিল্লী চলিয়া গেলেন। নজফ কুলী অবরোধ চালাইতে লাগিলেন। শীঘ্রই সমরু আসিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। নওয়াল সিংহ সেখানে শক্তিশালী সৈন্য রাখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

কাম জয়

সমরুর পরামর্শে নজফ কুলী কামের আমীনকে সুনখারে খাদ্য প্রেরণ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি ইহা অস্বীকৃত করায় মুসলিম সৈন্যদলের একাংশ কামদুর্গ অবরোধে প্রেরিত হইল। এবার জয়পুরের কচ্চওয়া রাজপুতেরা প্রকাশ্যেই জাঠদের পক্ষাবলম্বন করিল। দুর্গ-প্রাচীর এত পুরু ছিল যে, উহার উপর দিয়া দুইখানা গো-যান পাশাপাশি চলিতে পারিত। কাজেই কামানের গোলা উহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। শেষে মোলা রহীমদাসের অসাধারণ বীরত্বে দুর্গ-শীর্ষে মুসলিম পতাকা উড্ডীয়মান হইল। কিন্তু এই বিজয়ে ইসলামের কোনই লাভ হইল না। নজফ কুলী প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়া

www.pathagar.com

সমরুকে ইহার কিল্লাদার নিযুক্ত করায় মোল্লাজী ক্রুদ্ধ হইয়া ১২,০০০ রোহিলা সৈন্যসহ নওয়াল সিংহের অধীনে চাকরি লইলেন। এই ক্ষতি সহজে পূরণ হইল না।

সুনুখারের যুদ্ধ

আবদুল তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে মুক্ত হইতে না হইতেই নজফ খাঁর ভীষণ অসুখ হইল। এমন কি চতুর্দিকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া জয়পুর দরবার কাম পরগণা পুনরুদ্ধারের জন্য রণসজ্জা করিল। কিন্তু নজফ খাঁ অচিরেই রোগ মুক্ত হওয়ায় রাজপুতদের বড় আশায় ছাই পড়িল। ৪ঠা এপ্রিল (১৭৭৫) নজফ খাঁ পুনরায় জাঠদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এ সংবাদে নওয়াল সিংহ সুনুখারে ফিরিয়া আসিলেন। এমন কি রাজপুতেরাও তাঁহার সহিত যোগদান করিল। দুর্গ-প্রাচীরের নিম্নে উভয় পক্ষে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ হইল। প্রতিহিংসার বশে মোল্লা রহীম দাদ তাঁহার ভূতপূর্ব সহচরদের খুবই ক্ষতি করিলেন। তথাপি জাঠেরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া বিয়ানা ও হিন্দুয়া অভিযানের ছুতায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দিল।

এই পরগণা দুইটি ছিল বাদশাহের অন্যতম গোলন্দাজ সেনাপতি ফরাসী বীর মশিয়ে সাদিকের আওতায়। সংবাদ পাইয়া তিনি নজফ খাঁর মঞ্জুরি না লইয়াই বর্ষণী হইতে সেদিকে ছুটিলেন। কিন্তু একটি নদী অতিক্রমকালে রোহিলারা হঠাৎ তাঁহার দলে ঝাঁপাইয়া পড়ায় তিনি উর্ধশ্বাসে আগ্রায় পলাইয়া গেলেন। রহীম দাদের সফলতায় আতংকিত হইয়া নজফ খাঁকে এক বিরাট বাহিনীসহ মুহাম্মদ বেগ খাঁ হামাদানীকে আগ্রায় পাঠাইতে বাধ্য হইলেন।

জাঠ ও রাজপুতেরা দেখিল, নজফ খাঁকে আক্রমণ করার ইহাই সুবর্ণ-সুযোগ। ১৮ই মে তাহারা তাহাদের সুরক্ষিত আশ্রয়ের বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ শুরু করিল। কিন্তু মির্জার অসীম সাহসিকতাপূর্ণ রণ-কৌশলে এবারও সংখ্যাল্প মুসলমানদেরই জয় হইল। জাঠ ও রাজপুতেরা পরাজিত হইয়া দীগে পলাইয়া গেল।

রোহিলা-সর্দার নজিবুদ্দৌলাহ্ পূর্বে আমীরুল উমরাহ্ ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাবিতা খাঁ পিতার পদ অধিকারের জন্য শিখদের সহিত মিলিত হইয়া শাহী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। শিখেরা দিল্লীর পশ্চিম শহরতলীর পাহাড় গঞ্জ লুণ্ঠন করিল ও পোড়াইয়া দিল।

জাবিতা খাঁ স্বয়ং দো-আব ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু পশ্চাতে

www.pathagar.com

অর্ধ বিজিত শত্রু বাহিনী থাকাতে নজফ খাঁ অন্যত্র গমনে সাহসী হইলেন না।

১০ই আগস্ট নওয়াল সিংহের মৃত্যু হইল। মোল্লা রহীম দাদ রাজা জওয়াহের সিংহের নাবালিগ পুত্র খেরি সিংহকে মসনদে বসাইয়া নিজে সমস্ত শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিলেন। কিন্তু অচিরেই নওয়াল সিংহের ভ্রাতা রণজিৎ সিংহ মারাঠাদের সাহায্যে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে বসিলেন।

দীগ অবরোধ

মির্জা নজফ খাঁ দীগ অবরোধে ছুটিলেন। এই সুসজ্জিত বিরাট নগর বহু বুরুজ-শোভিত অত্যুচ্চ, পুরু ডবল প্রাচীর; গভীর ও প্রশস্ত পরিখা এবং বহু দুর্গ ও উপদুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। নগর প্রাচীর ও উপদুর্গের প্রাচীরে সৈন্যরা সারি সারি কামান সাজাইয়া শত্রুকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করার জন্য সদা সতর্ক হইয়া প্রস্তুত থাকিত। একদল সৈন্য শাহ বুর্জে থাকিয়া নগরের মূল দ্বার রক্ষা করিত। এখানেই পরিখা শেষ হয়। উপদুর্গগুলির মধ্যে গোপালগড় প্রধান। ইহা শাহ বুর্জের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল। সে কালে দীগ ও ভরপুর ভারতের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও সুরক্ষিত নগর বলিয়া স্বীকৃত হইত।

নজফ খাঁ নগরের সুদৃঢ় রক্ষা-ব্যূহ দেখিয়া প্রায় হতাশ হইয়া গেলেন। তাঁহার নিকট ইহা একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি বলিয়া মনে হইল। তাহার সৈন্যরা নগরের একদিক বেষ্টন করার পক্ষেও যথেষ্ট ছিল না। কয়েকদিন পর্যবেক্ষণেই কাটিয়া গেল। অবশেষে তিনি আক্রান্ত স্থানের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার সৈন্যদের অর্ধাংশ শাহ বুর্জের সম্মুখে কামান পাতিয়া নগর প্রাচীরস্থ কামানের গোলা হইতে আত্মরক্ষার জন্য পরিখা কাটিয়া তন্মধ্যে আশ্রয় লইল। অপরার্ধ গোপালগড় অবরোধ করিল (১৭৭৫ খৃঃ)।

দীগ ও গোপালগড়ের মধ্যস্থ প্রান্তরে কয়েক হাজার নাগা গোঁসাই তাঁবু গাড়িয়া বাস করিত। তাহারা প্রায়ই মির্জার গোলান্দাজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিত ও তাঁহার রসদবাহী বলদগুলি তাড়াইয়া লইয়া যাইত। ফলে মুসলিম শিবিরে খাদ্যাভাব ঘটিল। সৌভাগ্যবশতঃ মুহম্মদ বেগ ও নজফ কুলী চতুর্দিকস্থ জনপদ অধিকার ও বশীভূত করিয়া বিপুল শস্য ও রণ-সম্ভার লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে মুসলমানদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। নজফ খাঁ এবার দীগ ও গোপালগড়ের মধ্যবর্তী প্রান্তর দখলে আনিতে মনস্থ করিলেন। হাজার হাজার জাঠ নাগা গোঁসাইদের সহযোগিতায় তাঁহাকে প্রাণপণে বাধা দান করিল। রণজিৎ সিংহ স্বয়ং তাঁহার সকল সাহসী সর্দারকে

www.pathagar.com

লইয়া যুদ্ধে যোগদান করিলেন। দীগ ও গোপালগড়ের দুর্গ প্রাচীর হইতে অবিরত গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বহু মুসলমান নিহত হইল। অবশিষ্ট সৈন্যেরা পলায়নের উপক্রম করিল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া নওয়াব ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। সহচরেরাও তাঁহার অনুসরণ করিল। তাহাদিগকে লইয়া তিনি ভীমবেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া পলায়নোদ্যত সৈন্যরাও আক্রমণে যোগদান করিল। অবস্থা সুবিধাজনক নহে দেখিয়া রণজিৎ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িলেন। জাঠ ও নাগারা একই পথ অবলম্বন করিল। নাগাদের পরিত্যক্ত স্থানে মুহম্মদ বেগের শিবির পড়িল।

কুহ্মির হইতে অবরুদ্ধ নাগরিকদের জন্য খাদ্য আসিত। হাতে মারা প্রায় অসম্ভব দেখিয়া নজফ খাঁ তাহাদিগকে ভাতে মারার ব্যবস্থা করিলেন। নজফকুলী দীগ ও কুহ্মিরের মধ্যবর্তী কোন সুবিধাজনক স্থানে আড্ডা গাড়িয়া খাদ্য আমদানি ও উভয় স্থানের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান সম্পূর্ণ বন্ধ করিতে আদিষ্ট হইলেন। এক রাত্রে দেখা গেল, ২০০০ নরনারী একদল জাঠ পদাতিকের প্রহরায় রসদ লইয়া দীগে যাইতেছে। মুসলমানদিগকে দেখা মাত্রই তাহারা রসদের বোঝা ফেলিয়া এগুলে পলাইয়া গেল। অল্প কয়েকজন লোক ধরা পড়িয়া নজফখাঁর নিকট প্রেরিত হইল। তাঁহার পরামর্শদাতারা বলিলেন, "ইহাদের নাক-কান কাটিয়া ছাড়িয়া দিন। তাহা হইলে মহানুভব কুহ্মিরের লোকেরা এরূপে খাদ্য সরবরাহের পরিণাম বুঝিতে পারিবে। কিন্তু "মির্জা একজন বেয়াড়া বিদ্রোহীর অপরাধে এই অসহায় নির্দোষ লোকগুলিকে শাস্তি দানে সম্মত হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে শুধু সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার দয়া ভীতি-উৎপাদক নীতি অপেক্ষা অধিকতর সুফল দান করিল। তাঁহার উন্নত চরিত্র এবং সদয় ও বিজ্ঞোচিত নীতির পরিচয় পাইয়া হিন্দু জনসাধারণের মন হইতে মুসলিম শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণাভাব চলিয়া গেল। শত্রুতাও বন্ধ হইল।

দিন দিন নজফ খাঁর শক্তি বৃদ্ধি ও অবরুদ্ধ নাগরিকদের জয়ের আশা হ্রাস পাইতে লাগিল। নাগা গোঁসাইদের অন্যতম সর্দার রাজা হিম্মত বাহাদুর ত্রিশটি কামান ও ৫/৬ হাজার সৈন্য লইয়া অবরোধকারীদের সহিত যোগদান করিলেন। (মার্চ ১৭৭৬ খৃঃ)। এপ্রিল মাসের প্রথমে অযোধ্যার নওয়াব আসাফুদ্দোলাহ্ লতাফৎ আলী খাঁর অধীনে তিন দল সিপাহী পাঠাইলেন। নজফ কুলী নগরে খাদ্য আমদানি একদম বন্ধ করিয়া দিলেন। দীগে তখন অন্ততঃ অর্ধ লক্ষ লোক ছিল ; খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল।

www.pathagar.com

মানুষ ও পশুর মৃত দেহে রাস্তা-ঘাট পূর্ণ হইয়া গেল। ক্ষুধার্ত নরনারী বৈধ, অবৈধ যাহা সম্মুখে পাইল, তাহাই মুখে পুরিতে লাগিল। বাধ্য হইয়া রণজিৎ সিংহ—সামরিক অধিবাসীগণকে নগর ত্যাগের অনুমতি দিলেন। বিপুল জন-স্রোত মুসলিম শিবিরের দিকে ছুটিল। নওয়াবের কর্মচারীরা তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, "কামান দাগাইয়া ইহাদিগকে নগরে তাড়াইয়া দিন, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বিভীষিকা বৃদ্ধি পাইবে।" নিষ্ঠুর হইলেও এই কৌশলে জাঠদের তৈলে জাঠ ভাজা হইত। কিন্তু সহৃদয় নওয়াব এবারও বিদ্রোহীদের অপরাধে দুঃস্থ ও বিপন্ন লোকদিগকে কষ্ট দিতে রাজী হইলেন না। তিনি তাহাদের সহিত অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিয়া তাহাদের নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিলেন। নগর ও শিবিরের মধ্যভাগে এক শাহী পতাকা গাড়িয়া তিনি ঘোষণা করিলেন, যাহারা ইহার নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কেহই তাহাদের উপর কোন উৎপীড়ন করিবে না। এই প্রীতিকর সংবাদ প্রত্যেহ শত শত লোক নিশানের নীচে জমা হইলে লাগিল। এমন কি ধনী বণিক ও মহাজনেরাও ছিন্ন বস্ত্রের মধ্যে মূল্যবান মণিমুক্তা ও স্বর্ণমুদ্রা লুকাইয়া দরিদ্র লোকের সঙ্গে মিশিয়া নগর ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা টের পাইয়া শিবির রক্ষক ও দুষ্ট সৈন্যেরা গোপনে তাঁহাদের ধনরত্ন লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। এ কথা নওয়াবের কানে উঠিলে তিনি এ সকল সৈন্য ও তাহাদের কর্মচারীদিগকে ডাকাইয়া নিয়া এরূপ হীন কার্যের জন্য কঠোর তিরস্কার করিলেন। এখন হইতে আশ্রয় প্রার্থীরা দুর্গ-প্রাচীরের নিম্নে একত্র হইতে আদিষ্ট হইল। নওয়াব স্বয়ং সেখান হইতে তাহাদিগকে আগাইয়া আনিতেন। এইরূপে তাঁহার দয়ায় প্রায় সমস্ত বে-সামরিক অধিবাসীই অল্প কয়েক দিনের মধ্যে নগর ত্যাগে সমর্থ হইল। মির্জা নজফের এ সদাশয়তাকে একমাত্র মহামতি সুলতান সালাহুদ্দীনের জেরুজালেম জয়ের সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

দীগের পতন

উপযুক্ত খাদ্যাভাবে জাঠ সৈন্যেরা ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িল। আত্মরক্ষায় নিরাশ হইয়া রণজিৎ সিংহ এক অন্ধকার রাধে গোপনে কুহ্মিরে চলিয়া গেলেন। রমণী ও শিশুগণকে পাহারা দানের জন্য বহু জাঠ মূল দুর্গে রহিল। ইহা নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। পরদিন (এপ্রিল ২৯) প্রাতে নজফ খাঁ নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সৈন্যগণকে এমন কি পরিত্যক্ত গৃহ লুণ্ঠন করিতেও নিষেধ করিয়া দিলেন। দুর্গ-রক্ষী সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করিলে ক্ষমা পাইবে বলিয়া ঘোষিত হইল। কিন্তু তাহারা এই মহত্বের মর্যাদা বুঝিল না। তাহাদের অবিশ্রান্ত গুলী বর্ষণে নওয়াবের বহু সৈন্য মৃত্যুমুখে

www.pathagar.com

পতিত হইল। অগত্যা সমর দুর্গটি কামানের গোলায় উড়াইয়া দিতে আদিষ্ট হইলেন, সন্ধ্যার দিকে তিনি কয়েক স্থানে প্রাচীর ভাঙিগতে সমর্থ হইলেন। রাত্রিকালে জাঠেরা সমস্ত রমণী ও বালক-বালিকাকে হত্যা করিয়া প্রত্যুষে মুসলমানদের উপরে ঝাপাইয়া পড়িল। বহু মুসলমান নিহত হইল। তাহারা নিজেরাও মৃত্যুবরণ করিল।

দীগের পতনে সমগ্র ভারতে মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। দিল্লী দরবার বিজেতাকে বহু উপাধি ও পুরস্কারে সম্মানিত করিলেন। কিন্তু জাঠেরা এখনও বশ্যতা স্বীকার না করায় তিনি আনন্দের পূর্ণ স্বাদ পাইলেন না। দান কাউরের যুদ্ধের পর হইতে তিনি দো-আবের দিকে বিশেষ নজর দিতে পারেন নাই। কয়েকজন জাঠ সর্দার এই সুযোগে সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়া বসিয়াছিলেন। দীগের পতনের পূর্বেই নজফ খাঁ অফ্রাসিয়াব খাঁকে ১০ হাজার অশ্বারোহী ও একদল গোলন্দাজ সৈন্যসহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এইরূপে তাঁহারা কেবল শাহী বাহিনীর একাংশ স্থানান্তরিত করাইতেই সমর্থ হইলেন না, অবরুদ্ধ নাগরিকগণকেও গোপনে সাহায্যপ্রেরণ কামিয়াব হইলেন। আফ্রাসিয়াব খাঁ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া রামগড় অবরোধ করিলেন। ইহা ছিল তখন দো-আবে জাঠদের প্রধান ধনাগার ও সামরিক কেন্দ্র। জওয়াহের সিংহ ইহার নিরাপত্তার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন। কয়েক মাসের অবরোধের ফলে রক্ষী সৈন্যেরা খুবই বিপন্ন হইয়া পড়িল। এমন সময় মদসন ও হাথরাসের ভূপ সিংহ আফ্রাসিয়াবের বিরুদ্ধে শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় সো-আবের কৃষকেরা খাজনা বন্ধ করিল।। নিরুপায় হইয়া আফ্রাসিয়াব সাহায্য প্রাথনা করিলেন।

মদসন ও আলীগড় জয়

নজফ খাঁ রাও রাজা প্রতাপ সিংহকে জাঠ ও রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাইয়া সসৈন্যে দো-আব যাত্রা করিলেন। ভূপসিংহ তাহার অধীনতা স্বীকারে সম্মত না হওয়ায় মুদসন অবরুদ্ধ হইল। বলপূর্বক দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া মির্জার বহু সাহসী সৈন্য কামানের গোলায় মৃত্যুবরণ করিল। রাজা হিম্মত বাহাদুর গুরুতররূপে আহত হইলেন। অবশেষে মুসলমানেরা দুর্গের প্রাচীর-নিম্নে কয়েকটি সুড়ংগ খনন করিলে রাজা (আট মাইল পূর্বদিকস্থ) হাথরাসে পলাইয়া গেলেন (জানুয়ারী, ১৭৭৭ খৃঃ)। নজফ খাঁ মুদসন দুর্গ আফ্রাসিয়াবকে প্রদান করিয়া হাথরাস অবরোধ করিলেন। এতদিনে ভূপ সিংহের জ্ঞান-চক্ষু খুলিল। তিনি হিম্মত বাহাদুরের মারফতে শান্তির প্রস্তাব করিলেন। যুদ্ধে সৈন্য সাহায্য করিবেন, এই অঙ্গীকারে সদাশয় নওয়াব অবশিষ্ট

www.pathagar.com

জনপদ তাঁহার দখলে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি রামগড় যাত্রা করিলেন। ২৪ দিন অবরোধের পর ইহাও পদানত হইল। এখন হইতে রামগড়ের নাম হইল আলীগড়।

গওগড় অধিকার

ইতিমধ্যে জাবিতা খাঁ শাহীসৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া বহু সরকারী মহল অধিকার করেন। আবদুল আহাদ খাঁর ভ্রাতা আবুল কাসিম খাঁ তাঁহার হাতে নিহত হন। তাঁহাকে শাস্তি দানের জন্য এমন সময় দিল্লীতে নজফ খাঁর ডাক পড়িল। শাহ্‌যাদা জাহান শাহ্‌ ও জাহাঁন্দার শাহ্‌ স্বয়ং তাঁহাকে সসম্মানে বাদশাহের নিকট লইয়া গেলেন (ফেব্রুয়ারী ১২)। দুই মাস পরে তাঁহারা গওগড় যাত্রা করিলেন। জাবিতা খাঁ পূর্বেই শাহী বাহিনীর রসদ-পত্র বন্ধ করার জন্য দুর্গ ত্যাগ করেন। মির্জা নজফ খাঁ গওগড় অবরোধ করিলেন। বর্ষাকালে তাঁহার অসীম কষ্ট হইল। ১৪ই সেপ্টেম্বর রোহিলাদের সহিত তাঁহার এক তুমুল যুদ্ধ হইল। প্রধানতঃ আফ্রাসিয়াবের সাহস ও কৌশলে নজফ খাঁই জয়মাল্যের অধিকারী হইলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর সম্রাট মহাসমারোহে গওগড়ে প্রবেশ করিলেন। ৮ই নবেম্বর জাবিতা খাঁ ও অন্যান্য আফগান সর্দারের পরিবারবর্গ দায়ূদ বেগ খাঁ ও আফ্রাসিয়াব খাঁর হেফাজতে আগ্রা দুর্গে প্রেরিত হইল। নজফ কুলীকে শাহারানপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সম্রাট ও নজফ খাঁ রাও রাজা প্রতাপ সিংহ ও জয়সিংহ জাঠকে শাস্তি দানের জন্য রাজধানীর দিকে ছুটিলেন।

রণজিতের সফলতা—মির্জা নজফ খাঁ তাঁহার আত্মীয় সাদত আলীর উপর বিয়ানা ও হিন্দুয়ানের শাসনভার অর্পণ করিয়া যান। তিনি রণজিৎ সিংহের নিকট হইতে কয়েকটি পরগণা কাড়িয়া লন এবং একটি জাঠ দুর্গ অবেরোধ করেন। রণজিতের জনৈক মারাঠা কর্মচারী ৫০০/৬০০ অশ্বারোহী লইয়া অবরোধ ভাঙ্গিতে ছুটিলেন। প্রত্যূষে মুসলমানেরা যখন ঘুমঘোরে অচেতন, তখন তিনি হঠাৎ তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। তাহারা আগ্রায় পালাইয়া গেল।

অতঃপর রণজিৎ সিংহ হৃতরাজ্যের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করিলেন। পরিশেষে মুহম্মদ বেগ খাঁ হামাদানী তাঁহাকে কুহ্‌মিরে তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু এই সময় রাও রাজা হঠাৎ ভীষণ শত্রুতা আরম্ভ করায় তাঁহাকে প্রভুর আদেশে কুহ্‌মিরের অবরোধ উঠাইয়া মাচেরির দিকে ছুটিতে হইল। আগস্ট মাসে তিনি রাও রাজাকে এক খণ্ড-যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। তথাপি অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইল না। বাধ্য হইয়া স্বয়ং নজফ খাঁকে দিল্লী

www.pathagar.com

প্রত্যাবর্তনের মাত্র চারিদিন পরেই দীগে যাত্রা করিতে হইল। নওয়াবের হুকুমে বেগ আবার কুহ্মির অবরোধ করিলেন। রাজা ভগবন্ত সিংহ ও যে সকল রাজপুত সর্দার রাও রাজার হাতে নির্যাতন ভোগ করেন, তাঁহারা এখন নজফ খাঁর পক্ষাবলম্বন করিলেন। আপ্পাজি পণ্ডিত, বাপুজি হোলকার প্রভৃতি মারাঠা সর্দারেরাও রাজাকে শান্তি স্থাপনের জন্য চাপ দিলেন। কাজেই তিনি এক বিরাট বাহিনী লইয়া নওয়াবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তাহার ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া নওয়াবের কয়েকজন কর্মচারী তাঁহাকে বন্দী করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া লচমনগড়ে পলাইয়া গেলেন। মুসলমানেরা চারি মাস পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল, কিন্তু কোন সুবিধা করিতে পারিল না। বরং একদিন তাহারা ঝটিকা আক্রমণে শোচনীয়রূপে পরাভূত হইল। নওয়াবের এই পরাজয়ে তাঁহার শত্রু মহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

মুহম্মদ বেগ হামাদানী লচমনগড় অবরোধে যোগদান করায় রণজিৎ সিংহ কুহ্মির হইতে বাহির হইয়া শাহী রাজ্য লুণ্ঠন ও পোড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। নৈশ আক্রমণে কারার আখিল তাঁহার হাতে নিহত হইলেন। জাঠেরা আগ্রার দ্বার পর্যন্ত সমগ্র জনপদ এমনভাবে উৎসন্ন করিল যে, সেখানে বাতি জ্বালাইবার লোক পর্যন্ত অবশিষ্ট রহিল না।

এদিকে আবদুল আহাদ খাঁর পরামর্শে সম্রাট রাজপুতনা যাত্রা করিলেন। উযীরের ষড়যন্ত্রে সর্দারেরাও বাদশাহের সহিত মিলিত হইলেন। শত্রুদের মতলব ব্যর্থ করার জন্য নজফ খাঁ আলওয়ার ও জাঠদের নিকট হইতে বিজিত অন্যান্য জনপদে রাও রাজার দাবী স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। জাবিতা খাঁ শাহারানপুর ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহার ও আফগান সর্দারের বন্দী পরিজনেরাও মুক্তি লাভ করিলেন।

জাঠদের পতন—অতঃপর নজফ খাঁ সমগ্র বাহিনীসহ কুহ্মির অবরোধে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রক্ষী সৈন্যগণ বাদশাহের আগমনের আশায় তাঁহাকে প্রবল বাধাদান করিতে লাগিল। মহাপ্রাণ মির্জা রণজিতের অতীত অপরাধ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি আত্মসমর্পণে রাজী হইলেন না। মুসলমানেরা এইবার এতই প্রচণ্ডভাবে অবরোধ চালাইল যে, রণজিৎ সিংহ আত্মরক্ষায় হতাশ হইয়া এক রাত্রে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ দুর্গ হইতে পলাইয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে মুসলমানেরা দুর্গ প্রাচীরে উঠিয়া পড়িল। রক্ষী সৈন্যেরা পরাজিত ও রাজা সুরজমলের বিধবা পত্নী রাণী কিশোরী (বাঁসিয়া) বন্দীনী হইলেন। বিজয়ী সৈন্যেরা তাঁহাকে সসম্মানে নওয়াবের শিবিরে লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার বসবাসের জন্য উচ্চ ও পদমর্যাদাঘেরা

www.pathagar.com

তাঁবু নির্মাণ করিলেন। তাঁহার সেবার জন্য প্রবীণ ভৃত্য নিযুক্ত হইল। সাক্ষাৎকালে তাঁহার চোখে অশ্রু দেখিয়া ও তাঁহার দুর্দশার করুণ কাহিনী শুনিয়া আমিরুল উমরার মন গলিয়া গেল। তিনি তাঁহাকে নিজের মাতা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং কুহ্মির দুর্গ ও উহার চতুর্দিকস্থ মহালগুলি তাঁহাকে উপহার দিলেন। এরূপ মহত্বের তুলনা অতি বিরল।

জাঠদের পর রাজপুতেরাও বাদশাহের নিকট শির নত করিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী (১৭৭৯ খৃঃ) তিনি গর্বিত রাজা প্রতাপ সিংহ-এর কপালে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন। তৈমুরের বংশধরদের ভাগ্যে এমন গৌরবের দিন আর আসে নাই। মির্জা শফির পরাক্রমে দুর্দান্ত শিখেরাও সম্রাটকে সম্মান করিতে শিখিল। কুচক্রী আবদুল আহাদ খাঁ আফ্রিসিয়াব খাঁর হাতে বন্দী হইয়া নওয়াবের শিবিরে আনীত হইলেন (নবেম্বর ১৫, ১৭৭৯)। যোগ্যতা, সাধুতা, মহত্ব ও উন্নত চরিত্রবলে নজফ খাঁ যশ ও ক্ষমতার তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিলেন। চল্লিশটি গভীর বিষাদময় বৎসরের পরে তাঁহার প্রতিভায় শাহী সাম্রাজ্য কিছুটা স্থায়িত্ব লাভ করিল।

দীপ নির্বান—কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম অন্যরূপ। শাহী সাম্রাজ্যের এই ক্ষণিক গৌরব অস্তগামী সূর্যের শেষ কিরণ মাত্র। অনতিকাল পরে শাহ্‌যাদা জাহান শাহের মৃত্যুতে রাজ-পরিবারে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তাঁহারা এই শোক বিস্মৃত হইতে না হইতেই আরও গুরুতর আঘাতে সমগ্র সাম্রাজ্যে বিষাদের ছায়া পড়িল। কিছুদিন হইতে মির্জা নজফ খাঁ দুরারোগ্য রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। বাহশাহু হইতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দিল্লীর দীনতম বাসিন্দা পর্যন্ত তাঁহাদের প্রিয় বীরের প্রাণ রক্ষার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। শ্রেষ্ঠ কৃতী চিকিৎসকদের কৌশল ব্যর্থ হইলে আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষ মুনাযাত করা হইল। শেওরাম দাস নওয়াবের পক্ষে বন্কাদেবীর মন্দিরে মূল্যবান নৈবদ্য দিলেন। ব্রাহ্মণ ও অল্প-বয়স্ক বালকদের মধ্যে মিঠাই বিতরিত হইল। নওয়াবের নিকট হইতে টাকা পাইয়া কসাইরা তাহাদের গরুগুলি ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কিছুতেই আল্লাহ্‌তা'লার মনস্তুষ্টি হইল না। ৬ই এপ্রিল (১৭৮২ খৃঃ) তাঁহার অমরাত্মা বিহিশতে চলিয়া গেল। ইহার পর আর কোন প্রতিভাশালী আমীর দিল্লীর দরবার অলংকৃত করেন নাই। আমীরুল উমরাহ্‌ নওয়াব মির্জা নজফ খাঁর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানে ইসলামের শেষ গৌরব-শিখাও নিভিয়া গেল।

www.pathagar.com

বীর নারী বীর সৈনিক

১৬৮৫ সালের কথা। বাদশাহ্ আওরঙ্গযীব আলমগীরের পুত্র শাহ্যাদা আজম বিজাপুর অবরোধ করিয়াছেন। একা বাদশাহের বিপুল শক্তির মুকাবিলা করার ক্ষমতা কুতুবশাহের ছিল না। বাধ্য হইয়া তিনি গোলকুণ্ডার সুলতান ও মারাঠা সর্দার শাহজীর নিকট সাহায্য চাহিয়া দূত পাঠাইলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান জানিতেন, বিজাপুরের পরেই তাঁহার পালা আসিবে। কাজেই তিনি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ডাকে সাড়া না দিয়া পারিলেন না। শাহজীও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া অবরোধ চালাইয়াও বাদশাহী ফৌজ বিজাপুর অধিকার করিতে পারিল না। এতদ্ভিন্ন সুলতান পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমস্ত ফল, ফসল দখল করিয়া ফেলেন, শত্রু শিবিরে খাদ্য আমদানীর পথও বন্ধ করিয়া দেন। খাদ্যাভাবে বাদশাহী শিবিরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, অশ্বারোহী সৈন্যরা পর্যন্ত পরিমিত আহার না পাইয়া শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল, পদাতিক সিপাহীদের ত কথাই নাই। শাহযাদার নীতি ছিল সৈন্যদের দুঃখ-কষ্টের শরীক হওয়া ; নিজের জন্য তিনি কোন পৃথক ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়া তদীয় পরিবারস্থ মহিলা, সাহেবযাদা এবং দাসদাসীদেরও দুর্দশার অন্ত ছিল না। অনেকেই মৃত গরু, শৃগাল, কুকুর প্রভৃতির হাড় চূর্ণ করিয়া তেঁতুল পাতার সহিত মিশাইয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবারণের প্রয়াস পাইল। শেষে এই খাদ্যবস্তুরও টান পড়িয়া গেল। অনাহারে দুর্বল হইয়াও অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করিয়া দলে দলে লোক পিপীলিকার ন্যায় মৃত্যুবরণ করিতে লাগিল। সৈন্যদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু শাহ্যাদা ও তাঁহার হারামের মহিলারা এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তাহাদের মনোবল সম্পূর্ণ অটুট রহিল।

বাদশাহের জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা দারাশেকোর কন্যা ছিলেন শাহযাদা আযমের বেগম। প্রিয় পুত্র, পুত্রবধূ ও সৈন্য-সামন্তের সংবাদ পাইয়া বাদশাহের মনে গভীর অনুতাপের সঞ্চার হইল। তিনি পুত্রকে লিখিলেন, "রাজ্য জয়ের দরকার নাই ; পত্র পাঠ অবরোধ উঠাইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবে।

কিন্তু এত কষ্টের পর বিজাপুর দখলে না আনিয়া ফিরিয়া যাইতে শাহযাদার মন উঠিল না। তিনি বখশী, সেনাপতি প্রভৃতি উচ্চপদ কর্মচারীদিগকে ডাকাইয়া আনিতে তাঁহাদিগকে পরামর্শ চাহিলেন। সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা

www.pathagar.com

করিয়া তাঁহারাও অবরোধ উঠাইবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কাহারও উপদেশ শাহযাদার মনঃপূত হইল না। ব্যর্থতার অপমানের ভার কাঁধে লইয়া গৃহে ফিরিতে কিছুতেই তাঁহার মন চাহিল না। তিনি বলিলেন, "যতদিন আমার দেহে প্রাণ আছে, ততদিন আমি আমার বেগম ও দুই পুত্রকে লইয়া এখানেই থাকিব, মরিতে হয় এখানেই মরিব, বদনামেরভাগী হইয়া দেশে ফিরিলে সমাজে কিরূপে মুখ দেখাইব?"

বেগম স্বামীর চেয়ে আরও দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। পুত্র ও দাস-দাসী লইয়া তিনি সেনানিবাস হইতে কিঞ্চিত দূরে একটা পৃথক তাঁবুতে বাস করিতেন। তাঁহাকে অরক্ষিত দেখিয়া একদল বিজাপুরী সৈন্য একদা তাঁহার তাঁবু আক্রমণ করিয়া বসিল। সাধারণ রমণী হইলে কপালে করাঘাত করিতে করিতে ক্রন্দন জুড়িয়া দিত। কিন্তু বীরের কন্যা তিনি কি এরূপ বিপদে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন। তাঁবুর কর্মচারী ও প্রহরীরা আক্রমণকারী-দের বাধা দান করিতে ছিল। বেগম স্বামীর নিকট জরুরী সংবাদ পাঠাইয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁবুর বাহিরে আসিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, তাহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছে না, তখন বোরখা খুলিয়া ফেলিয়া হাতীতে আরোহণ করিলেন এবং শত্রুদের লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার লোকেরা আরও জোরে-সোরে পালটা আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিল। এদিকে শাহযাদা সংবাদ পাইয়া নিজেও মূল শিবির হইতে একদল সৈন্য লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। বেগমের প্রতাপে বিজাপুরীরা পূর্বেই অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল, শাহযাদার আগমনে জয়লাভের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হওয়ায় তাহারা পালাইয়া গেল। এইরূপে একজন বীর রমণীর সাহস ও বীরত্বে তাঁহার নিজের ও তৎসঙ্গে মোগল বংশের মর্যাদা রক্ষা পাইল। পত্নীর প্রত্যুতপন্নমতিত্ব ও কৃতিত্বে শাহযাদার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার প্রশংসার ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না। অচিরে শাহাবুদ্দীন খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা মুজাহিদ খাঁ রসদ লইয়া আসায় সকলের বিপদ কাটিয়া গেল। পথে মারাঠা ও বিজা-পুরী সৈন্যরা তাহাদিগকেও আক্রমণ করে। তাহাদের সংখ্যা ছিল মুগলদের দুই গুণ; কিন্তু বীর ভ্রাতারা তাহাতে বিন্দুমাত্রও ভয় পাইলেন না। এই রসদ হস্তচ্যুত হইলে তাহাদের সহস্র সহস্র সহকর্মী নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইত। কাজেই তাঁহারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও রসদ রক্ষা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। মৃত্যু অবধারিত জানিয়া তাঁহারা নিজেদের জানাযার নামায আদায় করিলেন। তাঁহাদের প্রধান কর্মচারীরাও তাঁহাদের অনুকরণ করিলেন। অতঃপর সকলে মিলিয়া 'আল্লাহু আকবর' রবে শত্রু ব্যূহে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন

www.pathagar.com

এবং এত প্রবলভাবে আক্রমণ করিলেন যে, শত্রুরা সেই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে টিকিতে না পারিয়া ব্যূহ ভাঙিয়া চতুর্দিকে পলাইয়া গেল। তাঁহারা রসদ লইয়া বাদশাহের শিবিরে উপস্থিত হইলে সৈন্যদের মৃতদেহে প্রাণ ফিরিয়া আসিল। শাহাবুদ্দীন শাহ্‌যাদাকে কুর্নিশ করিতে গেলে তিনি তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি নিজের মূল্যবান পরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে পরিধান করিতে দিলেন এবং আরও নানা প্রকার গভীর প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। প্রিয় পুত্র ও সৈন্যদের বিপদ মুক্তির সংবাদ পাইয়া বাদশাহ্‌ আনন্দে আল্লাহতা'লার শুকর গুজারী করিতে করিতে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আল্লাহ, সাহসী শাহাবুদ্দীন যেভাবে আমার পরিজন ও সিংহাসনের মান-সম্মান রক্ষা করিয়াছে, তুমিও সেভাবে তাহার পরিবার ও বংশধরদের চিরদিন রক্ষা করিও।" তিনি তাঁহার মনসব এক হাজার বাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে গাজীউদ্দীন ফিরোজ জঙ্গ উপাধি ও অনেক মূল্যবান উপহার দান দরিলেন। তাঁহার ভ্রাতা এবং প্রধান কর্মচারীরাও পুরস্কৃত হইলেন। বীরের মান বীরে না রাখিলে আর কে রাখিবে?

www.pathagar.com

সেকালের মুসলিম লাইব্রেরী

লোকেরা জ্ঞান-তৃষ্ণা নিবারণের জন্য মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে মুসলিম জগতে অনেক ছোট বড় কুতুবখানা বা লাইব্রেরী গঠিত হয়। ইহাদের কতকগুলি ছিল ব্যক্তিগত ও অবশিষ্টগুলি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। প্রথম লাইব্রেরী (খিজানাতুল কুতুব) হইল খালিদ বিন ইয়াযীদের। উমর বিন্ আবদুল আযীজ সিংহাসনে বসিয়া এগুলি লোককে ধার দেওয়ার আদেশ দেন।

বৃহদাকারে প্রথম সাধারণ লাইব্রেরী হইল বাগদাদের বায়তুল হিকমা (জ্ঞান-ভবন) ৮৩০ খৃস্টাব্দে খলীফা আল্-মামুন ইহার স্থাপন করেন। ইহা ছিল যুগপৎ লাইব্রেরী, উচ্চ বিদ্যালয় ও অনুবাদ-কার্যালয়। আরবেরা যত প্রকার বিজ্ঞানের চর্চা করিত, তাহার প্রত্যেক প্রকারের পুস্তকই এখানে পাওয়া যাইত। প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক বিজ্ঞানের সমস্ত প্রাপ্তব্য গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া পুস্তকালয়টি সমৃদ্ধ করা হয়। পণ্ডিতেরা এতদসংলগ্ন মানমন্দিরে বাস করিতেন। মোঙ্গলদের হস্তে বাগদাদ লুণ্ঠিত ও দগ্ধ না হওয়া (১২৫৬) পর্যন্ত ইহা বেশ উন্নতিশীল ছিল।

গুরুত্বের দিক দিয়া কায়রোর ফাতিমিয়া লাইব্রেরী ছিল ইহারই সমকক্ষ। খলীফা আর্-রাজীব (৯৭৫-৭৬) ইহা স্থাপন করেন। ইহা ছিল মুসলিম জগতের বৃহত্তম লাইব্রেরী। জ্ঞানের সর্ববিধ শাখার পুস্তকে ইহার ৪০টি কক্ষ ভর্তি ছিল। মোট পুস্তকের সংখ্যা ১,২০,০০০ হইতে বিশ লক্ষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কেবল প্রাচীন জ্ঞানের পুস্তকই ছিল ১৮,০০০। এতদভিন্ন ২,৪৫০ রক্ষিত কুরআন, খলীলের ৩০ খানা কিতাবুল আয়ন, তাবারীর ২০ খানা তারিখ, ইব্নে দুরায়দের ১০০ খানা জামহারী এবং ইব্নে মাকলাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত হস্তলিপি, বিশারদদের লিখিত পাণ্ডুলিপি ইহার শোভা বর্ধন করিত। একখানা তারিখ ছিল তাবারীর স্বহস্তে লিখিত। ১০৪৩-৪ খৃস্টাব্দে উযীর আবুল কাসিত আলী বিন্ আহমদ ইহার পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত ও পুস্তকগুলি নূতন করিয়া বাঁধাইয়ের আদেশ দেন। ১০০৫ খৃস্টাব্দে খলীফা আল-হাকীম 'দারুশ হিকমা' নামে আর একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন। ইহা ফাতিমিয়া লাইব্রেরীর গৌরব নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। ইহা পুস্তকালয়, পাঠাগার এবং সভা ও অধ্যাপনার জন্য স্বতন্ত্র কক্ষ ছিল। অনুবাদ, পুস্তক বাঁধাই ও

www.pathagar.com

লাইব্রেরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করেন। একজন লাইব্রেরিয়ান তাঁহার সহকারী ও ভৃত্যদের সাহায্যে ইহা পরিচালনা করিতেন। ইসলামী বিষয় ভিন্ন জ্ঞানের অন্যান্য শাখারও এখানে চর্চা হইত। পণ্ডিতেরা এখানে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি পাইতেন। হাকীম প্রাসাদেও একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ৮০০ হিজরীতে ইবনে হুকমাক সেখানে একটি 'দারুল ইল্‌ম' দেখিতে পান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে শিয়া মতের প্রচারণাও ছিল এগুলির লক্ষ্য।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে ১১১৯ খৃস্টাব্দে উযীর আল আফযাল দারুল হিকমা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু ১১২৩ খৃস্টাব্দে উযীর আল-মামুন পূর্ব প্রাসাদের দক্ষিণে আর একটি অট্টালিকায় ইহা পুনরায় চালু করেন। খলীফা আল মুস্তানসিরের আমলে (১০৩৫-৯৫ খৃঃ) লাইব্রেরীগুলি লুণ্ঠিত হওয়ায় উহাদের আকার অনেকটা কমিয়া যায়। ব্যাপক লুণ্ঠনের সময় জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ২৫টি উট-বোঝাই পুস্তক প্রাসাদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেখেন। মূল্যবান পান্ডুলিপি দিয়া তুর্ক কর্মচারীদের বাবুর্চিরা চুলা ধরাইত। এগুলির চমৎকার বাঁধাইয়ের চামড়া দ্বারা তাহাদের ক্রীতদাসেরা জুতা মেরামত করাইত। অনেকগুলি পুস্তক দগ্ধ করিয়া নীলনদীতে বা একটি বিরাট স্তূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাহার উপর বালি জমিয়া দস্তুরমত পুস্তকের পাহাড় গঠিত হয়।

খলীফা আল-মুস্তানসিরের উত্তরাধিকারীরা নূতন সংগ্রহ আত্মনিয়োগ করেন। ফলে এক শতাব্দী কাল পরে সালাহউদ্দীন যখন বিজয়-গৌরবে ফাতিমিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তখনও তাহাতে লক্ষাধিক পুস্তক ছিল। তিনি সেগুলি কাযী আল-ফাযিলকে দান করেন। কাযী সাহেব সেগুলি তৎপ্রতিষ্ঠিত কাযিতিয়া মাদ্রাসার কুতুবখানায় রক্ষা করেন, কেবল জ্যোতির্বিদ্যা মাদ্রাসার, গণিত শাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের পুস্তকের সংখ্যাই ছিল ৬৫০০। কিন্তু এই লাইব্রেরীরও অচিরে উপেক্ষিত হয় এবং আল-কাসিম কাশান্দীর জীবনকালের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যায়।

কর্দোভার উমাইয়া মুসলিম তৃতীয় বৃহৎ লাইব্রেরী। ইহা খলীফা ২য় হাকামের (৯৬১-৭৬) প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার লোকেরা প্রাচ্যের রাজধানীসমূহে অন্ততপক্ষে চারি (মতান্তরে ছয় লক্ষ পান্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এই বিরাট লাইব্রেরীর পুস্তকের তালিকা লিখিতেই ৫০ খন্ড (মতান্তরে ৪০) খন্ড

১৬—

www.pathagar.com

পুস্তকের দরকার হয় প্রত্যেক খণ্ডে ৫০ তা কাগজ ছিল তাঁহার মৃত্যুর পর হাজি আল-মনসুর ফকীহ্দিগকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়া অনেকগুলি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পুস্তক অগ্নিসাৎ করেন। গ্রানাডার আল হামরা প্রাসাদেও একটি বিরাট কুতুবখানা ছিল। ১৪৯৮ খৃস্টাব্দে ক্যার্ডিনাল জিমেনেস প্রাসাদ ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রায় দশ লক্ষ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন, মাত্র ৩০০ খানা পুস্তক কোনরূপে তাহার ধর্মান্ধতার হাত হইতে রক্ষা পায়। এগুলিই এস্কুরিয়াল লাইব্রেরী ভিত্তি।

আলী বিন্য়্যাহ্য়া আল-মুনাজিমের (১২৭৫ খৃঃ) প্রাসাদে একটি লাইব্রেরী ছিল। স্বদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা সেখানে আগমন করিতেন। তাঁহারা সেখানে জ্ঞানের সর্ববিধ শাখা অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। তবে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হইত বেশী। উহার নাম ছিল খিজানাতুল হিকমা। তিনি ফত্হ্ বিন্ খাকানকে একটি আস্ত কুতুবখানা দান করেন। বাদাজোজের বাজার ব্যক্তিগত কুতুবখানায় ৪ লক্ষ পুস্তক ছিল। মওসিলের দারুল উলুমে জাফর বিন্ মুহম্মদ আল-মুওসিলীর একটি লাইব্রেরী ছিল। ছাত্রেরা এখানে সর্ব প্রকার বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিত। তিনি তাহাদিগকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় কাগজ দান করিতেন। চতুর্থ শতকে ইবনে-সাওয়ার সারা ও রামহুর্মুজে একটি করিয়া বিরাট দারুল কুতুবখানা নির্মাণ করেন। যে সকল ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করিত, তিনি তাহাদিগকে বৃত্তি দিতেন।

উযীর নিজামুল মুলক বাগদাদ, নিশাবুর ও অন্যান্য স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করিলে লোকে কুতুবখানা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত উৎসাহিত হয়। তিনি এ সকল মাদ্রাসায় কেবল অধ্যাপকদের বেতনের জন্য তহবিল যোগাইয়া তৃপ্ত হন নাই, তাহাতে যে সকল বিজ্ঞান-গ্রন্থ পঠিত হইত, তৎসম্পর্কে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া দেন। হিজরী সপ্তম শতকে মোঙ্গলেরা পারস্যে আপতিত হইয়া অসংখ্য অমূল্য গ্রন্থ ধ্বংস করিয়া ফেলে। এত পুস্তক নিক্ষিপ্ত হয় যে, ইহার পানি কালো হয়ে যায়। ত্রিপোলিসের লাইব্রেরীতে তিন লক্ষ পুস্তক ছিল। উহা ক্রুসোডারদের হাতে বিনষ্ট হয়।

সিরিয়া ও মিসরে আয়্যুবিয়া সুলতানেরা কলেজ প্রতিষ্ঠায় নিজামুল মুল্কের মহান দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের বা মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের বড় বড় সাধারণ লাইব্রেরীর মূল্য সম্পর্কে যথোপযুক্ত ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তীকালেও পণ্ডিতেরা ওয়াক্ফ বা হস্তান্তরের অযোগ্য সম্পদরূপে মসজিদ ও মাদ্রাসায় পুস্তক দান করিতেন। কিন্তু হেফাজত-

www.pathagar.com

কারীদের অবিশ্বাস্যে অসাধুতায় এ সকল সম্পদের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। কিম্বা তাহাদের উপেক্ষার ফলে এগুলি কীটদষ্ট হইয়া ব্যবহারের আযোগ্য হইয়া পড়ে। কত পুস্তক যে এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তগত হয় বা ইউরোপীয় লাইব্রেরীসমূহে স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহার ইয়াত্তা নাই। দিল্লীর শাহী কুতুব-খানার যে সকল গ্রন্থ এখন 'ইন্ডিয়া লাইব্রেরীতে' রক্ষিত আছে, কীটের অত্যা-চার ও দীর্ঘকালের উপেক্ষার ফলে সেগুলিকে ছাত্রদেব ব্যবহারের উপযোগী করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাদশাহ হুমায়ুন তাঁর খাস কুতুবখানার সিঁড়িতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণ করেন।

নানারূপে বিনষ্ট হওয়ার পরেও মিসরের খেদিভিয়া লাইব্রেরী এবং ইস্তাম্বুল, ইরাক ও মদীনা প্রভৃতি স্থানের লাইব্রেরীগুলিতে বহু মূল্যবান পুস্তক থেকে যায়। দিমিশ্কের জহিরিয়্যা লাইব্রেরী, ফ্রান্স ও তিউনিসের বড় বড় মসজিদ লাই-ব্রেরী, বাঁকীপুরের বিখ্যাত খুদাবখস লাইব্রেরী ও রামপুরের নওয়াবের লাইব্রেরী ও বোম্বাইয়ের মোল্লা ফিরোজ লাইব্রেরীও উল্লেখযোগ্য। সানার ইমাম য়্যাহয়ার বিশাল লাইব্রেরীতে অনেক অতি প্রাচীন পান্ডুলিপি আছে, যার কয়েকখানা আর কোথাও পাওয়া যায় না। নজদ ও কারবালার সমাধিভবনগুলিতে বহু মূল্যবান পুস্তক রহিয়াছে।

খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতেই শুধু লাইব্রেরীর জন্য খাস করিয়া নির্মিত বহু অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। বাহাউদ্দৌলার উযীর সবুর বিন আদর্শির বাগদাদের কার্থপাড়ায় একটি দারুল ইল্ম নির্মাণ করেন (৯৯১)। উহার বিরাট লাইব্রেরীতে ১০,০০০ পুস্তক ছিল। সিরাজের বুয়াইহিয়্য অদুদৌলাহ্ আমীর (৯৪৯-৮২) একটি স্বতন্ত্র সৌধে তাঁহার বিশাল লাইব্রেরী স্থাপন করেন। অট্টালিকার তিনদিকে অনেকগুলি কক্ষ ছিল। মধ্যভাগের খিলানযুক্ত কুঠুরীর প্রাচীর ও পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলির ধারে তিন এল উচ্চ ও তিন এল প্রশস্ত কয়েকটি কাঠের বাক্স, উহাদের দরজা উপর হইতে নামাইয়া দেওয়া হইত। পুস্তকগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া একটির উপরে আর একটি এভাবে তাকে সাজাইয়া রাখা হইত। ইহা হইতেই উপরের বা নীচের প্রান্তে পুস্তকের নাম লিখিবার প্রথার উদ্ভব। পাশ্চাত্যেও সময় সময় এই রীতি অনুসৃত হইয়া থাকে।

ফাতিমিয়া লাইব্রেরীর পুস্তকের বাক্সগুলি ছিল কতকটা পৃথক ধরণের। এগুলি তক্তাদ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়, প্রত্যেকটি অংশ দরজায় তালা লাগাইয়া বন্ধ করা হইত।

www.pathagar.com

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অনুযায়ী শ্রেণীভেদ করিয়া পুস্তকগুলি সুশৃংখল-ভাবে সাজাইয়া রাখা হইত। কুরআন রাখার জন্য একটি বিশেষ স্থান থাকিত। ফাতিমিয়া লাইব্রেরীতে উহা সকলের শেষের তাকে রক্ষিত হইত।

এই পুস্তক অনেক সময় কয়েকখানা রাখা হইত বলিয়া তাহা যুগপৎ কয়েকজনকে ধার দেওয়া ও পাঠে কোন ভুল থাকিলে অন্যখানা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সহজে সংশোধন করা যাইতে পারিত।

বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা কয়েক খন্ডে প্রস্তুত হইত, কোথাও বা (যথা-ফাতিমিয়া লাইব্রেরীতে) প্রত্যেক কক্ষের দ্বারে একটি তালিকা টাঙ্গাইয়া রাখা হইত। আকার অনুযায়ী সাধারণতঃ লাইব্রেরীতে একজন অধ্যক্ষ (সাহিব) থাকিতেন, এক বা একাধিক লাইব্রেরীয়ান (খাজিন) এবং কয়েকজন নকল নবিশ ও ভৃত্য (ফর্রাশ) লইয়া কর্মচারীবর্গ গঠিত হইত। কেহ কেহ বিখ্যাত পন্ডিত বা রাজ বংশধর ছাড়া অপর কাহাকেও লাইব্রেরীয়ান নিযুক্ত করিতেন না। হুমায়ুন ইবনে-ইসহাক ছিলেন মামুনের আমলে বায়তুল হিকমার ঐতি-হাসিক মিশক বায়হী রহির উযীর আবুল ফযল বিন্ আল-আমানের কুতুব-খানার ও আশ্-শাবুস্তী (মৃ ১০০০ খৃঃ) আল আমীনের সময় ফাতিমিয়া লাইব্রেরীর খাজিন। খোদ খলীফার ভ্রাতা ছিলেন আল-হাকামের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ।

পুস্তকগুলির কতক ক্রয় করা হইত, কতক লাইব্রেরীর নকলনবিশেরা নকল করিয়া লইতেন। যে কোন পুস্তক পড়িতে বা ধারে লওয়া যাইত, এজন্য বর্তমানের ন্যায় কোন চাঁদা লাগিত না। এমনকি কয়েকটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর মালিকেরা দূর দেশ হইতে আগত পন্ডিতদের ভরণ-পোষণ পর্যন্ত নির্বাহ করিতেন। লাইব্রেরীর বাহিরে পুস্তক নিতে হইলে সাধারণতঃ কিছু টাকা জমা রাখিতে হইত। কেহ তাঁহার গ্রন্থরাজি শর্তাধীনে ওয়াকফ করিয়া কোন লাইব্রেরীতে প্রদান করিতেন। ১৩৯৬ সালের ২৪শে নভেম্বরে সম্পাদিত একখানা দানপত্র দ্বারা ইবনে খালদূন তাঁহার কিতাবুল ইবার ফাসের জামীউল কারাবিয়িনে দান করেন। শর্তানুযায়ী প্রচুর অর্থ জমা রাখিয়া উর্ধ্বপক্ষে দুই মাসের জন্য কেবল বিশ্বস্ত লোকদের উহা ধার দেওয়া চলিত। পুস্তক-খানা অধ্যয়ন বা নকল করার জন্য এই সময়টুকুই ছিল যথেষ্ট।

এতদভিন্ন শুধু পড়িবার জন্য লাইব্রেরীও ছিল যথেষ্ট। ১৩৯৫ খৃস্টাব্দে স্থাপিত কায়রোর মাহমুদিয়া পাঠাগার এ শ্রেণীর। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ওসাদার জামালুদ্দীন মাহমুদ বিন আলীর দানপত্রের শর্তানুযায়ী কোন বই বাহিরে নেওয়া চলিত না। ইবনে মিশকা বায়হের তাজারিবুল উমামের প্রথম পৃষ্ঠায়

www.pathagar.com

১৩৯৫ সালের ৫ই জুনে সম্পাদিত ওয়াকফ দলিলে লেখা আছে, "জমা দিয়াই হউক বা না দিয়াই হউক, সমগ্র পুস্তক বা উহার কোন এক খন্ড লাইব্রেরীর বাহিরে ধার দেওয়া চলিবে।" তথাপি ১৪২৩ খৃস্টাব্দে হিসাব পরিষ্কার করার সময় দেখা যায় যে, ৪০০ পৃষ্ঠা অর্থাৎ এক দশমাংশ পুস্তকই খোয়া গিয়াছে ; তার জন্য অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত হন।

এমনকি দশম শতাব্দীর বেলায়ও এই বিবরণ প্রযোজ্য। কেবল কর্দোভায় ৭০টি সাধারণ লাইব্রেরী ছিল। কাজেই ইহা নির্বিবাদে বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্যের বহু পূর্বে মুসলিম দেশগুলিতে সাধারণ লাইব্রেরীর প্রয়োজন অনুভূত হয় ; সকল বিষয়েই মুসলমান লাইব্রেরীগুলি ছিল প্রতীচ্যের শত শত বৎসরের অগ্রবর্তী।

www.pathagar.com

ধার্মিক সুলতান

খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা। স্পেনের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুকালীন দানপত্রে ক্রীতদাসের মুক্তিদানের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া গেলেন। খৃস্টানে-মুসলমানে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল তখন প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কাজেই অনেক ক্রীতদাস পাওয়ার কথা। কিন্তু সারা দেশ খুঁজিয়া একটা গোলামেরও সন্ধান মিলিল না। মিলিবে কিরূপে? দেশের সুলতান যে ইতিপূর্বেই সমস্ত ক্রীতদাসকে আজাদ করিয়া দেন। এই সুলতানের নাম হিশাম। তিনি স্পেনের প্রথম সুলতান আবদুর রহমানের পুত্র।

হিশামের এই ধর্ম নিষ্ঠার পশ্চাতে একটা বিশেষ প্রেরণা কাজ করে। সেকালে একদল মুসলমান মনীষী জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চা করিতেন। রাজ-দরবারে জোতিষীর স্থান ছিল তখন অতি উচ্চে। তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন শুভ বা গুরুত্বপূর্ণ কার্যই হস্তক্ষেপ করা হইত না। কর্দোভার একজন জ্যোতিষী গণিয়া বলিলেন, সুলতান আট বৎসরের বেশী জীবিত থাকিবেন না। ৩০ বৎসরের যুবক হইলেও ইতিপূর্বেই তিনি ধর্ম ও নানা সদগুণের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার মনে হইল, যদি সত্যই তিনি বেশী দিন না বাঁচেন, তবে এই অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে পরলোকের পাথেয় যোগাড় করিতে হইবে। কাজেই তিনি ধর্ম-কর্ম বিশেষভাবে মন-প্রাণ ঢালিয়া দেন।

যে সকল মুসলমান যুদ্ধে খৃস্টানদের হস্তে বন্দী হয়, তিনি তাহাদের ছাড়াইয়া লন। যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের অসহায় পত্নী ও সন্তানদের অভাব মোচন তাঁহার বিশেষ কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। রোগীর খোঁজ-খবর লওয়ার দায়িত্বভারও তিনি নিজের কাঁধে তুলিয়া লন। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়াও গভীর রাত্রে তাঁহাকে পথ্যাদি লইয়া ধার্মিক রোগীদের শিয়রে উপবিষ্ট থাকিতে দেখা যাইত। লোকের জানমালের হেফাজতের জন্য তিনি শহরে একদল সান্ত্রী নিয়োগ করেন। লম্পটদের গতিবিধির উপর ইহারা কড়া নজর রাখিত। অপরাধীদের নিকট হইতে যে জরিমানা আদায় হইত, শীততাপ উপেক্ষা করিয়া যাহারা মসজিদে নামায পড়িতে যাইত, তাহা তাহাদের মধ্য বিতরিত হইত। তিনি ছিলেন নির্যাতিত লোকদের প্রাধান আশ্রয়। চর পাঠাইয়া তিনি গোপনে রাজ্যের সমস্ত মজলুমের খবর লইতেন এবং তাহাদের অভিযোগের যথোচিত প্রতিকার করিতেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় তিনি নিজেও এজন্য অনেক

www.pathagar.com

সময় ছদ্মবেশে এ রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, নিতান্ত দীন-দরিদ্রের কুটিরে গিয়াও তিনি তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার খোঁজ লইয়া তাহা দূর করার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার বদান্যতায় রাজধানীতে অনেক পূর্তকার্য সম্পন্ন হয়। বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি পিতার আরব্ধ কর্দোভার বড় মসজিদের নির্মাণের কার্য সম্পূর্ণ করেন। কর্দোভার রোমান আমলের বিরাট সেতু তখন ধ্বংসাপন্ন; গোয়াডেল কুইভারের উভয় তীরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি উহা পুনর্নির্মাণ করেন। কিন্তু এক শ্রেণীর লোকে তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল, নিজের শিকারের সুবিধার জন্যই তিনি ইহা মেরামত করিয়া কোষাগারের টাকার অপচয় করিয়াছেন। এই কথা সুলতানের কর্ণগোচর হইলে তাহাদের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য তিনি জীবনে কখনও এই সেতুর উপর পদার্পণ করেন নাই। একবার তিনি একখানা গৃহ ক্রয় করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহার জনৈক প্রতিবেশীও ইহার প্রার্থী আছেন জানিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করেন। প্রজাগণের প্রতি তাঁহার এতই তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। তাহাদের নিকট হইতে তিনি ধর্মনির্দিষ্ট ওশর বা আয়ের দশমাংশ মাত্র কর লইতেন। দরিদ্রদের তিনি অকাতরে অর্থ দান করিতেন। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎশাহী। কবি, বৈজ্ঞানিক ও আলিমেরা তাঁহার প্রাসাদ গুলজার করিয়া রাখিতেন। এক কথায়, তিনি ছিলেন একজন আদর্শ নরপতি। প্রজারা আদর করিয়া তাঁহাকে প্রিয় ও 'ন্যায়বান' বলিয়া ডাকিত। 'ঐতিহাসিকদের জনক' ইবনুল আসীর তাহাকে দ্বিতীয় 'উমর বিন আবদুল আজীজ' বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

সুলতান হিশামের চরিত্রে দৃঢ়তা বা বীরত্বেরও অভাব ছিল না। খুল্লতাতদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয় ও টর্টোসা, জারাগোছা প্রভৃতি প্রদেশের ওয়ালীদের বিদ্রোহ দমনে তিনি যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দেন। কিন্তু জয়লাভের পরে সহৃদয়তাবশতঃ স্বীয় হস্ত সংযত রাখেন। এক ভ্রাতাকে তিনি বিরাট জমিদারী দেন। আর একজনকে হত্যা না করিয়া আফ্রিকায় নির্বাসিত করেন। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। গ্যালিসিয়া তাঁহার হস্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অটারিয়াসের রাজা বার্মোডা তাঁহার হাতে পরাজিত হন। কিন্তু সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে খৃস্টানেরা গুপ্ত আক্রমণে তাঁহার সেনাপতি আবদুল মালিককে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করে। পিরানিজ পর্বতমালার গিরিসংকটগুলি হস্তগত করিয়া তিনি দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণ করেন। গেরোন পুনরধিকৃত নার্বোনের শহরতলী বিধ্বস্ত এবং একুইটে নিয়া রাজ্য পদদলিত ও উহার ডিউক ইউডেস গুরুতররূপে পরাজিত হন। সোয়া দুই কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্নাদি মুসলমানদের

www.pathagar.com

হস্তগত হয় ; দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিপুল বিজিত দ্রব্য অপহৃত হওয়ার ভয়ে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করায় ইসলাম এই চমৎকার জিহাদের সুফল হইতে বঞ্চিত হয়। কেবল ফ্রান্সের অনেকটা স্থানে কিছুকালের জন্য মুসলমানদের দখলে থাকে।

ইমাম মালিক ইবনে আনাসের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় তিনি স্পেনে মালিকী মতবাদ বিস্তার করেন ফলে সেখানে অনেকটা ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অমুসলমান বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া তিনি রাষ্ট্রের আরও গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ সাধন করেন। ইহার ফলে মুসলমানদের ধর্ম ও শিক্ষা সভ্যতার সহিত য়িহুদী-খৃস্টানদের পরিচয় সাধিত হওয়ায় তিনটি জাতির আংশিক মিলন ঘটে। বিজিতেরা ক্রমে বিজেতাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মও গ্রহণ করেন। তাহাদের কন্যা-ভগিনীরা অধিক সংখ্যায় মুসলিম হারামে প্রবেশ করিয়া আরবীভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। বস্তুতঃ ইসলামের শিক্ষার ব্যতিক্রম হইলেও এই সুবিজ্ঞ রাজনৈতিক সংস্কারের ফলে অত্যল্পকাল মধ্যে যে বিরাট সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, সাধারণ অবস্থায় বহু পুরুষেও তাহা সম্ভবপর হইত না। উত্তর আন্দালুসিয়ার কৃষকদের দেহের কৃষ্ণ বর্ণেও আনুনাসিক উচ্চারণে এবং তাহাদের মধুর ও সমুন্নত ব্যবহারে ইহার প্রভাব অদ্যাপি দেদীপ্যমান।

www.pathagar.com

নওয়াব আলীবর্দি খাঁর বীরত্ব

১৭৪২ খৃস্টাব্দ। মির্জা বাকেরের হাত হইতে উড়িষ্যা পুনরুদ্ধার ও দৌহিত্র সৈয়দ আহমদ খাঁর কয়েদ খালাসের পর আলীবর্দি খাঁর মনের আনন্দে শিকার ও আমোদ-প্রমোদ করিতে করিতে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া চলিয়াছেন। পথে মেদিনীপুরের অদূরে মুবারক মঞ্জিলে তাঁহার তাঁবু পড়িল। তিনি যুহরের নামায পড়িতেছেন। সহসা এক খাস তহশিলদার হতদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সর্বনাশ! বাংলায় বর্গী (বর্গীর) পড়িয়াছে। ৪০ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী লইয়া বেরারের রঘুজি ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত ঝড়ের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছেন। এখন তাহারা মাত্র ২০ ক্রোশ দূরে। দুই এক দিনের মধ্যেই এখানে পৌঁছিবে।”

আলীবর্দির সঙ্গে তখন মাত্র ৫/৬ হাজার সৈন্য। অধিকাংশ সৈন্যকে গৃহে গমনের জন্য পূর্বেই বিদায় দেওয়া হয়। তথাপি তিনি নীরব, নির্বিকার। তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা মাত্র নাই ; সংবাদাতাকে শুধু প্রশ্ন করিলেন, “সেই কাফিরের দল কোথায়? কোনখানে গেলে আমি তাহাদের শায়েস্তা করিতে পারিব?” কর্মচারীর ত চক্ষু স্থির। শিয়রে কালান্তক সদৃশ রাক্ষসের দল। এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তিনি চাহেন তাহাদের মুকাবিলা করিতে। তাঁহার মস্তিষ্ক ঠিক আছে ত?

ভাস্কর পন্ডিতের ইচ্ছা ছিল, উড়িষ্যা হইয়া বাংলায় আসিবেন, কিন্তু সুবিধাজনক পথ না পাইয়া তিনি পূর্ব দিকে ফিরিলেন। এই পথে অজস্র গিরি-সংকট থাকায় অল্প-সংখ্যক শত্রুও তাঁহাকে বিপদে ফেলিতে পারিত। কিন্তু কোথাও কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে আসিল না। যথেষ্ট প্রহরী থাকিলে ত বাধা দিবে? পাহাড়ের উপত্যকার ভিতর দিয়া তিনি বর্ধমানের দিকে ধাবিত হইলেন। আলীবর্দি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটিলেন। ১৫ই এপ্রিল শহরের এ পাশে পৌঁছিয়া দেখিলেন বর্গিরেরা অপর দিকে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। দেখিতে না দেখিতে অগ্নিরাশি লেলিহান জিহবা বিস্তার করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। মুহূর্তে শহরের অধিকাংশ স্থান পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সর্বহারাদের ক্রন্দনে আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়া উঠিল।

ভাস্কর পন্ডিত ভাবিয়াছিলেন, নওয়াব তাঁহার আগমণ টের পাওয়ার পূর্বেই তাঁহার অনুচরদের খালি বস্তাগুলি লুটের মালে ভর্তি হইয়া যাইবে।

www.pathagar.com

কিন্তু হায়! কালান্তকের ন্যায় তিনি যে সংগে সংগেই উপস্থিত। এখন উপায়? যুদ্ধে হারিলে শূন্য হস্তে দেশে ফিরিতে হইবে। চৌথ পাওয়া না গেলেও বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে না লইয়া যদি চাপ দিয়া কিছু আদায় করা যায়, মন্দ কি? প্রাতঃকালে নওয়াব-শিবিরে দূত ছুটিল। তিনি শুনিলেন, দীর্ঘপথ অতিক্রমের ফলে মারাঠারা নিতান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত; যুদ্ধ করার মেজাজ তাহাদের নাই। দশ লক্ষ টাকা পাইলে তাহারা দেশে ফিরিয়া যাইবে। এই টাকাটা এমন বেশীই বা কি? তাঁহার দুইচার বেলা মেহমানদারির খরচও নহে।

প্রস্তাব শুনিয়া নওয়াবের চক্ষু কপালে উঠিল। সেনাপতি মুস্তফা খাঁ ত ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম। পার্বত্য মূষিকের দল তাঁহাদের কি ঠাওরাইয়াছে? তাহারা কি এতই ভীরু যে, যুদ্ধের ভয়ে ঘুষ দিয়া বর্গির বিদায় করিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদের উঁচু মাথা কি নীচ হইবে না? সারা দেশ কি তাঁহাদের নামে থু থু দিবে না?

দূত ফিরিয়া গেল। মারাঠাদের একদল নওয়াবের খাদ্য আমদানীর পথ বন্ধ করিয়া শহর ঘিরিয়া রাখিল, আর একদল চতুর্দিকে ৪০ মাইল স্থান লুন্ঠন করিয়া লইল। নওয়াব অগত্যা এক সপ্তাহকাল সেখানে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

কয়েক দিন উভয় পক্ষে খন্ডযুদ্ধ চলিল। অচিরে ইহাতে নওয়াবের বিরক্তি ধরিয়া গেল। শত্রুদের চূড়ান্তরূপে পর্যুদস্ত করিতে না পারিলে এরূপ তামাশায় লাভ কি? ২৩শে প্রত্যূষে তিনি মারাঠা বেষ্ঠনী ভেদে যাত্রা করিলেন। শিবিরের অনুচর ও মালপত্র-বাহকেরা পশ্চাতে থাকিবার আদেশ পাইল। কিন্তু কার কথা কে শুনে? সৈন্যেরা যাত্রা আরম্ভ করা মাত্রই তাহারা মারাঠাদের ভয়ে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিশৃংখলা বাধাইয়া দিল। সুযোগ বুঝিয়া মারাঠারা "মার মার" করিয়া চারিদিক হইতে তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। দুই দলে ভীষণ মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইল। নওয়াবের ধনরত্নসহ সমস্ত মালপত্র মারাঠাদের হস্তগত হইল। উমর খাঁর বীর-পুত্র মুসাহির খাঁ তাহাদের ব্যূহ-মধ্যে ঢুকিরা নিহত হইলেন। তথাপি বাঙালীদেরই জয় হইতে লাগিল। ক্রমে দিন অবসান হইয়া আসিল। সহসা পশ্চাৎদিকে নওয়াবের দৃষ্টি পড়িল। মুস্তফা খাঁ, শমসির খাঁ, সরদার খাঁ প্রমুখ আফগান সেনাপতিরা সসৈন্যে তাঁহার পশ্চাৎভাগ আগুলিয়া থাকিবার কথা। কিন্তু তাঁহারা কৈ? তবে কি তাঁহারা কোন কারণে নাখোশ হইয়া সরিয়া রহিয়াছেন?

ক্রমে সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। তখন অপরাহ্ন ৪টা। সহসা এক কর্দমাক্ত মাঠে আসিয়া নওয়াবের গতি রুদ্ধ হইল। তিনি শিবির হইতে

www.pathagar.com

অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। সংগে মাত্র ৫০০ সৈন্য, ৩০০০ সৈন্যই নিমক-হারাম সেনাপতিদের সংগে রহিয়া গিয়াছে। সৈন্যের অভাবে মারাঠা শিবির আক্রমণ অসম্ভব। সম্মুখে আগাইবার বা পশ্চাতে ফিরিবারও উপায় নাই। যেখানে ছিলেন, অগত্যা তিনি সেখানেই রহিলেন। স্থানটি বর্ধমান হইতে ৬/৭ ক্রোশ দূরে। অতি বিশ্রী স্থান। সারা মাঠ পূর্ব দিনের বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাদা হইয়া রহিয়াছে। সেই রাত্রে মাটিতে কাহারও পিঠ পড়িল না, বিছাইবার বা টাংগাইবার কোন কিছু ছিলও না। কেবল নওয়াবের জন্য একটি উচ্চস্থানে ক্ষুদ্র একটা তাঁবু উঠিল।

গভীর রজনী। সূচীভেদ্য অন্ধকারে এক শ্বেত শ্মশ্রু বৃদ্ধ একটি বালকের হাত ধরিয়া পা টিপিয়া পাঠান শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ভয় পাচ্ছেন বা কেহ দেখিয়া ফেলে! ইহারা কারা? কেন ইহাদের এই সুপ্ত নৈশ অভিযান! ইহারা হইলেন নওয়াব আলীবর্দি খাঁ ও তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা। মুস্তাফা খাঁর তাঁবুতে গিয়া নওয়াব তাঁহাকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিলেন। সংগে একজন ভৃত্য বা মশালটি পর্যন্ত নাই। এ বেশে এমন অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহাকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া মুস্তফা খাঁ ত অবাক। তাঁহার বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে না কাটিতেই নওয়াব তাঁহাকে বলিলেন, বন্ধু মুস্তফা। যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে হত্যা করিতে চাও, তবে আমাকে শত্রু-হস্তে তুলিয়া দেওয়ার দরকার নাই। আমি ও আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা একা নিরস্ত্র তোমার দ্বারে উপস্থিত; তুমি এখনই আমাদের হত্যা করিতে পার। আর যদি আমাদের পুরাতন বন্ধুত্ব ও অতীত কৃতজ্ঞতার কিছুমাত্রও তোমার মনে থাকে, তবে অভিমান ছাড়িয়া সদলবলে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াও, ঘৃণিত দুশমনদের দেশ হইতে তাড়াও; আক্রোশ মিটাইবার সময় অনেক পাইবে।''

এমন করুণ আবেদনে পাষাণও গলিয়া যায়। পাঠানের শক্তপ্রাণ ত দূরের কথা। তৎক্ষণাৎ মুস্তফা খাঁর তাবুতে অন্যান্য সর্দারের ডাক পড়িল। নওয়াব তাঁহার আবেদনের পুনরাবৃত্তি করিলে প্রত্যেকের মনই নরম হইল। স্থির হইল, তাহারা তাঁহার গোলাম, এখনও গোলামই থাকিবেন; অতীত আচরণের কথা ভুলিয়া গিয়া উপস্থিত বিপদে সকলেই একযোগে তাঁহার সাহায্য করবে। সকলেই দন্ডায়মান হইয়া বুকে হাত দিয়া এই মর্মে পবিত্র কুরআন হাতে ওয়াদা করিলে নওয়াব অনেকটা নিশ্চিন্ত তাঁবুতে ফিরিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

আফগানদের মনোভাব আঁচ করার জন্য প্রত্যুষে গুলাম আলী খাঁ আবার তাহাদের শিবিরে প্রেরিত হইলেন। মুস্তফা খাঁর সহিত তাঁহার অনেক কথা-

www.pathagar.com

বার্তা হইল। বিদায়ের প্রাকালে শমসের খাঁর এক অনুচর আসিয়া বলিল, আজ মারাঠাদের পতাকা আসিবার কথা। মুস্তফা খাঁ উত্তর দিলেন, যে পাঠানের বাচ্ছা হইবে, সে অবশ্যই রাত্রির ওয়াদা পালন করিবে। এই সংবাদ নওয়াবের মনের সামান্য দ্বিধাটুকুও কাটিয়া গেল। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল, পর দিন (২৫শে) তাঁহারা সবাই মারাঠা বেষ্টনী ভেদ করিয়া কাটোয়া হইয়া মুর্শিদাবাদে যাইবেন। সেখানে বিশ্রামান্তে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে আসিবেন।

এভাবে আলাপ-আলোচনায় দিন গিয়া আবার রাত্রি আসিল। মারাঠারা নওয়াবের নিকট হইতে লুন্ঠিত একটা কামান একটা বৃক্ষের উপর পাতিয়া তাহা হইতে অবিশ্রান্ত গোলা ও হাউইবাজি ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। সারা রাত আহতদের চীৎকার ভিন্ন আর কিছুই কানে পেঁাছিল না। গভীর রাত্রে মারাঠারা চতুর্দিক হইতে নওয়াব-শিবিরে আক্রমণ চালাইয়া। অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া মুসলমানের যে যাহা নিকটে পাইল, তাহাই লইয়া বিশৃংখল-ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। নওয়াব অতি কষ্টে তাঁহার হস্তীতে আরোহণের সময় পাইলেন মাত্র। আফগান সর্দারেরা ভাগে ভাগে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেও যথেষ্ট শত্রু নিপাত করিলেন। সবার চেয়ে খিদমত করিলেন মীর আতিশ হায়দর আলী খান। বর্গিরদের দল তাঁহার তোপের মুখে তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা দল বাঁধিয়া বংগবাহিনীর পার্শ্ব দেশে আপতিত হইল। ইত্যবসরে নওয়াবের সৈন্যেরাও একত্র শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কাটোয়ার দিকে আগাইয়া চলিল। ইহা মুর্শিদাবাদ হইতে দুই দিনের পথ দক্ষিণে ও বর্ধমান হইতে ৩৫ মাইল উত্তরে-পূর্বে।

এই সময় অবশিষ্ট মালপত্রও বাঙগালীদের হস্তচ্যুত হইল। ক্ষুধার্ত ও শ্রান্তক্লান্ত সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র, বিছানা, তাঁবু, আচ্ছাদন বা খাদ্যদ্রব্য কিছুই বাকী রহিল না। সারা পথ তাহারা না খাইয়া লড়িতে লড়িতে চলিল। বর্গিরেরা চতুর্দিক হইতে অবিশ্রান্ত আক্রমণে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু নওয়াবের দৃঢ়তা ও সেনাপতিদের বীরত্বে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালীরা অবিরত শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে মন্থর গতিতে আগাইয়া চলিল। তাহাদের বরাত ভাল। পুণ্য-কার্য বিবেচনায় হিন্দুরা অজস্র পুকুর খনন করিয়া রাখিয়াছিল। এই সকল পুকুরের পাড়ে তাহারা নানা প্রকার বৃক্ষ রোপণ করে। এরূপ কোন একটা পুকুরের পাড়ে কখনও বসিয়া কখনও বা দাঁড়াইয়া এবং গাছের পাতা, ছাল, মাঠের ঘাস, প্রভৃতি যাহা পাইত, তাদ্দারা কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তাহারা উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে রাত

www.pathagar.com

কাটাইত। সৈন্য, সেনাপতি কাহারও পাতিবার কোন বিছানা বা টাঙগাইবার কোন আচ্ছাদন ছিল না। দিনের ন্যায় রাত্রিতেও বর্গিরা তাহাদের ঘিরিয়া রাখিত, তবে সাবধানে কামানের পাল্লার আওতার বাহিরে থাকিত। প্রত্যহ প্রাতে মারাঠা শিবির হইতে ক্ষুদ্র সৈন্যদল চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িত। তাহারা আশেপাশের গ্রামরাজি লুন্ঠন করিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিত। লুন্ঠনাবশিষ্ট শস্য, তরিতরকারী সমস্তই তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া যাইত। বাঙগালীরা নিজেদের কিংবা গবাদি পশুর জন্য কোনই খাদ্যদ্রব্য জুটাইতে পারিত না। একদা সাতজন আমীর মিলিয়া তিন পোয়া খিচুড়ী ভাগ করিয়া খান। আর একদিন তাঁহাদের ভাগ্যে জুটে মাত্র সাত টুকরা শাকর পারা (মিঠাই বিশেষ)। এগুলির ওজন ছিল তিন ছটাক। আর একদিন তাঁহারা এক সের পঁচা মাংস সংগ্রহ করেন, তাহারও আবার কয়েকজন ভাগীদার জুটে। সেনাপতিদেরই যখন এ অবস্থা, তখন সাধারণ সৈন্যদের দুরবস্থা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। কয়েকজন সেনাপতি এই অনির্বচনীয় দুর্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রায় পাগল হইয়া গেলেন। জয়লাভের আশা দূরে থাকুক প্রত্যেকটি লোকই তখন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। শেষে মুস্তফা খাঁর তিরস্কারে উদ্দীপিত হইয়া একদল সৈন্য তলোয়ার হাতে লইয়া নানা দলে বিভক্ত হইয়া পাল্টা-আক্রমণে বাহির হইল। তাহাদিগকে দেখিলে দর্শক বলিয়া ভুল হইত। কিছুদূর গিয়াই তাহার একদল বর্গিদের সাক্ষাৎ পাইল। তাহারা তখন অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া নিরস্ত্র হইয়া রন্ধনও আহ্নিক করিতে ব্যস্ত। আগন্তুকদের দেখিয়া তাহারা মনে করিল, ইহারা তামাশা দেখিতে আসিতেছে। কিন্তু লোকগুলি নিকটে আসিয়াই অকস্মাৎ তরবারি বাহির করিয়া তাহাদের ঘাড়ে পড়িল। অধিকাংশ নিহত হইলে অবশিষ্টেরা তৈয়ারী খাদ্য ও বস্তাবোঝাই শস্যাদি ফেলিয়া পলাইয়া গেল। ইহাতে মুস্তফা খাঁর সৈন্যদের আনন্দ দেখে কে? তিন দিনের উপবাসের পর তাহারা পেট ভরিয়া খানা খাইয়া যত পারিল, শস্য লইয়া দলে ফিরিল। তাহাদের দেখাদেখি আরও অনেকে সেখানে গিয়া খাদ্য ও শস্যাদির বস্তা লইয়া আসিল।

বর্গিরা ইহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়িল না। মুস্তফা খাঁর নিকট শিক্ষা পাইয়া তাহারা আর নিকটে ঘেঁসিতে সাহস না পাইলেও কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া বাঙগালীদের অনুসরণ করিতে লাগিল। পর দিন প্রত্যূষে কাটোয়ার ১৪ মাইল দূরে নিগুনসরাইয়ে তাহারা বাঙ্গালীদের আক্রমণ করিয়া বসিল। ব্যূহ রচনা করা দূরে থাক, নওয়াব হস্তীতে আরোহণেরও সময় পাইলেন না। যে যেখানে ছিল, সেখানে থাকিয়াই হাতের কাছে যাহা পাইল, তাহা লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। নওয়াবের পাশে একজন লোকও ছিল না। এক অলৌকিক

www.pathagar.com

উপায়ে তাঁহার প্রাণ রক্ষা না পাইলে তিনি সেদিন নিহত হইতেন ও বাঙ্গালীরা পিষ্ঠ হইয়া যাইত। পতাকা, রাজছত্র, রাজদন্ড প্রভৃতি বোঝাই দুইটি হস্তী তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিত। সাড়ে তিন মণ ওজনের ২০ ফুট লম্বা এক গাছি লোহার শিকল দ্বারা উহাদের বড় দাঁতগুলি বাঁধা থাকিত। নিজেদের চতুপার্শ্বে এত অপরিচিত লোক দেখিয়া উহারা বুঝিল, তাহারা শত্রু পক্ষের লোক। তখন উহারা এমন কৌশলে শিকল ঘুরাইতে লাগিল যে, যাহার গায়ে ইহার চোট লাগিত, সংগে সংগেই তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিত। এ যেন আল্লাহ্‌তা'লারই নির্দেশ। এই বিচিত্র দৃশ্য দর্শনে বর্গিদের দল হতভম্ব হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গেল। ইত্যবসরে কিছু লোক ছুটিয়া আসিয়া নওয়াবের হাতীর চারিধারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আরও কিছু সৈন্য আসিয়া তাহাদের দল বৃদ্ধি করিলে তাহারা যে সকল মারাঠা সৈন্য অন্যান্য বাঙ্গালীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের উপর আপতিত হইয়া বিপন্ন সহকর্মীদের ছাড়াইয়া আনিল। যাহারা তাহাদের দলের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে নিহত, আহত বা বিতাড়িত করিয়া এই বীর-সৈনিকেরা আবার আগাইয়া চলিল। এইরূপে সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়া অজ্ঞাত, বিপজ্জনক পথে অবিশ্রান্ত আক্রান্ত হইয়া ও আক্রমণ প্রতিহত করিয়া উপবাসক্লিষ্ট বাঙ্গালী বাহিনী কাটোয়ায় পেঁৗছিল।

তাহাদের বিশ্বাস ছিল, সেখানে তাহারা স্তূপীকৃত রসদ ও উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্য পাইবে। নগরের নিকট আসিয়া যাহাদের সংগে কিছু বস্তা বা ভারবাহী পশু ছিল, তাহারা খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহে ছুটিয়া গেল। কিন্তু হায়! মারাঠারা কিছুক্ষণ পূর্বে সেখানে হানা দিয়া সমস্ত খাদ্য-দ্রব্য লুটিয়া নেয় এবং যাহা তাহারা বহিয়া নিতে পারে নাই, তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। বাঙ্গালীরা তাড়াতাড়ি আগুন নিভাইয়া কিছু আধাভাজা, আধপোড়া খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করিল, আর কিছুই তাহাদের ভাগ্যে জুটিল না। রসদ, শিবির ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পত্র লইয়া মুর্শিদাবাদে লোক ছুটিল। কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার সংবাদ না পাওয়ায় তাঁহার পরিজনেরা নিতান্ত অস্থিরতার মধ্যে কাল কাটাইতেছিলেন। পত্র পাইয়া তাঁহারা হাজার হাজার শোকরগুজারি করিয়া তাঁহার আদেশ পালনে মনোযোগী হইলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য কাটোয়ায় পেঁৗছিলে উপবাসী সৈনিকমহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

এই অভিযানে আলীবর্দি খাঁ এবং তাঁহার বীর সৈনিক ও সেনাপতিরা নিদারুণ কষ্ট ও ঘোর বিপদের মধ্যে যে অসীম ধৈর্য, সাহস ও বীরত্বের পরিচয়

www.pathagar.com

দেন, দুই একটি ঘটনা ভিন্ন ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ইহার প্রধান কৃতিত্বই তাঁহার প্রাপ্য। একমাত্র তাঁহার অসীম সাহস ও বুদ্ধি-কৌশলে বাঙ্গালী বাহিনী নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় ও বাঙ্গালীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। ব্যক্তিগতভাবে সৈন্য, প্রজা, এমন কি শত্রুদের চক্ষেও তাঁহার সম্মান অনেক বৃদ্ধি পায়। তাঁহার সুনাম বাঙ্গালার সীমা ছাড়াইয়া দক্ষিণ ভারতেও ছড়াইয়া পড়ে। ইহা বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে বাঙ্গালীর মনে যে অপূর্ব দৃঢ়তা আনিয়া দেয়, তৎকালে মারাঠাদের সমস্ত নির্যাতনের মুখেও দীর্ঘ দশ বৎসরকাল যাবত তাহাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে। পক্ষান্তরে ইহাতে শত্রুরা এতই ভগ্ন-সাহস হইয়া পড়ে যে, তাহারা তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালা ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশতঃ মীর হবীব নৈশযুদ্ধে আহত ও ধৃত হইয়া মারাঠা শিবিরে নিহত হন। তাঁহার উৎসাহ ও কুপরামর্শ না পাইলে সে বৎসরই 'বর্গিদের হাংগামা' ফুরাইয়া যাইত ও বাঙ্গালীর অবর্ণনীয় অমানুষিক দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিত। এ সকল কারণে এই গৌরবান্বিত প্রত্যাবর্তন ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

নওয়াব আলীবর্দি খাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী

কঠোর পরিশ্রম ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ছাড়া জগতে কেহই বড় হইতে পারে না। আবার ইতিহাসে দেখা যায়, সমস্ত বড় লোকই একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করিয়া গিয়াছেন। নওয়াব আলীবর্দি খাঁরও একটা কার্যসূচী ছিল। নতুবা তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা একত্রে এই তিনটি প্রদেশের শাসনকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করা কিছুতেই সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। সৈয়দ গোলাম হোসেন নামক জনৈক সুপণ্ডিত তাঁহার এবং তদীয় জামাতা ও দৌহিত্রের অধীনে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিতেন। তাঁহার লিখিত 'সিয়ারুল মুতাআখখেরীন' (হাল জামানার হালচাল) ১৭০৫-৮৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্য ও পূর্ব ভারতের নওয়াবী আমলের একখানা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে আলীবর্দি খাঁর কার্যসূচী নিম্নে সংকলিত হইল।

আলীবর্দি খাঁ ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠা শিয়া মুসলমান। তিনি উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাহার অবসর কাটিত প্রধানতঃ নামায পড়িয়া কিম্বা কুরআন শরীফ বা ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ শুনিয়া। তাঁহার একমাত্র বিলাসিতা ছিল সুখাদ্য; কিন্তু তাহাও তিনি খুব অল্প পরিমাণে খাইতেন। সূর্যোদয়ের দুই ঘন্টা পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা ছিল তাঁহার অপরিহার্য

www.pathagar.com

নিয়ম। প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনের পর অযু করিয়া তিনি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিতেন; তৎপরে প্রত্যুষে পড়িতেন ফজরের নামায। অতঃপর তিনি কয়েক জন বন্ধুর সহিত একত্রে কফি পান করিতেন। বেলা ৭টার সময় তিনি অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতেন এবং অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত দরবারে বসিতেন। সভাসদবর্গ এবং সামরিক ও অন্যান্য কর্মচারী এই সময় তাঁহার নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিতেন। যে কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত। তিনি ধৈর্যের সহিত তাহাদের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাহার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতেন। উত্তরদানের বেলায় তাহাদের ত্রুটি সাধনের প্রতি সর্বদা তাঁহার লক্ষ্য থাকিত। দুই ঘন্টা পরে তিনি দরবার ভাঙিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গমন করিতেন। সেখানে তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু জামাতা নওয়াজশ মুহম্মদ খাঁ ও সয়্যিদ আহমদ খাঁ উপস্থিত থাকিলে জয়নুদ্দীন আহমদ খাঁ ও দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা প্রমুখ কতিপয় নিকটাত্মীয় হাজির থাকিতেন। তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিয়া এবং কোন কবিতা পাঠ শুনিয়া বা নিজে কোন কবিতা পাঠ করিয়া অথবা কোন আনন্দদায়ক গল্প শ্রবণ করিয়া পূর্ণ এক ঘন্টাকাল ধরিয়া তিনি তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতেন। এই সময় কোন রন্ধন-নিপুণ বাবুর্চি সেখানে খানা পাক করিত; পাককার্য তাঁহার সাক্ষাতে সম্পন্ন করা ছিল অপরিহার্য। ইহার কারণ সহজেই অনুমেয়। সময় সময় তিনি গোশত, মসলা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনায়ন করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশ অনুযায়ী তদ্দ্বারা কোন বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করিবার আদেশ দিতেন। অনেক সময় তিনি কোন নূতন পাক-প্রণালী উদ্ভাবন করিতেন। যে সকল আমীর, ভদ্রলোক ও বিভাগীয় কর্মকর্তা দদরবারে উপস্থিত হইতেন, ও হাজির থাকিতেন। তাঁহাদের কাহারও কোন বক্তব্য থাকিলে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট হাজির করান হইত। রন্ধনকার্য শেষ হইয়া গেলে খানসামা বিবিধ খাদ্যদ্রব্য কয়েকখানা বারকোশে মেঝের উপর সাজাইয়া রাখিত। মেঝের খানা তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধুদের নিকট প্রেরিত হইত। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সকলেই একখানা বৃহৎ গালিচা পাতিয়া খানা খাইতে বসিতেন। এই সময় কেবল খাদ্য-দ্রব্যগুলির স্বাদ ও ঘ্রাণ লইয়া আলোচনা চলিত। নওয়াব প্রত্যেক বারকোশ হইতে এক গ্রাস খাদ্যমাত্র গ্রহণ করিতেন, আর কিছুই ছুঁইতেন না। আহারান্তে মেহমানরা হাতমুখ ধুইয়া বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে বহুসংখ্যক লোকের সহিত প্রত্যহ আহার করা ছিল তাঁহার অভ্যাস; তবে কখনও কখনও তিনি অন্যকেও আহার করাইতে সমধিক পছন্দ করিতেন। তখনও তিনি একা খাইতেন না, একদল মহিলা লইয়া

www.pathagar.com

আহারে বসিতেন। ইহারা ছিলেন তাঁহার বেগম, দুহিতা, দৌহিত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতি আত্মীয়া, অপর কেহ নহেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে তিনি একটা ক্ষুদ্র কক্ষে গমন করিয়া অল্পক্ষণ নিদ্রা যাইতেন। অপরাহ্ন একটার সময় তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, নামায আদায় করিতেন। অতঃপর তিনি উচ্চস্বরে এক সিপারা কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া আসরের নামায পড়িতেন। ভৃত্যেরা তখন তাঁহাকে এক পেয়ালা ঠান্ডা পানি আনিয়া দিত ; ঋতু অনুযায়ী তাহাতে সোরা বা বরফ মিশান হইত। তিনি এক ঢোকে তাহা পান করিতেন ; ইহাতেই তাঁহার সারা দিনের পানি পানের প্রয়োজন মিটিত। অতঃপর ভৃত্যেরা কক্ষদ্বারের পর্দা গুটাইয়া ফেলিত। তখন মীর মুহম্মদ আলী ফাযিল নকী কুলি খাঁ, হেকিম মৌলভী হাদী খাঁ ও মীর্জা হুমায়ুন খাঁ প্রভৃতি কতিপয় ধার্মিক ও শিক্ষিত ব্যক্তি সেখানে আসিতেন। সাধারণতঃ একটি বৃহৎ স্বতন্ত্র কক্ষে বিদ্বানমন্ডলীর অধিবেশন বসিত। নওয়াবের নিজের মসনদের সম্মুখে মুহম্মদ আলী ফাজিলের জন্য আর একটি পৃথক মসনদ পাতা হইত। উহার পিছনে থাকিত একটা বড় তাকিয়া। তাঁহার পাল্কী প্রাসাদের নিকটতম দ্বার দিয়া ভিতরে আসিত ; কেবল তিনজন সম্পর্কিত শাহযাদারই এই অধিকার ছিল। তিনি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র নওয়াব মসনদ হইতে উঠিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সালাম দিতেন এবং প্রত্যভিবাদনের পর তিনি আসন গ্রহণ করিলে তবে মসনদে গিয়া বসিতেন। বিদায় বেলায়ও তাঁহার প্রতি এভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হইত। সেকালে এ দেশে বিদ্বানের স্থান ছিল এতই উচ্চে।

সভায় প্রথমে হুক্কা আনা হইত। আলীবর্দি নিজে ধূমপান করিতেন না ; তিনি পান করিতেন কফি ; তৎপরে উহা সভাজনদের মধ্যে বিতরিত হইত। অতঃপর ভৃত্যেরা একখানা কুরআন আনিয়া তাহা মুলতানী মৌলভী সাহেবের সম্মুখে বালিশের উপর রাখিয়া দিত। মৌলভী সাহেব দুই একটা সুরা পাঠ করিয়া উহার অনুবাদ করিতেন। কোন দুর্বোধ্য বিষয় থাকিলে মৌলভী মুহম্মদ আলী তাহা বুঝাইয়া দিতেন। আলীবর্দি খাঁ মধ্যে মধ্যে কোন আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেন ; মৌলভী মুহম্মদ আলী তাহাও বুঝাইয়া দিতেন। পূর্ণ দুই ঘন্টাকাল ধরিয়া এই পাঠকার্য চলিত। তৎপরে বসিত দরবার-ই-খাস। বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তা, সাধারণ চর ও ধনী মহাজন জগত শেঠ প্রভৃতি অল্প কয়েকজন লোক সেখানে সমবেত হইয়া ভারতের বিভিন্ন অংশের কোথায় কি ঘটিতেছে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। প্রাতঃকালীন সভায় রাজস্ব বা অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত মুলতবী বিষয়গুলিও

১৭—

www.pathagar.com

এখানে আলোচিত হইত। এই সভাও দুই ঘন্টাকাল যাবৎ তাঁহার চিত্ত-বিনোদন করিত। এভাবে সন্ধ্যা হইয়া আসিলে বাতিওয়ালারা আসিয়া বাতি ও মোমবাতি জ্বালাইয়া দিয়া যাইত ; উজ্জ্বল আলোক-মালায় সমগ্র কক্ষ ও প্রাসাদ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। অতঃপর তিনি মাগরিবের নামায আদায় করিতেন। নামায শেষ হইলে তাঁহার বেগম, সিরাজুদ্দৌলার পত্নী ও পরিবারভুক্ত অপর কয়েকজন শাহযাদী সেখানে আসিতেন। তিনি রাত্রে ভাত খাইতেন না বলিয়া তাঁহার জন্য কিছু ফলমূল ও মিঠাই-এর ব্যবস্থা থাকিত। তিনি সামান্য কিছু আহার করিয়া অবশিষ্ট উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। খাওয়া শেষ হইলে তাহারা চলিয়া যাইতেন। তখন তাঁহার দেহরক্ষী, নৈশ্য প্রহরী ও গল্প-কথকেরা আসিয়া কক্ষটি ভর্তি করিয়া ফেলিত। গল্প-কথকেরা নানা প্রকার আজগুবি গল্প বলিতে পারিত। তাহা শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার ঘুম আসিত। কিন্তু তিনি কখনও গাঢ় নিদ্রা যাইতেন না ; মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, রাত্রি কয়টা? রাত দুইটা পর্যন্ত এই অবস্থা চলিত।

www.pathagar.com

সোনালি যুগের স্পেন

পাশ্চাত্য আজ শিক্ষা-সভ্যতায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বহু দূর আগাইয়া গিয়াছে। প্রাচ্য আজ স্তব্ধ বিস্ময়ে পাশ্চাত্যের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু এমন দিন ছিল, যেদিন এই অনগ্রসর প্রাচ্যই ছিল পাশ্চাত্যের শিক্ষা-গুরু। পাশ্চাত্যে তখন এমনিভাবে অবাক হইয়া প্রাচ্যের শক্তি ও অগ্রগতির কথা চিন্তা করিত। নব-জাগ্রত আরবের মরু সন্তানেরা ছিল প্রাচ্যের এই প্রাধান্যের প্রতীক। খৃস্টান জগতের উপর মুসলমান জাতিগুলির শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে। বর্তমান সুসভ্য ইংরেজদের পূর্ব-পুরুষ স্যাক্সনেরা তখন কদর্য কুটিরে বাস করিত ও নগ্ন পদে নোংরা রাস্তায় চলাফিরা করিত। ইংরেজী তখনও ভাষা হিসাবে চালু হয় নাই। লেখাপড়া প্রভৃতি অর্জিত গুণাবলী মুষ্টিমেয় পাদ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র ইউরোপ ছিল তখন অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন। কেবল কনস্টান্টিনোপল ও ইতালীর কিয়দংশেই মার্জিত রুচির কিছু নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইত।

ইসলামের তখন চরম সমৃদ্ধির যুগ। স্পেন-পর্তুগালের বিধর্মী মুরেরা এ-সময়েই তাহাদের অসাধারণ সভ্যতায় নিখিল বিশ্ব আলোকিত করে। টুর্সের মারাত্মক পলায়নের (৭৩৩) ফলে তাহাদের বিজয়-স্রোতে ভাটা পড়িলে তাহারা সাইবেরিয়ার সমতল ভূভাগে নিজেদের শক্তি স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল করার প্রয়াস পায়। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুররাজ্যই ছিল শিক্ষা শক্তি ও সমৃদ্ধিতে ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ। (১) তৃতীয় আবদুর রহমানের আমলে স্পেন শিক্ষা-সমৃদ্ধি আড়ম্বর এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের সময় (৯১২-১০১৩) সামরিক ও মানসিক উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। মুরেরা মাটির প্রকৃতি ও বিভিন্ন প্রকারের গুণ জানিত। বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিতত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া করিয়া তাহারা অপূর্ব সফলতা লাভ করে। অসীম পরিশ্রমে মাটি কাটিয়া তাহারা আঙ্গুর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। বৈজ্ঞানিক পানি সেচ পদ্ধতি তাহাদের সম্যক জানা ছিল। সমগ্র দেশে অসংখ্য খাল খনন করা হয়।

সুদূর পার্বত্য প্রস্রবণ হইতে অনুর্বর ভূভাগে পানি আনয়নের জন্য মুরেরা উপত্যকা ও গিরিপার্শ্বে বিশাল পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করে। পাথর কাটিয়া তাহারা ভূগর্ভে শত শত হাত দীর্ঘ যে সকল খাল খনন করে, তাহা অদ্যাপি তাহাদের অপরাজেয় উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সাক্ষ্য দান করিতেছে।

www.pathagar.com

ফলে স্পেনের স্বভাবত উর্বরা ভূমি বিস্ময়কররূপে ফলপ্রসূ হয়। উর্বর দক্ষিণাঞ্চল স্বর্গ হইয়া দাঁড়ায়। বহু স্থানে একই ক্ষেত্রে বৎসরে চারিটি ফসল পাওয়া যাইত। আব্বাসিয়া ও ফাতিমিয়া খলীফাদের অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ও গৃহ-বিবাদের সুযোগে স্পেনীয়েরা বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার সাধন করে। আলেকজান্দ্রিয়ার দ্বারা রুদ্ধ হইলেও গ্রীক সম্রাটের সহিত বন্ধুতা থাকায় তাহারা কনস্টান্টিনোপলে সাদর অভ্যর্থনা পাইত। চরম সমৃদ্ধির দিনে কেবল স্পেনীয় য়িহুদীদেরই সহস্রাধিক বাণিজ্য পোত সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত। পণ্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য লংকা, চীন, সোগাডিয়ানা প্রভৃতি প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী জনপদেও তাঁহাদের স্থায়ী গোমস্তা থাকিত। উমাইয়াদের পতাকা দেখা যাইত না, এমন নদী বা সমুদ্র ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদের কথা বিশ্বাস করিতে গেলে আরব্য উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চিত্র এগুলির সম্মুখে মলিন হইয়া যায়।

মুরদের মার্জিত রুচির সহিত ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সবিশেষ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইত। তাঁহাদের বাসভবনগুলি আস্তাবল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল না ; তাহাতে কোন জানালা বা ধূম্র-নল থাকিত না। অথচ স্পেনের প্রধান কর্মচারীরাও রাজার হালে বাস করিতেন। খলীফার প্রাসাদাদির পরেই ছিল তাঁহাদের প্রাসাদ, দরবার ও অনুচরের স্থান। তাঁহাদের আড়ম্বরের সহিত কোন খৃস্টান নরপতিরই তুলনা চলিত না। তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ মুক্ত হস্তে দান ও ব্যয় করিতেন। উযীর ইবনে শুবায়দ মহামতি খলীফাকে যে সকল সম্পত্তি, দাস-দাসী ও মূল্যবান দ্রব্য উপহার দেন, তাহার মূল্য ছিল, ১,৫৬,২৫,০০০ টাকারও অধিক।

সৈন্যচালনা, বাণিজ্যদ্রব্য প্রেরণ ও দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য রাজধানী হইতে চতুর্দিকে উঁচু পাকা রাস্তা নির্মিত হয়। সুদীর্ঘ বেলাভূমির প্রত্যেকটি টেকে আতালারাস বা প্রহরী-বুরুজ শোভা পাইত। ইহাদের নিম্নদেশ হইতে আকাশ-দেউটির সাহায্যে শত্রু বা মিত্র জাহাজের গতিবিধি বিজ্ঞাপিত হইত।

রোগীর সেবা ও দুর্দশাগ্রস্তকে আশ্রয়দানের জন্য বহু হাসপাতাল ও লংগরখানা স্থাপিত হয়। সুনিপুণ চিকিৎসকেরা রোগীদের তত্ত্বাবধান করিতেন। খলীফাদের খাস তহবিল হইতে এতীম বালক-বালিকাদের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। কর্দোভার একটিমাত্র বিদ্যালয়েই ৫০০ এতীম পড়াশুনা করিত। কর্দোভা ছিল মুরদের এই অপূর্ব সভ্যতার কেন্দ্র। অতি অল্প নগরই ইহার ন্যায় এত গৌরবোজ্জ্বল অতীতের দাবী করিতে পারে।

www.pathagar.com

খৃস্টজন্মের পূর্ব হইতেই ইহা বর্তমান। স্পেনের কয়েকজন রাজা ইহাকে বাসস্থানরূপে মনোনীত করিয়া এখানে মহাড়ম্বর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। বর্তমান দারিদ্র্য ও দুরবস্থা হইতে ইহার অতীত গৌরবের ধারণা করা অসম্ভব। রাজ-প্রাসাদ আলকাজার বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে; উহার ধ্বংসাবশেষ এখন জঘন্য কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শত শত মসজিদের মধ্যে সৌভাগ্যবশতঃ একটিমাত্র এখনও কোনরূপে আংশিকভাবে টিকিয়া আছে। কিন্তু চিরদিন উহার এ অবস্থা ছিল না।

গোয়াডেল কুইভারের পানি-সিক্ত একটি উর্বর প্রান্তরে অবস্থিত স্পেনীয় খলীফাদের এই মনোনীত রাজধানীতে কয়েকটি বৃহৎ তোরণ ছিল। প্রত্যেক তোরণ হইতে একটি প্রশস্ত পাকা রাজপথ মালাগা, মেরিদা, টলেডো, অস্টোর্গা, ট্যালভেরা, বাদাজোজ, জারুগোজা প্রভৃতি সীমান্ত শহরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। আলকাজারের নিকটস্থ তোরণ দিয়া গোয়াডেল কুইজারের প্রকাণ্ড সেতুর দিকে যাওয়া যাইত।

সাত মাইল দূরত্ব এক অত্যুচ্চ পয়ঃপ্রণালী দিয়া সুদূর সিয়েরার স্রোতস্বিনীসমূহ হইতে শহরে পানি আসিত। সীসক নির্মিত নলের ভিতর দিয়া তাহা বিভিন্ন মহল্লায় চালান যাইত। বহু ঘটনাবহুল যুগের বিপর্যয় এবং ৯০০ বৎসরেরও অধিক কালের অবিশ্রান্ত ব্যবহারজনিত ক্ষয়প্রাপ্তির পরেও খলীফা ২য় হাকিমের জলযন্ত্রগুলি অদ্যাপি প্রায় সম্পূর্ণ অক্ষত রহিয়াছে। তাঁহার নির্মিত মর্মরের চৌবাচ্চাগুলি এখনও খৃস্টানদের পানি যোগাইতেছে।

প্রথম আবদুর রহমান কর্দোভার সুলতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে ইহা উন্নতি ও সমৃদ্ধির চরমে পৌঁছে। ইহা তখন পাশ্চাত্যের এথেন্স বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করে। বিখ্যাত চিকিৎসক ইহাকে 'বিজ্ঞানের ধাত্রী ও যোদ্ধাদের দোলনা' বলিয়া অভিহিত করেন। কয়েকজন খলীফা এত প্রতাপশালী ছিলেন যে, বহু নরপতি তাঁহাদের মিত্রতা কামনা করিয়া দূত প্রেরণ করিতেন।

বড় বড় পান্থশালায় দলে দলে পথিক, বণিক ও তীর্থযাত্রী আশ্রয় লাভ করিত। মেধাবী, অথচ দরিদ্র ছাত্র ও পণ্ডিতদের জন্য স্থাপিত সরাইগুলি ছিল ইহার প্রধান বিশেষত্ব। তাঁহারা সেখানে রাজব্যয়ে খাদ্য, আশ্রয় ও সাহায্য পাইতেন। অন্যান্য শহর হইতে কর্দোভার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ চারটি ঃ— বিজ্ঞানের উন্নতি, জামে মসজিদ, গোয়াডেল কুইভারের সেতু ও মদীনাতুজ্জুহরা উপনগর। কর্দোভার সুপরিপূর্ণ পাঠাগারও ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। ইউরোপ যখন অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, তখন বহু ছাত্র-ছাত্রী প্রথম আবদুর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে

www.pathagar.com

বিদ্যাশিক্ষা করিত। কর্দোভার আবহাওয়া ছিল শিক্ষা ও সুকুমার সাহিত্যের উন্নতির বিশেষ অনুকূল। এখানে সমপরিমাণ ও সমসাময়িক যে কোন নগরের চেয়ে অধিক সংখ্যক কবি, পণ্ডিত, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় ঘটে। প্রথম আবদুর রহমান এশিয়া হইতে সর্বশ্রেণীর বিখ্যাত লোককে এখানে আমন্ত্রণ করেন। মার্জিত ও সুশিক্ষিত খলীফাদের শাসনে ইহা প্রতিভাশালী সাহিত্যিকদের মিলনাগারে পরিণত হয়। বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতেরা ইহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করিতেন। শত শত ব্যক্তি ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও তর্ক-শাস্ত্রের লেখকরূপে খ্যাতি লাভ করেন ; এ সকল গ্রন্থের অনেকগুলি বর্তমানে এস্কুরিয়াল ও অন্যান্য লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

কর্দোভার কবিরা রাজন্যবর্গের নিকট উচ্চ সম্মান পাইতেন। তাঁহাদের সুমধুর প্রেম-প্রীতি ও রণ-সংগীত রাজধানী নিয়ত মুখরিত থাকিত। জগতের সর্বাংশ হইতে ছাত্র ও জ্ঞানবানেরা মুর-দরবারে সমবেত হইতেন। খলীফা ৩য় আবদুর রহমান কর্দোভা হইতে ১০ মাইল দূরে আজ-জুহরা নামে এক অতুলনীয় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া সেখানে রাজ-দরবার স্থানান্তরিত করেন। অচিরে উহাও সঙ্গীত, শিল্পকলা ও বিদ্বানমণ্ডলীর সম্মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহার অভ্যন্তরে বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। অবসর সময়ে খলীফা কাব্য ও সাহিত্য প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করিতেন। ইহা ছিল আন্দালুসিয়ার দরবারের এক অনুপম বিশেষত্ব।

মদীনাতুজ্জুহরা ভিন্ন কর্দোভার আরও ২৭টি উপনগর ছিল। ১২,০০০ গ্রাম লইয়া এগুলি গঠিত হয়। ইহাদের দুইটি গোয়াডেল কুইভারের দুই তটে ও অপরগুলি শহরের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত ছিল ; এগুলি ছিল শহরের ন্যায়ই উন্নতিশীল। চতুর্দিকে বহু মাইল পর্যন্ত কমলালেবুর উদ্যান শোভা পাইত। প্রস্রবণ ও শ্রোতস্বিণী পানিতে এগুলি সুশীতল থাকিত। জামে মসজিদের প্রাঙ্গণের উদ্যানটি অদ্যাপি বর্তমান আছে। গোয়াডেল কুইভারের তীরে অহরহ ৫০০০ কারখানা চলিত ; বহু শ্রমিক সেখানে কাজ করিত।

শহরের উপকণ্ঠে খলীফাদের দশটি সুসজ্জিত বাগান-বাড়ী ছিল। রাজকীয় প্রাসাদ এবং অন্যান্য গৃহ নির্মাণ ও প্রসাধনে স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা, হাতির দাঁত মূল্যবান কাঠ ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মর্মর প্রস্তর অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইত।

এক কথায় বলিতে গেলে, আকারে ও আড়ম্বরে কর্দোভার প্রাসাদ ও উদ্যানরাজি দিমিশ্‌ক ও বাগদাদের খ্যাতি মলিন করিয়া দেয়। স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা নানা দিক দিয়া আব্বাসিয়াদের বৃথা গর্ব খর্ব করে। পূর্ত কার্যের বিশালতায় প্রাসাদের আড়ম্বর ও মসজিদের প্রসাধন স্পেনের শ্রেষ্ঠত্বে কদাচিৎ

www.pathagar.com

সন্দেহ করা যাইতে পারে। এশিয়ার প্রান্তর ও মেসোপটোমিয়ার সর্বাপেক্ষা উর্বরা ভূমিতে যে কৃষি-প্রণালী অনুসৃত হয়, ফলের দিক দিয়া স্পেনের পূর্ণাঙ্গ ও বিধিবদ্ধ কৃষি-পদ্ধতি তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল না। কাজেই মুসলিম-স্পেনের বাণিজ্যের সহিত দিমিশ্‌ক ও বাগদাদের কোন তুলনাই চলিত না। বস্তুতঃ ইহা যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

রাষ্ট্র বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও শত্রুর আক্রমণে এই সমৃদ্ধি ও আড়ম্বর অল্পে অল্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের হস্তগত হওয়ার (জুন ২৯, ১২৩৬ খৃঃ) পর হইতে খৃস্টান-শাসনে কর্দোভার দ্রুত অবনতি ঘটে।

ধর্মান্ধেরা জামে মসজিদে একটি কিম্ভূতকিমাকার গির্জা নির্মাণ করে। এই গির্জা ও প্রাচীন মসজিদের চেয়ে আধুনিক কর্দোভা ও অতীতের কর্দোভার বৈসাদৃশ্য আরও তীব্র। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এখানে চৌদ্দ হাজারের অধিক গৃহ ছিল না; ১০০ বৎসরের পরে এই সংখ্যা মাত্র দশ হাজার ও লোকসংখ্যা কদাচিৎ এক লক্ষ। গির্জা ও সরকারী অট্টালিকাগুলিতে দারিদ্র্য ও উপেক্ষার চিহ্ন সুপরিস্ফুট; স্থাপত্যের দিক দিয়া এগুলির কোনই আকর্ষণ নাই।

বর্তমান ইউরোপের নগরাবলীর মধ্যে কর্দোভাই সর্বাপেক্ষা অনুন্নত ও দরিদ্র প্রপীড়িত; উহার বাজার আজ জনশূন্য, রাজপথগুলি বিধ্বস্ত গৃহের আবর্জনায় চলাফেরার অযোগ্য ও তৃণক্ষেত্রে পরিণত; তাহা কদাচিৎ নরপদে ধন্য হয়। ক্রীড়ারত দুরন্ত বণিকের চিৎকার বা ভিক্ষুকের উচ্চ-নিনাদ ভিন্ন সর্বত্রই গভীর স্তব্ধতা বিরাজমান। যে সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একদা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সৃষ্টি, এমন কি পোপের গদীরও গৌরব বৃদ্ধি করে এখন তাহা মঠ ও সন্ন্যাসীদের বাসভবনে পরিণত হইয়াছে; সন্ন্যাসীদের আলস্য ও অজ্ঞতা এখন মুরদের বুদ্ধি ও উদ্যমের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। শহরটি এখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বাসস্থান ও ইহা দর্শনের জন্য একদিনই যথেষ্ট। কর্দোভার পরিধি ১৪৪ বর্গমাইল ছিল কিংবা একদা ইহা পাশ্চাত্যের বৃহত্তম নগর বলিয়া পরিচিত হইত, একথা এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়।

www.pathagar.com

অপূর্ব প্রভুভক্তি

মসনদের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ নানা দেশেরই প্রায় চিরন্তন কলঙ্ক। ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি ও নিকটতম আত্মীয়দের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের মধ্যেও এমন দুই একটি মহান দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যাহাতে আমাদের মস্তক ভক্তি-শ্রদ্ধায় স্বভাবতঃই নত হইয়া আসে। এমন দুইটি ঘটনা ঘটে বাদশাহ্ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আজীমুশ্শান ও মুয়াজ্জেদানের মধ্যে যুদ্ধের সময়। সিপাহসালার জুলফিকার যখন আজীমুশ্শানের সুরক্ষিত শিবির আক্রমণ করেন তখন তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান সেনাপতিরা তাঁহাদিগকে বাহিরে গিয়া পাল্টা আক্রমণ চালাইবার অনুমতি দানের জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন ; কিন্তু তিনি প্রতিবারেই উত্তর দেন, আর একটু অপেক্ষা করুন। সপ্তম দিনে জুলফিকার খাঁ লাহোর হইতে ভারী কামান আনাইয়া শিবিরে বড় বড় গোলা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে ছত্রীরাজা মোকাম সিংহ ও জাঠ রাজা রাজসিংহ তাঁহার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়াই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। আক্রান্ত হইয়া শত্রুরা পশ্চাতে হটিয়া গেল। রাজারা অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া সম্মুখে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের কামানগুলি দখলে আনিলেন। এই সময় দরকার ছিল তাহাদের সাহায্য করার। কিন্তু তাহা করা দূরের কথা, যে কয়জন সেনাপতি স্বেচ্ছায় তাহাদের সাহায্যার্থে গমন করেন, তিনি ভর্ৎসনা করিয়া তাহাদিগকেও ফিরাইয়া আনিবার জন্য চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। ভাগ্য বিরূপ হইলে মানুষের এভাবেই বুদ্ধি ভ্রংশ হয়। এই ইতস্ততঃ ভাব লক্ষ্য করিয়া জুলফিকার খাঁ জোরে সোরে হিন্দু রাজাদের আক্রমণ করিলেন। বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধে তাহারা মারাত্মকরূপে আহত হইলেন। তাহাদের সৈন্যেরা ভগ্নোদ্যম হইয়া লাহোরের দিকে পলাইয়া গেল। ঠিক এই মুহূর্তে সুলায়মান খাঁ পন্নী নামক জনৈক সাহসী আফগান সেনাপতি এক হাজার সৈন্যসহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে আসিয়া নিজেই বন্দুকের গুলীতে নিহত হইলেন।

পিতার মৃত্যুকালে নিকটে থাকায় আজীমুশ্শান তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি তাহা ব্যয় না করিয়া যেন সঙ্গে করিয়া কবরে নেওয়ার জন্য জমা রাখিয়া দেন। তাঁহার এই কৃপণতা ও দীর্ঘসূত্রিতায় বিরক্ত হইয়া তাঁহার সৈন্যেরা স্বভাবতঃই খসিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার নিকট প্রথমে ৬০/

www.pathagar.com

হাজার সৈন্য ছিল। ইহাদের সহায়তায় তিনি সহজেই বিপক্ষ বাহিনী পর্যুদস্ত করিতে পারিতেন। এখন তাঁহার দলে ১০/১২ হাজার সৈন্য মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সেদিন রাত্রে ইহাদেরও অধিকাংশ খাসয়া পড়িল। পরদিন ২/৩ হাজারের অধিক লোক শিবিরে রহিল না। আশ্চর্যের বিষয়, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া এখন তিনি যুদ্ধযাত্রায় বাহির হইলেন। কিন্তু তাহার হাতী কিছুতেই তাঁহাকে পিঠে তুলিয়া লওয়ার জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসিতে রাজী হইল না। ভাবী অমঙ্গলের এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া তিনি অন্য হাতীতে চাপিয়া যুদ্ধে চলিলেন। ইতিমধ্যে আরও কিছু লোক পলাইয়া গেলে তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা দুই হাজারের নীচে নামিয়া আসিল। তথাপি তিনি ইহাদের লইয়াই যুদ্ধে চলিলেন। সহসা এক প্রবল ধূলিঝড় উঠিয়া তাঁহার সৈন্যদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একটা কামানের গোলা আসিয়া তাঁহার হাওদায় পতিত হওয়ায় তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল। এমন সময় সেনাপতি আমীনুদ্দৌলাহ্ খাঁ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর কি আঘাত পাইয়াছেন?"

শাহযাদা বলিলেন, "না, আগাইয়া যান, আগাইয়া যান।" ইহা শুনিয়া আমীনুদ্দৌলার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখন আর আগাইয়া গিয়া কি ফায়দা হইবে? যখন সময় ছিল, তখন আক্রমণ করিতে বলিলে হুজুর শুধু বলিতেন, "আর একটু অপেক্ষা করুন। এখন আমার সঙ্গে মাত্র ২০ জন সৈন্য আছে। ইহাদের দ্বারা আমি আর কি করিতে পারি? তবে এখনও একটিমাত্র পথ আছে। চলুন আমরা বাঙলায় যাই। সেখানে আপনি দীর্ঘকাল সুবাদার ছিলেন। আপনার পুত্র-পরিবার সেখানে রাখিয়া নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আমরা পুনরায় এখানে আসিয়া যুদ্ধ করিতে পারিব।" কিন্তু শাহ্যাদা তাহাতে সম্মত হইলেন না, বরং তখনও ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া আগাইয়া যাইতে বলিলেন। এমন সময় খোজা হাসান পশ্চাৎ দিক হইতে চীৎকার করিয়া বলেলেন, "সেনাপতি, আমি বাঙলায় যাইতেছি। চলুন, আমরা একত্রে যাই।" কিন্তু প্রভুভক্ত সেনাপতি উত্তর দিলেন, "না, না, কখনও না, যতক্ষণ আজীমুশ্শানের দেহে প্রাণ থাকিবে, ততক্ষণ আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইব না।" সেই মুহূর্তে একটি গোলা আসিয়া শাহযাদার হাতীর শুঁড়ের ঠিক গোড়ায় পড়িল। হস্তিটা তৎক্ষণাৎ পাগল হইয়া নদীর দিকে ছুটিল এবং নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আরোহীসহ গভীর পানিতে তলাইয়া গেল। আমীনুদ্দৌলাহ্ পিছু পিছু গিয়া শুধু পানিতে একটা আলোড়নমাত্র লক্ষ্য করিলেন।

সব শেষ হওয়ায় আমীনুদ্দৌলাহ্ এবার পলাইয়া চলিলেন। কিন্তু অচিরে ধরা পড়িয়া শত্রু-হস্তে বন্দী হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা তাঁহাকে

www.pathagar.com

হত্যা না করিয়া নির্জন কয়েদী হিসাবে শাহ্‌জাহানবাদ দুর্গে প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে তাঁহার কারা-যন্ত্রণা দূর হয়। মুযাজ্জেদীনের (জাঁহাদার শাহ্‌) উপর জয়লাভ করিয়া আজীমুশ্‌শানের পুত্র ফের্‌রুখমিয়ার তাঁহাকে মুক্ত করার জন্য জরুরী আদেশ প্রেরণ করেন এবং অসামান্য প্রভুভক্তির পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে একটি সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করেন।

www.pathagar.com

সিসিলী বিজয়

ইতালীর দক্ষিণে সিসিলী। ভূ-মধ্য সাগরের প্রাচীর ঘেরা বিচিত্র ইহার ইতিহাস। সুসমৃদ্ধ বলিয়া ইহা বরাবরই ইউরোপ ও আফ্রিকার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। স্পেনের সিকালি বা সিকুনি ও ইতালীর এল্‌ট্রিস্বানেরা ইহার আদিম অধিবাসী। খৃঃ পূঃ ৭৩৫-৫৮২ অব্দে গ্রীক ও ফনিশিয়ানেরা এখন কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করে। ন্যাক্সস সাইরাকিউজ, এগ্রিগেন্টাম প্রভৃতি শহর গ্রীকদের স্থাপিত। খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে কার্থেজেনিয়ানেরা এখানে একটি উপনিবেশ স্থাপন করে; কিন্তু তাহারা সাইরাকিউজের টাইরান্ট (রাজা) গোলনের হস্তে পরাজিত হইয়া বিতাড়িত হয়। খৃঃ পূঃ ৪০৭ অব্দে কার্থেজিনিয়ানেরা এখানে তিন লক্ষ সৈন্য অবতরণ করায়; পর বৎসর এগ্রিগেন্টাম তাহাদের দখলে আসে। সাময়িক বিরতিসহ এক শতাব্দী পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। খৃঃ পূঃ ৩৫৩ হইতে ৪০৫ সনের মধ্যে সমগ্র দ্বীপটি কার্থেজেনিয়ানদের অধীনে চলিয়া যায়। সিসিলীর রাজা এগাথোক্লেস একবার আফ্রিকা পর্যন্ত আক্রমণ করেন (খৃঃ পূঃ ৩৯৭)। খৃঃ পূঃ ২৭৮ অব্দে ত্রপিরাসের রাজা পাইরাস আসিয়া কার্থেজেনিয়ানদিগকে পরাজিত করেন।

খৃঃ পূঃ ২৬৪ অব্দে পিউনিক যুদ্ধ বাধিলে সিসিলী, গ্রীক ও রোমানদের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সিসিলীর রাজারা কখনও তাহাদের পক্ষে, কখনও বা বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে থাকেন। অবশেষে রোমানেরা সাইরাকিউজ অধিকার করিয়া (খৃঃ পূঃ ২১২) কার্থেজেনিয়ানদিগকে সিসিলী হইতে তাড়াইয়া দেয় (খৃঃ পূঃ ২১০)। এখন হইতে ইহা রোমান প্রদেশে পরিণত হয়।

৪৪০ খৃস্টাব্দে ভ্যান্তাল ও ৪৯৩ খৃস্টাব্দে গথেরা সিসিলী আক্রমণ করে। ৫৩৬ খৃস্টাব্দে ইহা গ্রীক সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পরিশেষে আসে আরবদের পালা।

আফ্রিকার সন্নিকটে বলিয়া সিসিলীর উপর প্রথম হইতেই মুসলমানদের দৃষ্টি ছিল। ৬৬০ খৃস্টাব্দে মুয়াবিয়ার নৌ-বহর আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে গ্রীক নৌ-বহর বিধ্বস্ত করিলে সামুদ্রিক প্রভুত্ব আরবদের হাতে চলিয়া যায়। তাহারা সিসিলী আক্রমণ করিয়া অনেক স্বর্ণ-রৌপ্য ও বন্দী লইয়া দিমিশ্‌কে প্রস্থান করে। কয়েকটি ছোট-খাট অভিযানের পর ৬৬৯ খৃস্টাব্দে মিসরীরা সাইরাকিউজ অধিকার করে; নাগরিকেরা বিপুল ধন-সম্পত্তি দিয়া রক্ষা পায়। ৭০৫ খৃস্টাব্দে উহা আফ্রিকানদের হাতে আবার আক্রান্ত হয়। স্পেন জয়ের

www.pathagar.com

(৭১১ খৃঃ) পর মুসার পুত্র আবদুল্লাহ্ সিসিলী আক্রমণ করেন। ৭২৯ খৃস্টাব্দে খলীফার নৌ-বহরের হস্তে ইহা আবার আক্রান্ত হয়; প্রতিবারেই বিপুল গনীমাত দ্রব্য মুসলমানদের হাতে পড়ে। তাহারা সার্দিনিয়া ও কর্সিকা আক্রমণ করে। স্থানীয় অধিবাসীরা আতঙ্কে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে। দুই বৎসর পরে নৌ-সেনাপতির দোষে ঝড়ে পড়িয়া নৌ-বহর বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে কায়রোয়ানের রাস্তায় প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ৭৩৫ খৃস্টাব্দে আরবেরা আবার সিসিলী আক্রমণ করিয়া সাইরাকিউজ হইতে কর আদায় করে। সমগ্র দ্বীপ বশীভূত করার জন্য এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু আফ্রিকায় অশান্তির দরুন তাহা কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। মোটের উপর আরবেরা এত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায় যে, প্যাট্রিসিয়ান গ্রেগরী দশ বৎসরের জন্য তাহাদের সহিত সন্ধি করাই ভাল মনে করেন (৮১৩ খৃঃ)। ইহা নিতান্ত কৃতিত্বের কথা যে, আরবেরা এই সন্ধির অবমাননা করে নাই।

অবশেষে আগলাভিয়াদের আমলে আফ্রিকা স্বাধীন হইলে কায়রোয়ানের সুলতানেরা খলীফাদের পরিত্যক্ত কার্যভার গ্রহণ করিলেন। ৮২৭ খৃস্টাব্দে এক বিরাট নৌ-বহর সিসিলীতে প্রেরিত হইল। তাহারা গ্রীকদের নিকট হইতে মাজারা অধিকার করিয়া সাইরাকিউজ আক্রমণ করিল; প্রাচীন ও মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র পালার্মো আরবদের দখলে আসিল। পালার্মোর ন্যায় আরবেরা তাহাদের সভ্যতা চর্চার এরূপ অনুকূল ক্ষেত্র আর পায় নাই। দেখিতে না দেখিতে উহা যেন যাদু-মন্ত্র বলে খৃস্টান শহর হইতে মুসলমান নগরে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

কিছুকাল পরে কায়রোয়ানের সুলতান সিসিলীর অবশিষ্ট অংশ অধিকারের জন্য বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জাহাজের সমবায়ে এক বিরাট নৌ-বহর সজ্জিত করিলেন। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর অবরোধ-যন্ত্র লইয়া মুরেরা ৩০ বৎসর পরে আবার সাইরাকিউজের সম্মুখে হাজির হইল (৮৭৫ খৃঃ)। জাফর ছিলেন এই অভিযানের সেনাপতি। তিন বৎসর অবরোধের পর এই ইতিহাস-বিখ্যাত নগরীর পতন ঘটিল (৮৭৮ খৃঃ)। স্পলেটো ও টাস্কানির ডিউকেরাও ইহা লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করেন।

সিসিলীর পথে তাহারা আবার ইউরোপে প্রবেশ করিবে, এই প্রত্যাশায় এই নূতন মুসলিম রাজ্যের উপর সমগ্র মানব জাতির দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। বীরবর মুসা খৃস্টান জগত জয়ের যে পরিকল্পনা করেন, পিরানীজ ও আল্পস পর্বতমালার অপর দিক অপেক্ষা মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ দূরবর্তী সিসিলী হইতেই তাহা বাস্তবে পরিণত করার সম্ভাবনা ছিল অধিক। দশম শতাব্দীতে তাহাদের

www.pathagar.com

কয়েকটি অভিযান স্পেন ও ইতালী হইতে বাস্তবিকই মধ্য-ইউরোপে প্রবেশ করে। আল্পস পর্বতমালার দুর্গ ও প্রাচীররাজি ইহার সাক্ষ্য।

কিন্তু পূর্বের ন্যায় মুসলমানদের আত্ম-কলহের দরুন এবারও পোপের বেদী মসজিদের মিম্বরে পরিণত হইল। বরং ১০২৭-৩৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে গ্রীক সম্রাট নর্মানদের সাহায্য মেসানা, সাইরাকিউজ প্রভৃতি অনেকগুলি শহর পুনরুদ্ধার করিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা গ্রীকদিগকে প্রত্যেকটি স্থান হইতে তাড়াইয়া দিল। কেবল মেসানা জয় বাকী রহিল। ১০৬০ খৃস্টাব্দে উহা নর্মানদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। এই ছুতায় তাহারা সেখানে অবতরণ করিয়া ১০৮৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে গ্রীক ও আরবদের তাড়াইয়া দিয়া সিসিলীতে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করিল। তৎফলে আরবদের ইউরোপ বিজয় সম্পর্কে যাবতীয় জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিল।

www.pathagar.com

নারীর বীরত্ব

১৭৪২ খৃস্টাব্দের কথা। নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত ৪০ হাজার অশ্বরোহী (বর্গির) লইয়া বাঙ্গলা লুন্ঠনে আসিয়া নওয়াব আলীবর্দি খাঁকে নাস্তাবুদ করিয়া করিয়া ছাড়িলেন। নওয়াবের ধুরন্ধর কর্মচারী মীর হবীব মারাঠা পক্ষে যোগদান করায় অবস্থা আরও জটিল হইয়া দাঁড়াইল। বর্ষাকালের মধ্যে গংগার পশ্চিম তীর মারাঠাদের দখলে চলিয়া গেল। নরপশুদের অমানুষিক লুন্ঠনে ও ধর্ষণে পশ্চিম বংগের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিল। ভদ্র ও সম্পন্ন লোকেরা দলে দলে সপরিবারে পূর্ববংগে পলাইতে লাগিলেন। সংবাদ পাইয়া বাদশাহ মুহম্মদ শাহ অযোধ্যার শাসনকর্তা আবুল মনসুর খাঁকে নওয়াবের সাহায্যে যাইতে আদেশ করিলেন। পেশোয়া বালাজিরাওকেও তিনি পত্র লিখিলেন, চৌথ বাবতে তাঁহার অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে। কিন্তু ভাস্কর এভাবে বাংলা উজাড় করিতে থাকিলে তিনি এই টাকা দিবেন কোথা হইতে? কাজেই তাঁহার উচিত স্বয়ং বাঙ্গালা গমণ করিয়া এই লুন্ঠনকারীদের যথেষ্ট শায়েস্তা করা।

মারাঠাদের লুন্ঠনে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত ইতিপূর্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। মালব ও গুজরাট তাহারা খাস দখলে আনয়ন করে। তাহাদের নাগালের বাইরে থাকায় পূর্বভারতের সমৃদ্ধি তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। কাজেই বাঙ্গালার ঐশ্বর্যের প্রতি রঘুজীর চেয়ে পেশোয়ার লোভ কম ছিল না। বাদশাহের অনুরোধে তাঁহার মতলব হাসিলের জন্য ৪০/৫০ হাজার অশ্বারোহী লইয়া তিনি বাঙ্গালা যাত্রা করিলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল এক বিরাট লুন্ঠনাভিযান। পথের ধারে তিনি যত বড় বড় লোক পাইলেন প্রত্যেকের নিকট হইতেই বলপূর্বক প্রচুর অর্থ আদায় করিলেন। যে কেহ টাকা দিতে অস্বীকার বা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে, তাহার গৃহ লুন্ঠিত, জমিদারিই বিধ্বস্ত ও প্রজারা তরবারি-মুখে নিক্ষিপ্ত হইত। বিহারের ইবা ও গাউ জিলার জায়গীরদার বীরবর আহমদ খাঁ গওসগড়ে দুর্গ নির্মাণ করিয়া সপরিবারে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মারাঠারা তাঁহার রাজধানী দাউদ নগর পোড়াইয়া ধূলিসাৎ করিয়া উহার ইষ্টকাদি দ্বারা পরিখা ভরাট করিয়া গউসগড় অবরোধ করিল। অগত্যা আহমদ খাঁ ৫০ হাজার টাকা পণ দিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

বস্তুতঃ অবিবেচক বাদশাহ খাল কাটিয়া বাঙ্গালায় কুম্ভীর চালান দিলেন। পূর্বে কুম্ভীর ছিল একটি, এখন হইল দুইটি। এই দুইটির অত্যাচারের পূর্ব

www.pathagar.com

ভারত ছারখারে হইতে বসিল। আজিমাবাদের শাসনকর্তার নিকট বালাজির জনৈক নিকট-আত্মীয় বিশেষ ঋণী ছিলেন বলিয়া তাঁহার হস্তক্ষেপে উহা রক্ষা পাইল। কিন্তু তাঁহার হস্তে মুংগের ও ভাগলপুরের লোকদের দুর্দশার একশেষ হইল। দলে দলে লোক সর্বস্বান্ত হইয়া প্রাণের দায়ে গংগার অপর তীরে পলাইয়া গেল। কিন্তু এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার বিরাট পরিবার স্থানান্তরিত করার মত প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি গওস খাঁর বিধবা ; ইনি গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত হন। অন্য কোন রূপে নিজের ধন-মান ও প্রাণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া তিনি শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও তাঁহার গৃহ রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই বীরনারী তাঁহার আত্মীয় ও আশ্রিতদিগকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলেন। ওজস্বিনী বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সকলেই স্বীকার করিলেন যে, মারাঠা পশুদের হাতে পুরনারীদের বেইজ্জত হইতে দেখার চেয়ে মৃত্যু বরণই শ্রেয়ঃ। তাহাদিগকে বাধাদানে ইচ্ছুক দেখিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন এবং প্রাচীর তুলিয়া সেগুলি সুরক্ষিত করিলেন। কিন্তু কতকগুলি মরিচাপড়া পুরাতন বন্দুক ভিন্ন আর কোনই অস্ত্রের যোগাড় হইল না। অগত্যা অনুচরদের মধ্যে এগুলি বাঁটিয়া দিয়াই তিনি মারাঠা দস্যুদলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। নাগরিকদের সকলেই পলাইয়া যায় কিংবা প্রাণের দায়ে লুন্ঠন, উৎপীড়ন ও বেইজ্জতী বরণ করিয়া লয়।। কেবল ঐ কয়েকটি ধ্বংসাপন্ন গৃহ হইতেই কিঞ্চিত বাধাদানের চেষ্টা করা হইল, কিছু বন্দুকের আওয়াজও লোকের কানে আসিল। লন্ঠনকারীরা এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া গেলে তাহারা ক্রোধের বশে গৃহগুলি অবরোধ করিল। অমনি কয়েকজন বন্দুকের গুলিতে মৃত্তিকায় লুটাইয়া পড়িল। তাহাদের সহচরেরা দূরে সরিয়া গিয়া বলপূর্বক গৃহগুলি অধিকার করিবে কিনা ভাবিতে লাগিল। এমন সময় গৃহস্বামিনী ও তাঁহার লোকজনের বীরত্বে ও আত্মসন্মান জ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া দয়াময় তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ইতিমধ্যে এই বিচিত্র ব্যাপার মারাঠা সেনাপতির কানে উঠিল। তাঁহার মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও কৌতূহলের উদ্রেক হওয়ায় তিনি প্রকৃত তথ্য জানিতে চাহিলেন। সংবাদদাতারা বলিল, নগরের জনৈক বিখ্যাত সেনা-পতির বিধবা দারিদ্র্যবশতঃ নগরের অপর তীরে ঘরবাড়ী ও খোরপোষের ব্যবস্থা করিতে অসমর্থ হইয়া অপমানিতা হওয়ার চেয়ে নিজের গৃহের ধ্বংসস্তূপের নিম্নে প্রোথিত হওয়াই ভাল মনে করেন। মুষ্টিমেয় নারী লইয়া তিনি আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। একজন রমণীর এরূপ সাহসের কথা

www.pathagar.com

শুনিয়া বালাজিরাওয়ের শির ভক্তি-শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসিল। তিনি এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে কেবল তাঁহার অজস্র প্রশংসা করিয়াই তৃপ্ত হইলেন না, তাঁহাকে অভয় দিয়া একটি বাণী প্রেরণ করিলেন, তৎসংগে তাঁহার জন্য দাক্ষিণাত্যের কিছু বিচিত্র বস্ত্র এবং দুর্লভ কিংখাপ ও উহার স্বরূপে প্রেরিত হইল। এতদ্ব্যতীত তাহার গৃহ সর্বপ্রকার বিপদমুক্ত রাখার জন্য তিনি তাঁহার এক দল দেহরক্ষী প্রেরণ করিলেন। তাহারা উহার ভার গ্রহণের এবং সমগ্র বাহিনী প্রস্থান না করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের আদেশ পাইল। ভদ্র মহিলার কোন প্রকার অপমান হইলে তাহাদিগকে তজ্জন্য জওয়াবদিহী করিতে হইবে বলিয়াও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল। এই ব্যবস্থা করার পর তিনি অবশিষ্ট সৈন্যসহ পুনরায় যাত্রা করিলেন। বিপদে ধৈর্য না হারাইয়া এইভাবে একজন মহিলা নিজের ইজ্জত রক্ষা করিলেন। ইতিহাসে এই জাতীয় ঘটনা বিরল।

www.pathagar.com

সুলতান সালাহ্উদ্দীনের জিহাদের বৈশিষ্ট্য

মহামতি সালাহ্উদ্দীনের জিহাদের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে ক্রুসেডের পটভূমির সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। প্রাচ্য আজ বিজিত, ইউরোপ বিজেতা। ইউরোপীয়েরা এখন ধন, বল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাচ্যবাসীদের চেয়ে অনেক উন্নত। কিন্তু চিরদিন এমন ছিল না। এশিয়াই মানব জাতির আদি নিবাস, এখানেই আল্লাহ্র আইন প্রথম জারী হয়। জগতের অনেক বৃহত্তম সাম্রাজ্যের এখানেই অভ্যুদয় ঘটে, অধিকাংশ শিল্প-বিজ্ঞানেরও এখানেই উদ্ভব। ইউরোপ যখন তুষারাবৃত, আধুনিক মরুর দেশ আরব তখন সুজলা-সুফলা ও সমৃদ্ধ। আফ্রিকার মিসর জগতে সভ্যতার প্রথম পরিজ্ঞাত আঁতুড় ঘর। মধ্যযুগে ফিলিস্তিন (প্যালেস্টাইন) দুগ্ধ, মধু, ও শর্করার দেশ বলিয়া গণ্য হইত। এমন লোভনীয় দেশের মালিক হইতে কে না চায় কাজেই প্রাচ্য বিশেষতঃ নিকট-প্রাচ্যের আধিপত্য লইয়া ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। ক্রুসেডের বহু পূর্বেই এই মারামারির সূচনা। খৃস্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব হইতে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া-প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন) জগতের দিগ্বিজয়ীদের রণক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়।

এই দ্বন্দ্বে প্রথমে আক্রমণ করে গ্রীক ও তৎপরে রোমানেরা। তাহাদের হামলা হইতে এশিয়া রক্ষার ভার গ্রহণ করে পালাক্রমে মিডিয়ান পারসিক আরব ও তুর্কের রোমানেরা নিকট প্রাচ্যজয় করিলেও কখনও মিডিয়ানদিগকে সম্পূর্ণ পদানত করিতে পারে নাই তাহারা বরং ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় (১৬২ খৃঃ) পাল্টা-আক্রমণ চালায়। গ্রীকেরা পারস্য সাম্রাজ্য পদদলিত করিয়া ভারতের অভ্যন্তরে হাজির হয়। (৩০৫ খৃঃ) কনস্টানটাইন রোমের সম্রাট হইয়া কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী স্থাপন করিলে গ্রীক ও রোমান নামের পার্থক্য ঘুচিয়া যায়। পারস্যরাজা ২য় খুসরু মিসর ও এশিয়া মাইনর জয় করেন (৬১৪-১৬ খৃঃ)। কিন্তু রোমানেরা এগুলি আবার কাড়িয়া লয়। আরবেরা পারস্য সাম্রাজ্য ও নিকট-প্রাচ্য গ্রাস করিয়া (৬৩৪-৪৩) রোমানদিগকে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে কোণঠাসা করিয়া রাখে, সেলজুক তুর্কেরা তাহাদিগকে সেখান হইতেও তাড়াইয়া দিয়া (১০৬৮-৭২ খৃঃ) পূর্ব গৌরবের অধিকারী হয়।

এইরূপে তিন হাজার বৎসরের কায়েমী অধিকারে বঞ্চিত হইয়া ইউরোপে স্বভাবতঃই 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া যায়। এবার কেবল গ্রীক বা রোমানেরা

www.pathagar.com

নহে, পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত জাতিই প্রাচ্য অভিযানে অংশ গ্রহণ করে। 'ক্রুসেড' বা (খৃঃ ধর্ম) ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত হইলেও ইহা ছিল চিরন্তন উপনিবেশিকবাদ; উহাকে ধর্মের খোলস পরাইয়া দেওয়া হয় শুধু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী খৃস্টানদিগকে একযোগে কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

(১০৯৮-১১২৪ খৃঃ) মধ্যে ক্রুসেডারেরা প্রায় সমগ্র প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার উপকূলভাগ অধিকার করিয়া জেরুসালেমে লাম্মি খৃস্টান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। খিলাফত তখন দ্বিধা-বিভক্ত আব্বাসিয়া খলীফারা তুর্কদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ায় এবং মালিক শাহের মৃত্যুতে (১০৯২ খৃঃ) সেলজুক সাম্রাজ্য ভাংগিয়া যাওয়ায় তাহাদের অগ্রগতি রোধ করার মত কোন শক্তি তখন নিকট-প্রাচ্যে বিদ্যমান ছিল না। তাহাদিগকে প্রতিহত করার জন্য দরকার ছিল ছিন্ন-ভিন্ন মুসলমান রাজ্যগুলিকে একত্র করার। এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন মওসিলের আতাবেক ইমাদুদ্দীন জংগী। দিয়ারবকর এবং সিরিয়া ও কুর্দিস্তানের কিয়দংশ দখলে আনিয়াও ক্রুসেডারদের হাত হইতে এডেসা কাড়িয়া লইয়া (১১৪৪ খৃঃ) তিনি তাঁহার 'বৃহত্তর সিরিয়া' পরিকল্পনায় কতকটা রূপদান করিয়া যান। তৎকালে ইউফ্রেতিজ ও ওরোন্টেস নদীর উপত্যকা হানাদারদের বিরুদ্ধে একত্র হয়। জেরুজালেমের রাজা (১১৩৩) ও গ্রীক সম্রাট (১১৩৮ খৃঃ) তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। ফলে ক্রুসেডারদিগকে এখন হইতে আক্রমণের পরিবর্তে আত্মরক্ষার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হয়। দিমিশকের উযীর আযম ময়নুদ্দীন আনারের কূট-বুদ্ধিতে হতমান হইয়া জার্মান সম্রাট কনরাড ও ফরাসী রাজ সপ্তম লুই কর্তৃক পরিচালিত ২য় ক্রুসেডও ব্যর্থ হয়। (১১৪৯ খৃঃ) ইহাতে এত খৃস্টান নিহত হয় যে, আটজন রমণীর জন্য একজন পুরুষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

জংগীর পুত্র নূরুদ্দীন দিমিশক (১১৫৪ খৃঃ) মিসরও (১১৬৯ খৃঃ) জয় করিয়া এবং ভ্রাতৃ-রাজ্য আম্পেলো, রুমরাজ্য ও এন্টিয়রাজ্যের কিয়দংশ দখলে আনিয়া পিতার স্বপ্নকে অনেকটা বাস্তবে রূপায়িত করেন। তাঁহার মিসরস্থ রাজপ্রতিনিধি সালাহউদ্দীন ফাতিমিয়া খিলাফত উঠাইয়া দিয়া ইসলামের ঐক্য বিধান করেন (১১৭১ খৃঃ) সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও কুর্দিস্তান অধিকার করিয়া তিনি মনীবের রাজ্যের ভাংগন রোধ করেন এবং নিউবিয়া, বার্কা ত্রিপোলী, সুদান ও আরব জয় করিয়া সমগ্র নিকট-প্রাচ্যের সংহতি বিধান করেন। এভাবে শক্তিশালী হইয়া তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে রণাংগনে অবতীর্ণ হন।

হিত্তিনের যুদ্ধে (জুলাই ৪, ১১৮৭) জেরুজালেমের রাজ-শক্তি তাঁহার হস্তে পর্যুদস্ত হইয়া যায়। বড় বড় কাউন্টসহ রাজা গাঈ স্বয়ং তাঁহার

www.pathagar.com

হস্তে বন্দী হন। অতঃপর আরম্ভ হয় অপ্রতিহত দিগ্বিজয়ের পালা। ক্রুসেডারেরা ৫০ বৎসরে যাহা জয় করে, জেরুজালেমসহ তৎসমুদয় মাত্র ৭৫ দিনের মধ্যে তাঁহার হস্তগত হয়।

প্রধান নগরের মধ্যে কেবল টায়ার খৃস্টানদের হাতে থাকে ; কিন্তু উহাকে কেন্দ্র করিয়াই তৃতীয় ক্রুসেডের রণদামামা বাজিয়া উঠে। বিজিত নগরাবলীর প্রাপ্ত খৃস্টান বন্দীতে উহা পূর্ণ হইয়া যায়। মুক্তিলাভের পর রাজা গাঈ ছত্রভংগ ক্রুসেডারদের একত্র করিয়া একার (আক্কা) অবরোধ করেন। অচিরে ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড ফ্রান্সের ফিলিপ, অস্ট্রিয়ার লিওপোল্ড, জার্মান সম্রাটের পুত্র হেনরী অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সৈন্যদল আসিয়া তাঁহার বল বৃদ্ধি করিল। তখন হইতে আক্রমণের পরিবর্তে সালাহউদ্দীনকে আত্মরক্ষায় নিয়োজিত হইতে হইল। প্রায় তিন বৎসর অবরোধের পর একর (আক্কা) ক্রুসেডারদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল (১১৯১ খৃঃ)। অতঃপর তাহারা মিসরের চাবি আস্কালন অধিকারে ধাবিত হইল। সালাহউদ্দীন আর্সাফ ও জাফ্ফায় তাহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। জয়ী হইলেও খৃস্টানেরা এত ক্ষতিগ্রস্ত হইল যে, অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা তাহাদের আর রহিল না। অবশেষে রোগাক্রান্ত বিপর্যের সনিবন্ধ অনুরোধে সালাহউদ্দীন একর হইতে জাফ্ফা পর্যন্ত ক্রুসেডারদের বিজিত জনপদে তাহাদের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলে (১১৯২ খৃঃ) তাহারা দেশে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপের সমবেত শক্তিও সালাহউদ্দীনের ক্ষমতা টলাইতে পারে নাই। উহার ব্যয় নির্বাহার্থে সমগ্র মহাদেশে প্রত্যেকটি লোকে সম্পত্তি একদশমাংশ 'সালাদিন কর' রূপে গৃহীত হয় কেবল একর অবরোধী ৩ লক্ষ খৃস্টান মৃত্যুবরণ করে। বিজিত জনপদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেও ক্রুসেডারেরা তাহাদের মূল লক্ষ জেরুজালেম অধিকার করিতে পারে নাই। উহার নামকাওয়াস্তে রাজার সমুদ্র তীরে এক সংকীর্ণ ভূখন্ডে সংকুচিত হইয়া পড়ে। জিহাদ পুরাপুরি না হইলেও চৌদ্দ আনা সাফল্যমন্ডিত হয়।

মুসলমান আমলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেমন মক্তব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য তেমনি সমগ্র মুসলিম জাহানে অজস্র মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক মাদ্রাসা বসিত মসজিদে। মাদ্রাসা স্থাপিত হইত প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত ফিকাহ্ বা আইন পড়াইবার জন্য। প্রথমে এক মাদ্রাসায় শুধু এক মজহাবের ফিকাহ্ই শিক্ষা দেওয়া হইত। চারি মজহাবের জন্য অভিপ্রেত হইলে উহাকে

www.pathagar.com

বলা হইত 'মাদারিসে সাতিহিয়া' (চারি মাদ্রাসা)। শিয়াদের মাদ্রাসা ছিল স্বতন্ত্র।

পাঠ্য বিষয়ঃ সাধারণতঃ মাদ্রাসায় ফিকাহ্ ভিন্ন অন্যান্য বিষয় বিশেষতঃ নহু পড়ান হইত। বাগদাদের নিজামিয়া মাদ্রাসা ও প্রাচ্যের অন্যান্য মাদ্রাসায় ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত। ৬০৭ হিজরীতে (১২০৭ খৃঃ) মিসরের সুলতান আল-মালিক আল-মুয়াজ্জম শুধু আরবী ভাষা-তত্ত্ব পড়াইবার জন্য শাখার মসজিদের পার্শ্বে 'মাদ্রাসা নহভিয়া' স্থাপন করেন। বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য এরূপ স্বতন্ত্র মাদ্রাসা বিরল ছিল না। আস্-সুবকী 'মাদারী সুল তফসীর' ও 'মাদারিসে নহু'র উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলির অধিকাংশ ছিল বর্তমানের কলেজ ও কোন কোনটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ।

পাঠ্য তালিকাঃ ঐতিহাসিক ইরানে খালদুন ইসলামী বিষয়কে দুইভাবে বিভক্ত করিয়াছেনঃ— (১) উলুম নকরিয়্যা-হাদীস, তফসীর, ফিকাহ্ ওসুল কালাম, লোগাৎ, বায়ান ও আদাব (সাহিত্য)। (২) মন্তেক বা ন্যায়শাস্ত্র ও অংক (এরিথমেথিক), আল্-হায়্যা (জ্যোতিষ), হান্দাসা (জ্যামিতি মিউজিক, তবিয়াৎ (কৃষি, চিকিৎসা, প্রকৃত-বিজ্ঞান) ও ইলাহিয়াৎ (অধ্যাত্মবিদ্যা)।

শিক্ষা পদ্ধতি ঃ বর্তমানের ন্যায় তখনও বক্তৃতার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রেরা পরে তাহা মুখস্থ (তালকিন) করিত। প্রথমে তাহারা কন্ঠস্থ করিত কুরআন, তৎপরে যত পারিত, হাদীস শিখিত। স্মরণ রাখার সুবিধার জন্য উস্তাদ প্রত্যেকটি হাদীস তিনবার বলিয়া দিতেন। বক্তৃতা শীঘ্রই 'ইমানা' বা শ্রুতিলিখনে পরিণত হয়। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এভাবেই কাব্য ও ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের স্মরণ-শক্তি ছিল প্রায় অবিশ্বাস্যরূপে অদ্ভুত। আমর বিন আবদুল ওয়াহিদ লোগাতের ৩০,০০০ পাতা মুখস্থ বলিতে পারিতেন। পবিত্র কুরআনের জন্য ত্রিশ লক্ষ সাওয়াহিদ ও ১২০ খানা তফসীর আবুবকর আল-আনসারীর (৩২৭ বা ৩২৮ হিঃ) কন্ঠস্থ ছিল। কুরআন হিফ্‌জ ইহার সোপান। পৃথিবীতে আর কোন জাতির ধর্মগ্রন্থ এভাবে মুখস্থ রাখিতে পারা যায় কি ?

অধ্যাপকেরা ফিকহের দুরূহ বিষয় লিখাইয়া দিতেন। পুস্তকের অভাবই ছিল ইহার হেতু। কালক্রমে প্রধান পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যার বৃদ্ধি পাইলে ছাত্রেরা নিজেরাই এগুলি সংগ্রহ করিয়া লইত। কাজেই চতুর্থ শতক শ্রুতিলিখন উঠিয়া যায়। তখন মুদাররিরেরা শুধু নিজেদের মন্তব্য লিখাইতেন। ছাত্রদের একজনে উচ্চস্বরে পুস্তক পাঠ করিত, শিক্ষক তাহা বুঝাইয়া দিতেন।

www.pathagar.com

ছাত্রেরা মুদাররিসের সংগে ফজরের নামায পড়িয়া অব্যবহিত পরেই পড়া-শুনা আরম্ভ করিত। প্রথমে কারী কুরআনের কোন আয়াৎ আবৃত্তি করিতেন। অতঃপর উস্তাদ বিসমিল্লাহ্ বলিয়া বক্তৃতা শুরু করিতেন।

পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা ছাত্র-শিক্ষকের সহযোগিতা রক্ষিত হইত। ইহা ছিল বরাবরই মুসলিম শিক্ষাপ্রণালীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইবনে কায়মান যখন হাদীসের ব্যাখ্যা দিতেন, তখন শ্রোতাদিগকে এগুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেন। অবশ্য ছাত্রেরাও শিক্ষককে প্রশ্ন করিতে পারিত। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) মক্কা শরীফে তাঁহার বিরাট খানকায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিতেন, "তোমরা কি জানিতে চাও, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কুরআন-হাদীস হইতে তাহা বলিয়া দিব।" সময় সময় ছাত্রেরা শিক্ষককে প্রশ্ন-বাণে জর্জরিত করিয়া তুলিত। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন লিখিয়া দিত। এই দুইটি প্রথা এখনও আছে। এমন কি পড়াইবার সময়ও ছাত্রেরা প্রশ্ন করিত।

শিক্ষক ঃ মাদ্রাসার শিক্ষকদের উপাধি ছিল মুদাররিস (অধ্যাপক)। ইহা ছাত্রদের প্রতিও প্রযোজ্য। উস্তাদ একটি বাচনিক উপাধি। বড় বড় মসজিদে অনেক বেশী শিক্ষক থাকিতেন। বহু ক্ষেত্রে বিখ্যাত শিক্ষকের নামে মাদ্রাসার নাম রাখা হইত। বৃহত্তর মাদ্রাসায় কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন। সুলতান সালাহ্উদ্দীনের 'কামাহিয়া মাদ্রাসা'য় মুদাররিস ছিলেন পাঁচজন। প্রত্যেককে বিশজন ছাত্র পড়াইতে হইত। মসজিদে যে কোন লোক যাতায়াত করিতে পারিত বলিয়া সেখানে শিক্ষা ছিল অপেক্ষাকৃত অবাধ।

যোগ্যতা ঃ পাঠ্য-পুস্তকের ব্যবহার প্রচলিত শিক্ষককে যে কোন একটি বা একাধিক পুস্তক পড়াইবার জন্য ইজাজত বা যোগ্যতার সনদ লইতে হইত। কোন উস্তাদ একটি মাত্র বিষয়ে বা একটি মাত্র পুস্তকে বিশেষজ্ঞ হইলে কেবল তৎসম্বন্ধেই বক্তৃতা দিতেন। অনেকে আবার বহু বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেন। কেহ সকাল হইতে দুপুর, কেহ বা শেষ বেলা হইতে ছাত্র পড়াইতেন। ধার্মিক শিক্ষকেরা মসজিদে নামায পড়িয়া রাত কাটাতেন। সময় সময় কোন যুবক শিক্ষক শ্রুতিলিপি লিখাইতে লিখাইতে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র মসজিদে চাকরি পাইয়া মাদ্রাসা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন।

ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ঃ ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কতকটা পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কেহ হয়ত এক বিষয়ে শিক্ষাদানের ইজাজত পাইয়াও অন্যান্য বিষয়ে ছাত্র থাকিয়া যাইতেন। ফলে এক মসজিদ বা মাদ্রাসার মুহাররিস হইতেন অন্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। এমন কি বড় বড় পন্ডিত ও নামযাদা লেখকেরাও বিখ্যাত আলিমদের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন।

www.pathagar.com

বাহাস ঃ সময় সময় বাহাসের ব্যবস্থা করিয়া বিদ্যাবত্তা পরীক্ষা করা হইত। ছাত্রেরা জোর গলায় তাহাদের উস্তাদের পক্ষ সমর্থন করিত। আগন্তুক জয়লাভ করিলে তিনি কিন্তু তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কোন তিক্ততার সৃষ্টি হইত না। মসজিদে এভাবে প্রকাশ্যে বাদানুবাদ হইত। রুসাফা মসজিদে ইবনে সুরায়জ ও দায়ুদ আজ-জাহিরীর বাহাস ইতিহাস বিখ্যাত। নিজামিয়া মাদ্রাসার মুদাররিসগণও বাহাস করিতেন।

পোশাক ঃ ছাত্ররা ক্লাশে পাগড়ী পরিয়া পড়িতে বসিত ; পূর্ব আন্দালুসিয়া ছিল ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম। কাযী আবু ইউসুফ (৮২ হিঃ) আলিমগণের পোশাক ঠিক করিয়া দেন বলিয়া কথিত আছে।

ক্রমে মসজিদের মুদাররিসদের চাকরিতে একটা স্থায়িত্ব আসে। আলিমগণ দরবার হইতে ভাতা পাইতেন বলিয়া মসজিদে গিয়া শিক্ষাদান করিতে পারিতেন।

অবৈতনিক শিক্ষা ঃ বিদ্যা-শিক্ষা দিয়া বেতন লওয়া যায়েজ কিনা, ইহা লইয়া দীর্ঘকাল যাবত তর্ক-বিতর্ক চলে। অনেকের মতে ইচ্ছা করিয়া দিলে টাকা লওয়া যায়, কিন্তু দাবি করিয়া লওয়া চলে না। অর্থগৃধ্নু উস্তাদেরা কঠোরভাবে নিন্দিত হইতেন। কেহ কেহ হস্তশিল্প দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। আলিমগণকে প্রায়ই জুতা, খড়ম ও তালা প্রস্তুত করিতে দেখা যাইত। এমন আত্মত্যাগী ছিলেন বলিয়া সেকালের মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষায় এত উন্নত হয়।

বেতন ঃ তবে শিক্ষককে বেতন দেওয়াই ছিল নিয়ম, কিন্তু ছাত্রদের জেব হইতে নহে। কোথাও ইহা ছিল কোন রাজা বা ধনবান লোকের ব্যক্তিগত দান ; কিন্তু সাধারণতঃ টাকাটা আসিত ওয়াকফ সম্পত্তির আয় হইতে। বিশেষভাবে মাদ্রাসার বেলায় নিয়মিত বেতন পাওয়া যাইত। আবদুল লতীফ হাজী লুনর মসজিদে বক্তৃতাদানের সময় বেতন পাইতেন স্বয়ং কাযী আল-ফাজিলের নিকট হইতে। কিন্তু আল-আজহারে বক্তৃতাদানের সময় পাইতেন বায়তুল মাল হইতে।

ওয়াকফের পরিমাণ অনুযায়ী বেতনের তারতম্য ঘটিত। সুযুফিয়া মাদ্রাসার মুদাররিসেরা পাইতেন মাসে ১১ দীনার, অথচ সালাহ্উদ্দীনের অন্যান্য মাদ্রাসা-নাসিরিয়া ও সালাহিয়ার শিক্ষকেরা পাইতেন ঢের বেশী। প্রধান মুদাররিসের বেতন ছিল ৪০ দীনার ; অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি আরও ১০ দীনার বেশী পাইতেন। তদুপরি পাইতেন রুটি ও নদী হইতে পানি আনিবার জন্য

www.pathagar.com

ভারবাহী পশু। জামালুদ্দীন মাদ্রাসার প্রত্যেক শিক্ষকের বেতন ছিল মাসে ৩০০ দিরহাম; তাহা ছাড়া বিভিন্ন পুর্বোপলক্ষে তাঁহারা দানস্বরূপ নানা জিনিসপত্র পাইতেন। নাসিরিয়া মাদ্রাসায় প্রতি মাসে উৎসবের সময় তাঁহাদিগকে চিনি ও গোশ্‌ত প্রদত্ত হইত। হিজাজিয়া মাদ্রাসায় ঈদুল ফিতরের দিন তাঁহারা নানা প্রকার রুটি বিস্কুট ও কুরবানীর দিন গোশত পাইতেন। রমযান মাসে তাঁহাদের জন্য সরকার হইতে খানা পাক করা হইত। বিবিধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁহারা টাকা ও খেলাত পাইতেন। মোটের উপর জিনিসপত্র ছাড়াও তাঁহাদের মাসিক আয় ছিল ৫০ দীনার।

মুদাররিস সমিতি ঃ মুদাররিসগণের সমিতি (রিয়াসা) ছিল। প্রত্যেক জিলায় সমিতির একজন প্রধান কর্মকর্তা থাকিতেন। তাঁহাকে 'রইসুল উলামা বা 'রইসুর রুয়াসা' বলা হইত। প্রত্যেক মজহাবের স্বতন্ত্র রইস থাকিত। তিনি শিক্ষকদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতনে। 'নকীবুন নুকাবা' নামেরও একটি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই দুইটি ছিল অভিন্ন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ৪৫১ খৃস্টাব্দে খলীফা আল-মনসুর মসজিদে একজন মুদাররিস নিয়োগ করিতে অস্বীকৃত হন। নিয়োগের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল কিনা, সন্দেহ। তবে কার্যতঃ বক্তৃতাদানের অধিকার এভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইত। পরবর্তীকালে মক্কা-মদীনার রইসুলওলামা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠেন। যে কোন শিক্ষক সমিতির সদস্য হইবেন ও তাঁহার বেতন কত হইবে, তিনিই তাহা নির্ধারণ করিতেন।

মজলিস ঃ মসজিদে মুদাররিসের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকিত। ইহা হইত প্রায়ই কোন স্তম্ভের পাশে। ইহাই ছিল তাঁহার মজলিস। ইহা ওয়ারিস-সূত্রে তাঁহার স্থলবর্তীদের হাতে যাইত। শ্রোতারা তাঁহার সম্মুখে বৃত্তাকারে উপবেশন করিত, ইহার নাম ছিল হলকা। তিনি একখানা গালিচার বা মৃগ-চর্মাদি পাতিয়া বসিতেন, ইহা ছিল তাঁহার মর্যাদার প্রতীক। দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দেওয়া ছিল নিয়মের খেলাফ। শ্রোতার সংখ্যা অত্যধিক হইলে উস্তাদ তখন প্রায়ই উচ্চাসনে বসিতেন।

বাসস্থান ঃ অধ্যাপকদের পক্ষে মসজিদে বাস করার নিয়ম ছিল না। অবশ্য অন্য যে কোন লোকের ন্যায় তিনিও মসজিদে থাকিতে পারিতেন, এমনকি তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষ বরাদ্দ হওয়াও বিচিত্র ছিল না। ইমাম আল-গাজালী দিমিশ্‌কের উমায়া মসজিদে বাস করিতেন। তবে ইহা ছিল নিয়মের ব্যতিক্রম। খলীফা আল-আযীম শিক্ষকদের জন্য আল-আজহার মসজিদের পার্শ্বে একটি বাসগৃহ নির্মাণ করেন। উযীর নিজামুল মুলক অনেক সময় তাঁহার মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষকদের জন্য বাসা তৈয়ার করাইয়া দিতেন।

www.pathagar.com

কখনও কখনও তিনি মসজিদে না গিয়া বাসায়ই পাঠ দিতেন ; এই জন্যই এই ব্যবস্থা। আল-খাজরিজী (খৃঃ—১১৪৯) বায়াহাকিয়া ও শামসুদ্দীন আফিলিয়া মাদ্রাসায় বাস করিতেন। সালাহিয়্যা মাদ্রাসার ভিতরেই অধ্যক্ষের বাসভবন অবস্থিত ছিল। ক্রমে অন্যান্য মাদ্রাসায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তবে অনেক শিক্ষক বাহিরেই থাকিতেন। তাঁহারা কয়েক স্থানে পড়াইতেন বলিয়া বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে বাহিরে থাকিতে হইত।

কাজী শিক্ষকঃ শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন কাজী। কি মক্কা, কি কায়রো, কি বাগদাদ প্রায় সর্বত্রই কাজীদিগকে মসজিদ ও মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করিতে দেখা যাইত। তাঁহারা প্রায়ই অনেকগুলি পদ দখল করিয়া রাখিতেন। প্রধান কাজী ইব্‌নে বিনতুল আজ্জের ১৭টি পদ ছিল।

মুয়ীদঃ অনেক সময় প্রধান শিক্ষকের জন্য একজন মুয়ীদ (পুনরুক্তিকারক বা সহকারী) নিযুক্ত করা হইত। সাধারণতঃ প্রত্যেক মুদার্‌রিসের দুইজন মুয়ীদ থাকিত। বক্তৃতা শেষ হইয়া গেলে ছাত্রদের পুনরায় বলিয়া দেওয়াও কম-মেধাবী ছাত্রদের তাহা বুঝাইয়া দেওয়া ছিল মুয়ীদের কর্তব্য। বিখ্যাত ফকীহ আল-বলাকিনী তাঁহার শ্বশুরের মুয়ীদ হিসাবে খায়রুবিয়া মাদ্রাসায় কাজ আরম্ভ করেন। কেহ এক মাদ্রাসায় মুদার্‌রিস ও অন্যত্র মুয়ীদ হইতে পারিতেন। ইবনে-খাল্লিকান বার্ধক্য-দশায় উপনীত হইলে মুয়ীদদের উপরেই শিক্ষাদানের ভার ছাড়িয়া দেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হইত। স্যালাহিয়্যায় ৪ জন মুদার্‌রিস ও ২ জন মুয়ীদ থাকার কথা। কিন্তু ৩০ বৎসর পর্যন্ত সেখানে মুদাররিসের পরিবর্তে ১০ জন মুয়ীদই কাজ চালাইয়া যান। এই মুয়ীদেরাই আমাদের কলেজের ডিমেনস্ট্রেটারদের পূর্বসূরী।

মাতম জারিঃ কোন মুদার্‌রিসের মৃত্যু হইতে আজহার আদ্রাসায় তিন দিন শোক করা হইত। ইহা অতি প্রাচীন প্রথা। শিরাজীর ইন্তেকাল হইলে ছাত্রেরা ৩ দিন
হইত। ইহা অতি প্রাচীন প্রথা। শিরাজীর ইন্তেকাল হইলে ছাত্রেরা ৩ দিন
চুপচাপ বসিয়া থাকে, পক্ষান্তরে নিজামিয়া মাদ্রাসা এক বৎসর বন্ধ রাখা হয়। জুভায়নীর মৃত্যু হইলেও মাদ্রাসা এক বৎসর বন্ধ থাকে। ছাত্রেরা তাহাদের দোয়াত-কলম ও ডেকচি ভাংগিয়া ফেলিয়া শোক প্রকাশ করে।

ছাত্রঃ ছাত্রেরা তালবা, তেলিবা বা তুল্লবা নামে পরিচিত ছিল। প্রথমে যে কেহ মসজিদে যে কোন হল্‌কায় বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে পারিত। কিন্তু শিক্ষকেরা সমাজের স্বীকৃত শ্রেণীতে পরিণত হইলে মুসলিম বিজ্ঞানের নিয়মিত ছাত্রেরাও সমাজের নিয়মিত অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং শিক্ষকদের সহিত 'আসহাবুল ইমাম' বা বিদ্বান সমাজের সদস্য হইয়া দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

ছাত্রেরা যাঁহার নিকট ইচ্ছা, পড়িতে পারিত। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত শিক্ষকদের বিপুল সংখ্যক ছাত্র জুটিত। মসজিদ বিন্ আল-মুবারকে আল-ইস্পাহানীর ৩০০ হইতে ৭০০ ছাত্র হইত। কেহ কেহ বহু অধ্যাপকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। ইব্নে-হামাকান (খৃঃ ৪০৭ হিঃ) অন্ততঃ ৪৭০ জন অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করেন। এক মাদ্রাসার মুদার্রিস অন্যত্র ছাত্র হইতে পারিতেন। কেহ কেহ এমন কি নিজে শিক্ষকতা করিলেও পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধ হইয়া যাইতেন। উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তিরা নামযাদা মুদার্রিস ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট পড়াশুনা করিতেন না। ফলে তাঁহাদিগকে কৃতিবিদ্যা শিক্ষকের খোঁজে মুসলিম জাহানের বহু স্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। লেনপুল বলেন, "আমাদের মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা যেমন এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, মুসলমান ছাত্রেরাও তেমনি শহর হইতে শহরান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত।" এমনকি এজন্য তাহারা বিদেশে যাইতেও কুণ্ঠিত হইত না। ইব্নে খালদুনের সময় মগরিবে শিক্ষার অবনতি ঘটিলে তথাকার জনৈক তালিবুল, ইলম্ মিসর ও সিরিয়ায় গমন করেন। মুসলিম জগতের সর্বাংশ হইতে ছাত্রেরা অদ্যাপি আল্-আজহারে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু যখন একালের ন্যায় তত ভাল রাস্তাঘাট ও দ্রুতগামী যানবাহন ছিল না, তখন এরূপ দীর্ঘ সফরে যে তাহাদের কত কষ্ট হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। মুসলমানদের জ্ঞান-স্পৃহা তখন কত প্রবল ছিল, ভাবিলে অবাক হইতে হয়।

মাদ্রাসা স্থাপনের পর ছাত্র-সংখ্যা নির্দিষ্ট হইলে শিক্ষাপ্রথা অধিকতর সুগঠিত হয়। অবশ্য তখনও অনিয়মিত ছাত্র গৃহীত হইত। ইব্নে খালদুনের সময় তিউনিসের মাদ্রাসায় অধ্যয়ন-কাল ছিল পাঁচ অথচ মগরিবে ১৬ বৎসর। ছাত্র কোন বিষয়ে অধ্যয়ন শেষ করিলে শিক্ষক তাহাকে **"খার্রাজা লাহুফী"** অর্থাৎ ঐ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী বলিয়া সনদ দিতেন। ইহা হইতেই আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রী দানের প্রথার উদ্ভব।

ছাত্রী ঃ ছাত্রীদের কথা কদাচিৎ শুনা যায়। জনৈক ছাত্রী শাফিয়ীর মজলিসে যোগদান করিত। হাদীসে মেয়েদের পড়াইবার জন্য সপ্তাহে কয়েকটি দিন পৃথক করিয়া রাখার কথা আছে। কাজেই প্রথম কয়েক শতাব্দীতে ইহা অসম্ভব ছিল না।

ছাত্রবৃত্তি ঃ ছাত্রদের অনেকেই ছিল গরীব। একজন ছাত্র পরিত্যক্ত বাধা-কপির পাতা খাইয়া থাকিত, আর একজনকে কাগজ ক্রয়ের জন্য পরিধানের পায়জামা বিক্রয় করিতে হয়। স্বয়ং আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) অর্থাভাবে নদীর ঘাটে গিয়া পরিত্যক্ত করি-তরকারী কুড়াইয়া খাইতেন। একদা তিনি এরূপ ছাত্রের সংখ্যা অধিক দেখিয়া লজ্জায় উপবাসী ফিরিয়া যান। অপর যে কোন লোকের

www.pathagar.com

ন্যায় ছাত্রেরাও মসজিদে থাকিতে পারিত। তখন তাহাদের নাম হইত 'মুজাভির'। দানশীল ব্যক্তিরা অনেক সময় তাহাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিতেন। বিদ্বান খলীফা আল-কাদির বিল্লাহ (৩৬৩-৮৬ হিঃ) মসজিদে অবস্থানকারী ছাত্রদের জন্য প্রত্যহ খানা পাঠাইতেন। উযীর ইবনুল-ফুরাত (ফাঁসী ৩১২ হিঃ) হাদীসের ছাত্রদের জন্য ১০,০০০ দিরহাম ওয়াক্ফ করিয়া দেন।

মাদ্রাসার ছাত্রেরা বিনামূল্যে বাসস্থান ও কিছু বৃত্তি পাইত। আয়-বুস্তী তাঁহার মাদ্রাসার বিদেশী ছাত্রদিগকে বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ ও খোরপোষের জন্য বৃত্তি দান করিতেন। সালাহউদ্দীনের সুযুফিয়্যা মাদ্রাসার ছাত্ররাও বৃত্তি পাইত। আর এক মাদ্রাসায় তাহাদিগকে প্রত্যহ রুটি ও মাসে ৩০ দিরহাম বৃত্তি প্রদত্ত হইত। বিশেষ উৎসবাদি উপলক্ষে তাহারা কিছু মাংস ও চিনি পাইত।

মাদ্রাসার প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইলে মসজিদের ছাত্রদের প্রতিও তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আমীর য়্যালবুগা ৭ জন হানাফী মুদার্রিস-সহ ইব্নে-তুলুনের মসজিদ-মাদ্রাসা পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিলে (৭৬৭ হিঃ) ছাত্রদের জন্য মাসে ৪০ দিরহাম বৃত্তি ও গম বরাদ্দ করা হয়। ৮১৮ হিজরীতে আল-আজহারের বিভিন্ন রিওয়াকে বিভিন্ন দেশের ৭৫০ জন গরীব ছাত্র বাস করিত। তাহারা বৃত্তি ছাড়াও খানা ও হালুয়া-রুটি পাইত। আমীর তাহাদের রুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দেন।

সদাশয় নরপতি ও দানবীরদের বদান্যতায় এভাবে শিক্ষার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। এই ব্যবস্থা অদ্যাপি চালু আছে। কিন্তু সেই আকুল আগ্রহ কোথায় ?

www.pathagar.com

খুদাবখ্‌শ লাইব্রেরী

বাঁকীপুরের এক বৃদ্ধ উকীল পক্ষাঘাতে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ; পিতৃভক্ত পুত্র পিতার পাশে বসিয়া আছেন। পিতার আরবী-ফারসী পুস্তক সংগ্রহের বেজায় নেশা ছিল। পূর্ব-পুরুষদের নিকট হইতে তিনি ৩০০ পুস্তক প্রাপ্ত হন ; দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি আরও ১২০০ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। কাজেই মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে অসিয়ত করিলেন, "বাবা, তুমি প্রাচ্য বিদ্যার প্রত্যেকটি শাখার পুস্তক সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি লাইব্রেরী স্থাপন করিও।

পরিবারটির আর্থিক অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। পিতার কোনই সম্পত্তি ছিল না, পুত্রের বর্তমান-ভবিষ্যত দুই-ই অন্ধকারময়। তথাপি বিন্দুমাত্র ভয় বা ইতস্তত না করিয়া তিনি পিতার নির্দেশ মাথা পাতিয়া লইলেন।

পিতার নাম মুহম্মদ বখ্‌শ। পুত্রের নাম খুদাবখ্‌শ। সাময়িকভাবে বিভিন্ন পদে কাজ করার পর অবশেষে খুদাবখ্‌শও পৈত্রিক ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিছুকাল হায়দরাবাদ হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির পদে কাজ করিয়া তিনি আবার ওকালতিতে ফিরিয়া আসেন।

যথেষ্ট পসার থাকিলেও খুদাবখ্‌শ ছিলেন মধ্যম শ্রেণীর উকীল ; সমস্ত শহরেই এইরূপ দুই, চার জন উকীল দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি তিনি যেভাবে পিতার নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন তাহা বিস্ময়কর। পুস্তকের সংখ্যা তাঁহার আমলে পাঁচ হাজারে পরিণত হয়। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে যখন পুস্তকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩000, তখনই জনৈক বিশেষজ্ঞের মতে উহাদের মূল্য ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। এতদ্ব্যতীত ইংরেজী পুস্তকের মূল্যও হইবে প্রায় এক লক্ষ টাকা।

যে চমৎকার অট্টালিকায় এ সকল অমূল্য রত্ন রক্ষিত হয়, তাহা দোতলা। উপরের তলায় একটি হল ঘর ও দুইটি পার্শ্বস্থ কক্ষ আছে। এগুলির চতুর্দিকে প্রশস্ত ছায়াদার বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমের বারান্দা, সিঁড়ি ও নীচের তলার অধিকাংশ কামরাই মর্মর প্রস্তরে গ্রথিত বা কারুকার্যে খচিত প্রস্তরে আবৃত। অন্যান্য বারান্দা ও কক্ষের মেঝে দগ্ধ টালিতে মোড়া। এই গৃহ নির্মাণে ৮০,০০০ টাকা ব্যয় হয়। এই সমুদয়ই খুদাবখ্‌শের একার কীর্তি।

www.pathagar.com

১৮৯১ খৃস্টাব্দে ২৯শে অক্টোবর ভিটি ও অট্টালিকাসহ সমগ্র পুস্তকালয় এক দানপত্র দ্বারা জনসাধারণের হস্তে অর্পিত হয় ; দানের একটি শর্ত এই যে, পাণ্ডুলিপিগুলি পাটনা হইতে স্থানান্তরিত করা চলিবে না। নিঃস্বার্থ দাতা লাইব্রেরীর সহিত এমনকি নিজের নামও যোগ করেন নাই। তিনি উহার নাম দেন ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী। কিন্তু কৃতজ্ঞ জনসাধারণের মন হইতে তাঁহার স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই। পাক-ভারত-বাংলাদেশে ইহা শুধু খুদাবখশের লাইব্রেরী নামেই পরিচিত।

খুদাবখ্শ সাহেব তাঁহার সমস্ত উপার্জনই লাইব্রেরীর পিছনে উজাড় করিয়া দেন। কিন্তু কেবল অর্থ দ্বারা তাঁহার গ্রন্থানুরাগের পরিমাপ করা যায় না ; তিনি ইহাতে তাঁহার সমস্ত মনোপ্রাণ ঢালিয়া দেন। আহারে-বিহারে ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে কয়েকটি আশ্চর্য কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথমে খুব ধীরে ধীরে পাণ্ডুলিপি আমদানি হইত। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে বলিতেছেন, "পুস্তক চাহত আমার সঙ্গে আইস।" তাঁহার অনুসরণে তিনি লক্ষ্ণৌর ইমামবাড়ীর ন্যায় এক চমৎকার সৌধে উপস্থিত হইলেন। লোকটি তাঁহাকে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বাহিরে আসিয়া খুদাবখ্শ সাহেবকে একটি বিরাট হলঘরে লইয়া গেলেন। ভিতরে যাইয়া তিনি একজন অবগুণ্ঠিত লোককে কয়েক ব্যক্তিসহ বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। লোকটি তাঁহাকে বলিলেন, "ইনি পাণ্ডুলিপির জন্য আসিয়াছেন।" অবগুণ্ঠিত পুরুষ উত্তর দিলেন, "তাঁহাকে সেগুলি দাও।" আশ্চর্যের বিষয়, ইহার অল্পকাল পর হইতেই নানা স্থান হইতে বৃষ্টি-ধারার ন্যায় লাইব্রেরীতে অবিরত পাণ্ডুলিপি আসিতে লাগিল। স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন খোদ হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও পার্শ্বচরেরা তাঁহার সাহাবা।

আর এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, লাইব্রেরীর পার্শ্ববর্তী গলিতে বহু লোকে ভিড় জমাইয়াছেন। তিনি তাহাদের নিকট যাওয়া মাত্রই তাহারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "হযরত তোমার কুতুবখানা দেখিতে আসিয়াছেন, অথচ তোমার কোনই পাত্তা নাই।" খুদাবখ্শ সাহেব দ্রুতপদে পুস্তকালয়ে ঢুকিয়া দেখিলেন, কক্ষ শূন্য, কিন্তু দুইখানা হাদীসের বই টেবিলের উপর খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। লোকে বলিল হযরতই সেগুলি পড়িয়া গিয়াছেন। পুস্তক দুইখানা বাহিরে নেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া খুদাবখ্শ সাহেব স্বহস্তে তাহাতে মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার কারণ অদ্যাপি রহস্যাবৃত।

www.pathagar.com

এই লাইব্রেরীর ইতিহাস ও ক্রমবৃদ্ধির সহিত এরূপ অনেক কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। ভারতের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পান্ডুলিপি সংগ্রহ ছিল নিঃসন্দেহে দিল্লীর শাহী কুতুবখানায়। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাচ্যের হস্তলিপি ও পুস্তক বাধাই এর শিল্পের সমস্ত দুর্লভ ও উৎকৃষ্ট নমুনা সেখানে সংগৃহীত হয়। উহাদের কিছু ক্রীত, কিছু বাদশাহদের বেতনভোগী শিল্পী-দের সম্পাদিত, কিছু আওরঙ্গযীব কর্তৃক হায়দরাবাদ বিজাপুর প্রভৃতি রাজ্য জয়ের ফলে প্রাপ্ত অবশিষ্টগুলি বড় বড় আমীরের মৃত্যুর পর তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সংগৃহীত। এইরূপ সে যুগে প্রাচ্যের বৃহত্তম লাইব্রেরী গঠিত হয়। পারস্য ও মধ্য এশিয়া যখন অবিশ্রান্ত সংগ্রামে ছিন্ন ভিন্ন বাদশাহদের সুশাসনে ভারতে তখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসকল পুস্তকের অনেকগুলি অযোধ্যায় নওয়াবদের লাইব্রেরীতে স্থানান্তরিত হয় কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের ফলে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর পতন ঘটিলে বাদাশাহ ও নওয়াবদের এসকল অমূল্য সম্পদ লুন্ঠিত হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে রামপুরের নওয়াব ছিলেন ইংরেজের পক্ষে। তিনি বিজয়ীদের মধ্যে ঘোষণা করেন, যে কেহ তাঁহার নিকট একখানা পান্ডুলিপি লইয়া আসিবে, সে একটি রৌপ্য-মুদ্রা পাইবে। ফলে লুন্ঠিত দ্রব্যের সর্বোৎ-কৃষ্ট অংশ তাঁহারই হাতে পড়ে।

খুদাবখশ সাহের অনেক পরে পুস্তক সংগ্রহে হাত দিলেও নওয়াবের সহিত তাঁহার তীব্রতম প্রতিদ্বন্দিতা দেখা দেয়। অবশেষে তিনি মুহম্মদ মক্কী নামক এক পুস্তক শিকারীকে নওয়াবের পক্ষ হইতে ভাগাইয়া আনিতে সমর্থ হন। ইহাতে তাঁহার সাফল্য নিশ্চিত হইয়া পড়ে। তিনি ইহাকে দালালী ভিন্ন ১৮ বৎসর পর্যন্ত মাসিক ৫০/- টাকা হিসাবে বেতন দেন। সিরিয়া, আরব, মিসর, বিশেষতঃ বায়রুত ও আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রধানতঃ দুষ্প্রাপ্য আরবী পান্ডুলিপি সংগ্রহ করা ছিল ইহার কাজ। কেহ খুদাবখশ সাহেবের নিকট পান্ডুলিপি বিক্রয় করিতে আসিত, দামে বনিবনা না হইলেও তিনি তাহাকে দ্বিগুণ রেলভাতা প্রদান করিতেন। এভাবে তাঁহার সুনাম ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে ; ফলে কেহ কোন পুস্তক বিক্রয় করিতে চাহিলে প্রথমে তাঁহারই নিকট লইয়া আসিত।

একবার তাঁহার ভূতপূর্ব দফতরী পুস্তকালয়ের তালা ভাঙিয়া কয়েক-খানা সর্বোকৃষ্ট পান্ডুলিপি চুরি করিয়া নিয়া বিক্রয়ার্থে লাহোরের এক দালালের নিকট প্রেরণ করে। দালাল খুদাবখশকেই সম্ভাব্য ক্রেতা মনে করিয়া তাঁহার নিকট পান্ডুলিপিগুলি বিক্রয়ের প্রস্তাব দেয়। এইরূপে হৃত ধন পুনরায় তাঁহার হস্তগত ও অপরাধী যোগ্য দন্ডে দন্ডিত হয়।

www.pathagar.com

আর একবার অনুরূপভাবে খুদাবখশ অপরাধীর বিচার করেন। পাটনার জজ ইলিয়ট সাহেব ছিলেন একজন নামযাদা পান্ডুলিপি সংগ্রাহক ও বড়লিয়ান লাইব্রেরীর দাতা। তিনি মুহম্মদ বখশের নিকট হইতে কামালুদ্দীন ইসমাঈল ইস্পাহানীর মসনভীর একখানা অদ্বিতীয় পান্ডুলিপি ধার করেন। কিন্তু পরে তিনি তাহা ফেরত দিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে অনেক টাকা মূল্য দিতে চাহেন। উন্নতমনা মালিক অবজ্ঞা ভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু ইহা লইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া বাধাইলেন না। অবসর গ্রহণের পর মিঃ ইলিয়ট সর্বোৎকৃষ্ট পান্ডুলিপিগুলি কয়েকটি বাক্সে ভরিয়া ইংল্যান্ডে চালনা দিলেন। কিন্তু বাজে বইগুলি একটি পৃথক বাক্সে পুরিয়া বিক্রয়ার্থ পাটনায় রাখিয়া গেলেন। এগুলি নিলামে উঠিলে মুহম্মদ বখশই নিলাম ধরিলেন। আল্লাহ্‌র কি অপূর্ব মহিমা! তিনি বাক্স খুলিয়া দেখেন, কেবল অপহৃত পুস্তকখানাই নহে, শাহজাহানের হস্তাক্ষর সংকলিত মজলিস-ই-খামসা প্রভৃতি আরও কয়েকখানা দুর্লভ পান্ডুলিপিও তন্মধ্যে রক্ষিত আছে। ইংল্যান্ডে ফিরিয়া মিঃ ইলিয়ট নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখন নিস্ফল আক্রোশে তর্জন গর্জন করা ছাড়া তাঁহার আর কোনই উপায় ছিল না।

একবার খুদাবখশ হায়দরাবাদ হাইকোর্ট হইতে বাসায় ফিরিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু সর্বদাই পান্ডুলিপির খোঁজে থাকিত। সহসা এক মুদীদোকানে ময়দার বস্তার উপরে রক্ষিত এক পুঁটুলি পুস্তকের উপর তাঁহার নজর পড়ি। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া বইগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলির মূল্য কত? দোকানদার উত্তর দিল, 'আর কেহ হইলে আমি এই পুরাতন পচা কাগজের স্তুপ তিন টাকায়ই বিক্রয় করিতাম। কিন্তু হুজুর যখন চাহিতেছেন, তখন অবশ্যই ইহাতে মূল্যবান কিছু আছে। আমি এগুলির ২০/- টাকা চাই। খুদাবখশ দ্বিরুক্তি না করিয়া ঐ টাকা দিয়াই পুটলিটা লইয়া আসিলেন। দোকানদারের অনুমান বাস্তবিকই যথার্থ। পুঁটলিটার বাজে কাগজের মধ্যে আরবী গ্রন্থবিবরণী সম্পর্কে একখানা প্রাচীন পুস্তক ছিল উহ আর কোথাও পাওয়া যায় না। খুদাবখশের ক্রয় করার পরেই নিজাম বাহাদুর তাঁহাকে ২০০/- টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু খুদাবখশ লোভে পড়িবার পাত্র ছিলেন না।

দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহের পরই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইতেন। তাঁহার নিকট প্রায়ই দুই একজন দর্শক উপস্থিত থাকিতেন; কেহ না থাকিলে তিনি প্রশান্তভাবে কোন না কোন পান্ডুলিপির পাতা উল্টাইয়া যাইতেন। ইসলামী গ্রন্থবিবরণীতে তাঁহার এতই জ্ঞান ছিল যে, একদা তিনি স্যার যদুনাথ

www.pathagar.com

সরকারের নিকট হিজরী প্রথম অষ্টম শতক পর্যন্ত আরবী জীবনচরিত লেখক ও সমালোচকদের পূর্ণ তালিকা মুখস্থ বলিয়া যান ; সংগে সংগে তাঁহাদের প্রত্যেকের গুরুত্ব সম্পর্কে তুলনামূলক সমালোচনাও করেন। সরকার মহাশয় ত ব্যাপার দেখিয়া অবাক।

তেপায়ার উপর হুক্কা রাখিয়া এই শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা যখন লাইব্রেরীর তোরণের নিকট বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার পাকাচুল দাড়ি এবং সরল শুভ্রশ্মশ্রু দূর হইতেও পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। যে পুস্তকালয়কে তিনি এত ভালবাসিতেন ও যাহার জন্য তিনি তাঁহার যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করেন, সেখানেই তিনি অনন্ত নিদ্রায় শায়িত আছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে উদ্ভূত এই সাধারণ ভদ্রোলোক রাজন্যবর্গ ও ক্রোড়পতিদের দান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর সম্পদে জন্মভূমিকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমানে ভারতে প্রাচ্য ভাষাবিদের সংখ্যা নগন্য ; তাঁহাদের অতি অল্প লোকেই ফারসী ভাষা জানেন। আরবী জানা লোক নাই বলিলেই চলে। জনৈক ইউরোপীয় পন্ডিত এই পুস্তকালয় পরিদর্শন করিয়া তাহাতে পাঠকের অভাব দেখিয়া বলিয়া উঠেন, "পুস্তকের কি খাসা গোরস্তানই না আপনি প্রস্তুত করিয়াছেন। ইউরোপে হইলে শত শত গবেষণাকারী প্রত্যহ এখানে ভিড় জমাইত, অথচ এখানে একটি ছাত্রও দেখা যায় না।

কিন্তু চিরদিন এমন থাকিবে না। যতই দিন যাইবে, তাঁহার দানের মূল্য ও জাতি গঠনে উহার পূর্ণ গুরুত্ব ততই অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে অনুভূত হইবে। ইতিমধ্যেই গবেষণায় নূতন যুগের সূচনা দেখা দিয়াছে। কিছুকাল হইতে খুদাবখশ লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে পান্ডুলিপি সংগ্রহের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। এগুলি সময় সময় নগদ টাকায় ক্রয় করা হয়, কিন্তু প্রধানতঃ পাওয়া যায় দানে। ইউরোপীয়দের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, তাহারা যেখানেই যায়, তাহাদের জাতীয় যাদুঘরের জন্য পান্ডুলিপি এবং প্রাচীনকালের সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য ও নমুনা সংগ্রহ করে। বডলিয়ান লাইব্রেরী এ্যাকুরিয়ান লাইব্রেরী ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে কিপাট্রেক গ্লাডউইন ফিটজেরান্ড বাইরন, স্কট প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দী ঐতিহাসিক ইন্ডিয়াদের স্বাক্ষর যুক্ত বহু মূল্যবান প্রাচ্য পান্ডুলিপি বর্তমান আছে। এমনকি বৃটিশ শক্তির সেই প্রাথমিক যুগেও রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের সংগে সংগে তাঁহারা আগ্রহ ভক্তের পান্ডুলিপি সংগ্রহ করিত। তাহা স্বদেশবাসীদের ব্যবহারার্থে দান করিয়া যান। অনেক দুষ্প্রাপ্য, এমন কি অদ্বিতীয় পুস্তক এভাবে উপমহাদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া এখন ইউরোপীয় রাজধানীগুলির শোভা বর্ধন করিতেছে। ইউরোপের সুধীবৃন্দ সেগুলি

www.pathagar.com

ব্যবহার করেন। কিন্তু ইউরোপ গমনের মত অর্থ না থাকিলে কোন ভারতীয় পণ্ডিতের পক্ষে তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়া অসম্ভব। খুদাবখশ লাইব্রেরী পুস্তকের সুপরিচিত নিরাপদ স্থান বলিয়া বিক্ষিপ্ত বা বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে ভারতের সর্বাংশের পুস্তকের মালিকেরা তাঁহাদের ব্যক্তিগত পুস্তক এখানে প্রেরণ করাই শ্রেয় মনে করিতেছেন। সদাশয় মুসলমান ভদ্রলোকেরা ইতিমধ্যেই এই কুতুবখানায় কয়েকখানা মূল্যবান ফারসী পান্ডুলিপি দান করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য বাদশাহ যদৃচ্ছা ইহার যে কোন পাতা ব্যবহার করিতেন। মধ্যযুগে ভার্জিনের কাব্যও ঠিক এভাবে ব্যবহৃত হইত। ইহাতে তিনি যখন যে ফল পাইতেন, তৎসম্বন্ধে উহার পার্শ্বদেশে স্বহস্তে মন্তব্য লিখিয়া রাখিতেন। এতদিন সফদর নওয়াব দেন ইবায়েতুল্লাহ খাঁর "আহকাম-ই-আলমগীর"। ইহা ছিল পূর্ব দরবারের কোন আমীরের। পন্ডিতেরা শুধু ইহার নামটাই জানিতেন। পাক-ভারত-বাংলাদেশ বা ইউরোপের কোন সাধারণ পাঠাগারেই ইহা পাওয়া যায় না। কেবল ১৯০৭ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে স্যার যদুনাথ সরকার রামপুরের নওয়াবের কুতুবখানায় ইহার একখানা প্রাচীন বাদশাহী পান্ডুলিপি দেখিতে পান। নওয়াবের অনুমতিক্রমে তিনি ইহার একখানা অনুলিপি প্রস্তুত করাইয়া লন। উভয় পুস্তকের পাঠে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। খুদাবখশ লাইব্রেরীর মারফত ভারতের সাহিত সম্পদ রক্ষা পাওয়ার এরূপ আরও অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। ইহা বাস্তবিকই এক অমূল্য ও অতুলনীয় সম্পদ।

www.pathagar.com

খোদাবখ্শ লাইব্রেরীর ঐশ্বর্য ঃ

বাঁকীপুরের খুদাবখশ লাইব্রেরীর খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে এই পূর্বকালের গ্রন্থ চিত্র ও হস্তলিপির বহুল সম্পদ। পুস্তক সম্পদ-খুদাবখশ লাইব্রেরীর একটা অমূল্য সম্পদ হইল জাহাঙ্গীরের ভাগ্য-গণনা পুস্তক। দিওয়ানে-হাফিয এ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে। বাদশাহ যদৃচ্ছা ইহার যে কোন পাতা উল্টাইয়া তাহা হইতে নিজের ভবিষ্যতের সংকেত জানিয়া লইতেন। আর একখানা হইল 'শাহানশাহ নামার প্রতিলিপি। ইহা কনস্টান্টিনোপল বিজেতা ২য় মুহম্মদের দিগ্বিজয় সংক্রান্ত মহাকাব্য। ইহাতে বহু যুদ্ধের সাহসিক ও বিস্ময়কর বিবরণ আছে। কবি ১৫৯৪ খৃস্টাব্দে ইহা রচনা করিয়া সুলতান ৩য় মুহম্মদকে উপহার দেন। হাতের লেখা আদ্যন্ত তাঁহার নিজের। শাহজাহানের রাজত্বকালে ইহা ভারতে পেঁাছে এবং তিনি বা ইহার পরবর্তী মালিক ৭৫০ টাকা মূল্যে ইহা ক্রয় করেন। জামির কাব্য 'ইউসুফ ওয়া জুলায়খা'র প্রতিলিপিও এই লাইব্রেরীর শোভাবর্ধন করিতেছে। ইহার জন্য জাহাঙ্গীর সহস্র আশরফি ব্যয় করেন। অন্যান্য দুর্লভ রত্নের মধ্যে রহিয়াছে আমীর খসরুর মসনভী ; বুখারার সুলতান আবদুল আযীয ইহা সম্পূর্ণ করার জন্য কবি নূর আলীকে তিন বৎসর কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত অক্ষরে সুশোভিত ফিরদৌসীর অমর কাব্য শাহনামা প্রথম সাক্ষাতের সময় (১৬৪০ খৃঃ) আলী মর্দন খাঁ সম্রাট শাহজাহানকে ইহা উপহার দেন। (৩) তুজুকই জাহাঙ্গীরী ; জাহাঙ্গীর ইহা গুলকুন্ডার রাজাকে উপহার দেন ; আওরঙ্গযীবের পুত্র সুলতান মুহম্মদ গুলকুন্ডা জয়ের পর ইহা ফেরত আনেন।(৪) হাতিফীর রোমান্স শিরিওয়া খুসরু ; বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহের জন্য ইহা অতি সূক্ষ্ম হস্তাক্ষরে লিখিত হয়। (৫) হামীদা বানু বেগমের মোহরাঙ্কিত খুসরুর গ্রন্থাবলী। (৬) শাহজাহানের দুই খানা খসড়া-খাতা. ইহার একখানায় তাঁহার ১৪ বৎসর বয়সের হাতের লেখা আছে। (৭) দারাশিকোর স্বহস্ত লিখিত 'সফীনাতুল আওলিয়া' (আওলিয়া চরিত্র)। (৮) গোলকুন্ডার রাজার নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসাবে দিল্লীতে আনীত 'দিওয়ানে হাফিয।'(৯) এই লাইব্রেরীর একটা কৌতুহলোদ্দীপক ঐতিহাসিক সম্পদ আকবরের অনুরোধে পর্তুগীজ মিশনারী জেরোনিসো কর্তৃক বাইবেল হইতে ফারসীতে অনূদিত 'দস্তান-ই মসীহ' বা যিশুর কাহিনী। ১৬০৪ খৃস্টাব্দে আবদুর রাজ্জাক কান্দাহারী এই প্রতিলিপিখানা প্রস্তুত করেন। (১০) ফারসী ও গুরুমুখী ভাষায় লিখিত রণজিৎ সিংহের সাময়িক হিসাবের খাতা।

সর্বোৎকৃষ্ট রঞ্জিত অক্ষরযুক্ত ফারসী পান্ডুলিপি হইতেছে (১) আক-

—১৯

www.pathagar.com

বরের রাজত্বের প্রথম ২২ বৎসর পর্যন্ত তাইমুর বংশের একখানা ইতিহাস। ইহাতে অনেকগুলি ছবি আছে। বেভারিজ সাহেব তাঁহার Memories of Gulbadan Begum-এ ইহাদের কতকগুলি পুর্ণরঞ্জিত করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি নিতান্ত অসম্পুর্ণ। (২) বাদশাহনামা বা শাহজাহানের রাজত্বের ইতিহাস ; ইহা বিশদ বিবরণ যুক্ত এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দররূপে রঞ্জিত ও প্রসারিত।(৩) মোল্লা জামীর গ্রন্হাবলীর ১ম খন্ড ; কবির হস্তাক্ষর যুক্ত এই পুস্তকখানা ফারসীর ছাত্রদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা পবিত্র। ইহার ২য় খন্ড সেন্টপিটার্সবার্গের Imperial Library-তে রক্ষিত আছে। ইহাতে এই প্রতিভাশালী কবির দস্তখত ও হাতের লেখার যে নমুনা রহিয়াছে, তাঁহার গ্রন্হাবলীর ২য় খন্ডের শেষ পৃষ্ঠা হইতে সেন্টপিটার্সবার্গের ক্যাটালগে পুনরুদ্ধৃত লেখাটির সহিত তাহার অবিকল মিলিয়া যায়। (৪) রণজিৎ সিংহের জন্য লিখিত একখানা ভারতবর্ষের ইতিহাস।

আরবী গ্রন্হের মধ্যে (১) অনুরূপ ক্ষুদ্র, সুন্দর ও সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত তিন খন্ড বিরাট কলেবর 'তফসীরে কবীর।' ইহা মানুষের অবিশ্বাস্য ধৈর্য ও পরিশ্রমের স্মৃতিস্তম্ভ। (২) খলীফা মামুনের আমলে বাসিনের সিফেন (মৃ২৪০ হিঃ) কর্তৃক ডাইস্কোরাইডেসের গ্রীক গ্রন্হ হইতে অনূদিত 'কিতাবুল হাশায়শা' নামক উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে লিখিত রঙগীন চিত্রপুর্ণ একখানা অতি পুরাতন পান্ডুলিপি।(৩) আর একখানা অনুরূপ পুরাতন গ্রন্হ হইতেছে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে গ্রানাডার বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক আবুল কাসিম জাহরাভী Albucasis প্রণীত একখানা আরবী পুস্তক ; ইহাতে প্রত্যেকটি যন্ত্রের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।(৪) আর একখানা পুস্তকের বহু পৃষ্ঠায় অগ্নিদাহের চিহ্ন আছে। কার্ডিনাল জিমেনেস গ্রানাডার বিখ্যাত শাহী পুস্তকালয় ভস্মীভূত করার সময় যে কয়েকখানা পুস্তক ঘটনাক্রমে রক্ষা পায়, সম্ভবতঃ ইহা উহাদের অন্যতম। (৫) একখানা চর্ম-কাগজে কুফি বর্ণমালায় কিছু লেখা আছে ; ইহা হযরত আলী (রাঃ)-এর লেখা বলিয়া অনুমিত হয়। (৬) এই লাইব্রেরীর আর এক বিস্ময়কর বস্তু হইতেছে আলোক চিত্রের কাগজের ন্যায় একখানামাত্র গুটান পাতলা চামড়ায় অতি সূক্ষ্ম, অথচ সুস্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পাক কুরআন।(৭) আর একখানা কুরআন লেখা হয় আরবী ভাষা লিখিতে নুক্তার প্রচলনের পূর্বে অর্থাৎ ইহাতে হরকত বা বিরতি চিহ্ন নাই।

চিত্রশিল্প ও হস্তলিপি খুদাবখশ লাইব্রেরীতে সংগৃহীত চৈনিক, পারসিক, ভারতীয়, মধ্য এশীয় প্রভৃতি প্রাচ্য চিত্রবিদ্যার নমুনা শিল্পীদের পক্ষে অমূল্য। হ্যাভেলের ন্যায় সুযোগ্য সমালোচক মুক্তকন্ঠে এগুলির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের অনেকগুলিই বাদশাহী কুতুবখানার ও কিছু রণজিৎ

www.pathagar.com

সিংহের সংগ্রহ, কিন্তু অধিকাংশই দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ দরবারের উমরাহ্দের আলেখ্য-পুস্তক হইতে অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অনুসন্ধানের পর ক্রমশঃ সংগৃহীত হয়। যে সকল কাগজে পান্ডুলিপিগুলি লিখিত, তাহা বিভিন্ন দেশ ও কাগজ নির্মাণ শিল্পের বিভিন্ন যুগের প্রতীক ; কেবল তৎ সম্বন্ধেই একখানা বিশেষ গ্রন্থ রচনা করা যাইতে পারে। এশিয়ার যে কোন দেশের উৎকৃষ্ট পালী হস্তলিপির সর্বাধিক সংখ্যক নমুনা এখানে বর্তমান আছে।

ইংরেজী পুস্তক ঃ খুদাবখ্শ লাইব্রেরীর আরবী-ফার্সী পান্ডুলিপি-সমূহের মূল্য ও খ্যাতি অধিক হইলেও এমন কি উহাদের পার্শ্বেও ইংরেজী পুস্তকাবলীর গুরুত্ব কম নহে। কাব্য, দর্শন, রচনা, ইতিহাস, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ ও অভিধান, প্রাচ্যের গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ এবং ভারতীয় ইতিহাসের দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের মূল্যবান ও পূর্ণ সংগ্রহ কেবল এখানেই বিদ্যমান। পরিশিষ্টসহ আলিগেনের ইংরেজী সাহিত্যের অভিধান, Dictionary of National biography ৬৩ খন্ড, বার্টনের আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি অন্যান্য বহু পুস্তক সমগ্র বিহারে কেবল এই পুস্তকাগারেই পাওয়া যায়।

Waverly উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ পর্যন্ত এখানে বিদ্যমান। স্কটের ভক্তবর্গ এখানে তাঁহার সর্বস্বান্তকারী বন্ধু ব্যালান্টিন কর্তৃক এডিনবার্গে মুদ্রিত ক্ষুদ্রাকৃতি পুস্তকগুলি দর্শনে নিশ্চিতই খুশী হইবেন ; এগুলি এককালে খুবই বিখ্যাত ছিল। তিনি তখনও অপরিচিত ছিলেন বলিয়া এ সমুদয় পুস্তক "Waverly-র লেখক কৃত" বলিয়া প্রকাশিত হয়।

সচিত্র ইংরেজী পুস্তকাবলীর দাম কয়েক হাজার মুদ্রা হইবে। গ্রিফিথের AJanta caves মাহসেকের 'সাঁচি', ক্যানিংহামের 'ভারতবর্ষ", ফ্রিণ্ডেনের বাইরন এবং ফার্গুসন ও টেইলারের "বিজাপুর" এবং 'ধরওয়ার' ও 'মহিসর' প্রভৃতি আরও কত কি রহিয়াছে। খুদাবখশ সাহেব ইংল্যান্ডে একটি গোটা লাইব্রেরী ৬০,০০০ টাকার নিলামে ক্রয় করেন। এজন্যই তাঁহার অধিকাংশ ইংরেজী পুস্তক সুন্দর চামড়ায় বাঁধাই।

বস্তুতঃ খুদাবখশ লাইব্রেরীর ঐশ্বর্যের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কেহ তাহা জানিতে চাহিলে তাঁহাকে এগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে হইবে। ১৯০৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীতে দিল্লীর দরবার হইতে সদ্য-প্রত্যাগত লর্ড কার্জন যখন মোঘল আড়ম্বরের স্বপ্নে বিভোর, তখন তিনি এই পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠেন। "আগর ফিরদউস রব রুই জমিন আস্ত, হামীন আস্ত ওয়াহামীন আস্ত ওয়াহামীন আস্ত।" যদি বা স্বর্গ-পুরী থাকে দুনিয়ায়, হেথা উহা, হেথা উহা, উহাগো হেথায়।

পন্ডিতের পক্ষে ইহাই এই বিখ্যাত কুতুবখানার প্রকৃষ্ট বর্ণনা।

www.pathagar.com

অসাধারণ পতিভক্তি

১৭৬৪ খৃস্টাব্দ। বক্সারের যুদ্ধে হারিয়া অযোধ্যার নওয়াব-উযীর শুজাউদ্দৌল্লাহ পরিজন লইয়া এলাহাবাদে পলাইয়া গেলেন। সেখানে তিষ্ঠিতে ভরসা না পাইয়া শেষে গেলেন বেরিলীতে। সেকালের ভারতের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি তিনি এত সহজে ইংরেজের নিকট হার মানিতে চাহিলেন না। মারাঠা সর্দার মলহর রাও হোলকারের সহিত মিলিত হইয়া তিনি আবার কোরায় তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু মারাঠারা কামান-বন্দুকের যুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল না। ইংরেজেরা কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিলে মলহর রাও ভয় পাইয়া পলাইয়া গেলেন। ফলে এবারও নওয়াব-উযীরের হার হইল। লড়াইর ময়দান হইতে তিনি ফিরোজাবাদে চলিয়া গেলেন। এলাহাবাদসহ সমগ্র অযোধ্যা-রাজ্য ইংরেজের হাতে আসিল। সুদৃঢ় চুনার দুর্গ তাহাদের নিকট দ্বার খুলিয়া দিলে তাহাদের দয়া ভিক্ষা করা ছাড়া নওয়াব উযীরের আর গত্যন্তর রহিল না। কয়েকজন ভৃত্যমাত্র সঙ্গে লইয়া একদিন তিনি একমাত্র ইংরেজ শিবিরে গমন করিলেন। তাহারা অবাক হইলেও তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের ত্রুটি করিল না। এই সদাশয়তা একেবারে অহেতুক ছিল না। এতবড় রাজ্য শাসনে রাখার মত যথেষ্ট লোক বল তখনও তাঁহাদের হয় নাই। কাজেই ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ লইয়া তাঁহারা তাঁহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দিল। অযোধ্যা ছিল তাহাদের কামধেনু ; কোন না কোন ছুতায় প্রায় এক শতাব্দী-কাল ইহা দোহন করিয়া পরে তাহারা ইহা গ্রাস করে।

সন্ধির শর্ত ছিল, ক্ষতিপূরণের অর্ধেক টাকা তখনই পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু পর পর দুইটা যুদ্ধের খরচ যোগাইয়া শুজাউদ্দৌল্লাহ তখন রীতিমত দেউলিয়া। নিজের আসবাবপত্র মণি-মাণিক্য প্রভৃতি জমা দেওয়ার পরেও অনেক টাকা বাকী রহিয়া গেল। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অপরের নিকট হাত পাতিতে হইল। মাতা, পত্নী, শ্যালক ও অন্যান্য আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব এবং অবস্থাপন্ন কর্মচারী ও ভৃত্যদের নিকট সাহায্য চাহিয়া তিনি অনেকগুলি পত্র লিখিলেন। কাহার নিকট কত চাহেন, তাহা খোলাখুলি না বলিয়াও একটা স্পষ্ট আভাস দিলেন। তাঁহার অনুরোধ রাখিতে কাহারও কোন কষ্ট হইত না। তথাপি কাহারও নিকট হইতে তিনি আশানুরূপ সাড়া পাইলেন না যে সকল আত্মীয় ও কর্মচারীকে তিনি নিজের পরিজনের ন্যায় ভালবাসিতেন, তাহারাও বিপন্ন মনিবের চেয়ে অর্থকেই বড় করিয়া দেখিতেন। টাকার মায়া কাটাইতে না পারিয়া কেহ দিতে চাহিল প্রার্থিত টাকার অর্ধেক, কেহ এক

www.pathagar.com

তৃতীয়াংশ, কেহ বা তদপেক্ষাও কম, অথচ তিনিই ছিলেন তাহাদের যাবতীয় ধন-দৌলত, তালুক-জমা ও মান-মর্যাদা এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তির একমাত্র উৎস। তাঁহার নিকট তাহারা ছিল কতই না ঋণী।

একজন মাত্র মহিলা তাঁহার আকুল আবেদনে পুরাপুরির সাড়া দিলেন। নওয়াবের বিপদে ব্যথিত হইয়া নিজের বর্তমান সুখ-সুবিধা ও ভবিষ্যতের অসুবিধার কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার যাবতীয় ধনরত্ন, স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র সমস্তই নওয়াবের ক্ষতিপূরণ তহবিলে পাঠাইয়া দিলেন। এমনকি, নিজের মণিমুক্তা-খচিত নথ পর্যন্ত খুলিয়া দিতে তাঁহার মনে কোন কষ্ট হইল না। অথচ পরিবারের কর্ত্রী হিসাবে কেবল তিনিই ছিলেন ইহা পরিধানের একমাত্র অধিকারিণী। নিজের সর্বস্ব দান করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, হারামের অন্যান্যা মহিলার নিকট হইতেও যথসাধ্য চাঁদা আদায় করিয়া পাঠাইলেন।

এমন নিঃস্বার্থ আত্মভোলা মহিলাটি কে ছিলেন, কেহ অনুমান করিতে পারেন কি? তিনি ছিলেন নওয়াব-উযীরেরই বেগম। তাঁহার স্বার্থপর আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করা দূরের কথা, বরং বেগমের নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া তাঁহাকে সুপরামর্শ দিতে আগাইয়া আসিলেন। নিজের যথাসর্বস্ব এভাবে বিলাইয়া দেওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুমি পাগলিনী হইলে নাকি? নওয়াবের এখন ঘোর দুর্দিন, তিনি যে তোমাকে আর নগদ টাকা বা মূল্যবান অলঙ্কার ও আসবাবপত্র দিতে পারিবেন, তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। কাজেই নিজের জন্য প্রয়োজনী অর্থ ও তৈজসপত্রাদি না রাখিলে ভবিষ্যতে তোমার চলিবে কিরূপে?" হিতৈষীদিগকে তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষার জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া তিনি ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিলেনঃ "আমার স্বামী যতদিন নিরাপদে থাকিবেন, ততদিনই এগুলির আমার প্রয়োজন; তিনি বিপদে পড়িলে এ সকল মণিমুক্তা ও মূল্যবান দ্রব্য আমার কি কাজে লাগিবে?" প্রকৃতপক্ষে সমগ্র অযোধ্যা রাজ্যে তখন একজন পুরুষও এরূপ কর্তব্য-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নাই। কি অপূর্ব মহত্ব। কি অসাধারণ পতিভক্তি। এরূপ মহিলাদের সম্পর্কেই কবি বলিয়াছেনঃ "ধর্মনিষ্ঠা আনুগত্য ও কর্তব্য পরায়না পত্নী দরিদ্রকেও রাজ্যসুখ দান করে।"

বেগমের এরূপ গভীর প্রেম ও কর্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া শুজা-উদ্দৌলার বুকে আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। এত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের মধ্যেও তিনি নিজেকে গর্বিত মনে করিলেন। মহিষীর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তাঁহার এত উচ্চ ধারণা জন্মিল যে, যখনই তিনি কোন মূল্যবান উপহার পাইতেন কিংবা তাঁর তহবিলে কোন অর্থ থাকিত, তাহার সবই তিনি বেগমের নিকট আমানত রাখিয়া দিতেন।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিদ্যায় স্পেনীয় মুসলিম অবদান

গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নির্ধারণ এবং উহাদের পরস্পরের সম্পর্ক ও বিশ্বের সহিত উহাদের সম্বন্ধ স্থাপনে মুরদের অসাধারণ আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। ফলিত জ্যোতিষ, বিশেষত খৃস্টান জগতের উপর আরবদের প্রগাঢ় মানসিক প্রভাবই জ্যোতির্বিদ্যায় খ্যাতি লাভের প্রধান কারণ। ইউরোপীয় মুসলমানেরা তুল্য অভিনিবেশ সহকারে উভয় শাস্ত্রের চর্চা করিত। ক্যালডিয়া, বাবিলনিয়া ও প্রাচীন মিসরের ন্যায় মুরেরা তাহাদের মসজিদের মিনার জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার জন্য ছাড়িয়া দেয়। নমন, আস্তর লব, গ্রহ-নক্ষত্রাদির উচ্চতম পরিমাপক যন্ত্র, ডাওপট্টা, আমিনারী সিগয়ার, ক্রান্তি ও সমরাত্রি-দিন সংক্রান্ত যন্ত্র, আলোকের বিষমগতি বিষয়ক যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রপাতি মসজিদের উপরই স্থাপিত হইত। তৎসংলগ্ন বিদ্যালয়েই জ্যোতির্বিদেরা তাঁহাদের গণনা-কার্য সমাধা করিতেন।

কুরআনে যেমন ভূগোল আলোচনায় "পৃথিবীতে ভ্রমণ কর" মুসলমানদের এই নির্দেশাবলীর উৎসাহ দেয়, ধর্মের গরজে জ্যোতির্বিদ্যায় জ্ঞান লাভও তেমনি তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া পড়ে। মক্কার দিক নির্ণয়ের জন্য দিকদর্শন যন্ত্রের কাঁটা সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান না থাকিলে চলিত না ; সঠিক-ভাবে ওযু ও নামাযের সময় এবং পর্বের তারিখ নির্ধারণেরও দরকার ছিল। এই সকল কারণে জ্যোতির্বিদ্যালোচনা মুসলমান সমাজে অর্ধ-ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। জ্যোতির্বিদের পেশাই সর্বোচ্চ বলিয়া বিবেচিত হইত। মসজিদে তিনি সর্বাপেক্ষা ভক্তিভাজন আলিমদের ন্যায় সম্মান পাইতেন ; রাস্তায় বাহির হইলে লোকে তাঁহাকে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিত। জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে আরব জ্যোতির্বিদের দান বাস্তবিকই অমূল্য। তাঁহারা জ্যোতির্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি বিধান করেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আপেক্ষিক গুরুত্ব ও নক্ষত্রের গতির নির্ঘণ্ট প্রস্তুত হয়। তাঁহারাই সূর্যের কক্ষের কেন্দ্র চ্যুতি, উহার কক্ষের গতি, কক্ষ-বক্রতা বা পৃথিবীর কক্ষ রেখা ও বিষুব রেখার মধ্যবর্তী কোণের ক্রমিক হ্রাস ও সমরাত্রিদিনের প্রাগয়ণ নির্ণয় করেন।

স্পেনীয় মুসলমানেরা এই কিংবদন্তী বজায় রাখে। তাহারাই ইউরোপের প্রথম মান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এ উদ্দেশ্যে ১১৯৬ খৃস্টাব্দে সেভিলের প্রসিদ্ধ বুরুজ জিরাল্ড নির্মিত হয়। ইহা কি কাজে ব্যবহৃত হইত, তাহা বুঝিতে না

www.pathagar.com

পরিয়া মুর নির্বাসনের পরে স্পেনীয়রা উহাকে গির্জার ঘন্টা-ঘরে পরিণত করে। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে তাহারা ছিল তখন এতই অনগ্রসর।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী স্পেনে জ্যোতির্বিদ্যার গৌরবের যুগ। কোপার্নিকাস ও কেপলারের বহু পূর্বে টলেডোর ইব্রাহীম আবু আহসান ওরফে আল-জার্কলই সর্ব প্রথম প্রস্তাব করেন যে, ব্যাপকভাবে গৃহীত টলেমী পদ্ধতির ভ্রম সংশোধনের জন্য গ্রহাদির অন্ধকার কক্ষ স্থাপনের প্রয়োজন। কেবল সৌর কক্ষের গতি নির্ধারণের জন্যই তিনি ৪০২ বার পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমান জ্যোতির্বিদেরা যাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন, আল-জার্কলের প্রাপ্ত ফল তাহার এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে। টলেমী ভূমধ্য সাগরের দৈর্ঘ ৬২ ডিগ্রী বলিয়া স্থির করেন, আল-খারিজামী তাহা আরো হ্রাস করেন কিন্তু তাহাতেও ভুল থাকিয়া যায়। সম্ভবতঃ আল-জার্কলই তাহা আরও কমাইয়া ৪২ ডিগ্রীতে পরিণত করেন ; এই পরিমাণ প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভুল। স্পষ্টতঃ জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষক।

জাবির ইবনে আফলাহ (মৃত্যু সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) তাঁহার "কিতাবুল হায়্যা" বা জ্যোতির্বিদ্যা পুস্তকে টলেমীর তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, দর্শকের অবস্থানান্তরের দরুণ নিমতর গ্রহ-বুধ ও শুক্রের দৃশ্যমান অবস্থানান্তর নাই। মেরুর উচ্চতা সপ্রমাণের জন্য আবু আলী আল-হাসান আল-মার্রাকুশী প্রায় ২,৭০০ মাইলস্থানে বহু পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি সঠিকভাবে ভূমধ্য সাগরের আকার নিরূপণের সমর্থ হন। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যালোচনায় ইবনে আবী সালতা অবিশ্রান্তভাবে দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল ব্যাপৃত থাকেন। ইবনে রুশদ গণনা দ্বারা বুধ গ্রহের গতি নির্ধারণের সময় সৌরকলংক আবিষ্কার করেন। তিনিই সর্ব প্রথম সূর্যের অনুপ্রস্থে বুধ গ্রহের পথ দেখিতে পান। (৪) টলেডোর বিখ্যাত রাব্বি অসভ্রা বা ইবনে হেজরা মন্ডল সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিয়া 'গুণী' 'মহামতি' প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দূরবীক্ষণ ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যার যতদূর উন্নতি সাধন সম্ভবপর, আরবদের হাতে উহার ততদূর উন্নতি সাধিত হয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিম জ্ঞান স্তম্ভের অন্যান্য অংশের ন্যায় মুর জ্যোতির্বিদদের পরিশ্রমের ফলের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নবম শতাব্দীর পরে যে সকল জ্যোতির্বিদ আবির্ভূত হন, তাঁহাদের কাহারও পূর্ণ গ্রন্থের অস্তিত্ব আছে বলিয়া জানা যায় না। কায়রোর শাহী কুতুবখানায় গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধে ৬০০০ পুস্তক ছিল। ইহাদের অধিকাংশের অনুলিপি যে স্পেনীয় মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ। অথচ তাহার একখানাও ধ্বংসের

www.pathagar.com

হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। মুরেরা কেবল ভূ-মন্ডলের গোলক প্রস্তুত করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই, তাহারা নভোমন্ডলের গোলক পর্যন্ত নির্মাণ করে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে আকাশ ও ভূ-মন্ডলের কাষ্ঠ ও ধাতু নির্মিত গোলক ও সমতল গোল (plainsheve) থাকিত। ধাতব গোলকগুলির কিছু পিতলের ও অবশিষ্টগুলি স্থূল রৌপ্যে নির্মিত হইত। তাহাদের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রগুলি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনোরম ও ত্রুটি মুক্ত। তাহাদের দশটি বিভিন্ন প্রকারের উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র ছিল। তন্মধ্যে আল-জার্কলী নির্মিত যন্ত্রটিই ছিল সর্বাপেক্ষা নিখুঁত।

আর একটি যন্ত্রের নাম আন্তারলব। ইহা ৩·৯ হইতে ৭·৮ ইঞ্চি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি থালাকৃতি যন্ত্র। ইহাতে অনেকগুলি ফলক থাকিত। ইহা দ্বারা নিরীক্ষণ মাত্রই যে কোন নক্ষত্রের উচ্চতা ও দিবা-রাত্রির কত ঘন্টা অতীত হইয়াছে, তাহা নির্ধারণ করা চলিত। ইহার সাহায্যে গণনা না করিয়া বর্তুলাকার ত্রিকোণমিতির সমস্ত সম্পাদ্য সমাধান করা যাইত। ব্যাসার্ধ, দূরবিগম্য 'স্থান' অট্টালিকার উচ্চতা, কূপের গভীরতা প্রভৃতি নিরূপণেও ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার নির্মাণ-প্রণালী ছিল নিতান্ত জটিল। ইহাতে অধিক বৈজ্ঞানিক কৌশল খাটাইবার দরকার হইত। কোন কোন আন্তারলবের উভয় পৃষ্ঠে পাঁচটি নির্ঘন্ট পর্যন্ত খোদিত হইত। এগারটি দিগন্ত বৃত্তের জন্য এগারটি বর্তুলাকার বস্তুর চিত্র অংকিত থাকিত। উহাদের উপর ভূ-মন্ডলের গতি, বার রাশি, প্রধান প্রধান নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান প্রদর্শিত হইত বিভিন্ন অক্ষরেখার উপযোগী পরিবর্তনযোগ্য ফলকের সাহায্যে সর্বত্র পর্যবেক্ষণ কাজ চলিত। এক একটি আস্তারলবে সাধারণতঃ ১০০ নগরের অক্ষরেখা দেওয়া থাকিত। জ্যোতিষীর পক্ষে ইহা ছিল অপরিহার্য।

গ্রহাদি পর্যবেক্ষণ মুরেরা যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত, উহাদের অনেকগুলি অতিবৃহদাকৃতির হইত। নভোমন্ডলে কক্ষগতি প্রদর্শনার্থ তাহাদের নির্মিত কয়েকটি সিপয়ার-এর ব্যাস ছিল ২৫ ফুট। উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্রগুলির ব্যাসার্ধ সাধারণত ১৫ ফুট হইত। আবু আলী আল-হাসান বর্ণিত ও কক্ষবক্রতা নির্ধারণের জন্য দশম শতাব্দীতে ব্যবহৃত পিত্তল-নির্মিত কোন পরিমাপক যন্ত্রের ব্যাস ছিল আটান্ন ফুট ; উহার বৃত্তাংশ সেকেন্ডে বিভিন্ন করা হয়।

স্পেনীয় মুসলমানেরা আ।তারলবের অনেক উন্নতি বিধান ও অন্যান্য যন্ত্র আবিষ্কার করে। আসতারলব প্রথমে ক্ষুদ্রাকৃতি ছিল বলিয়া সম্পূর্ণ নির্ভুলতার প্রত্যাশা করা যাইত না। তদুপরি সমরাত্রি-দিনের প্রাগয়ন ও অয়ন বৃত্তের বক্রতা হ্রাসের দরুণ নির্মাণের কয়েক বৎসর পরে উহা আর কাজে লাগিত না।

www.pathagar.com

ফলকগুলির কাটা দাগ শুধু কোন বিশেষ ভৌগোলিক অক্ষরেখার জন্যই ব্যবহৃত হইতে পারিত। কাজেই যন্ত্রটি সমস্ত অক্ষরেখায় ব্যবহার করিতে হইলে অনেকগুলি ফলকের দরকার হইত।

এই অসুবিধা দূর করেন আল জার্কলী। তিনি সমতলের উপর অংকিত উদ্গত অংশের পরিবর্তে চক্রবাল সমান্তরাল বসাইয়া বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক আস্তারলবের সব কালের উপযোগী করিয়া তোলেন। উহার পৃষ্ঠদেশে 'চন্দ্রের বৃত্ত' যোগ করিয়া তিনি উপগ্রহের গতি অনুসরণেও সমর্থ হন। এই সরল ও নির্ভুল আস্তারলব 'সুফীহা আল-জার্কলিয়া' নামে অভিহিত হয়। ইউরোপে উহা 'সাফায়া' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তবে সেভিলের আব্বাদিয়া সুলতান মুতামিদের সম্মানার্থে আল-জার্কলী নিজে উহার নাম দেন 'আব্বাদিয়া'।

আবুল কাসিম ইবনে ফানাস (৮৮৮ খৃঃ) গ্রহরাজির গতি ও কক্ষ প্রদর্শনার্থে স্বগৃহে একটি চক্র স্থাপন করেন। তাহাতে তারকা, মেঘমালা, এমন কি বিদ্যুৎ পর্যন্ত দৃষ্ট হইত। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে আকাশে উড়িবার চেষ্টা করেন। স্বনির্মিত উড্ডীয়মান যন্ত্র-সাহায্যে তিনি বহুদূর পর্যন্ত গমনে সমর্থ হন। কিন্তু উহার পুচ্ছ না থাকায় অবতরণকালে আহত হন। কাজেই ব্যোমযানের ধারণা আরবদের অজ্ঞাত ছিল না।

মুরদের যে সকল আস্তারলব ও গ্রহাদির কক্ষ-প্রদর্শন যন্ত্র ইউরোপের যাদুঘরসমূহে রক্ষিত আছে, নির্মাণ-প্রণালীর চমৎকারিত্বে বর্তমান যুগের যেকান সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত মান-মন্দিরের আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতির সহিত উহাদের অনুকূল তুলনা চলিতে পারে।

www.pathagar.com

তাজহীন রাজা দরবেশ খান জাহান

বাগের হাটের বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা খান জাহানের নাম কে না শুনিয়াছে? কেবল বাগের হাট নহে, যশোর-খুলনার আরো বহু স্থান তাঁহার কীর্তিরাজিতে সমুজ্জ্বল। লোকে তাঁর নামে শিরণী দেয়। তাঁহার সম্মানার্থে মেলা বসায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এরূপ সর্বজনমান্য কীর্তিমান দরবেশ মুজাহিদের সন্ধান আর পাওয়া যায় না।

কে এই মহাপুরুষ, কোথা হইতেই বা তিনি এই দেশে তশরিফ আনিলেন, ইতিহাস এ বিষয়ে অদ্যাপি নীরব। যশোর গেজেটিয়ারে আছে, যশোর কখন চূড়ান্তরূপে মুসলমান শাসনে আসে জানা যায় না; তবে কিছুতেই পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে নয়। তখন ইহার দক্ষিণাংশ খান জাহান আলী নামক একজন মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল বলিয়া জানা যায়। সুন্দর বন ছিল তখন পতিত ও জংলাবৃত। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী ৫৫০ বৎসর পূর্বে তিনি এখানে আসিয়া এই জঙ্গল আবাদ ও চাষ করিতে শুরু করেন। কথিত আছে ৬০ হাজার লোক লইয়া রাস্তা তৈয়ার করিতে করিতে তিনি যশোর জেলার ভিতর দিয়া অগ্রসর হন এবং পরিশেষে বাগেরহাটে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। লোকে তাহার অনেক কীর্তি চিহ্ন দেখাইয়া থাকে। তন্মধ্যে কতগুলি আছে যশোর হইতে ২৪ মাইল দক্ষিণে ও কেশবপুর হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে বেদ্যানন্দ কাঠিতে ও যশোরের ১০ মাইল উত্তরে বার বাজারে। ভৈরব নদীর কূল দিয়া একই রাস্তার চিহ্ন বর্তমান আছে। ইহা তাঁহার গমনের জন্য নির্মিত সড়ক বলিয়া সনাক্ত করা হয়। বৃদ্ধকালে তিনি দুনিয়াদারী ছাড়িয়া দিয়া বাগের হাটে দরবেশীহালে জীবন-যাপন করেন। সেখান তাঁহার সমাধি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। উহার শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, ৮৬৩ হিজরী বা ১৪৬৩ খৃস্টাব্দে তিনি এই নশ্বর পৃথিবী ছাড়িয়া যান। তিনি এখন গাজী ও দরবেশ বলিয়া পরিচিত।

উপকথার বাহিরে প্রাথমিক মুসলিম যুগের এই শাসনকর্তার কথা অতি অল্পই জানিতে পারা যায়। এমনকি লোকে তাঁহাকে যে খান জাহান আলী নামে অভিহিত করে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার মাজারের শিলা-লিপিতে তাঁহাকে শুধু উলুগুজ খান জাহান বলা হইয়াছে। তবে তিনি যে নাসীরুদ্দীন (আবুল মুজাফ্‌ফর) মাহ্‌মুদ শাহের আমলের (১৪৪৪-৬০

www.pathagar.com

খৃঃ) বহু পূর্ব হইতেই এতদঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। ঢাকার একটি প্রাচীন মসজিদের দ্বারে লেখা আছে, "ইহা মাহমুদ শাহের রাজত্বে জনৈক খান কর্তৃক নির্মিতঃ তাঁহার উপাধি খাজা জাহান। এই শিলালিপির তারিখ ১৪৫৭ খৃস্টাব্দের ১৩ই জুন। অধ্যাপক ব্লকম্যান তাঁহাকে ও যশোরের খান জাহানকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। ইহার বাহিরে ইতিহাস নীরব। তবে বংশপরম্পরাক্রমে যে সকল উপকথা চলিয়া আসিয়াছে, উহাদের যে কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই, এমন নহে। ডাঃ রচ বলেন, দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁহাকে দূরবর্তী দেশ জয়ে প্রেরণ করেন, এই বাদশাহ মাহমুদ শাহ তুগলক (১৩৯৪-১৪১৪ খৃঃ) হওয়াই সম্ভব। খান জাহান অনেক কেরামত প্রদর্শন ও বহু অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন করেন। এ সকল কাহিনী প্রকৃতই হউক আর কাল্পিতই হউক না কেন, বড় বড় মারফতী সমাজের দরবেশ ও নেতারা ভারতের মুসলিম রাজত্বের প্রথম কয়েক শতকে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন, এগুলি অদ্যাপি তাহার অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তোলে।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের রাজস্ব তালিকা হইতে এতদঞ্চলের আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তর যশোর ছিল তখন সরকার মাহমুদাবাদ ও দক্ষিণ যশোর সরকার খলীফাতাবাদের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে যতদূর জানা গিয়াছে, মাহমুদাবাদ নাম প্রথম পাওয়া যায় নাসীরুদ্দীন মাহমুদ শাহের একটি মুদ্রায়। স্পস্টতঃ তাঁহারই নামে ইহার নাম রাখা হয়। সম্ভবতঃ তিনিই মধুমতী নদীর তীরে মাহমুদাবাদ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। মাহমুদাবাদের দক্ষিণে ছিল সরকার খলীফাতাবাদ বা খলীফার প্রতিনিধির আবাদ (সাফ-থাকার-জায়গাঁ)। সুন্দর বনের প্রথম আবাদকারী খান জাহানের নামে এই নাম রাখা হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

একটা লোকে তাঁহাকে এক ভক্তি করিত যে, খাঞ্জালীর দীঘির পাড়ে তাঁহার নামে নির্মীত অট্টালিকার একখানা ইষ্টক সংযোগী না করিয়া বিদ্যানন্দকাটিতে হিন্দু মুসলমান কেহই কোন দালান উঠাইতে না। চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকে এখনও তাঁহাকে মুরুব্বী পীর বলিয়া মনে করে এবং তাঁহার নামে গাভীর প্রথম দুধ নেয়াজ দেয়। তাঁহার সম্মানার্থে তাঁহার ওরসের (মৃত্যু বার্ষিকী) দিনে ফাল্গুন বা চৈত্র পূর্ণিমায় অদ্যাপি এই দীঘির দক্ষিণ পাড়ে মেলা বসিয়া থাকে। হান্টার সাহেব বলেন, আমাদের নিকট খান জাহান যে আবাদকার্য চালান, তাহা স্থায়ী হয় নাই। সম্প্রতি সেখানে তাঁহার মসজিদ আবিষ্কৃত হওয়ায় স্থানটির নাম হইয়াছে মসজিদ কুড়। তবে বাগেরহাটের আবাদ স্থায়ী হয়। সম্ভবতঃ ইহার প্রাচীন নাম খলীফাতাবাদ এই শ্রেণীভুক্ত খাঁয়ের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট। 'আবাদ' শব্দের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে পরিষ্কৃত

www.pathagar.com

ভূমি বুঝা যায়। আজ পর্যন্ত এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি আবাদী ভূখণ্ড সুন্দরবনাবাদ বা শুধু আবাদ নামে অভিহিত হয়। খলীফাতাবাদ বা দক্ষিণ যশোরের প্রায় প্রত্যেকটি দীঘি ও রাস্তা তাহার নির্মিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

এই সর্বজন-বরেণ্য খানজাহান আলীকে সরওয়ার নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী খোজা আমীর 'খাজা-ই-জাহান' উপাধীতে ভূষিত করিয়া শেষে তুগলক সুলতানদের উযীরের পদ অলংকৃত করেন। ১৩৯৪ খৃস্টাব্দে মাহমুদ শাহ তুগলক তাঁহাকে হিন্দুস্তানে প্রেরণ করেন। এইরূপে জৌনপুরের শকী সুলতানাতের প্রতিষ্ঠা। অযোধ্যা, বিহার প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহীদিগকে শায়েস্তা করিয়া তিনি একই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন যে, জাজনগরের রাজা ও বাঙলার সুলতানেরা দিল্লীর বাদশাহের পরিবর্তে তাঁহাকেই খাজনা পাঠাইতে আরম্ভ করেন। ডাঃ বুচ, অধ্যাপক ব্লকম্যান প্রভৃতির অনুসরণ করিয়া 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস" লেখক সতীশ চন্দ্র মৈত্র তাঁহাকেই যশোরের খান জাহান বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। স্পষ্টতঃ মাহমুদ শাহ তুগলকের অভিপ্রায় অনুযায়ীই তিনি বিশেষ কার্যে এদেশে আগমণ করেন এবং বাংলার সুলতানেরা তাঁহার বশীভূত ছিলেন বলিয়া তাহাতে আপত্তি করেন নাই। পুঁথিতেও আছে :—
খান জাহান মহামান্য বাদশা নফর, যশোরে সনদ (সনদ) লয়ে করিলা সফর।"

বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সুন্দরবন বা দক্ষিণ বঙ্গের জন্য দিল্লীর সুলতান কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে নিযুক্ত শাসনকর্তা। তিনি যেভাবে অবাধে রাজধানী প্রতিষ্ঠা, কৃষিকার্য সম্পাদন, রাজস্ব সংগ্রহ, দান-খয়রাত ও জায়গীর দান করিতেন, তাহা হইতেই এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। বাঙ্গালা বা দিল্লীর সুলতানদের কেহই তাঁহার কার্য বা অগ্রগতিতে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না; এমনকি তিনি দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাইতেন বলিয়াও মনে হয় না। জনহিতকর কার্যেই তাহা ব্যয়িত হইত। মোটের উপর তিনি ছিলেন বিশেষ কার্য অর্থাৎ বন আবাদ, রাজ্য জয় ও ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরিত বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী আমীর। নামে অধীন হইলেও কার্যতঃ পরবর্তীকালের নওয়াব আলীবর্দি খাঁ প্রভৃতির ন্যায় তিনি স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেন। নতুবা বাংলার সুলতানেরা তাঁহাদের সীমান্তে কিছুতেই এরূপ অনধিকার-চর্চা সহ্য করিতেন না।

খান জাহান সম্পর্কে লেখা বড় একটা নাই। কেবল সতীশচন্দ্র মিত্রই তাঁহার সম্পর্কে অনেকটা বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। মরহুম ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (মাহে-নও, ভাদ্র, ১৩৬৩ খৃঃ)। দুর্ভাগ্যবশতঃ উহাতে তিনি নিছক ধর্মপ্রচার হিসাবেই চিত্রিত

www.pathagar.com

হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় দিকটাই—দিগ্বিজয় ও আবাদ একদম বাদ পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া হাজার হাজার সাহেবের পরিবেশিত কয়েকটি তথ্য স্পষ্টতঃ ভ্রমাত্মক। খান জাহানের জলপথে আক্রমণের কথা আর কোথাও নাই। যদি ৬০,০০০ লোক আসিয়াই থাকে এবং প্রত্যেক কিস্তিতে ৫০ জন লোক আসিয়া থাকে, তবে ১২০০ কিস্তির দরকার হয়। এত কিস্তি তিনি কোথায় পাইলেন? 'শাহে জমানা' বলিতে তিনি কাহাকে বুঝাইয়াছেন, বুঝা গেল না। তিনি যদি তাঁহাকে ১০০০ বিঘা জমি আয়মা দিয়া থাকেন ও প্রত্যেক নও-মুসলমান দশ বিঘা করিয়া জমি পাইয়া থাকে, তবে তাহাতে মাত্র ১০০ লোকের স্থান সঙ্কুলান হয়। তাহা হইলে "দলে দলে নও-মুসলমান" আসিয়া কিরূপে সেখানে বসবাস করিল, তাঁহার নিজের দলবলই বা কোথায় রহিল? সুন্দরবনের গৌরবান্বিত আবাদী নওয়াব তাঁহার লেখায় সামান্য আয়মাদারে পরিণত হইয়াছেন। কোথা হইতে কোন্ পথে আসিয়া তিনি এদেশে কিশ্তি ভিড়াইলেন ও কোন প্রধানতম শিষ্যকে তিনি তাঁহার আয়মা দিয়া গেলেন, উক্ত প্রবন্ধটিতে তাহার কোন হদিস মিলে না। তিনি সেখানে তাঁহাকে সাতক্ষীরার খাঞ্জেপুর হইতে খুলনা সদরের খাঞ্জেপুর হইয়া (কিছুদিন পরে) সটান বাগেরহাটে চালান দিয়াছেন, সতীশ বাবু সেক্ষেত্রে তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া নদীয়ার মধ্য দিয়া প্রথমে যশোরের বারবাজারে আনয়ন করিয়াছেন এবং প্রায় সমগ্র উত্তর সুন্দরবন ঘুরাইয়া ছাড়িয়াছেন। 'শাহে জামানা' হইতে কোন আয়মা পাওয়া ত দূরে থাকুক, পুঁথিতে দেখা যায়, তিনি নিজেই লোককে আয়মা ও জায়গীর দিতেছেন।" তখন ডাকিয়া দোহে (দক্ষিণ ডিহির জমিদার কামদেব ও জয়দেব) আলি খাঁ জাহান। সিঙ্গর জায়গীর দিল করিতে বাখান।" খান জাহান মুড়লী কসবা ও পয়োগ্রাম কসবা নামে দুইটি কসবা বা শহর স্থাপন করেন। সতীশ বাবুর মতে পয়োগ্রাম নাম পূর্ব হইতেই ছিল। ডাক্তার আবদুল সিদ্দীকীর মতে কসবাই পয়োগ্রামের অপর অংশ। কিন্তু রূপামনে খান জাহান আলী সংস্কৃত নাম রাখিতে চাহিলেন কেন? বরং মুড়লী যদি মুড়লী কসবা হইয়া থাকে, তবে পয়োগ্রাম ও পয়গ্রাম কসবা হয়, স্বাভাবিক ও সম্ভবপর।

সমস্ত লোককে নিজের সংগে না রাখিয়া চাষ-আবাদ ও ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি তাঁহার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোককে প্রধান প্রধান কর্মক্ষেত্রে রাখিয়া যাইতেন ও কিছু লোককে সুন্দরবনের ভিতরে পাঠাইতেন। কথিত আছে, কোন সামাজিক বিবাদ মিটাইবার জন্য জনৈক ব্রাহ্মণ খান জাহানকে পথ দেখাইয়া যশোরে আনয়ন করেন। ইনি পরে মুসলমান হইয়া প্রথমে মুহাম্মদ তাহির ও

www.pathagar.com

ধর্মনিষ্ঠার দরুণ পীর আলী নামে পরিচিত হন। ইহার শিষ্যেরা 'পীর আলী' মুসলমান নামে পরিচিত। খান জাহান পয়োগ্রামের নওয়াব হইলে ইনি তাঁহার উযীরী লাভ করেন। 'তার মুখ্য মহাপাত্র মামুদ তাহির। সুবিধা পাইয়া তাহির হইল উযীর।"

এই তাহিরকে তিনি তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য শাসনের জন্য পয়োগ্রামে রাখিয়া গেলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ও ধর্মজীবনের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলামে দীক্ষিত হয়। যাহারা মুসলমান হয় নাই, তাহারাও তাহাদিগকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে লাগিল। সে ভক্তি অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। কেহ যশোরে গিয়া এখনও গরীব শাহের দর্গায় শিরণী না দিয়া কোন কাজকর্ম করে না, তাহার ক্ষুদ্র মসজিদ আজিও সর্বজাতির লোকের তীর্থ।

বাগেরহাটে চারি মাইল দীর্ঘ ও দুই, তিন মাইল প্রশস্ত এক বিরাট রাজধানী নির্মাণ করিয়া খান জাহান তাহার নাম দেন খলীফাতাব। পরবর্তী-কালে তাঁহার বাগের হাট বসে বলিয়া উহার নাম হয় বাগেরহাট। বারবাজার হইতে বাগেরহাট ৭০ মাইল। এই বিশাল ভু-ভাগে—সমগ্র দক্ষিণ যশোর ও উত্তর খুলনায় যে তাঁহার হুকুম চলিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাগেরহাটের নিকটস্থ রণজিৎপুর, রণবিজয়পুর প্রভৃতি গ্রামের নাম হইতে বুঝা যায় যে, তিনি সম্পূর্ণ বিনা বাধায় তাঁহার মহৎ কার্য সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। স্থানীয় রাজা বা ভুস্বামীদের সহিত তাঁহাকে কিছু কিছু যুদ্ধও করিতে হইয়াছিল। তিনি "শাহ জালাল প্রভৃতির মত সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন", কিন্তু তিনি ঠিক তাহাদের মত কেবলমাত্র ধর্ম প্রচারার্থ শিষ্য-পরিবৃত হইয়া আসেন নাই। তাঁহার কার্যগন্ডী যশোর হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল।" তবে যুদ্ধের চেয়ে তাঁহার চরিত্র-মাহাত্ম্য, সুশাসন ও জনহিতকর কার্যই লোককে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে বেশী। দুর্ধর্ষ সুন্দর বন প্রদেশে তিনি না আসিলে কোন ক্রমেই হয়ত মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না।

খান জাহানের অপূর্ব জয়-যাত্রা

খান জাহান প্রথমে যশোরের বার বাজারে তশরীফ আনেন, উহা ছিল তখন বৌদ্ধ প্রধান। তাঁহার আগমনে তাহাদের কিছু মুসলমান হয়,। অবশিষ্ট পলাইয়া যায়। এ সময়ে সেখানে কতকগুলি দীঘি কাটা হয় এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান আছে।

বার বাজার হইতে খান জাহান যশোরের পথে মুড়লীতে গিয়া একটি

www.pathagar.com

শহর (কসবা) স্থাপন করেন। মুড়লী কসবা হইতে তাঁহার সৈন্যরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বিভক্ত হইয়া যাত্রারম্ভ করে; সঙ্গে সঙ্গেই দুইটি জাঙ্গাল বা রাস্তা প্রস্তুত আরম্ভ হইয়া যায়। বহু সৈন্য ও দরবেশ সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহচর বুড়া খান রাস্তা নির্মাণ ও তাহার উত্তর পার্শ্বে দীঘি-খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিতে করিতে প্রথমে খানপুরে গমন করেন। এখানে বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। অতঃপর তিনি বিদ্যানন্দ কাঠিতে গিয়া একটি প্রকান্ড দীঘি খনন করেন; ইহার দৈর্ঘ ১৬০০ ও প্রস্থ ৭০০ হাত। এ সময় খানজাহান কিছুকাল এখানে অবস্থান করেন। এই দীঘির দক্ষিণপাড়ে প্রতি বৎসর দোলযাত্রার দিনে 'খাঞ্জালীর মেলা' বসে। পার্শ্ববর্তী সারবাবাদ ও মির্জাপুরেও কয়েকটি খাঞ্জালী দীঘি আছে।

এখান হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় বুড়া খাঁর লোকেরা যে রাস্তা করে, তাহা বর্তমানে ডিঃবিঃ রোডে পরিণত হইয়াছে। একটি রাস্তা যশোর, খানপুর, কেশবপুর, বিদ্যানন্দ কাঠি ও তথা হইতে ঘোনা, চাপান ঘাট, খলিল নগর, গঙ্গারামপুর, ঘোষনগর, রামনাথপুর, মঠবাড়ী প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া পাইকগাছা পর্যন্ত গিয়াছে। সেখান হইতে শিবসা নদী পার হইয়া বক্ষ্মীগোলা, গজালিয়া, আমতলা, মসজিদকুড় ও আমাদি হইয়া গভীর অরণ্য-মধ্যস্থ বেদকানীতে গিয়া মিশিয়াছে। ইহার পাশে স্থানে সহনে বহু কীর্তি-চিহ্ন আছে। তন্মধ্যে মাগুরাঘোনা ও আরশনগরের দীঘি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তটিতে ও লস্করবেড়ের দীঘিতে এখনও বেশ পানি থাকে। লস্কর বেড়ের দীঘির পানি বেশ মিষ্ট। আরশনগর ও মঠবাড়ীতে দুইটি মসজিদ ছিল; বর্তমানে উহাদের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান। আরশনগরের মসজিদের (৪৫x৪০ ফুট) একটি পাথরে তোগরা অক্ষরে আরবীলিপি দেখিতে পাওয়া যায়; দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্যাপি তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। শাহাজী নামক এক ফকীর উহা প্রাপ্ত হন। পাথর খানার ওজন প্রায় ২৫ সের। শাহজীর বংশধরেরা দুধ দিয়া উহার সেবা করিয়া থাকে।

মসজিদ কুড়ে বুড়া খার পুত্র ফতেহ খাঁর আস্তানা ছিল; কালক্রমে স্থানটি আবার জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া যায়। পরে জঙ্গল কাটিয়া ও মাটি খুঁড়িয়া একটি মসজিদ পাওয়া যায়। ইহাতে নয়টি গম্মুজ থাকায় ইহাকে 'নব গম্বুজ' মসজিদ বলে। মধ্যের গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহা সুন্দরবনের একটি প্রধানত স্থাপত্যকীর্তি। ভিতরে ৪০ ফুট বর্গ, ভিত্তি ৭ ফুট, চারিকোণে চারটি মিনার ও পশ্চিমদিকে তিনটি মাহরাব (কুলুঙ্গী) আছে। অপর তিন-দিকে তিনটি করিয়া খিলান ও খোলা দরজা; প্রত্যেক দিকেই মধ্যের দরজাটি একটু বড়। পূর্ব দিকের কার্ণিশে ও খিলানের উপরের দিকে স্টকে কারুকার্য

www.pathagar.com

আছে। কতকগুলিতে আছে পদ্ম ও কতকগুলিতে জড়োয়াবৃত্ত। খিলান ও গম্বুজের গঠন এতই সুন্দর যে, মনে হয় যে, এখন স্তম্ভগুলি সরাইয়া লইলেও এগুলি ধ্বসিয়া পড়িবে না।

এই মনোরম মসজিদটি এখন অতি দুরবস্থা। মিনারগুলিলর মাথা ভাঙিয়া গিয়াছে। উপরিভাগ জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়াছে, স্তম্ভের মাথা দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ায় এগুলি ক্ষয় পাইতেছে, লোকে খিলানের ইট ভাঙ্গিয়া নিতেছে। বর্ষাকালে ভিতরে পানি জমিয়া মসজিদটি ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। ময়নামতির 'সলমান রাজার বাড়ীকে বৌদ্ধ বিহার বলিয়া চালাইয়া দিয়া উহাকে সর্বজাতির তীর্থস্থানে পরিণত করিতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উৎসাহের অবধি নাই। এই অখ্যাত ও অবজ্ঞা নানা পানির দেশে পাঁচ শতাধিক বৎসর পূর্বে নির্মিত এমন একটি সেরা কীর্তি মেরামতের দিকে যে উহার দৃষ্টি আকৃন্ট হয় না ; তদপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

বুড়া খাঁর কবর এখন নদীগর্ভে। যতদিন উহার অংশমাত্র বিদ্যমান ছিল, হিন্দু মুসলমানে মিলিয়া ততদিন সেখানে মানত করিত। ধর্ম প্রচার ছাড়া তাঁহার আর একটি বড় কাজ ছিল রাজ্য শাসন ও নয়াবাদ জমি পত্তন। কবরের অদূরে ছিল দুইদিকে নদী ও অপর দুইদিকে গড়-বেষ্টিত সুরক্ষিত কাছারী বাড়ী। গড় ও কাছারীর কিঞ্চিত ভগ্নাবশেষ এখন বর্তমান আছে।

বুড়া খাঁর অনুচরেরা আবার অন্যান্য স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। বেদকাশী আবাদে খালাস খাঁর দীঘি আছে। ইহার দৈর্ঘ ৭০০ হাত এবং প্রস্থ ৪০০ হাতেরও অধিক ; পানি অতি উৎকৃষ্ট ; কিন্তু পুরু দামের নিম্নে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এই দীঘির উত্তর-পূর্বে একটি প্রকান্ড বাদ্রীর বেষ্টন প্রাচীরের অংশ ও ৭০/৮০ বিঘা জমির উপর স্থাপিত পীরের আস্তানার পাশে পরে পকটি মন্দীর প্রতিষ্ঠিত হয়।

গোপালপুরে নদীর ধারে একটি সুন্দর বাঙ্গালী মসজিদ দৃষ্ট হয়। আরও দক্ষিণে মেহেরপুরে আছে মীর মেহেরুদ্দীনের প্রাচীর-বেষ্টিত দুর্গ ও মসজিদ। দরজা মাত্র একটি। চারি পার্শের ইষ্টক-কারুকার্যখচিত। উত্তরে আছে পাকা ইদারা ও কুয়া। মেয়েরপুরেরও দক্ষিণে মাগুরায় পীর জয়ন্তীর দর্গা ; ইহার প্রচুর লাখেরাজ সম্পত্তি আছে। অম্বুবাচির সময় এইখানে একটি মেলা বসে। আরও দক্ষিণে আছে শুজন শাহি গ্রামে জুজন শাহ ফকীরের দর্গা। ইহাদের সকলেই বুড়া খাঁর অনুচর।। লোকে ইহাদের নামে গ্রামের

www.pathagar.com

নাম পর্যন্ত রাখিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছে। হালে খাকসারদের যেমন বেলচা, খানজাহানের অনুচরদের সঙ্গে থাকিত তেমনি একখানা করিয়া কোদাল। লোকে তাঁহার জনহিতৈষী কাজে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এতই ভক্তি করিত যে, অনেক সময় বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করিত। সুতরাং প্রায়ই তাহাদের হাতে কোন কাজ থাকিত না। আধুনিক সরকার অবসর কালে সৈন্যদের দক্ষ রাখেন ফুটবল খেলিতে দিয়া ও কুচকাওয়াজ করাইয়া। খানজাহান তাহাদের কর্ম দেন কোদালি দিয়া মিঠা পানির পুকুর খনন করিতে করিতে দেশময় পুণ্যকীর্তি রাখিয়া তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইত। সরকার এখন পুকুর না কাটাইয়া বসান নলকূপ। এগুলি কিছুকাল পরেই পুনঃ পুনঃ বিকল হইয়া যায়। কিন্তু খানজাহানের দীঘিগুলি ৫০০ বৎসর পরেও পুষ্টিকর আহার্য যোগাইতেছে। এমনভাবে দেশের ও দশের স্থায়ী উপকারের উপায় আর নাই। পরবর্তীকালে রাজা সীতারাম, নশের গাজী, প্রভৃতি নরপতি ও জমিদার তাঁহার প্রতি বহু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করায় যশোর-খুলনা ও বেনাপোল-ত্রিপুরার বহু স্থানে পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া গিয়াছে। কবে সরকারের সুমতি হইবে কে জানে?

মুড়লীর ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে রামনগর গ্রামে খানজাহান একটি দীঘি খনন করেন। ইহাকে শাহবাটির দীঘি বলে। ইহা উত্তর ও দক্ষিণে দীর্ঘ। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দীঘির পানি হিন্দুরা ব্যবহার করেন বলিয়াই তিনি তাহাদের সুবিধার্থে এরূপ অসংখ্য দীঘি খনন করান। অনেক প্রাচীন হিন্দু দীঘি আবার পরিষ্কার করেন। কাজেই উত্তর-দক্ষিণে দীঘি মানেই হিন্দু কীর্তি মনে করা মূর্খতার পরিচয়।

পায়োগ্রাম কসবা ছিল একদা একটি উন্নত শহর। ইহার মধ্য ভাগস্থ প্রধান রাস্তা হইতে আর একটি রাস্তা উত্তর ডিহির মধ্য দিয়া উত্তর মুখে নদীর দিক গিয়াছে। এই অসাধারণ রাজপথটি ৫০ ফুট চওড়া। উহা হইতে আবার উত্তরে-দক্ষিণে বহু রাস্তা নির্গত হইয়া শহরটিকে বহু খন্ডে বিভক্ত করিয়াছে। দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহা কোন কৃতী পুরুষের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত। উত্তরমুখী বড় রাস্তার দু পাশে দুইটি পুকুর আছে। উহাদের নাম আবার আঠার পুকুর ও শানের পুকুর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরবর্তীকালীন কোন রাষ্ট্র-বিপ্লবে শহরটি জনশূন্য ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়ে। বন কাটিয়া খানজাহানের এই অপূর্ব কীর্তি লোক লোচনে আনিবার কোনই ব্যবস্থা নই।

২০—

www.pathagar.com

বড় রাস্তাটি নদীর ধারে গিয়া পূর্ব মুখে ফিরিয়াছে। বাঁকের বাম পার্শ্বে ১০০ ফুট বর্গ ও ৮ ফুট উচ্চ একটি দীঘি আছে। এখানে যে কোন বিরাট মসজিদ বা দরবার ভবন ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীধরপুরের ঈশ্বর চন্দ্র বসু তাহার নীলকুঠি নির্মাণের জন্য ইহার ধ্বংসাবশেষ ভাঙিয়া মধ্যপুরে লইয়া যান। নিকটে তিন ফুট লম্বায় ও প্রায় পৌনে দুই ফুট প্রশস্ত একখানা সুন্দর কষ্টি পাথর আছে। নিম্নে আছে আর একখানা পাথর। ইহা প্রায় পৌনে দুই ফুট বর্গ ও পৌনে এক ফুট উচ্চ। আরও কত ছিল কে জানে? নীলকরেরা এরূপ বহু পুরাকীর্তি বিনষ্ট করিয়াছে। কুঠিটি খনন করিলে এই বিরাট সৌধের তলদেশেও খানজাহানের আমলের বহু নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। পয়োগ্রাম হইতে খানজাহান রাস্তা নির্মাণ ও পুকুর খনন করিতে করিতে বাসুড়ী গ্রামে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। সেখানে ৫৫০ হাত দীর্ঘ ও ৪৫০ হাত প্রশস্ত তাঁহার এক বিরাট দীঘি আছে। তীর সহ উহা ৭০ বিঘা জমি দখল করিয়া আছে। দুঃখের বিষয়, দীঘিটি ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মকালে ৫/৬ হাতের বেশী পানি থাকে না। অথচ ইহার পংকোদ্ধারের কোনই ব্যবস্থা নাই। দীঘির দক্ষিণ পাড়ে চৈত্র পূর্ণিমায় দীর্ঘস্থায়ী মেলা বসে। বহু লোক খাঞ্জালীর নামে মানত করে ও শিরনী দেয়।

সম্ভবতঃ খানজাহানের উদ্দেশ্য ছিল নড়াইল যাওয়া। কিন্তু নদী উত্তীর্ণ হওয়ার পর চাঁদের বিলে বাধা পাইয়া শুভরায় গ্রামে ফিরিয়া আসেন। এখানে তাঁহার একটি মসজিদ আছে। উহা ভিতরে প্রায় ১৭ বর্গ ফুট। ইহাতে তিনটি দরজা, কিন্তু চারটি কোণের চারটি মিনার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে ও বহু স্থান ভাঙিয়া পড়িতেছে। ইটগুলির আকার ৩/৪ ইঞ্চি হইতে ১০/১২ ইঞ্চি পর্যন্ত। অথচ ময়নামতীর অনুরূপ ইট বৌদ্ধাযুগের বলিয়া প্রচারণার অন্ত নাই।

শুভরাটা হইতে খানজাহান রানীগতি, গোপীনাথপুর ও নাউটি হইয়া ধুলগ্রামে হাজির হন। ধুলগ্রাম ও নাউটির মধ্যে প্রকান্ড খাঞ্জালী রাস্তা ও উহার পাশে একটি দীঘি আছে। ধুলগ্রাম হইতে সিদ্ধিপাশার ভিতর দিয়া রাস্তা নির্মাণ করিতে করিতে যেখানে গিয়া তিনি ছাউনি ফেলেন, উহার নাম দেওয়া হয় বারাকপুর বা অশ্বশালা। পাঠান আমলে ইহা ছিল সেনানিবাসের নাম। বারাকপুর হইতে কোষগতি, দীঘলিয়া প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া রাস্তা তৈয়ার করিতে করিতে তিনি দেবনগরে উপনীত হন, পরে ইহার নাম হয় ফরমাইশখানা। সেখান হইতে সেনহাটীর চাঁদনি মহলে গিয়া আত্রাই নদী পার হইয়া তিনি সেনের বাজারে পৌঁছেন। বারাকপুর হইতে সেনের বাজার

www.pathagar.com

পর্যন্ত ৮/৯ মাইল দীর্ঘ রাস্তা এখন খুলনা-মুজদ খালী ডিঃবিঃ রোড়ে পরিণত হইয়াছে। অদ্যাপি ইহা এদেশের একটি বিখ্যাত রাজপথ। সেনের বাজার ছিল তখন এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, তাহার বিপরীত দিকে খুলনা। সেখান হইতে সেকালে সুন্দরবন আরম্ভ হয়। খানজাহান নদী পার হইয়া তালিমপুর হইয়া শ্রীরামপুরে গিয়া বাঁকা পথে লখখুর দিয়া বল্লখপুরে পৌছেন। সেখানে তিনি আধি পুকুর খনন করেন। তৎপরে রায়দিয়া ও মধুদিয়া ভেদ করিয়া বাগেরহাটের সন্নিকটে গিয়া ছাউনি ফেলেন। এজন্য এ স্থানের নাম হয় বারাকপুর। এখানে তিনি বিখ্যাত ঘোড় দীঘি খনন করেন। ১০০০ হাত দীর্ঘ ও ৬০ হাত প্রশস্ত। ইহাতে এখনও বার মাস পানি থাকে। একমাত্র সীতারামের দীঘি ভিন্ন এত পানি আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।

খানজাহান প্রাচীন খুলনার আধুনিক রেনীগঞ্জ ভৈরবের কূল পরিত্যাগ করিলেও উহার দুই খানে তাঁহার অজস্র কীর্তি, রাস্তা, পুকুর ও মসজিদ বিদ্যমান। ফকিরহাট খানার নিকট অদ্যাপি একটি পুরাতন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পরপারে মুলঘরের জেন্দার আলী খান এবং সৈয়দ মহল্লা ও কামটা গ্রামের খাঞ্জালী দীঘি উল্লেখযোগ্য।

ঘোড়া দীঘির পূর্ব দিকস্থ সুন্দর ঘোণায় খানজাহানের কীর্তি ষাট গম্বুজ মসজিদ। ইহার বাহিরের মাপ প্রায় ১৬০ ফুটx১০৪·৫ ফুট ও ভিত্তি আট ফুট। গম্বুজের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ৭৭টি তবে স্তম্ভ ৬০টি। কাজেই উহার নাম হওয়া উচিত ষাট খামের মসজিদ। প্রতি সারিতে ১১টি করিয়া মোট ৭ সারি গম্বুজ আছে। প্রথম সারি কিছু বড়। অধিকাংশ গম্বুজেরই উপরের আস্তর খসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু অপূর্ব স্থাপত্য কৌশলে গম্বুজ এখনও সুদৃঢ় রহিয়াছে। খানজাহান ইহাতে বসিয়া দরবার করিতেন। সম্মুখে ছিল প্রকাণ্ড সিংহ-দ্বার ও দুই পাশে হর্ম রাজ ; উহাদের এখন চিহ্নমাত্র নাই। মসজিদটি এখনি মেরামতের দরকার। খানজাহানের খলীফা তাবাদ শহর ঘোড়দীঘি হইতে পূর্ব দিকে ভৈরবের তীর পর্যন্ত ৫ মাইলও উত্তরে মগরার খাল হইতে দক্ষিণে কাড়া পাড়ার বিল পর্যন্ত প্রায় ৪ মাইল বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে, তাঁহার ৩৬০ জন সঙ্গী দরবেশের প্রত্যেকে একটি করিয়া মসজিদ নির্মাণ ও পুকুর খনন করেন। ইতিমধ্যে শতাধিক মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাজেই কিংবদন্তী সত্য বলিয়াই মনে হয়।

ষাট গম্বুজ হইতে একটি রাস্তা উত্তরে ভৈরবের কূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ; উহার পূর্ব দিকে ছিল খানজাহানের হাবেলী বাগড়-বেষ্টিত বাড়ী ও মসজিদ। তাহার স্থানে আছে এখন ১৫০ ফুট দীর্ঘ ও ১২০ ফুট দীর্ঘ একটি বিশাল ইষ্টকস্তূপ। ইহা খনন করিয়া ১৪/১৫টি প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

অথচ দক্ষিণ বঙ্গের কোথাও পাহাড় নাই। তবে প্রস্তর আসিল কোথা হইতে? কথিত আছে, খানজাহান চাটগাঁও হইতে প্রস্তর আনাইতেন। পাথর-বোঝাই জাহাজ বলেশ্বর ও ভৈরব নদী দিয়া মগরার খালে প্রবেশ করিয়া ষাট গম্বুজের আধ মাইল উত্তরে ভিড়িত। স্থানটি অদ্যাবধি জাহাজঘাট নামে পরিচিত। সুন্দর বন অঞ্চলে নীচের ২/৩ ফুট লোনা ধরে বলিয়া তিনি তাহার অট্টালিকার নিম্নভাগে পাথরের গাঁথুনি দিতেন। এগুলি অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ থাকার ইহা একটি কারণ।

খানজাহান ষাট গম্বুজ হইতে বাগের হাটের ভিতর দিয়া চাটগাঁও পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেন। কাড়াপাড়া রাস্তা ছাড়িয়া আর একটু আগাইয়া গিয়া ইহা বাসাবাটি গ্রামের ভিতর দিয়া পুরাতন ভৈরব অর্থাৎ মগরা খালের বাঁকের মাথা দিয়া বৈটপুর, কচুয়া ও চিংড়াখালী হইয়া হোগলাবুনিয়ার নিকট বলেশ্বর নদী পার হইয়া বাখরগঞ্জে প্রবেশ করিয়াছে। সেখান হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত বিশেষ কোন নিদর্শন নাই, তবে চাঁদপুর হইতে চাটগাঁও পর্যন্ত একটি জঙ্গলাবৃত রাস্তা খাঞ্জালীর রাস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

কোতওয়ালী চৌরাস্তা হইতে একটি রাস্তা পশ্চিমে ও আর একটি পূর্ব-দিকে চলিয়া যায়। উহাদের দক্ষিণ পাশে অনেকগুলি মসজিদ ছিল। এখনও উহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব মুখী রাস্তার পাশে দিদার খাঁর মসজিদ ৪০ বর্গফুট ভিত্তি ৭ ফুট। ইহার নয়টা গম্বুজ ও নয়টি দ্বার। এগুলি চারটি প্রস্তর স্তম্ভের উপর স্থাপিত।

এই মসজিদ হইতে একটু আগাইয়া গেলেই ষাট গম্বুজের প্রধান রাস্তা। সেখান হইতে সোজা পূর্ব দিকে তিন মাইল গেলে বাগেরহাট। দুই ধারের গ্রামগুলিতে অজস্র দীঘি, দরগা ও মসজিদ ছিল। ইহাদের কোন কোনটি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে? কোনটার বা চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান। তন্মধ্যে বিজয়পুরে খানজাহানের দরগা, কাঁঠাল গ্রামের কাট্যালি মসজিদ এবং দরীয়া খান এবং আমরু খাঁর মসজিদ ও দীঘি, কৃষ্ণনগরে এখতিয়ার খাঁর প্রকাণ্ড দীঘি ও কাচড়া পাড়ার রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে অর্ধ মাইল দীর্ঘ পঁচা দীঘি উল্লেখযোগ্য। পার্শ্ববর্তী আফরা গ্রামের দীর্ঘ লাল দীঘি, থলসী গ্রামের বুড়া খাঁর দীঘি, পাঁচালীর শরফ কাদি দীঘি, বাদখালীর তালপুকুরিয়া ও দওলতের পুকুর এবং রাজাপুরের হাজী বুনিয়া পুকুর খানজাহান আলীর মহিমা কীর্তন করিতেছে।

এতদভিন্ন আরও কত কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে! সমস্ত প্রাচীন শহরের জঙ্গলেই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টি হয়। ঘুঘুখালীর শহরের মধ্যে পাতোষ খাঁর দীঘির পশ্চিম পাড়ে মসজিদ কে বা কাহারা ভাঙিগয়া লইয়া গিয়াছে। কোতওয়ালী চৌতারার সুন্দর অট্টালিকা ভাঙিগয়া লইয়া গিয়াছে। বন্ধুবাটীর মসজিদ দুইটিরও একই দশা ঘটিয়াছে। উহার হাম্মাম-

www.pathagar.com

খানাগুলিও প্রাচীরে বেষ্টিত গম্বুজাকৃতি গভীর কূপ দুইটি আর নাই। রণবিজয়পুরের মসজিদ ও পুকুরের তোরণ ভাঙ্গিয়া নিয়া আর এক পাষন্ড মুসলমান নিজের ঘর উঠাইয়াছে। সুন্দরঘোনা ও বাদামতলীর মসজিদগুলিও এভাবে লোকে আত্মসাৎ করিয়াছে। কিছু তাহারা বিক্রয় করিয়াছে, কিছু দিয়া নিজেদের ঘরবাড়ি তোরণদ্বারের সিঁড়ি প্রভৃতি বানাইয়াছে।

খানজাহান তাঁহার শাসন-কার্যের ব্যয় নির্বাহ ও দান-খয়রাতের পর উদ্বৃত্ত অর্থের কিছু মাটির নিম্নে ও কিছু অট্টালিকার ভিতর লুকাইয়া রাখিতেন। টাকার লোভে মাটি গভীর করিয়া খোঁড়ায় অনেকের ফসল ভাল হইয়াছে। কিন্তু মসজিদ প্রভৃতির সর্বনাশ হইয়াছে। ষাট গম্বুজে তিনি যে উচ্চ মিনারের উপর দরবারে বসিতেন, তাহার পশ্চাৎদিকে পাথরের আড়ালে বহু অর্থ লুকাইত ছিল ; প্রাচীরগাত্র ভাঙ্গিয়া তাহা অপহরণের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে।

খানজাহান ছিলেন রাস্তা নির্মাণে একজন পাকা ইঞ্জিনিয়ার। যথেষ্ট উচ্চ করিয়া সর্বত্র সমভাবে প্রশস্ত রাখিয়া মাটি ফেলিয়া রাস্তা নির্মাণ সহজ কথা নহে। খলীফাতাবাদের সমস্ত রাস্তাই ছিল পাকা। ৫০০ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশে এমন রাস্তা আর কোথাও ছিল না। রাস্তা পাকা করার তিনি একটি সুন্দর কায়দা জানিতেন, বর্তমানের ন্যায় এক ফর্দ ইট পাতিয়া তাহার উপর খোয়া ফেলিয়া তিনি সংক্ষেপে কাজ সারিতেন না। তাঁহার ইট ছিল ৫/৬ ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চির চেয়ে কম পুরু। রাস্তায় লম্বালম্বিভাবে সমদূরে পাঁচ সারি আস্ত ইট পাতা হইত। প্রত্যেক সারিতে দুইখানা ইট থাকিত। দুই একটি সারির মধ্যে ৪/৫ খানা ইট আড়াআড়িভাবে বসান হইত। কোন ইটই চিৎ করিয়া লাগান হইত না, কাৎ করিয়া পাশাপাশি বসান হইত। দুইটি লম্বা সারির মধ্যে প্রায় দুই ফুট ব্যবধান রাখা হইত। রাস্তার পাশ হইত প্রায় ১০ ফুট চওড়া। চাটগাঁয়ের রাস্তার একাংশও এভাবে পাকা করা হয়। ৫০০ বৎসরের মধ্যে এসব আর মেরামত করা হয় নাই। তথাপি বেশ ভালই আছে। লোকে কিছু কিছু সরাইয়া নেওয়ায় বহু স্থানে রাস্তা উঁচু, নীচু হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি তাহা মফঃস্বলের কোন রাজপথের চেয়ে ক্লিষ্ট নহে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারেরা তাঁহার নিকট হইতে রাস্তা নির্মাণের কৌশল শিখিতে পারেন।

ষাট গম্বুজের এক মাইল পূর্বে বাগের হাটের তিন মাইল পশ্চিম হইতে একটি সুদীর্ঘ রাস্তা দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, অপর দিকে ইহা শুর নদীর তীরবর্তী কুড়লতলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উচ্চ রাস্তাটি অদ্যান্ত ৪০ ফুটের অধিক প্রশস্ত। ইহা দিয়া আধ মাইল গেলে বিখ্যাত ঠাকুর দীঘি পাওয়া যায় ; এই বিশাল দীঘি ১৬০০ বর্গ ফুট। সম্ভবতঃ তিনি কোন পুরাতন দীঘির খাতে ইহা খনন করেন। শিব বাড়ীতে যে প্রতিমার পূজা হইতেছে,

www.pathagar.com

তাহা এই দীঘিতেই পাওয়া যায়। দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে জিন্দা পীরের মসজিদ। উত্তর পাড়ে একটি প্রকাণ্ড শান-বাঁধা ঘাট। ঘাটের বাহিরে সর্বত্র অরণ্য নিবিড় বন। দীঘিটি দামে ভরিয়া গিয়াছে। তথাপি পানি এত নির্মল যে, তলের বালুকাগুলি পর্যন্ত দেখা যায়। ঘোড়া দীঘি ও বালুদীঘি এখন কুম্ভীরে ভর্তি। খানজাহানের নামে লোকে খই, চিড়া, পিঠা, মোরগ প্রভৃতি যে শিরনী দেন, তাহা ইহাদেরই খাদ্য। আবার কোন কোন দর্গায়ও এরূপ দেখা যায়, যেমন বায়জীদ বোস্তামীর চিল্লায় আছে কচ্ছপ, শাহজালালের দর্গায় গজারমাছ। তবে এগুলি খাদিমদের পোষ্য, এই যা পার্থক্য। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ঠাকুরদীঘির পাড়ে প্রকান্ড মেলা বসে। দূর-দূরান্তর হইতে বহু লোক এখানে আসে। খানজাহানের সমাধি সম-চতুষ্কোণ। কিন্তু ভিতরের দেওয়াল অষ্ট-কোণ; বহির্ভাগ ৪৬ বর্গ ফুট। চারিকোণে চারটি স্তম্ভ, প্রাচীরের নীচের তিন ফুট পাথর দিয়া গাঁথা। প্রস্তরগুলির পরিমাণ ২x১x চার ভাগের তিন ফুট। অষ্ট কোণে দেওয়ালের উচ্চতা ২৫ ফুট। মেঝে পূর্বে মীনাদার ইষ্টকে মন্ডিত ছিল, এগুলি অপহৃত হইয়াছে। গম্বুজের উপরের বিবিধ কারুকার্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। গম্বুজের উপরের আস্তর এত শক্ত ও সুন্দর যে, এক প্রকার বিনা মেরামতেই এখনও সুন্দরভাবে আছে। উত্তর ভিন্ন তিন দিকে ৬ ফুট ১০ ইঞ্চি তিনটা দরজা মধ্যভাগে কবর। প্রথমে ৬ খানা বড় বড় কৃষ্ণ প্রস্তরের একটি তাক, তাহার উপর ৪ খানা কৃষ্ণ প্রস্তরের আর একটি তাক, তদুপরি ৬ ফুট দীর্ঘ অর্ধ গোলাকার একটি সুন্দর কৃষ্ণ প্রস্তর। বর্স নিম্নের তাকটি মীনাদার টালিতে আবৃত ছিল, তাহা আর নাই। শীর্ষ প্রস্তরের পৃষ্ঠ, পার্শ্বদেশ ও নিম্নভাগ সযত্নে উৎকীর্ণ সুন্দর আরবী-ফারসী লিপিতে পূর্ণ। নীচের লেখা অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ এখনও এগুলির পাঠোদ্ধার হয় নাই। করিবে কে ? এত তত্ত্ব বিভিন্ন মন্দির ও বিহার আবিষ্কারেই ব্যস্ত।

খানজাহানের কবরগাহের পশ্চিম পার্শ্বেই তাঁহার উযীর মুহম্মদ তাহিরের সমাধি। ইহা শূন্য গর্ভ স্মৃতি সৌধ মাত্র। ইহার বাহিরে খানজাহানের মেজবানদের বাবুর্চিখানা। ইহা এক গম্বুজের একটি প্রকান্ড ইষ্টক পরিমাণ ৪০ বর্গ ফুট। ইহা অদ্যাপি অটুট রহিয়াছে। এতদিন এই অমর রাজর্ষির আরও শত শত কীর্তি খলিফাতাবাদ শহর ও খুলনার যেখানে সেখানে পড়িয়া আছে। সেগুলির অদ্যাপি কোন অনুসন্ধান হয় নাই। জনহিতৈষীর সহিত এমন জায়যাত্রার কাহিনী কে কবে শুনিয়াছেন। দ্বিগ্বিজয়ের ইতিহাসে খানজাহান অনন্ত গৌরবে বিরাজমান। এই ব্যাপারে কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা চলে না।

www.pathagar.com

চিকিৎসাবিদ্যায় স্পেনীয় মুসলমানদের দান

মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়। কিন্তু আরব প্রতিভার সর্বাপেক্ষা অধিক বিকাশ ঘটে চিকিৎসা বিজ্ঞানে। সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্য খিলাফতের ইতিহাসকে ঘটনাবহুল বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক বিরাট উপন্যাস বলিয়া মনে হয়।

আরব চিকিৎসকদের সর্বমুখী প্রতিভা তদানীন্তন শিক্ষাপ্রথার এক প্রতিভার ব্যাপার। তাঁহাদের অনেকেই ছিলেন যুগপৎ বিখ্যাত পন্ডিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, উদ্ভিদবেত্তা ও দার্শনিক। তাঁহাদের কেহ কেহ বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কে শত শত গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। এমন কি সেই সুদূর অতীতেও মরবিড এনাটোমী বা রুগ্ন দেহের বিভিন্ন অংশের বিকৃত পরীক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিবার মত পারদর্শী লোকের অভাব ছিল না। চিকিৎসা-বিশ্বকোষ সচরাচর পরিদৃষ্ট হইত। আরব চিকিৎসকেরা চক্ষুরোগ, ধাত্রী-বিদ্যা ও ব্রুনোদ্গম সম্পর্কে চূড়ান্ত আলোচনা করেন। তাঁহাদের প্রশংসনীয় অনুবাদ কার্যের ফলে গ্রীক দর্শন ও চিকিৎসা-পুস্তকসমূহ খৃস্টান ধর্ম সমাজের কুসংস্কার ও অসহিষ্ণুতার গোর হইতে উত্থিত হইয়া বাহিরের আলো দেখিতে পায়। নতুবা এগুলি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

রাজীর কিতাবুল মনসুরী, ইবন সিনার আল-কানুন ফিতসি ও আলী ইবনে আব্বাসের কিতাবুল মালিকির সহিত যথাসময়ে মুরদের পরিচয় ঘটে। তেহরান ও কায়রোর কলেজে গৃহীত হইবার পূর্বেই কর্দোভার ছাত্রেরা ইবনুল হায়সাম ও আলী ইবনে ঈসার গ্রন্থাবলী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। খলীফাদের কুতুবখানায় প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পুস্তক পাওয়া যাইত।

স্পেনীয় আরবেরা কেবল প্রাচ্যের জ্ঞান ভান্ডার আহরণ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। তাহারা বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থকারদের পুস্তকের বিরাট ভাষ্য লিখে, গ্রীক গ্রন্থের দীর্ঘকালের সঞ্চিত প্রতারণা ও কুসংস্কার ঝাড়িয়া ফেলিয়া উহাদের মূলনীতিগুলি মানব জাতির কল্যাণের জন্য পুনঃ প্রকাশ করে বড় বড় পুস্তকাকারে। তাহারা নিজেরাও বহু পুস্তক রচনা করে। মুহম্মদ ইবনে মামুনের চক্ষুরোগ সংক্রান্ত পুস্তক ৬০০ পৃষ্ঠায় ও মুহম্মদ আগুতেমিন ফোঁড়াও অন্ত্র বৃদ্ধি রোগ চিকিৎসা পুস্তক ৪০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়।

মুরদের নিকট ধর্ম, বর্ণ বা ব্যক্তিগত কুসংস্কারের স্থান ছিল না। য়িহুদী, খৃস্টান, আস্তিক ও অগ্নি-পূজকদের দান মুসলমানদের ন্যায়ই তুল্য সম্মান ও

www.pathagar.com

বদান্যতার সহিত গৃহীত হইত। মুসলিম স্পেনের চিকিৎসা-বিদ্যালয়গুলি ছিল জগতের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত চিকিৎসা বিদ্যালয়সমূহের অন্যতম। দক্ষিণ ইতালীর অন্তর্গত সালার্ণোর বিশ্ব-বিখ্যাত চিকিৎসা বিদ্যালয়ও তাহাদের স্থাপিত। সর্বসাধারণের স্কুল-কলেজ ব্যতীত খ্যাতনামা চিকিৎসকদের নিজস্ব বিদ্যালয় হাসপাতাল থাকিত। বহু পুরুষ পুত্র পিতার ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন বলিয়া চিকিৎসকেরা বংশানুক্রমিক প্রতিভা, কৌশল ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হইতেন।

মুর চিকিৎসকেরা প্রায় প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহারা চোখ ওঠা রোগের বিশেষ যত্ন লইতেন। বসন্ত ও কুষ্ঠ রোগ সম্বন্ধে তাঁহারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ করেন। ধাত্রী বিদ্যা মহিলাদের হাতে ন্যস্ত ছিল। আরব মহলে, বিশেষতঃ মুসলিম স্পেনে বহু বিখ্যাত মহিলা ডাক্তার ও অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন সাধারণতঃ ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞা। দৃষ্টান্তস্থলে ইবনে জুহরের কন্যা ও নাতনীর নাম করা যাইতে পারে। এমন কি বহু বৎসর পর্যন্ত তাঁহারা সালার্ণোতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদান করিতেন বলিয়াও মনে হয় (ই, নিকায়সে)।

স্পেনীয় চিকিৎসকদের বিস্তৃত পরিচয় দান এখানে সম্ভবপর নহে। বিখ্যাত ইবনে-যুহর পরিবার ছয় পুরুষে ৩০০ বৎসর পর্যন্ত স্পেনের চিকিৎসা-ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করেন। আবু মারওয়ান আবদুল মালিক বিন মুহম্মদ বিন মারওয়ান বিন যুহর ছিলেন একজন বিখ্যাত নিপুণ চিকিৎসক ও কৃতবিদ ফকীহ্। দীর্ঘকাল বিদেশে চিকিৎসা-ব্যবসা পরিচালনার পর স্পেনে ফিরিয়া আসিলে ডেনিয়ার রাজা মুজাহিদ তাঁহাকে স্বীয় দরবারে নিয়া নানারূপে সম্মানিত হয়। সেখান হইতে তাঁহার সুনাম সমগ্র স্পেনে বিস্তৃত হয়।

তৎপুত্র আবুল আলা যুহর পিতার নিকট হইতে চমৎকার ব্যবসায়-জ্ঞান লাভ করেন। রোগ নির্ণয়ে তাঁহার নির্ভুলতা ছিল বিস্ময়কর। সেভিলের সুলতান মুতামিদ তাঁহাকে বিবিধ সম্মানে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন। তাঁহার পতনের পর আবুল আলা খলীফা ইউসুফ বিন তফাসিনের উজীর নিযুক্ত হন।

আবু মারওয়ান আবদুল মালিক বিন্ আবুল আলা যুহর ছিলেন স্পেনেরই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত চিকিৎসক পরিবারের সর্বাপেক্ষা কৃতী ও নামযাদা পুরুষ। ইবনে-যুহর তাঁহার ডাকনাম। ১০৯১ হইতে ১০৯৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে সেভিলে তাঁহার আবির্ভাব ও ১১৬২ খৃস্টাব্দে সেখানেই তাঁহার তিরোধান। পিতার নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া শীঘ্রই তিনি তাঁহার সমকক্ষ হইয়া উঠেন এবং আরোগ্য-বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও প্রথমে আল মুরাবিত সরকারে চাকরি গ্রহণ করেন, কিন্তু উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণকালে মারাকুশের শাসনকর্তা আলী বিন ইউসুফ

www.pathagar.com

কর্তৃক কেন অজ্ঞাত কারণে নানারূপে নির্যাতিত, এমনকি কারারুদ্ধ হন। আল মুরবিতদের পতনের পর তিনি আল-মুওয়াহিদ খলীফা আবদুল মু'মিনের পক্ষে যোগদান করেন ; তজ্জন্য তাহাকে কখনও অনুশোচনা করিতে হয় নাই। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি তাঁহার উযীর ও রাজ-বৈদ্যের পদ অলংকৃত করেন। কেবল চিকিৎসা বিষয়েই পুস্তক লিখিয়া তিনি তাহাতে মৌলিকতা প্রদর্শন করেন। প্রকৃত চিকিৎসক ও রোগ নিদানাভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁহার ছয়খানা চিকিৎসা পুস্তকের মধ্যে তিনখানা অদ্যাপি বর্তমান আছে ; তন্মধ্যে 'কিতাব আত তব্দবীর ফিল মুদাওয়াত আত্-তদবীর-ই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। ইহা তাঁহার বন্ধু ইবনে-রুশদের অনুরোধে রচিত হয়। তিনি তাঁহাকে গ্যালনের পর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলিয়া অভিনন্দিত করেন। অন্ততঃ তিনি যে রাজীর পর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম রোগশয্যা পর্যবেক্ষক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্যালেনের গ্রন্থে তাঁহার প্রপৌত্র আবুল আলা মুহম্মদের অত্যন্ত জ্ঞান ছিল। মুসা ইবনে মামুন বা মায়মুনাই ভেস (১১৪৫-১২০৪) আরব আমলের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ইহুদী চিকিৎসক। আল্-ফুসুল ফিত্তিব (ঔষধের বচন) তাঁহার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় চিকিৎসা-পুস্তক। তিনি ত্বকচ্ছেদ-প্রণালী উন্নত করেন, কোষ্ঠকাঠিন্যকে অর্শের হেতু বলিয়া উল্লেখ করেন এবং অশ্বরোগীর লঘু পথ্য ও প্রধানতঃ তরিতরকারীর ব্যবস্থা দেন। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার উন্নত ধারণা ছিল।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইবনে রুশদের বিপুল ব্যুৎপত্তি তাঁহার অসাধারণ দার্শনিক খ্যাতির সম্মুখে মলিন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার 'তফসির ওযা কুল্লায়াৎ ফিত্তির (চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাধারণ কথা) এক বিরাট আয়ুর্বেদীয় বিশ্বকোষ। অক্ষি গোলকের পশ্চাদবর্তী মিলনীর (retina) ক্রিয়া তিনি ভাল জানিতেন। দুইবার যে কাহারও বসন্ত হয় না, এই তথ্যও তাঁহার জানা ছিল।

আরিব ইব্নে-সায়দুল খবীরের গ্রন্থ-সংখ্যা সহস্রাধিক। স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে লিখিত পুস্তক এগুলির অন্যতম। তাঁহার 'কর্দোভার পঞ্জিকা', আয়ুর্বেদ, অস্ত্র-চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের এক অপূর্ব সংকলন। উলোভার ইব্নে-ওয়াকিদ দশম শতাব্দীর লোক। অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী বলে তিনি তাঁহার সমকালীন শত শত বিখ্যাত ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তাঁহার সাধারণ চিকিৎসা-ব্যবসায় সংক্রান্ত গ্রন্থ দীর্ঘ বিশ বৎসরের অক্লান্ত সাধনার ফল। দায়ূদ আল-আগারিবী রসাজ্ঞান ও গন্ধকাদির ধূম প্রদান সম্পর্কে পুস্তক লেখেন। সালাহউদ্দীন বিন ইউসুফ চক্ষু-ব্যবচ্ছেদ ও দৃষ্টি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। আবুবকর ইবনে বাজ্জা লেখেন 'তদবীরুল মুওয়াহ্হিদ' নামক বিখ্যাত কিতাব।

www.pathagar.com

প্রধানতঃ উদ্ভিদ বিদ্যাবিৎ হইলেও চিকিৎসক হিসাবেও ইবনুল বায়তারের খ্যাতি কম ছিল না। তিনি মুসলিম জগতের সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত ঔষধ প্রস্তুতকরণ বিদ্যাবিৎ। তাঁহার ভেষজ-বিজ্ঞান 'আল্-জামি' আরব চিকিৎসা-শাস্ত্রে নিঃসন্দেহে অন্যতম গ্রন্থ। ভেষজ প্রস্তুত-প্রণালীতে মূল্যবান দানের জন্য বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

কেবল স্বদেশে নহে, মুর চিকিৎসকেরা বিদেশেও তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আবু মারওয়ান আবদুল মালিক কারোয়ান, কায়রো, এমনকি সুদূর বাগদাদেও চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাইতেন। ইব্‌নে-যুহরের পরে তৎপুত্র আবু বকর মুহম্মদই (১১১১-৯৯ খৃঃ) ছিলেন এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত চিকিৎসক। গ্রন্থ রচনা অপেক্ষা চিকিৎসার দিকেই তাঁহার ঝোঁক ছিল বেশী। আল্-মুওয়াহহিদ খলীফা ইয়াকুব বিন্ ইউসুফ তাঁহাকে আফ্রিকায় ডাকিয়া নিয়া রাজবৈদ্য নিযুক্ত করেন ও মূল্যবান উপহার দেন। তাঁহার ভাগিনেয়ীও স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শিনী ছিলেন। খলীফা আবুবকরকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া উযীর আবু যায়দ মামা-ভাগিনেয়ী উভয়কেই বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। খোদ খলীফা আবুবকর জানাযায় ইমামতি করেন।

তৎপুত্র আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহও (১১৮২-১২০৬ খৃঃ) ছিলেন একজন সুচিকিৎসক। তিনি পিতার বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। আল-মুওয়াহহিদ খলীফা মনসুর ও তাহার পরে আন্-নাসীর তাঁহাকে স্ব স্ব দরবারে নিয়া নানারূপে সম্মানিত করেন। পিতার ন্যায় তাঁহাকেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। তাঁহার বয়স ছিল তখন মাত্র ২৫ বৎসর।

আল মৌরিয়ার ও বায়দুল্লাহ ইবনুল মুজাফ্ফর আল-বাহিলী ১১৭২ খৃস্টাব্দে বাগদাদের সুলতান মাহমুদ ইব্‌নে মালিক শাহের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১১৫৪ খৃস্টাব্দে দিমিশ্‌কে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইব্‌নে-তুফায়ল ইব্‌নে-রুশদ উভয়েই মার্রাকুশে মুওয়াহ্‌হিদ খলীফা ইয়াকুব ও মনসুরের রাজবৈদ্য ছিলেন। সায়মুনাইডেস ছিলেন মহামতি সালাহউদ্দীন ও তৎপুত্র আল্-আযীরের চিকিৎসক। মুরদের চিকিৎসা-কৌশলের উপরই খৃস্টান স্পেনের ক্যাথলিক ভূপতিদের জীবন নির্ভর করিত।

প্রাচ্যের খলীফাদের আরব্ধ বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি-সিদ্ধ চিকিৎসা-প্রণালী স্পেনের ডাক্তারী কলেজসমূহে পূর্ণতা লাভ করে। মুরদের হাতে বিধান শাস্ত্র
স্পেনের ডাক্তারী কলেজসমূহে পূর্ণতা লাভ করে। মুরদের হাতে বিধান শাস্ত্র,
(etemology) ব্যাধি-বিজ্ঞান, (pathology) ও আরোগ্য-বিজ্ঞানের (therapeutis) প্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়। মৃগী রোগে (cepoplexy) জোঁকের

www.pathagar.com

ব্যবহার ছিল তাহাদের চিকিৎসার ব্যাপার। Escharotic রূপে কাস্টিক ও অম্লরস দ্রব্য (acid) ব্যবহারের ফল তাঁহারা বেশ ভাল জানিতেন। বর্তমান যুগের চিকিৎসকেরা পোমেড (কেশাদির নিমিত্ত সুগন্ধি স্নেহ-পদার্থ), মলম, বস্ত্রলিপ্ত মলম বা পট্টি, উত্তেজনা নিবারক ঔষধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের যে সকল স্থানীয় প্রয়োগের দ্রব্য ব্যবহার করিতেছেন, মুসলিম স্পেনেই উহাদের উৎপত্তি। স্নায়ু-কেন্দ্রের কোন রোগে মুর চিকিৎসকেরা বলকারক ঔষধের পরিবর্তে প্রদাহ নাশক ঔষধের ব্যবস্থা দিতেন। রক্তস্রাবে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারের মূল্য তাঁহাদের জানা ছিল। ইব্‌নে জুহর পাঁচড়া নিবারণের জন্য সর্বপ্রথম গন্ধক ব্যবহারের নির্দেশ দেন। কোন কোন বিশেষতঃ ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে মুর চিকিৎসকেরা হাওয়া পরিবর্তনের ব্যবস্থা দিতেন। জীবাণু সংক্রমণের ফলও আরবদের জানা ছিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহার কারণ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন কাল-মৃত্যু ইউরোপ উজাড় করিতেছিল, তখন খৃস্টানেরা ইহাকে আল্লাহর গজব মনে করিয়া ইহার কোনই প্রতিকার করিতে পারিতেছিল না ; এ সময় ইবনুল খতী সংক্রামণ মতের সমর্থনে একখানা পুস্তক লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন, "যাহারা বলেন, ধর্মীয় বিধান যখন সংক্রামণের কথা অস্বীকার করে, তখন আমরা কিরূপে ইহা স্বীকার করিতে পারি ? তাঁহাদিগকে আমরা বলি, সংস্পর্শ দ্বারা রোগ সংক্রমণের সত্যতা, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, ইন্দ্রিয়সমূহের সাক্ষ্য ও নির্ভরযোগ্য বিবরণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এ সকল তথ্য প্রগাঢ় যুক্তি। যে কেহ রোগীর সংস্পর্শে আসে, কেবল তাহারই রোগ হয়, অথচ যে আসে না সে নিরাপদে থাকে ; যে পর্যবেক্ষণ ইহা লক্ষ করেন, রোগ সংক্রমণের কথা তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। পোশাক, পাত্র ও কর্মফলের মারফতে কিরূপে রোগ সংক্রমিত হয়, তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

গোরস্তানের অস্থিস্তূপ পরিদর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া মুরেরা ক্রমে মৃতদেহ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। চতুষ্পদ জন্তু অপরাধীদের দেহ বাবচ্ছেদ করিয়া বাস্তব পরীক্ষার সাহায্য তাহারা আভ্যন্তরীন যন্ত্রসমূহে স্থিতি ও ক্রিয়া নিবারণ করে। ফলে শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় তাহারা অভূতপূর্ব উন্নতি লাভে সমর্থ হয়।

স্পেনীয় খৃস্টানেরা ইহার পরেও শব-ব্যবচ্ছেদকে ভীষণ ঘৃণা করিত। মৃতদেহে অস্ত্রঘাত এমন কি অধার্মিকতা বলিয়াও বিবেচিত হইত। পোপ ৮ম বোনিকস ইহা নিষিদ্ধ করেন (১২৯৯)। এনড্রিয়াস ভেসাসিয়াস (১৫১৪-৬৪) একটি শব-ব্যবচ্ছেদ করায় ইস্কুইজিশান তাঁহাকে পোড়াইয়া মারার জন্য রাজা ২য় ফিলিপের অনুমতি প্রার্থনা করেন।

www.pathagar.com

শব্য-ব্যবচ্ছেদে অগ্রগতির সংগে সংগে অস্ত্র চিকিৎসারও প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। প্রাচীনকালের লোকেরা জানিত না, আরবেরা এরূপ বহু অস্ত্রোপাচার সম্পন্ন করে। ৩য় আবদুর রহমানের চিকিৎসক আবুল কাসিম খালাফ আজজাহরাভী (৯৩৬-১০১৩) মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক। তিনি ইউরোপে বুকাসেস আল বুকাসেস ও আল-জাহরাভিয়াস নামে পরিচিত। তাঁহার আত-তাসরীফের অস্ত্র-চিকিৎসা খণ্ডই স্বাধীনভাবে লিখিত সর্বপ্রথম সচিত্র শল্য-চিকিৎসা-পুস্তক। তাহাতে কাষ্ট কি বা তপ্তদাগুনি দিয়া ক্ষত পোড়ান, মূত্রাশয়ের অভ্যন্তরে পাথরি ভংগ প্রভৃতি অনেক নূতন তথ্য এবং অংগচ্ছেদ ও দেহ ব্যবচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তার কথা পাওয়া যায়। অস্থিভংগ, স্থানচ্যুতি, মেরুদণ্ড ভঙ্গের পর পক্ষাঘাত অস্ত্র সাহায্যে চক্ষু ও দন্ত চিকিৎসা এবং প্রসব করাইবার বিবরণও তাঁহার গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। তিনিই প্রথম পাথরির ব্যাখ্যা করিয়া উহা ছেদনের উপদেশ দেন। তদবধি অস্ত্র-চিকিৎসকরা তাহা পালন করিয়া আসিতেছেন। তিনি কঠিনতম অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ছুরি ও লৌহ-শলাকা জিনিস নিঃসংকোচে ব্যবহৃত হইত। আরব জাতির মধ্যে তাঁহার ন্যায় এত বড় চিকিৎসক আর আবির্ভূত হন নাই।

অস্ত্র-চিকিৎসায় ইবনে-জুহরের আবিষ্কারও যথেষ্ট। শ্বাসনালীর (wacheotoms), অস্ত্রোপচার ও পাতলা হৃদয়-বেষ্টনকারী কোষের (percarditis) মৌলিক বিবরণের জন্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান তাঁহার নিকট ঋণী। তিনিই প্রথম ফোঁড়ার উল্লেখ করেন।

চক্ষু চিকিৎসার প্রতিই আরবেরা সর্বাপেক্ষা অধিক মনযোগ দিত। তাহাদের চক্ষু চিকিৎসকেরা ছিলেন সর্বাপেক্ষা পাকা অস্ত্রোপচারকারী। তাঁহারা নয়টি বিভিন্ন প্রকারের ছানির (cataract) কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে অস্ত্রোপচারের জন্য তাহাদের এগারটি বিভিন্ন নিয়মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুরেরা ছানি তুলিয়া বা বসাইয়া দিয়া অথবা সূক্ষ্মাগ্র অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া উহার চিকিৎসা করিত। তাহাদের সূচ গোলাকার ও ত্রিকোণাকার দুই রকমেরই ছিল। ইহাদের কয়েকটি ফাপা ও কাঁচ-নির্মিত হইত না৷সারোগ (polytic) উৎপাটনের জন্য তাহারা ধাতু নির্মিত আংটা (hook) ব্যবহার করিত। সংজ্ঞা-বিলোপকারী পদার্থবলী ব্যবহারের সুবিধাও এই সকল সুবিজ্ঞ প্রতিভাশীল চিকিৎসকের দৃষ্টি এড়ায় নাই। কঠিন অস্ত্রোপচারকালে সম্পূর্ণ অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাহারা রাই রাব (dernel) ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ক্বথ (decochon) ব্যবহারের ব্যবস্থা দিতেন। দায়ূদ আল-আগারেবির মতে পাথরি ছেদন, ফোঁড়া কর্ত্তন ও মুষ্কচ্ছেদনে মাদক দ্রব্য

www.pathagar.com

প্রয়োগ করা কর্তব্য। শ্বাস গ্রহণের সংগে সংজ্ঞানাশক দ্রব্য ফুসফুসে আকর্ষণ করাইবার পদ্ধতিও মুসলিম চিকিৎসকদের অজ্ঞাত ছিল না। আরব্যোপন্যাসে ইহার উল্লেখ আছে। তাঁহারা নিদ্রাজনক ও সুগন্ধ স্পঞ্জসিক্ত করিয়া শুকাইয়া রাখিতেন, ব্যবহারের দরকার হইলে ঈষৎ আর্দ্র করিয়া মুখবিবর ও নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিতেন। সমসাময়িক অর্থাৎ থিওডোরিকের (১২০৬-৯০) পূর্ববর্তী লাটিন ইউরোপে অস্ত্র-চিকিৎসা অশিক্ষিত হাতুড়িয়াদের হাতে ন্যস্ত ছিল। নিদ্রাজনক স্পঞ্জ আরবদের অস্ত্র-চিকিৎসা প্রণালীর উন্নতির অন্যতম হেতু।

সমস্ত অস্ত্রোপচারেই মুরেরা অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বনের উপদেশ দিত। প্রত্যেকটি মত চূড়ান্তরূপে কঠোর পরীক্ষা করা হইত। কেবল অপেক্ষাকৃত উপায় নিষ্ফল হইলেই তাহারা দুঃসাহসিক চিকিৎসা-পদ্ধতির শরণ লইত। ইবনে যুহর বলিতেন, প্রকৃতির ঐশ্বর্যে যথানিয়মে প্রয়োগ করিতে পারিলে সাধারণত তাহাই রোগ নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট।

সুতরাং সম্ভবপর হইলেই প্রকৃতির আরোগ্য জনক ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হইত।

অস্ত্রোপচারের জন্য সেকালে যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইত, আবুল কাসিম ও অন্যান্য চিকিৎসক স্ব স্ব গ্রন্থে উহাদের চিত্রাংকিত করিয়া গিয়াছেন। আবুল কাসিমের অস্ত্রোপচারের বিবরণ সুস্পষ্ট। ব্যবহৃত অস্ত্রাবলীর চিত্র অংকিত থাকায় তাঁহার গ্রন্থ বিশেষভাবে মূল্যমান। আরব নব-জাগরণের পূর্বের অল্প কয়েকটি চিত্র পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু আবুল কাসিমের পূর্বে অস্ত্রোপচার-যন্ত্রের চিত্রাঙ্কনের কোন বিধিবদ্ধ চেষ্টা হয় নাই। মধ্য-যুগের অধিকাংশ চিত্র তাঁহার গ্রন্থ হইতেই গৃহীত। অস্ত্র-চিকিৎসার যাবতীয় পুস্তকে আজকাল যন্ত্রাদির চিত্রাংকন অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই নব-প্রবর্তনের জন্য বিজ্ঞান স্পেনীয় মুসলমানদের নিকট ঋণী।

আরবেরা ঔষধে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের প্রবর্তন করে। তাহারা ঔষধ ও রসায়ন হইতে ঔষধালয় (pharmacy) পৃথক করায় বিশ্ব-মানবের বাস্তব মংগলকর বিজ্ঞানের এক অভিনব ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শাখার সৃষ্টি হয়। খলীফা মনসুরের আমলে বাগদাদে প্রথম ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠা। ক্রমে এগুলি সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রধান শহরে ছড়াইয়া পড়ে। স্পেনের ঔষধালয়গুলি ছিল কর্দোভা ও টলেডার কেন্দ্রীয় ভান্ডারের অধীন। সরকারী পরিদর্শকেরা এগুলি রীতিমত পরিদর্শন করিতেন। তাঁহাদের পণ্য ও প্রস্তুত প্রণালীর বিশুদ্ধতার ঔষধালয়ের মালিকদের দায়ী করা হইত। সিসিলীর আইন ছিল আরও কঠোর। প্রত্যেক ঔষধ প্রস্তুতকারীকেই তাহার যোগ্যতার কঠিন পরীক্ষা

www.pathagar.com

দিতে হইত। কেহ নিকৃষ্ট মানের ঔষধ প্রস্তুত করিলে চিকিৎসকেরা কর্তৃপক্ষকে তাহার খবর দিতে প্রতিশ্রুত থাকিতেন। ঔষধ বিক্রেতারা যাহাতে ক্রেতাদের ঠকাইতে না পারে, তজ্জন্য দোকানের বাহিরে একটি মূল্য-তালিকা ঝুলাইয়া রাখিতে হইত। আইন লঙ্ঘনকারীরা কঠোর শাস্তি পাইত।

ভৈষজ্য প্রস্তুত পদ্ধতিতে (pharmacopoea) স্পেনীয় মুসলমানদের দানের ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উপকার সাধিত হয়। এ যাবত উদ্ভিদবিদ্যা প্রধানতঃ কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনেই নিয়োজিত হইত। সেভিলের আবুল আব্বাসই সর্ব প্রথম ইহাকে চিকিৎসা ও ঔষধ-বিক্রেতার উপকারে নিয়োজিত করেন। ঔষধের গাছ-গাছড়ার সন্ধানে আরবেরা বহু অজ্ঞাত জনপদে ভ্রমণ করিয়া পর্যবেক্ষণ চালায়। পূর্বদিকে তাহারা চীন ও বোর্ণিও পর্যন্ত গমন করে। ইবনুল আওয়ামের গ্রন্থে ঔষধের গুণ-বিশিষ্ট ছয় শত গাছের কথা বর্ণিত আছে। এ যাবৎ অজ্ঞাত ছিল বা শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই, এরূপ তিন শত গাছের বিবরণ ইবনে-বায়তার স্বীয় গ্রন্থে লিপিবন্ধ করেন। উহাদের অধিকাংশ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইবনে-আশুরির ভৈষজ্য বিজ্ঞানে (materia madica) তাঁহার পরীক্ষিত সমস্ত ঔষধির জীবিত ও শুষ্ক উভয় প্রকারের চিত্রই অংকিত হয়।

মূরদের চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল রক্ষণশীল। তাঁহারা কোন সন্দেহজনক বা বিপজ্জনক পরীক্ষার চেষ্টা করিতেন না। তাঁহারা প্রাচীন কালের লোকদের অতি তীব্র ঔষধ বর্জন করেন। উদ্যানকর্ষণ বিদ্যায় পরম নিপুন মূরেরা বৃক্ষ ও গাছ গাছড়ার মূলে তেজস্কর (purgative) ঔষধ অন্তর্নিবিশিষ্ট করিয়া পরে উহাদের ফল ব্যবহার করাইতেন। ব্যক্তিগতভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি প্রতিপালনের প্রতি তাঁহারা কিরূপ মনোযোগ দিতেন, তাঁহাদের অপূর্ব দীর্ঘ জীবনই তাহার প্রমাণ। রাজী কর্মঠ অবস্থায় অর্ধ শতাব্দীকাল বাগদাদে চিকিৎসা করেন। আবুল কাসিম ১০৬ বৎসর জীবিত ছিলেন।

আরবদের চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল নিতান্ত ব্যবহারিক। কিতাবী বিদ্যা অপেক্ষা রোগীর শয্যা-পার্শ্বে পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানকেই তাঁহারা অধিক গুরুত্ব দান করিতেন। বারংবার পরীক্ষা না করিয়া কোন চিকিৎসা-প্রণালীই অনুমোদিত হইত না। তদুপরি তাঁহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম প্রতিপালন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন। নির্মল বায়ুর সেবনের প্রতিই তাঁহারা বিশেষ জোর দিতেন। তাঁহারা বলিতেন, মানুষের সময় সময় আহারের দরকার, কিন্তু তাহাকে নিয়তই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। পাকস্থলীর উপর অত্যাচারের ফলে অনেক ছোট খাটো রোগের উৎপত্তি হয়। ইহাই তাঁহাদের

www.pathagar.com

নিদান-শাস্ত্রের (pathology) মূলনীতি। কুরআন-হাদীস হৃদয়গ্রাহীরূপে পুনঃ পুনঃ মিতাচরী হওয়ার উপদেশ দিয়াছে। আরবদের মধ্যে প্রবাদই ছিল বৃদ্ধের তরুনী ভার্ষা ও উৎকৃষ্ট পাচক থাকার মত দুর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।

প্রাচ্যের মুসলমানেরা চিকিৎসা-বিষয়ক গবেষণার সংগে দর্শনাদি বিদ্যারও চর্চা করিত। কিন্তু স্পেনীয় চিকিৎসকেরা স্ব স্ব ব্যবসায়েই স্বীয় প্রতিভা নিয়োজিত করিতেন। সর্বদা কুসংস্কার মুক্ত না হইলেও সাধারণতঃ তাহারা চিকিৎসকের ন্যায় সংগত গন্ডী ছড়াইয়া যাইতেন না। প্রাচ্যের সম-ব্যবসায়ীদের চেয়ে ইহাই তাঁহাদের অধিকতর উৎকর্ষ লাভের কারণ।

স্পেনের কয়েকটি শহরে হাসপাতাল বাতুলালয় ও দরিদ্র-নিবাস স্থাপিত হয়। কথিত আছে, এক সময় কর্দোভায় পঞ্চাশটি হাসপাতাল ছিল। কিন্তু আল জেপিরাজের হাসপাতাল ভিন্ন আর কোনটিরই বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সরকার হাসপাতালের ব্যয় বহন করিতেন। রাজবৈদ্যের উপর এগুলির পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত ছিল। হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করা ছিল তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব। এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য মুসলমান হওয়ার কোনই প্রয়োজন ছিল না, ছিল সাধু, কৌশলী ও পরিশ্রমী হওয়ার। খলীফাদের চিকিৎসকদের অনেকেই ছিলেন য়িহুদী ও খৃস্টান।

উপযুক্ত ও পারদর্শী চিকিৎসকেরা প্রত্যেকটি রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পরামর্শ করিতেন। প্রত্যেকটি হাসপাতালেই রোগীর তালিকা-পুস্তক লিখিত ও রক্ষিত হইত। সরকারী চিকিৎসকেরা দূরবর্তী স্থানের রোগীদের দেখিয়া আসিতেন। দরিদ্রদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা হইত।

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থার দিক দিয়া সেকালের হাসপাতালগুলি ছিল বর্তমান যুগের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল অপেক্ষাও বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সেগুলি বৃহত্তর, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও অধিকতর সুব্যবস্থিত হইত। রৌদ্র-বায়ু সঞ্চালনের পূর্ণ ব্যবস্থা থাকায় কক্ষস্থ বায়ু বরাবর বিশুদ্ধ থাকিত। কি উদ্যান, কি কক্ষ-প্রাংগন সর্বত্রই প্রস্রবণ দৃষ্ট হইত। রোগীদের জন্য স্নানাগার ও পরিচারক ভিন্ন আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল। উহাদের তুলনায় একালের হাসপাতালগুলি প্রাণহীন।

www.pathagar.com

শাহজালালের সিলেট বিজয়ের কৃতিত্ব

শাহজালালের (রঃ) অভ্যুদয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলে পুরোপুরি বিক্ষিপ্ত আকস্মিক ঘটনা ও সিলেট বিজয়ের সমস্ত গৌরব একমাত্র তাঁহারই ওয়াকিবহাল নহেন। অনেকে বিষয়টা এমনভাবে বর্ণনা করেন যেন ইহা একটি প্রাপ্য। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। দূরদেশের অমুসলমানদের নিকট কুরআনের বাণী লইয়া যাওয়ার নেশা সেকালের গুণী দরবেশদের পাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহারা ইহাকে এতই পুণ্যকার্য মনে করিতেন যে, এজন্য সর্ব-প্রকার দুঃখকষ্ট বরণ করিতেও বিপদ-আপদ মাথা পাতিয়া লইতে এমন কি নিজেদের জান কুরবাণী দিতেও কুন্ঠিত হইতেন না। হযরত শাহজালালের আবির্ভাব এই জগৎজোড়া ইসলামী আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের (১২০১ খৃঃ) পূর্ব হইতেই বর্হিভারতীয় দর-বেশরা ধর্ম প্রচারার্থে এদেশে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। খৃস্টান মিশনারীরা যেমন, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির পক্ষে রাজ্যজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, এই মুসলমান আউলিয়াগণও সেইরূপ মুসলিম প্রভুত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। বিজয় পূর্ব দল বিজয়োত্তর দলের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যান। একদল আবার শত নির্যাতন সহিয়াও নীরবে ধর্ম প্রচার করেন। আর একদল কিন্তু অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান। তারা দুশমনদের আদৌ পরওয়া করিতেন না। দরকার হইলে মৃত্যু বরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিতেন। প্রথম দলে ছিলেন শাহ সুলতান রুমী, শায়খ, জালাল উদ্দীন তাব্রিজী প্রভৃতি। শাহ সুলতান একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালায় আসিয়া তদানিন্তন কোচ রাজাকে দীক্ষাদান করেন বলিয়া প্রকাশ। তাব্রিজী লক্ষণ সেনের নিকট হইতে কেবল নিজের জন্য নহে রাজত্বের শেষ ভাগে এদেশে আসিয়া কেবল তাহার নিকট হইতে নহে, 'চির ঘৃণিত বৌদ্ধদের জন্যও ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্জন করেন। শেষোক্ত দলে ছিলেন শাহতুর খান। এইরূপ আর একজন শান্তিকামী প্রচারককে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কামরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশ সহজেই জয় করা যায় কিন্তু মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করা কঠিন। সৌভাগ্যবশতঃ মুসলমানেরা যতই দেশ জয় করিতে লাগিল, দরবেশরাও ততই অধিক সংখ্যা আসিতে আরম্ভ করিলেন। ইসলামের অগ্রদূত হইয়া নানাস্থানে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক শান্ত ধর্ম জীবনে প্রভাব দেখা-ইয়া অমুসলমানদিগকে বশীভূত করেন। সে সময় হিন্দুরা তাহাদিগকে খুব

www.pathagar.com

নির্যাতন করিত। দরবেশগণ নির্যাতনের মধ্যে সহিষ্ণুতা দেখাইয়া স্বীয় ধর্ম প্রচারের জন্য স্বার্থ ত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাহাদের সেই আত্মত্যাগের উপরেই আজ ইসলাম ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িতেছে।

বিজয়োত্তর দলে ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর শাহ সুলতান বলখী মাখদুম শাহ দওলত শহীদ, মখছুম বাহাকী পীর, গোরাই গাযী ও শাহ সফিউদ্দীন চতুর্দশ শতাব্দীর শাহজালাল, বদর শাহ ও বাবা মাখদুম পঞ্চাশ শতাব্দীর খানজাহান আলী ও ষোড়শ শতাব্দীর বড়খাল গাযী প্রভৃতি। কাজেই শাহ জালালের গমনকে এই ব্যাপক প্রচার আন্দোলন হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলেনা।

মুসলমানদের পশ্চিম বঙ্গ জয়ের পূর্বেও পূর্ববঙ্গ বা উহার দক্ষিণাংশ শতাধিক বৎসর কাল সেন রাজাদের শাসনে ছিল। সুবর্ণগ্রাম হইতে উত্তরাঞ্চল বাদশাহের (১২১২-২৭) আমলেই বিজিত হয়। অবশিষ্ট অংশ দখলের পরেও সমগ্র দেশে ও আশে-পাশে বহু হিন্দু রাজা ন্যূনধিক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহাদের প্রজাদের মধ্যেও মুসলমান ছিল খুবই কম, কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ছিল না এবং সেখানে তাঁহাদের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীতেও কোন কোন স্থানে এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। মুকুট রামের রাজ্য ব্রাহ্মণ্য নগর (ঝিকর গাছার নিকটস্থ লাউজানি ইহার দৃষ্টান্ত)। হিন্দু রাজ্যে যদি বা কদাচিৎ দুই চারিজন মুসলমানের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত তাহারা ভয়ে নিয়ত জড়সড় হইয়া থাকিত, তাহাদের ধর্ম নৈতিক স্বাধীনতা ছিল না পাবনার শফিউদ্দীন শহীদ, সিলেটের বুরহাউদ্দীন, তরফের কাযী নুরুদ্দীন ও বিক্রমপুরের আর একটি অনুরূপ কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে গো-হত্যার শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। বহিরাগত গাযী ও দরবেশরা এ সকল জনপদকে তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র রূপে বাছিয়া লন। ইহাদের কল্যাণেই চট্টগ্রাম (বদর শাহ), বিক্রমপুর (বাবা আদম, মীর সৈয়দ আলী তাব্রিজী, শাহ সুলতান বল্খী, পাণ্ডুয়া (শাহ শফিউদ্দীন), সিলেট প্রভৃতি স্থানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হয়; ইহাদেরই একদল (খানজাহান আলী, বড় খান গাযী, মোবারা গাযী প্রভৃতি) নিবিড় সুন্দরবন আবাদ ও ব্যাঘ্রভীতি নিবারণ করিয়া সেখানে ইসলামের আলো বিস্তার করেন। ইহারা এত শিষ্য সহচর পরিবৃত হইয়া আগমন করিতেন যে, দেখিলে সৈন্য দল বলিয়াই মনে হইত। খানজাহান আলীর অনুচরের সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। খাকসার-দের সঙ্গে থাকে যেমন বেলচা, ইহাদের ছিল কোদালী। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাদের সাহায্যে পুকুর কাটিয়া, শহর গড়িয়া এবং রাস্তা-ঘাট ও

www.pathagar.com

বাঁধ বাঁধিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেন, দান-খয়রাতের ত কথাই ছিল না। এভাবেই তাঁহারা লোকের চিত্ত জয় করেন, এজন্যই তাহারা অদ্যাপি তাঁহাদিগকে প্রায় দেবতার আসনে বসাইয়া রাখিয়াছে। সিলেটে শাহজালালের আগমন ইসলামের এই ধারাবাহিক অনুপ্রবেশেরই একটা অংশ।

অনেকে আবার তাঁহাকে সিলেট বিজয়ের পূর্ণ কৃতিত্ব দিতে চাহেন, এই সম্মানের অনেকখানিই যে তাঁহার প্রাপ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সবটা নহে। বাংলা জয়ের পর ১২ বৎসর যাইতে না যাইতেই সিলেট আক্রমণ আরম্ভ হয়। ইহা তখন ত্রিপুরার সরাইল পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং গৌড় (উত্তর সিলেট), লাউড় (দক্ষিণ ও পশ্চিম সিলেট) ও জয়ন্তিয়া এই তিনটি বড় ও ইটা, ভরফ, আজমর্দন প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। করিমগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশই ছিল ত্রিপুরার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ; উহার রাজধানীও (কৈলাড় গড়) সেখানে অবস্থিত ছিল। বাংলার তৃতীয় শাসনকর্তা গিয়াস-উদ্দীন কামরূপ ও ত্রিপুরার রাজাকে করদানে বাধ্য করিয়া কৈলাসগড় আক্রমণ করেন (১২১২ খৃঃ)। তৎকালে রাজধানী জাজে নগরে (কসবা) স্থানান্তরিত হয় বলিয়া মনে হয়। ইয়াজবেগের সময় আজমর্দন আক্রান্ত ও বিনষ্ট হয় (১২৫৩ খৃঃ)। সিলেটের আজমীর গঞ্জ অদ্যাপি ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

সিলেটে তৃতীয় আক্রমণকারী সুলতান মগিসউদ্দীন তোতাল তিনি বাঙগালায় উত্তর পূর্ব অঞ্চলের রাজাদিগকে করদানে বাধ্য করেন এবং জাজেনগর বা ত্রিপুরার রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হন (১২৭৯)। সুলতান শামসুউদ্দীন ইলিয়াস সোনার গাঁয়ে রাজধানী স্থাপন করিলে সিলেট আক্রমণের আরও সুবিধা হয়। ১৩৪৭ খৃঃ তিনি আবার জাজেনগর আক্রমণ করিয়া রাজা প্রতাপমানিক্যকে পরাভূত করেন ; রাজা উদয়পুরে রাজধানী সরাইয়া নেন। বুরহাউদ্দীনের চাপে তিনিই প্রথম গৌড়ের রাজা গোবিন্দ বা গৌড় গোবিন্দের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। . ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, লাউড় রাজ্য ইতিমধ্যেই মুসলমানদের কুক্ষিগত হয়। নতুবা গৌড় আক্রমণ সম্ভবপর হইত না। কিন্তু শামসুউদ্দীন স্বীয় পুত্র সিকান্দর শাহকে যুদ্ধে পাঠাইয়াও গৌড় গোবিন্দকে কাবু করিতে পারেন নাই। তবে এই অভিযান একেবারে ব্যর্থ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার ফলে গৌড় গোবিন্দ এতই আতঙ্কগ্রস্ত হন যে, সিকান্দার সুলতান হইয়া তাহাকে পুনরাক্রমনের অবসর না পাইলেও তাহার আতঙ্ক বুঝিয়া রাজা পূর্বাহ্নেই সিকান্দরের কতকটা বশ্যতা স্বীকার করেন। নতুবা তিনি সিলেট শহরে নকল আদিনা মসজিদ

www.pathagar.com

নির্মাণে প্রচুর মালমশলা যোগাইতে যাইবেন কেন? এই মসজিদ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যে নাম পাওয়া যায় তিনি ছিলেন খুব সম্ভবতঃ মুসলিম। সিলেটের শাসনকর্তা রাজা এমন কি খাস সিলেট শহরে ও তাঁহাকে কিছুটা আধিপত্য দান করেন বলিয়া মনে হয়।

বুরহানউদ্দীন ও নুরুউদ্দীনের গমন হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, হযরত শাহজালালের পূর্বেই কেবল মুসলিম অধিকৃত সিলেটে নহে, গৌড় ও তরফে পর্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহারা নেহাৎ কেউকেটা ছিলেন না। যেভাবে এই দুইজনে যুগপৎ দুই রাজ্যে প্রচলিত আইনভঙ্গ করেন, তাহাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, কাজটা তাহাদের স্বেচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাঁহারা বাহিরের প্রেরণায় আক্রমণের অজুহার সৃষ্টি করিতেছিলেন, নতুবা তাঁহারা ছিলেন গাজী শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী প্রচারক। স্পষ্টতঃ বুরহান ও নুরুউদ্দীন শহীদের প্রবল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিত্ব নতুবা তাহার অধিকারী হয়ে আসামের এক প্রান্তের দৃষ্টান্ত ধর্মনৈতিক অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া ষড়যন্ত্র পাকাইতে সুলতান ও বিদেশী (দিল্লীর) সম্রাটকে দলে টানিতে পারিতেন না। তাহাদের প্রচন্ড আন্দোলনের অভাবে সিলেট জয় বন্ধ না থাকিলেও নিশ্চিতরূপে কয়েক শতাব্দীর জন্য পিছাইয়া যাইত। বস্তুতঃ এই ব্যাপারেও সকল অগ্রগামী সৈনিক, প্রচারক আংশিক বিজেতাদের অবদান কোন ক্রমেই উপক্ষেণীয় নহে। তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য সম্মানে বঞ্চিত করিলে ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হইবে।

এই নাটকের শেষাংশ সুপরিচিত ব্যাপার। পরিশেষে আন্দোলনকারীরা দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ ও শাহজালাল বাবার সহানুভূতি অভিযানে সমর্থ হন। সুলতান তাহার ভাগিনের সিকান্দরগায় গাযীকে গোড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি সুবিধা করিতে না পারায় নাসিরউদ্দীন নামক জনৈক খ্যাতিনামা দরবেশের অধীনে আর একটি অভিযান প্রেরণ করা সাব্যস্ত হয়। শাহজালাল অনুচর তাঁহার অনুসরণ করেন। পথি-মধ্যে সিকন্দর শাহও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন। নাসিরউদ্দীন ছিলেন একজন মহাধর্মিক, কথিত আছে সমগ্র বাহিনীতে কেবল তিনিই কখনও আসরের নামায কাজা করেন নাই বলিয়া গোড়গোবিন্দের নব নির্মিত লৌহ-ধনুকে গুণ যোজন্য করিতে সমর্থ হন। ইহাতে ভগ্নোৎশাহ হইয়া রাজ্য জয়ের আশা বিসর্জন দেন। এভাবে সামরিক শক্তির সহিত ডবল আধ্যাত্মিক শক্তির সংযোগ ঘটায় গৌড়গোবিন্দের পতন ঘটে। অতঃপর তরফ নাসিরউদ্দীনের দখলে আসে। কাজেই ইহাতে বেশ সিপাহ সালার নাসিরউদ্দীনের কৃতিত্বগুলি শাহজালালের

www.pathagar.com

চেয়ে কোন অংশেই কম নহে। হয়ত বা বেশী। অথচ শাহজালালের প্রবল শক্তিত্বের সুক্ষ্মাঘর্ষ ইহার অক্ষয় অবদানের কথা লোকে বে-মালুম ভুলিয়া গিয়াছে।

শাহজালাল দীর্ঘ ১৯ বৎসরকাল সিলেটে অবস্থান করেন। এই সময়টা ধর্মকর্ম, ধর্ম প্রচার ও বিবিধ জনহিতকর কার্যে বাস্তবায়িত হয়। দেওরাইল পরগণার জনৈক দুর্দ্দান্ত দস্যুকে হত্যা করিয়া সেখানে শান্তি স্থাপন তাঁহার একটি প্রধান জনহিতকর কাজ। এসকল কারণে তিনি জনসাধারণের নিকট দেবতার ন্যায় পূজিত হইতে থাকেন। তাঁহার সংগী দরবেশের সিলেটের নানা স্থানে এবং পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর জিলায় প্রেরিত হন। তাঁহাদের চেষ্টা যে বিশেষভাবে সাফল্যমন্ডিত হয় তথাকার মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যই তাহার প্রমাণ। ইহাই শাহজালালের প্রধান কৃতিত্ব এবং এখানেই তাঁহার অভ্যুদয়ের গুরুত্ব। তৎসংগে গাযীর মর্যাদায় সংযোগ ঘটায় তিনি অমর যশের অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন।

অবশ্য সিলেটে ইসলামী আন্দোলনের চরমোৎকর্ষ লাভ ঘটে সম্ভাবতঃ বড়খান গাযী হইতো। সুন্দরবন হইতে আসিয়া তিনি হবিগঞ্জের গাযীপুরে আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁহার ন্যায় কর্মবীর যে এখানে ও ধর্ম প্রচার না করিয়া চুপটি মারিয়া বসিয়াছিলেন এমন মনে করার কোন ন্যায়সংগত কারণ নাই।

লোকে শির দিলেও সার বা ধর্ম দিতে চাহে না। লক্ষ লক্ষ বিধর্মীকে স্বমতে আনয়ন করিতে হইলে সেরূপ তাঁহাদের ভক্তি আকর্ষণের জন্য যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শিতা, আত্মত্যাগ, ধৈর্য ও সহনশীলতার দরকার, শাহা-জালালের নিশ্চতই তাহা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেরামত বা অতি প্রাকৃতিকতার চাপে সে সমুদয় এমনি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে যে, প্রকৃত মানুষটিকে বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ স্বভাবতই দুর্বল ও ক্ষীণবুদ্ধি বলিয়া অসাধারণ কোন কিছু দেখিলেই তাহাতে অলৌ-কিকত্বের আয়োজন করে। শাহজালালের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। সিলেটে বাঁশ কলাগাছের দুর্ভিক্ষ কোন দিনই ছিল না। কাজেই গৌড়গোবিন্দ নৌকা চলাচল বন্ধ করিলেও ভেলা বানান বন্ধ রাখিতে পারেন নাই। অভিযান করিয়া খুব ভেলা ভাসাইয়া ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদী উত্তীর্ণ হন। তাহা বুঝিতে বিশেষ বুদ্ধি খরচের দরকার হয় না। অবশ্য আরামের জন্য তাঁহারা তাঁহার উপর চামড়ার জায়নামায পাতিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন।

শুধু জায়নামায ভাসাইয়া নদী অতিক্রমের গল্পটি যেমন, এই বিখ্যাত গাযী দরবেশের বুদ্ধিবৃত্তি, ইয়েমেনের বাদশাহ ও সিকন্দর গাযীর মৃত্যু এবং

www.pathagar.com

বিবির মোকামের বিবি ঘটিত কাহিনীগুলি তেমনি তাঁহার বিচারবুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তির উপর রীতিমত অত্যাচার ও অবিচার।

কথায় কথায় অভিশাপ বা বদদোয়া দিয়া নর হত্যা করাই যদি পীর ফকীরের কাজ হয়, তবে লোকে তাঁহাদের ভক্তি করা দূরে থাকুক, ত্রিসীমানায়ও ঘোসিবে না। যদি তিনি এতই নির্বোধ, কোপন, স্বভাব ও জালিম হইতেন, তবে লক্ষ লক্ষ বিধর্মীকে দীক্ষা দান করিলেন কি করিয়া।

তাহা ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দোষই বা ছিল কি? ভন্ডপীরের সংখ্যা সর্বত্রই এত অধিক যে ইয়েমেনের রাজার পক্ষে তাঁহাকে পরীক্ষা করার চেষ্টা অস্বাভাবিকতা কিছুই না। সিকান্দর গাজী তাঁহার অনুরোধের ভুল অর্থ করেন মাত্র। এই ভুল ধরিতে সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট। এমতাবস্থায় তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ তাঁহার সহকর্মী ও দক্ষিণহস্ত সিকান্দর গাযীকে শাপ দিতে গেলেন কেন? আল্লাহ্‌ও ত ভুল মাফ করেন, তিনি ত আল্লার ওলী। মোকামের বিবি' ত সম্পূর্ণ নির্দোষ।। সে বেচারী ইচ্ছা করিয়া তাঁহার নজরে পড়ে নাই, দৈব্যক্রমে ঘাটে আসিয়াছিল। তাহাকে তিনি বে-কসুর বদ-দোয়া দিয়া মারিতে যাইবেন কেন? এত তুচ্ছ কারণে বা বিনা কারণে ক্ষুদ্রবৃত্তি ধরিলে ধর্ম প্রচারকদের চলে কি?

বস্তুতঃ এ সকল কেরামতের গল্পে হযরত শাহজালালকে নিতান্ত ছোট ও খোলা করা হইয়াছে। যিনি ধর্ম প্রচারের জন্য সুদূর ইয়েমেন হইতে অপরিমিত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া পদব্রজে এদেশে আসেন, পথে শত শত কামেল ব্যক্তি যাঁহার মুরীদ হন। তিনি ছিলেন নিশ্চয়ই এরূপ হীনতার বহু ঊর্ধে। সর্বদিক দিয়া আদর্শ পুরুষ না হইলে সিলেটের নব বিজিত প্রতিহিংসাপরায়ণ দুর্দান্ত পার্বত্য হিন্দু দলে দলে তাঁহার নিকট ধর্মান্তর গ্রহণ করিত না এবং অদ্যাপি তাঁহাকে প্রায় দেবতার শামিল করিয়া রাখিত না।

শাহজালালের সংগীয় দরবেশদের কেহই কোপস্বভাব বা অবিচারক ছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। মুরশিদের আদর্শে তাঁহাদের চরিত্র গঠিত হইতে বাধ্য। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন আরও মহত্তর জগতের লোক। সুতরাং গল্প রচয়িতাদের উদ্দেশ্য যতই সাধু হউক না কেন, তাহাতে তাহার প্রকৃত চরিত্র প্রতিফলিত হয় নাই।

নিতান্ত পরিতাপের কথা, ধর্মপ্রচার ও সত্যবিস্তারে মুসলমান আলিম ও পীর ফকিরদের সেই অপূর্ব অনুরাগ এখন আর নাই। তাহারা আত্ম-চিন্তায়ই ব্যস্ত। এমন কি বৃটিশ আমলেও তাঁহাদের দুই, চারজনকে ইসলামী মিশন'

www.pathagar.com

খুলিয়া আসামের জঙ্গলে ছুটিতে দেখা যাইত। পাকিস্তান হাসিলের পর তাঁহাদের সমস্ত কর্মতৎপরতা থামিয়া গিয়াছে। যদি সে তেজঃ আবার পুনরুজ্জীবিত করিতে পারা না যায়, তবে 'শাহজালাল দিবস' উদযাপন ও জালালী সংখ্যা কাগজ বাহির করার সার্থকতা কোথায় ?

ইফাবা—৮৮-৮৯ প্র/২৫০৫—৩২৫০—৩২-৩-১৯৫/১৬-৭-১৯৮৮